Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
Bhadaini, Varanasi-1
No 3/208

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

35

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/208

মহাজীবন

পরেশচন্দ্র ভোরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/208
9/193

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/208

মহাজীবন

প্রথম খণ্ড

শ্রীপরেশচন্দ্র ভোরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ : পৌষ, ১৩৭১

প্রকাশক ও মুদ্রক :
শ্রীঅমূল্য কুমার ঘোষ
সৎসঙ্গ প্রেস, পোঃ সৎসঙ্গ
এস্-পি, বিহার।

প্রুফরীডার : শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মূল্য : ৬·০০ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

লোকোত্তর মহাপুরুষের জীবন-চরিত লেখা দুরূহ। বিশেষ করে সাধারণের মধ্যে অসাধারণ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবনী লেখা আরও কঠিন। পারমার্থিক বা সামাজিক বা অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রীক মুক্তির বার্ত্তা নিয়ে জগতে বিভিন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে বটে, কিন্তু সেই খণ্ড মুক্তি-বার্ত্তা জগতের সব দুঃখ ঘোচাতে পারেনি। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বর্ত্তমান যুগে একাধারে মানুষের সর্ব্বতোমুখী বিকাশের বার্ত্তা নিয়ে আবির্ভাব হয়েছেন। যাঁর অপেক্ষায় মানবসমাজ যুগ-যুগ ধরে অপেক্ষা করে আছে। এইরূপ বিরাট্ পুরুষের সর্ব্বব্যাপী প্রতিভার বিষয় লেখনীর মুখে ফুটিয়ে তোলা যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার তা কাউকে বলে বোঝাতে হবে না। মহাপুরুষের জীবনের ঘটনাবলী যা সাধারণতঃ লোক-লোচনের দৃষ্টিতে আসে তা তাঁদের জীবনালেখ্যের অতি সামান্যতম অংশ। অধিকাংশ সংঘটিত হয় তাঁদের মনের গহীন তলদেশে—লোক-লোচনের অন্তরালে। যাকে বলা যায়—মৃত্যুর করধৃত পাত্রে সচেতন মনের গভীর তলদেশে অমৃতের অবস্থান। যা রয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই প্রাণলীলার অসীম রহস্যের মূলে। এ হেন দুরূহ ব্যাপারকে শ্রীমান্ পরেশ যে সহজসাধ্য করে তোলার চেষ্টা করেছে তাতে তার সৃষ্টি-ধর্ম্মী রস-পিপাসু মনের পরিচয় মেলে। যে-রস তার মনকে কানায়-কানায় ভরে তুলেছে ও নব-নব ভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলে এই 'মহাজীবন' রচনার প্রেরণা যুগিয়েছে। লেখকের রচনাভঙ্গী তার নিজস্ব, সহজ, সাবলীল। বক্তব্য বিষয়কে সহজভাবে পাঠকের সামনে ছবির মত তুলে ধরেছে। আশা করি পাঠক সমাজ এই গ্রন্থপাঠে তৃপ্ত হবেন।

ঠাকুর-বাংলো,
সৎসঙ্গ, দেওঘর,
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু
প্রেসিডেণ্ট, সৎসঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার কথা

"বিন্দুতে সিন্ধু" লিখছিলাম। (Ocean in a Tea Cup-এর বঙ্গানুবাদ)। শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার দাস বললেন—এ না লিখে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী লেখ না কেন ?

প্রফুল্লদার কথায় রাজী হলাম। জীবনী লিখতে আরম্ভ করলাম। আলোচনা পত্রিকায় কিছুটা ছাপা হল। কিছু প্রশংসা পেলাম আর কিছু পেলাম সমালোচনা। কেউ বলল—অনেকটা রূপকথার মত, আবার কেউ বলল—সবটাই নীতিমূলক।

তর্ক করিনি। যে-জীবন অপার্থিব, যে-ভালবাসা অপ্রাকৃত তা সাধারণ মানুষের বিচারের মানদণ্ডে রূপকথা ছাড়া আর কি হবে? যাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ অভ্রান্ত তাঁর জীবন মূর্ত্তিমান নীতি ছাড়া আর কি হতে পারে? তবু আমি তাঁকে সাধারণ মানুষের সহজ দৃষ্টি দিয়েই আঁকতে প্রয়াস পেয়েছি।

অলৌকিকত্বের মোহ মানুষের সহজাত। তাই মহাপুরুষের জীবনী রচনায় অলৌকিকত্বের প্রভাব থাকে বেশী। যে-অলৌকিকত্ব ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে, যা বুদ্ধির অগোচর, যা সাধ্যের অতীত সে-কাহিনী আমাদের চমৎকৃত করে, বিস্ময় সৃষ্টি করে, এবং যদিও মনে হয় তা আমাদের চলার পথের কোন সঙ্কেত দেয় না, তবু দেখি মহাপুরুষদের আবির্ভাব থেকে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ। সাধারণ থেকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই তাঁরা ব্যতিক্রম। আমরা যা হতে চাই অথচ হতে পারিনি, তাঁরা তারই যেন জীবন্ত আদর্শ। আমরা প্রবৃত্তির চরিতার্থতাকেই জীবনোপভোগ বলে মনে করি, আর তাঁরা জীবনের জন্য প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। আমরা প্রবৃত্তির অধীন, তাঁরা প্রবৃত্তির অধীশ—এইখানেই সাধারণের সঙ্গে মহাপুরুষের দুস্তর ব্যবধান। প্রবৃত্তির উপর এই আধিপত্য অর্জ্জনের জন্য চেষ্টাকৃত প্রয়াস যাঁদের তাঁরাই সাধক। আবার, এমন মানুষও এই দুনিয়ার বুকে আবির্ভূত হন যাঁদের প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য সহজাত, এর জন্য দেখা যায় না চেষ্টাকৃত কোন অনুশীলন। তাঁদের কেন্দ্র করে কত যে অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটে তার ইয়ত্তা করা যায় না। অথচ তাঁদের জীবন এত সহজ, এত সরল, এত অনাড়ম্বর, এত আতিশয্যবিহীন—প্রথম দর্শনে বোঝাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় না কি অপরিমেয় শক্তির তাঁরা অধিকারী। সর্ব্বংসহা ধরিত্রী যেমন ভিতরের প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতকে সহজভাবে ধারণ করেও বাইরে শান্ত, স্নিগ্ধ, সমাহিত, ঠিক তেমনতরই মানুষের একান্ত প্রয়োজনে এমন মহাজীবনের আবির্ভাব ঘটে যাঁর আত্মিক শক্তির পরিমাপ করা একেবারে অসাধ্য। তাঁর সমগ্র জীবনটাই যেন একটা ছন্দোবদ্ধ মহাকাব্যের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি, তাঁর সুঠাম অঙ্গের প্রতিটি ভঙ্গী যেন কোন মহাশিল্পীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পনৈপুণ্য, তাঁর জীবনের সুর যেন বিশ্বসংগীতের এক মূর্ত্ত মূর্চ্ছনা। তাঁর সব-কিছুই যেন সৃষ্টির এক অপার বিস্ময়। তিনি ধর্ম্মকে জেনে নিজেকে গঠন করতে প্রয়াসী হন না—ধর্ম্ম তাঁর মধ্যে প্রাণ পেয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে, তিনি নীতিকে অনুসরণ করেন না, তিনিই স্বয়ং মূর্ত্তমান নীতি—এমনই এক মহাজীবনের অধিকারী শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র।

অথচ তিনি কত সহজ, কত সরল, কত অনায়াসগম্য। তাঁর সমস্ত অলৌকিকত্বের মহাশক্তিকে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে ঢেকে রেখে সাধারণ মানুষের হাত ধরে এগিয়ে দেবার তাঁর কি অক্লান্ত প্রচেষ্টা, অপরিসীম ধৈর্য্য। সাধারণ মানুষকে দেবমানবে উন্নীত করার বিরামহীন অভিযান।

তাঁর জীবনের বিচ্ছিন্ন কতগুলি ঘটনাকে একত্র সন্নিবেশ করে এই আংশিক জীবনী রচনার এই প্রয়াস। তাঁরই শ্রীমুখ-নিঃসৃত আলোচনার মাধ্যমে কিছু-কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি, ভুল-ত্রুটি যদি কিছু থেকে থাকে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার।

এই গ্রন্থ রচনা-কার্য্যে আমি বহুজনের কাছ থেকে আশাতীত সাহায্য ও উৎসাহ পেয়েছি, তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। তাঁদের মধ্যে আছেন পরম পূজনীয়া ছোটমা, পূজ্যপাদ ছোড়দা, পূজ্যপাদ কাজল, শ্রদ্ধেয় শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু, শ্রীসচ্চিদানন্দ গোস্বামী ও শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস।

শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য আমার লেখার ভ্রম-সংশোধন করে দিয়ে আমার বইটাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে দিয়েছে, তাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রচ্ছদপট করে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত ফণীলাল মুখার্জ্জী, তিনি মেসার্স ওয়াল্টার থমসনে কাজ করেন। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শ্রীদুর্গাদাস বিদ, শ্রীঅরুণকুমার গাঙ্গুলী, শ্রীঅসিতবরণ হালদার ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সরকার আমাকে বহুভাবে সাহায্য করেছেন ও এই লেখার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারলাম না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-সৃষ্টি সত্ত্বেও লিপিবদ্ধ এই ঘটনাবলী সবাইকে নিশ্চয়ই সার্থক পথের নির্দ্দেশ দেবে, দিশেহারা ভ্রান্ত যারা তারা সঠিক নিশানা খুঁজে পাবে—বিশ্বাসের এই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে আমার এই দুর্ব্বল প্রয়াস, আর যাদের জীবনে তাঁর সান্নিধ্যে আসার দুর্লভ সৌভাগ্য ঘটেছে তারাও আবার নূতন করে তাঁকে উপভোগ করবে, এই আমার ধারণা।

চৌধুরী ভিলা,
সৎসঙ্গ, দেওঘর, এস-পি
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

নিবেদক,
পি, সি, বি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁরা আমায় গল্প দিয়ে সাহায্য করেছেন

শ্রীযুক্তা গুরুপ্রসাদী চক্রবর্ত্তী (পিসিমা—শ্রীশ্রীঠাকুরের ছোট বোন), শ্রীযুক্তা বোস মা (শ্রীশ্রীঠাকুরকে বাল্যকালে কোলে করেছেন), শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বসু (বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট—১৯১৭ সালে আশ্রমে এসেছেন), শ্রীযুক্তা বেলি পিসিমা (৺অনন্ত মহারাজের ছোট বোন), শ্রীযুত শৈলজা ব্রহ্মচারী (শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্য সাথী), শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল দত্তরায় (জীবনী লেখক), শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম-এ (১৩২৮ সালে আশ্রমে এসেছেন), শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ গোস্বামী (শ্রদ্ধেয় ৺গোসাঁইদার প্রথম পুত্র—বাল্যকাল থেকে আশ্রমে আছেন), শ্রীযুক্তা ক্ষেত্রমোহিনী রায় (১৯১৭ সালে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন), Ray Archer Hauserman (লেখক—Ocean in a Tea Cup), শ্রীযুক্ত হেমকেশ চৌধুরী (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব-সমাধি যুগের লোক), শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সরকার (প্রায় চল্লিশ বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গলাভ করছেন), শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রায় ১৯২৩ সালে আশ্রমে এসেছেন), শ্রীযুত রাধাবিনোদ বসু (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব-সমাধি যুগের লোক), শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রায় (প্রায় ৪৭ বৎসর আগে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসেছেন), শ্রীযুক্ত রাধারমণ জোয়ারদার (কুষ্টিয়া-যুগের লোক)।

গ্রন্থ-পঞ্জী

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র-কথিত

পুণ্যপুঁথি, নারীর পথে, সত্যানুসরণ, ইসলাম প্রসঙ্গে, নানা প্রসঙ্গে, কথা প্রসঙ্গে, The Message.

১। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (জীবনী)—শ্রীব্রজগোপাল দত্তরায়, এম-এ, বি-এল। ২। যেমন তাঁকে দেখি—শ্রীনাথ। ৩। লক্ষ্মীমা—শ্রীযুক্তা সর্ব্বমঙ্গলা দেবী। ৪। শ্রীশ্রীঠাকুর ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। ৫। অমিয় বাণী—সঙ্কলয়িতা শ্রীঅশ্বিনীকুমার বিশ্বাস। ৬। আলোচনা-প্রসঙ্গে—সঙ্কলয়িতা শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম-এ। ৭। মানসতীর্থ পরিক্রমা—শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বসু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৯	৩	তৃতীয় শ্রেণী	অষ্টম শ্রেণী
৯৮	২২	উদাম	উদাস
২২৮	২৫	গৌরী নদী	গড়াই নদী
২৪৬	১১	জ্যোতিষ বোস	জ্যোতিষ ঘোষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/208
1/147

মহাজীবন

আজ অনুকূলের অদৃষ্টে কী আছে কে জানে! মনোমোহিনী তাকে দুই-একবার ডেকে বিরক্ত হয়ে নিজের কাজে চলে গেলেন। সকাল থেকেই অনুকূলের দেখা নেই। বন্ধুদের সাথে কোথায় খেলা করতে গেছে। আধঘণ্টা বাদে তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল উঠানের এক পাশে। ছুরি ও একটা সরু খাগের নল নিয়ে কি তৈরী করছিল। সঙ্গে ছিল দেবেন আর ভোলা। খুব মনোযোগ-সহকারে বন্ধুর এই অদ্ভুত জিনিষটি তৈরী করা লক্ষ্য করছিল। মনোমোহিনী সাড়া পেয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ডাকলেন—অনুকূল!

তাঁর মূর্ত্তি লক্ষ্য করে অনুকূলের এতক্ষণের উৎসাহ ও আনন্দ একেবারে উবে গেল। দেবেন আর ভোলা সাড়া পেয়েই ছুটে পালাল। অনুকূল হাতের জিনিষগুলি ছেড়ে দিয়ে ধীরে-ধীরে মায়ের নিকটে এসে দাঁড়াল। মনোমোহিনী তার অবস্থা দেখে খুবই চটে উঠলেন।

কোথায় ছিলি এতক্ষণ? পড়াশুনো নেই। বলে কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে দু-একটি চড় বসিয়ে দিলেন। অনুকূল কোন কথা বলল না। নীরবে মায়ের শাসন মাথা পেতে নিল।

মনোমোহিনী তার কাপড়ে ও হাতে কাদা লক্ষ্য করে বললেন—এগুলো হাতে-পায়ে কী মেখেছিস্? অসভ্য কোথাকার! তারপর কানের পার্শ্বে একস্থানে একটা আঘাতের চিহ্ন লাল হয়ে ফুলে উঠেছে লক্ষ্য করে বললেন—এখানে কী হয়েছে রে?

অনুকূলের চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়ছিল। কাঁদতে-কাঁদতে বলল—হেমদাদু মেরেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেমকাকা মেরেছেন ? নিশ্চয়ই কোন অন্যায় করেছো। নইলে মারবেন কেন। দুষ্টুমি ছাড়া তোমার তো দিন চলে না। যা, হাত-পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে পড়তে বোস। মনোমোহিনী তাকে একটা তাড়া দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। অনুকূল চোখ মুছতে-মুছতে চলে গেল। কোন কথা বলবার সুযোগ পেল না।

অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আট বৎসরের হলেও বলবার বুদ্ধি হয়েছে। মাকে অনেক সময় নিজের কথা বলতে চায়। কিন্তু পাছে মা অসন্তুষ্ট হন তাই নিজের কথা কিছু বলবার থাকলেও বলতে পারে না। মনটা ব্যথায় ভরে ওঠে। ভাবে, মাকে বুঝিয়ে বলতে পারলে বুঝি তিনি তার উপর রেগে থাকতেন না। চোখ মুছতে-মুছতে নদীর দিকে যাচ্ছিল। কৃষ্ণসুন্দরী সকালবেলাটা দাওয়ায় বসে ইষ্টনাম জপের বাকীটুকু সমাপ্ত করে নিচ্ছিলেন, অনুকূলকে যেতে দেখে চীৎকার দিয়ে বলে উঠলেন—হাত-পা ধুতে গিয়ে যেন ঘাটে মজে যেও না। চট্ করে চলে আসবে। কাজ আছে, দোকানে যেতে হবে। অনুকূল কোন কথা বলল না। আজকের ব্যাপারে তার মনটা খুবই খারাপ হয়ে উঠেছিল। হাত-পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে সে পড়ার ঘরে না ঢুকে—ঢুকল ঠাকুর-ঘরে।

মিনিট পনর কেটে গেল কৃষ্ণসুন্দরীর ইষ্টমন্ত্র জপ সহসা বন্ধ হয়ে গিয়ে কী মনে পড়ে গেল। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে পড়লেন। ডাকলেন, ও অনুকূল, অনুকূল। আঃ ছেলেটা গেল কোথায় ? ঘাটে থেকে কি এখনও ফেরেনি। কৃষ্ণসুন্দরী ধীরে-ধীরে অগ্রসর হতে লাগলেন।

গোবিন্দমণি বললেন—আসবে না কেন ? দেখগে তোমার নাতী ঠাকুর-ঘরে ঢুকে বসে আছে।

ঠাকুর-ঘরে কেন ? ও অনুকূল !

কৃষ্ণসুন্দরী ডাকতে-ডাকতে ঠাকুর-ঘরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমপিতা, আমার কী দোষ হয়েছে বলে দাও। হেমদাদুকে আমি ভালভাবেই কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি আমায় ধরে মারলেন। কী অন্যায় করেছি যে মা আমার কথা না শুনেই মারল।

অনুকূল! অনুকূল! বাইরে থেকে বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগল।

পরমপিতা তুমি দেখো, মা যেন আমায় আর না মারে। আমার বড় কষ্ট হয়। ভাল লাগে না।

অনুকূল ঠাকুর-ঘরে পা-দুটো বেশ করে গুটিয়ে নিয়ে একটা বড় ফটোর সম্মুখে বসে তার মনের কথা জানাচ্ছিল। ফটোটা মনোমোহিনীর গুরুদেব আগ্রার শ্রীশ্রীহুজুর মহারাজের। তিনি প্রতিদিন তাঁর সম্মুখে বসে ধ্যান করেন। অনুকূল মাতার পার্শ্বে বসে বহুদিন তা লক্ষ্য করেছে।

চোখ-দুটি বুজে নিজেও মাঝে-মাঝে নিজের কথা জানিয়েছে। কিন্তু আজকের মত এমন করে সে কোনদিনই জানায়নি। তার প্রার্থনা মঞ্জুরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ও অনুকূল! সহসা ঠাকুর-ঘরের দরজা কে ঠেলা দিয়ে খুলে ডাকলেন। অনুকূল তাকিয়ে দেখল কৃষ্ণসুন্দরী।

হ্যারে দোকানে যাবি না। পড়াশুনো বাদ দিয়ে ঠাকুর-ঘরে কী করছিস্? এই নে। তেল নিয়ে আয়। দেরী করবি নে যেন। ইস্কুলের বেলা হয়ে গেছে। বলতে-বলতে দুটো পয়সা ও তেলের শিশিটা হাতে তুলে দিলেন। অনুকূল সেগুলো হাতে নিয়ে নীরবে বেরিয়ে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছোট্ট গ্রাম এই হিমাইতপুর। অতি প্রাচীন, অতি অনুন্নত। পাবনা শহর থেকে আড়াই মাইল দূর। কথিত আছে দিল্লীর সম্রাট আকবরের প্রধান রাজপুত সেনাপতি মানসিংহ বাংলা দেশে বিদ্রোহ দমনের জন্য একবার আগমন করেছিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁর পুত্র হিম্মৎখাঁ এই গ্রামের পাশে ছাউনি ফেলেছিলেন। সেই থেকে এই পার্শ্বের গ্রামের নাম ছাতনি আর এই গ্রামের নাম হিম্মৎপুর বা হিমাইতপুর হয়েছে। রাজা মানসিংহের বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। তাঁর হাতী বাঁধবার বটগাছটি নাকি কিছুদিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। তবে, মানসিংহের কালীবাড়ী এখনও বর্ত্তমান আছে।

গ্রামের সম্মুখে দিগন্ত প্রসারিত ধূ-ধূ করে মাঠ। অদূরে সীমাহীন বনানীর সবুজ গাঢ় রং মিশে গেছে বহুদূরে নীলাকাশের নীচে। ছোট্ট একটি নদী এই গ্রামের প্রান্তর ঘেসে চলে গেছে। কিন্তু এখন আর জল নেই। শুষ্কপ্রায় হয়ে গেছে। শুধু মাঝে-মাঝে কোথায়ও একটু-আধটু জল স্বচ্ছ হয়ে সূর্য্যের কিরণে চিক্‌চিক্ করছে। অদূরে পদ্মা। তার বিশাল স্রোতাবর্ত্ত নিয়ে একদিন এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। আজ আর তা নেই। ছোট্ট একফালি সরলরেখার মত চিহ্ন রেখে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। শুধু বর্ষাকালে দুকূল প্লাবিত হয়ে গেলে মনে হয় পদ্মার সবটুকু আজও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। একান্ত জনবিরল গ্রাম। কোথায়ও মাঝে-মাঝে কয়েকটা পর্ণ-কুটির। তা ছাড়া সবই ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বেশীর ভাগই হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল। সহসা সে-পথে একাকী চলতে লোকে ভয় পায়। অল্প একটু দূরে বাজিতপুর ষ্টীমার ঘাট। সেখানে প্রচুর লোকের আনা-গোনা।

এই গ্রামে রামেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী। রামেন্দ্রনারায়ণ পণ্ডিত লোক। সংস্কৃত, ইংরেজী, পারসী ভাষা জানতেন। সমাজ-সংস্কারে তিনি ছিলেন অকুতোভয় ও অগ্রণী। প্রথম জীবনে আমিনের কাজ করতেন। পরে আমিনের কাজ ছেড়ে দিয়ে পুলিশ ইনস্‌পেক্টর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর ভাল লাগল না। শেষে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে কুচবিহার স্টেটের অধীনে একটি বিভাগের ম্যানেজার হলেন। স্বচ্ছলাবস্থায়ই তাঁর দিনগুলি কেটে যেতে লাগল। চতুর্থ সন্তান মনোমোহিনীর বয়স তখন নয়। বিয়ে দিলেন গুয়াখাড়া গ্রামে শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সাথে। শিবচন্দ্রের তখন নবীন বয়স। কন্‌ট্রাক্টরী করে প্রচুর পয়সা উপার্জ্জন করছিলেন। রামেন্দ্রনারায়ণ জামাতাকে পেয়ে খুশী হলেন।

তিন-চার বৎসর কেটে গেল। রামেন্দ্রনারায়ণ ইহসংসার থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন। কৃষ্ণসুন্দরী কেঁদে আকুল হলেন। নিতান্ত নিঃসহায়, কেউ দেখবার নেই। অংশীদাররা এই সুযোগে বিষয়-সম্পত্তি বঞ্চনা করে নেবার সুযোগ খুঁজতে লাগল। শিবচন্দ্র এসে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—মা, ভয় কি আপনার? আমি তো আছি।

কৃষ্ণসুন্দরী চোখ-দুটি মুছে একটু শান্ত হলেন। শিবচন্দ্র একদিন কোর্ট থেকে ফিরে এসে বললেন—আমরা সব মামলায়ই জিতে গেছি মা। আর কোন ভয় নেই। কৃষ্ণসুন্দরী কয়েক ফোঁটা আনন্দাশ্রু ফেলে বললেন—আশীর্ব্বাদ করি বাবা। রাধা-মদনমোহন তোমার মঙ্গল করুন। শিবচন্দ্র তাঁর চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। এই আশীর্ব্বাদে তাঁরও খুব আনন্দ। ছোটবেলা তাঁর মা-বাবা মারা গেছেন। এই আশীর্ব্বাদ—এই মাতৃস্নেহ হতে তিনি একেবারেই বঞ্চিত।

কৃষ্ণসুন্দরী কয়েক দিন পর বললেন—আর গুয়াখাড়ায় থাকা কেন বাবা? মনোকে নিয়ে এখানে এসে থাকলেই হয়। শিবচন্দ্র রাজী হয়ে গেলেন। মাতৃস্নেহ হ'তে বঞ্চিত হ'তে চান না। কৃষ্ণসুন্দরী কিছুদিন পর সব শোক ভুলে যেতে লাগলেন। আজ অনেকদিন পর, চিঠি লেখাবার লোকের অভাবেও বটে—তা ছাড়া মনটাও নানা কারণে স্বোয়াস্তিতে ছিল না—নিস্তারিণীকে পত্র লিখতে বসে জানালেন—সাবিত্রীসমানেষু—মা, বহুদিন তোমায় চিঠি দিইনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ লিখতে বসেছি। সবই তো ইতিপূর্ব্বে শুনেছো। বিষয়-সম্পত্তি সবই শিবচন্দ্র আজকাল নিজেই দেখা-শোনা করছে। সবই রাধা-মদনমোহনের ইচ্ছা। মনোর শরীরটা ভাল নয়। আসছে মাসেই মনোর প্রথম সাধের দিন ধার্য্য হয়েছে। তোমাদের সকলেরই আসা চাই মা। জান তো আমার অবস্থা। তোমরা না এলে করবে-কাটবে কে? ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা মা।

পাড়ার সকলকেও আগে থাকতে জানিয়ে রাখলেন, যাতে সবাই এই শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

দিন পনর কেটে গেছে। নিস্তারিণীর পত্রের জবাব আসেনি। কৃষ্ণসুন্দরী চিন্তিত হয়ে পড়লেন—কি হলো? প্রতিদিন একবার পত্রের আশায় বসে থাকেন। আজও একবার এই সময়ে দাওয়ায় বসে পত্রের অপেক্ষা করছিলেন। একজন প্রবীণ জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এসে বাড়ীতে অতিথি হলেন। দুপুর হয়ে গিয়েছিল। বাড়ীতে তখনও কারও আহারাদি হয়নি। মনোমোহিনী স্নানান্তে ঠাকুর-ঘরে গিয়ে আহ্নিকটা করে নিচ্ছিলেন। কৃষ্ণসুন্দরী সন্ন্যাসীকে দেখে ডাকলেন—ও মনো শোন!

যাই মা!

মনোমোহিনীর ঠাকুর-ঘরের কাজ প্রায় সমাপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। তিনি বেরিয়ে এসে উঠানে দণ্ডায়মান জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন।

কিছু খেতে দিবি মা?

সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর মনোমোহিনীর হৃদয়ের অন্তঃস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করল। কৃষ্ণসুন্দরীর আদেশের অপেক্ষা করতে হলো না। নিজেই বললেন—কেন দেব না বাবা? আপনি দুপুরবেলা এই বাড়ীতে এসেছেন, আপনি আমার অতিথি। আপনি বসুন। একটু বিশ্রাম করুন—তারপর সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোমোহিনী হাত-পা ধোবার জল, গামছা এনে দিয়ে অন্দরে চলে গেলেন।

সন্ন্যাসীকে আহার করতে দিয়ে মনোমোহিনী তাঁর সম্মুখে এসে বসলেন। যেন কোন ত্রুটি না হয়।

না না, এইটুকু আপনার খেতেই হবে।

স্বল্পভাষী সন্ন্যাসী বার-বার বারণ করা সত্ত্বেও জোর করে মনোমোহিনী তাঁর থালায় অল্প করে চারটে ভাত ঢেলে দিলেন। যেন একান্ত আপনার জন। সন্ন্যাসী কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। বরঞ্চ খেয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। বিদায়ের মুহূর্ত্তে কি যেন একটু চিন্তা করলেন। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন—"এই বাড়ীর বড় ছেলে মারা যাবে। কিন্তু যিনি আসছেন তিনি আপন চরিত্রবলে বহু লোকের অধীশ্বর হবেন।" সন্ন্যাসী মনোমোহিনীকে আশীর্ব্বাদ করে বিদায় নিলেন। মনোমোহিনী দূর থেকে সন্ন্যাসীকে প্রণাম জানালেন। তারপর সন্ন্যাসী অদৃশ্য হয়ে গেলে মনে-মনে কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন।

কয়েক মিনিট কেটে গেলে কৃষ্ণসুন্দরী ডাকলেন—মনো আয়, খাবি না?

যাই মা।

আহার করতে বসে কৃষ্ণসুন্দরী বললেন, সন্ন্যাসীর কথা শুনে আমার ভাল লাগেনি মনো।

কেন মা?

সন্ন্যাসী আমারই সর্ব্বনাশের কথা জানিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

মনোমোহিনীর সহসা সন্ন্যাসীর প্রথম কথাটা মনে পড়ে গেল। এতক্ষণ এ-কথাটা তিনি মোটেই চিন্তা করেননি। শুধু ভাবছিলেন, ছেলের ভবিষ্যতের কথা। মনোমোহিনীর মন খারাপ হয়ে গেল। সন্ন্যাসীর কথাটা যদি সত্য হয় তাহ'লে তো দুঃখের অন্ত থাকবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোমোহিনী মাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—না, কিছু ভেবো না মা! সব সন্ন্যাসীর কথা ঠিক হয় না, কিছু হবে না। তুমি খেয়ে নাও।

কৃষ্ণসুন্দরী চুপ করে গেলেন। কিছুদিন পূর্ব্বের শোক একবার মনে উঠে ভবিষ্যতের একটা দুর্ভাবনায় তাঁর চিত্তটা অসাড় হয়ে যাবার উপক্রম হলো। খেতে বসে খেতে পারলেন না। দু ফোঁটা চোখের জল ফেলে থালা ছেড়ে উঠে পড়লেন।

নয় মাস কেটে গেল। দশ মাসও অতিক্রম হয়ে গেল! কৃষ্ণসুন্দরী খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কি হবে? অনেককেই জিজ্ঞেস করলেন—কি হবে তাহ'লে?

তাই তো দিদি, একজন বলল, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। এগার মাস পুরো হতে চলল, কোন-কিছুই তো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। কোন একটা ওঝা-টোঝা এনে ঝাড়-পুছ করে দেখতে পারতে দিদি। আচ্ছা, তোমার লোহা কেমন আছে গা?

কৃষ্ণসুন্দরীর মনটা আজ খুবই ক্লান্ত ছিল, মাথা নেড়ে বললেন—না জীবনের বৌ! জ্বর ছাড়েনি। কী যে হবে কে জানে।

জীবনের বৌ ঘাটে জল আনতে যাচ্ছিল, আর অপেক্ষা না করে জল আনতে চলে গেল। কৃষ্ণসুন্দরী ভারাক্রান্ত মনটা নিয়ে মনে-মনে বললেন—রাধা-মদনমোহন! তুমি রক্ষে করো। তুমি ছাড়া কে আছে আমার?

কিন্তু রাধা-মদনমোহন তাঁর প্রার্থনা শুনলেন কি না জানি না। যোগেন্দ্রনারায়ণ সামান্য কয়েক দিনের জ্বরে মারা গেলেন। কৃষ্ণসুন্দরী নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। তিনি হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললেন। পুত্রহারা জননীর আর্ত্তনাদ গগনভেদী হয়ে উঠল। পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই ছুটে এলেন। কিন্তু সান্ত্বনা দেবার মত কোন স্তোকবাক্য খুঁজে পেলেন না। কৃষ্ণসুন্দরী কেঁদে-কেঁদে পাগলিনী-প্রায় হতে বসলেন। বিধি যাকে একবার কাঁদায়—কোন্ সাধু তাকে হাসাতে পারে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কয়েকটা দিন কেটে গেল। ভাদ্র মাস শেষ হয়-হয়। ভোরের দিকে একটু শীতের ঠাণ্ডা আমেজ দিচ্ছিল। কৃষ্ণসুন্দরীর শরীরটা ভাল ছিল না। বিছানায় শুয়েছিলেন! বোধহয় শেষ রাত্রির দিকে তন্দ্রার ভাবটা একটু প্রবল হয়ে উঠেছিল, তাঁর ঘুম ভাঙ্গল সহসা অন্যঘরে কলরব শুনে। একজন প্রতিবেশিনী এসে আনন্দে জানাল—মনোর ছেলে হয়েছে দিদি! কী সুন্দর! তারপর শিশুটির বৃত্তান্ত দিতে গিয়ে বলল—মাথায় একটা চুলও নেই। হয়েই চারদিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাতে লাগল। আবার হাসলও। তোমার কপাল খুলে গেল দিদি!

কৃষ্ণসুন্দরীর ঘুম একেবারে ভেঙ্গে গেল। কী বললি! মনোর ছেলে হয়েছে?

হ্যাঁ দিদি! খুবই ডাগর ছেলে হয়েছে। ওঠ। আর শুয়ে থেকো না।

কৃষ্ণসুন্দরী উঠতে পারলেন না, শরীরটা বুঝি তাঁর খুবই দুর্ব্বল। বিছানায় শুয়ে রইলেন। কিন্তু তাঁর চোখে আর জল রইল না। শিবচন্দ্র শ্বশ্রূমাতার কান্না বিরতি দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এই শোকে নিজেও খুব মর্ম্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। আজকের ঊষায় তাঁর হৃদয়ের শোক কোথায় উবে গেল, তিনি তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে পঞ্জিকায় দিনটা লক্ষ্য করে কলম দিয়ে লিখলেন—৩০শে ভাদ্র, শুক্রবার, সংক্রান্তি। তিথি—তাল নবমী। কৃষ্ণসুন্দরী শুয়ে-শুয়ে শিবচন্দ্রকে লক্ষ্য করছিলেন—তিনি ডেকে বললেন,—সময়টা ঠিকমত লিখো কিন্তু বাবা।

শিবচন্দ্র শুনে জিবে দাঁত কেটে বললেন, তাই তো, ভুল হয়ে গেছে। লিখলেন—ভোর ৭টা ৫ মিঃ, বাংলা ১২৯৫ সাল, ইং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ, ১৪ই সেপ্টেম্বর।

শিবচন্দ্র আনন্দে ডগমগ হয়ে কাজে বেরিয়ে গেলেন। বেলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে গিয়েছিল, কৃষ্ণসুন্দরীও আর বিছানায় শুয়ে থাকতে চাইলেন না। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে খুবই ধীরে-ধীরে নিজের প্রচেষ্টায় উঠে পড়লেন।

মনোমোহিনীর যে ডাগর ছেলে হয়েছে তা প্রথম দিন কোলে করেই তিনি বুঝতে পারলেন। বললেন, হবেই তো। এগার মাসের ছেলে একটু ডাগর হবেই তো। বুকখান যেন তাঁর জুড়িয়ে গেল।

কয়েকদিন কেটে গেল, দৌহিত্রকে কোলে নিয়ে খেলতে-খেলতে একদিন বললেন—ছাখ মনো, তোর ছেলে এগার মাস না পুরতেই কেমন কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। এ যে অদ্ভুত ছেলে রে বাবা!

মনোমোহিনী মাতার কথায় একটু হাসলেন। ছেলে যে অদ্ভুত তা আর তাঁর অবিশ্বাসের কিছুই নেই। যেমন চঞ্চল, তেমনই দুষ্টু।

কৃষ্ণসুন্দরী বাধা দিয়ে বললেন—তা এই বয়সে একটু-আধটু চঞ্চল হয়ই। তাতে আর কি হয়েছে?

মনোমোহিনী মাতার সঙ্গে আর গল্প না করে কাজে চলে গেলেন।

কৃষ্ণসুন্দরী দৌহিত্রকে নিয়ে সোহাগ করতে বসলেন। তার নানা প্রকার হাবভাবের সঙ্গে-সঙ্গে তাল মিলিয়ে কত কি বলতে লাগলেন। বস্তুতঃ আজকাল তিনি শিশুটিকে পেয়ে অতীতের কথা প্রায় ভুলে যেতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে তাঁর ব্যথিত অন্তর চুয়ে একটু-আধটু দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে পড়ে, কিন্তু তা আর তেমন জ্বালা দেয় না। ছেলেটা তাঁকে সব সময় এমনই ব্যস্ত রাখে যে তাকে সামলানই দায় হয়ে পড়ে, চিন্তা করবেন আর কখন? কৃষ্ণসুন্দরী এতে বিরক্ত হন না। বরঞ্চ সোহাগ করা তাঁর বেড়েই যেতে থাকে।

বৎসর দেড়েক অতিবাহিত হয়ে গেল। কৃষ্ণসুন্দরী শিশুর স্বভাব পরিবর্ত্তনের সাথে-সাথে নূতন করে নূতন ভাষায় সোহাগ প্রকাশ করতে লাগলেন। ডাকতে লাগলেন নূতন নামে।

গাড়োয়ান—ও গাড়োয়ান! শোন্, এদিকে আয়! শিশুটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছোট্ট একটা লাঠি হাতে নিয়ে অদূরে বসে খেলা করছিল। কর্ত্তামার কথায় কোন কান দিল না। কিছুক্ষণ কেটে গেলে কৃষ্ণসুন্দরী হাত বাড়িয়ে জোর করেই শিশুটিকে কাছে টেনে নিয়ে এসে তার হাতের লাঠিটা ছাড়াবার চেষ্টা করলেন। শিশু লাঠিটা ছাড়তে চাইল না। বরঞ্চ সেটাকে মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে হাত-পা ছুড়তে সুরু করে দিল প্রচণ্ডভাবে।

কৃষ্ণসুন্দরী বিরক্ত হয়ে বললেন—আঃ! চোখে-মুখে খোঁচা লাগিয়ে দিবি নাকি, এক-মিনিটও যেন সুস্থির নেই। লাঠিটা জোর করে কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলেন একটু দূরে। গাড়োয়ান তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করল না, বরঞ্চ ব্যস্ত হয়ে উঠল পুনরায় সেটাকে হস্তগত করবার জন্যে। কৃষ্ণসুন্দরী তাকে ছাড়লেন না। শিশুটি ছটফট করতে লাগলো।

কি কার্য্যোপলক্ষে এক প্রতিবেশিনী এসে কৃষ্ণসুন্দরীর সাথে আলাপ করছিলেন—তিনি দেখে বললেন, তোমার নাতিটা লাঠি নিয়ে খেলতে ভালবাসে বুঝি দিদি?

কৃষ্ণসুন্দরী হেসে বললেন—আর বলো না দিদি। লাঠি হাতে পেলে আর রক্ষে নেই। হাতে নিতেই হবে। কী যে স্বভাব কি আর বলবো। দেখছো, লাঠির জন্যে কেমন পাগল হয়ে উঠেছে। ধরে রাখা যাচ্ছে না। কী জেদি ছেলে। কৃষ্ণসুন্দরী তার ছটফটানি সহ্য করতে না পেরে তাকে ছেড়ে দিলেন। শিশু লাঠির জন্য হামাগুড়ি দিতে লাগল।

কৃষ্ণসুন্দরী বন্ধুর প্রতি তাকিয়ে বললেন—ছেলেটার ছোটবেলা থেকেই স্বভাব দেখি একটু অন্যরকমের। পেটে থেকে মাটিতে পড়েই সঙ্গে-সঙ্গে হাসতে শুরু করে দিল। গায়ে গরম সেক সহ্য করতে পারত না। ওর মা সেক দিতে গেলেই কেঁদে অস্থির করে ফেলত। আর এত চঞ্চল আর এত বুদ্ধি রাখে যে—কী আর বলবো! এই তো বয়েস, দেখলে তো কেমন কথা বলতে শিখেছে! পাকা ছেলে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিবেশিনী শিশুটির বুদ্ধিদীপ্ত চাঞ্চল্য প্রাণভরে উপভোগ করছিলেন। বললেন, ছোটবেলা দুষ্টু হলে বড় হলে সেই ছেলে শান্ত হয় দিদি। ভালই হবে।

সেই আশীর্ব্বাদ করো দিদি—তাই যেন হয়। আর-কিছু কামনা করি না। তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে,.....অতীতের একটা কথা স্মরণ করে কৃষ্ণসুন্দরী বললেন—সবই তো ভাল ছিল দিদি। ও আসার সাথে-সাথে আমারই কি সর্ব্বনাশটাই না হলো। রাধা-মদনমোহন কেন যে এ শাস্তিটা দিলেন, বুঝতে পারলাম না। বলতে-বলতে তাঁর চোখ-দুটি জলে ভরে উঠলো। তিনি মোটা থান-কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেললেন।

প্রতিবেশিনী ঘটনাটা জানতেন। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—কি আর করবে দিদি! সবই নিয়তি। সবই তাঁর খেলা। তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। তা ভেবে দুঃখ করে আর কি করবে? যা হবার হয়ে গেছে, যেটাকে সামনে পেয়েছো তাই নিয়ে ভুলে থাক।

বেলা হয়ে গিয়েছিল। প্রতিবেশিনী উঠে পড়লেন।

কৃষ্ণসুন্দরী আর শোক প্রকাশ করলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যে শোকের কথা ভুলে গিয়ে তাঁর গাড়োয়ানকে নিয়ে পড়লেন। গাড়োয়ান এতক্ষণে লাঠিটা আয়ত্তে এনে ফেলেছিল। তিনি আর তাকে বাধা দিলেন না।

বাড়ীতে এবং প্রতিবেশিনীদের অনেকের মুখে-মুখে গাড়োয়ান নামটি প্রচার হয়ে গেল। কেউ আদর করে শিশুটিকে ডাকতে গেলেই গাড়োয়ান নাম ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পেতো না। কিন্তু মনোমোহিনী এর জন্যে কোন প্রতিবাদ জানালেন না। সকলের আদরের ডাক—সেটাকে বাধা দিবেন কী করে!

তিনি নাম রাখলেন অনুকূল। নামের আদ্যাক্ষর অবলম্বনে লিখলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অকূলে পড়িলে দীন-হীন জনে
নুয়াইও শির কহিও কথা,
কূল দিতে তারে সেধ প্রাণপণে
লক্ষ্য করি তার নাশিও ব্যথা।

অনুকূল বড়ো হয়ে উঠেছে। নিস্তারিণী ও গোবিন্দমণি তাদের বোনপোকে আদর করে কোলে নিতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে ছেড়ে চলে এলেন।

কৃষ্ণসুন্দরী দেখে হেসে বললেন—কি হলো রে?

গোবিন্দমণি বললেন—আর বলো না মা, তোমার নাতির কোলে উঠতে গিয়ে কতরকম বায়না! আমরা আর পারিনে। একবার এ-কোলে না ও-কোলে; কখনও বলে পিঠে, নইলে মাথায়। আরো কতরকম আব্দার! সহ্য করবে কে? গোবিন্দমণি চলে গেলেন নিজের কাজে। কৃষ্ণসুন্দরী শুনে হাসতে লাগলেন। তারপর শিশুটির দিকে নজর দিলেন। বড়ো চঞ্চল—বড়ো দুষ্টু। আজকাল যেন আরো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণসুন্দরী কোলে নিতে গেলেও সহসা সে কিছুতেই সেখানে আসতে চায় না, আজকাল তার লক্ষ্য শুধু উঠানের ঐ শেফালি গাছটার দিকে। তাকে গিয়ে ধরবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াবে। কৃষ্ণসুন্দরী দুই-একবার তাকে কোলে নেবার চেষ্টা করে শেষে ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দিলেন। অনুকূল হামাগুড়ি দিয়ে ধরতে গেল উঠোনের শেফালি গাছটাকে। তারপর গাছটা ধরেই উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। প্রথমবার দাঁড়াতে গিয়ে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। কৃষ্ণসুন্দরী তার চেষ্টা ব্যর্থ হতে দেখে রহস্য করে বললেন—পালোয়ান! শক্তি কত! কিন্তু অনুকূল তার কর্ত্তামার উপহাসে কান দিল না। সে পুনরায় সেই গাছটা ধরেই দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগল।

মনোমোহিনী বোধহয় কাজের ফাঁকে-ফাঁকে পুত্রকে লক্ষ্য করছিলেন। কৃষ্ণসুন্দরীর নজর তার দিকে পড়তেই বললেন—ছাখ্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনো, তোর ছেলের কীর্ত্তি ছাখ্। পারে না তবুও দাঁড়ান চাই। যেন একটা দত্যি। মনোমোহিনী মাতার কথা শুনে একটু হাসলেন। তারপর অন্দরে চলে গেলেন।

অনুকূল বড়ো হয়ে উঠতে লাগল। মনোমোহিনী পুত্রকে নিয়ে পড়লেন বিপদে। দিন যাওয়ার সাথে-সাথে পুত্রের চঞ্চলতা ও দুষ্টুমি এতই বেড়ে উঠতে লাগল যে, মনোমোহিনী তাকে সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যেতে লাগলেন। একদিন বিরক্ত হয়ে সামনের বাড়ীর প্রতিবেশিনী সুশীলার কাছে দিয়ে বললেন—আর পারিনে মামীমা ওকে নিয়ে। তুমি একটু রাখ। আমার আহ্নিক এখনও শেষ হয়নি। কি যে জ্বালাতন করে, কি বলবো। ঠাকুর-ঘরে ঢুকলে সমস্ত কিছু ফেলে-ছুড়ে একাকার করে দেয়। সিংহাসনে বসতে চায়। সেদিন কি করেছে জান মামী? আমি তো শেষে লজ্জায় মরি। হরিপুরে উমেশদার বাড়ীতে বেড়াতে গেছি। উমেশদা পূজো করতে বসেছেন। ও মা! ছেলে কখন দারোয়ানের চোখ এড়িয়ে সিংহাসনের 'পরে গিয়ে বসেছে। কি কাণ্ড বল তো? আবার সকলকে দেখে সেখানে বসে-বসে হাসছে। উমেশদা অবশ্য রাগেননি—তিনিও হাসছিলেন। আমি তো মামীমা লজ্জায় মরে যাই। আমি যে ওকে কোথাও নিয়ে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে থাকবো তারও উপায় নেই। আজ তো সহ্য করতে না পেরে দিলামই দু' ঘা পিঠে বসিয়ে। কি আর করি।—বলে পুত্রকে রেখে চলে গেলেন।

মনোমোহিনীর দাঁড়িয়ে গল্প করবার সময় ছিল না। তিনি এসে সোজা ঠাকুর-ঘরে ঢুকলেন। সুশীলা ছেলেটিকে কোলে নিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অনুকূল তার কোলে চেপে কি যেন আধো-আধো ভাষায় সুশীলাকে জানাতে চাইল। সুশীলা কি বুঝলেন জানিনে। ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার মুখে মিষ্টি পুরে দিলেন। মিষ্টি খেতে-খেতে অনুকূল সুশীলাকে কত রকম প্রশ্ন করতে লাগল। একহাত তুলে দেখাতে লাগল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঃ তা ?

সুশীলা বললেন—ফুল।

ফুল ?

হ্যাঁ, ওটা ফুল। ওটা গাছ।

গাঁচ ?

হ্যাঁ, আর জানতে হবে না। চল যাই। বেলা হয়ে গেছে। তোমার ক্ষিদে পেয়েছে। দুধ খেতে দিই গে। বলে সুশীলা তাকে ঘরে নিয়ে গেলেন।

মনোমোহিনী আজ পরম নিশ্চিন্তে ধ্যান করতে বসে ডুবে গেলেন কোন পরমধামেতে। তাঁর আর কোন চিন্তাই রইল না। ধর্ম্ম-কর্ম্ম করা তাঁর স্বভাব। ছোটবেলা থেকেই ধর্ম্মের দিকে ঝোঁক বেশী। আট বৎসর বয়সে একদিন মধ্যাহ্নে নিবিষ্ট মনে পূজো করছিলেন। সহসা পূজোর সিংহাসন থেকে রাধা-মদন-মোহন বিগ্রহ কোথায় উবে গেলেন। মনোমোহিনী দেখতে পেলেন, গৌরকান্তি জ্যোতির্ম্ময় দীর্ঘ-শ্মশ্রু এক দিব্য পুরুষ সেখানে উপবিষ্ট রয়েছেন এবং তাঁরই সম্মুখে চার অক্ষরে বড়ো-বড়ো করে লিখা রয়েছে 'রা—ধা—স্বা—মী'। মনোমোহিনী বিস্মিত হয়ে গেলেন। অপূর্ব্ব তাঁর অনুভূতি হ'তে লাগল! কিন্তু বুঝতে পারলেন না এ তাঁর ভুল কি না। কিন্তু……নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে যে অপূর্ব্ব লাগছে তাঁর। যা-ই হো'ক, এই অনুভূতিটাকে তিনি কোনমতেই উপেক্ষা করতে পারলেন না। তারপর বহুদিন কেটে গেছে। বিয়ে-থা হয়ে গেছে। একদিন ভাসুরের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর স্ত্রী বিপদনাশিনীকে নিয়ে মেদিনীপুর হতে হিমাইতপুরে বেড়াতে এলেন। তিনি সেখানে শিক্ষকতা করেন। বেশ ধার্ম্মিক ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক। ত্রি-সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ না করে আহার করেন না। তাঁকে দেখে মনোমোহিনীর ভাল লেগেছে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ ছিল না কোনদিন। প্রতিদিন তাঁর পূজো করা লক্ষ্য করতেন আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবতেন তিনি করেন কি? কার পট পূজা করেন? আর বাক্সেই বা সেটা লুকিয়ে রাখেন কেন? দেখবার জন্য মনোমোহিনীর প্রাণ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। সেদিন বিপদনাশিনীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন —হ্যাঁ লা বিপদ! ভাসুর-পো কার পট পূজো করেন রে? আমায় একটু দেখাবি? আমার বড্ড দেখবার সাধ হয়েছে।

বিপদনাশিনী জানালেন—এমন আর শক্ত কাজ কি কাকিমা। তারপর একটুখানি চিন্তা করে বললেন—দাঁড়াও, আজ যখন দুপুরবেলা উনি চান করতে যাবেন তখন তোমায় বাক্স খুলে দেখিয়ে দেবো। চাবি কোথায় থাকে তা আমি জানি।

ঈশ্বরচন্দ্র দুপুরবেলা স্নান করতে গেলেন। এই অবকাশে বিপদনাশিনী বাক্স খুলে মনোমোহিনীকে ছবিখানা দেখালেন। কি আশ্চর্য্য! এ যে সেই ধ্যানের সময় দৃষ্ট মহাপুরুষের ছবি! ছবিখানা দেখার সাথে-সাথে মনোমোহিনী অজ্ঞান হয়ে ভূতলে পড়ে গেলেন।

বিপদনাশিনী প্রমাদ গুণলেন। একি হ'লো আবার! ও কাকিমা, কাকিমা! কিন্তু কাকিমার কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। বিপদনাশিনী কিছু স্থির করতে না পেরে সহসা চীৎকার দিয়ে উঠলেন। চীৎকার শুনে বাড়ীর লোকজন সব জড় হয়ে গেল। মহা-হুলুস্থুল পড়ে গেল। জলের ঝাপ্‌টা, পাখার বাতাস, নানা রকম উপদেশ আরও কতো কি তাঁর উপর চারিদিক থেকে বর্ষণ হতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ঈশ্বরচন্দ্র নদীর ঘাট থেকে ফিরে এসে বাড়ীতে হৈ-হুল্লোড় দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন। বিপদনাশিনী ছুটে গিয়ে স্বামীর কাছে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে বললেন, শিগ্‌গীর এসো—কাকিমা কেমন হয়েছেন দেখবে চল। ঈশ্বরচন্দ্র ধীরে-ধীরে অগ্রসর হয়ে মনোমোহিনীকে সুস্থ করে তুললেন। তারপর পটের মহাপুরুষ-সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে বললেন। সেই থেকে মনোমোহিনী সেই মহাপুরুষের আরাধনায় নিবিষ্ট চিত্তে যোগ দিলেন। দৈনন্দিন পূজোয় কোন রকম ব্যাঘাত ঘটলেই তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন খারাপ হয়ে যায়। মনে-মনে বলেন, দিনটা তাঁর খারাপ গেল।

সুশীলা ভাবেন, এমন ছেলেকে কোলে না করতে পারলে বুঝি দিনটাই বৃথা গেল। দুষ্টু আছে তাতে কী হবে। কোলে নিলে যে বুকটা ভরে যায়।

অনুকূল বড়ো হয়ে উঠতে লাগল তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে। মনোমোহিনী পুত্রের এই ব্যবহারগুলো পছন্দ করতে পারলেন না। দিনের পর দিন বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। ছেলের বিরুদ্ধে প্রতিবেশীদের নিয়ত নালিশ তাঁর কাছে যেন অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগল। মাঝে-মাঝে তো খুবই ধৈর্য্যহারা হয়ে পড়তে লাগলেন। কখন যে অনুকূল এই সব করে আসে তা নিজেও ঠাহর করে উঠতে পারেন না। সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত থাকেন। অনুকূলকেও প্রায় সময় তাঁর কাছে-কাছেই থাকতে দেখেন। অথচ কখন যে চকিতে এইসব কীর্ত্তি করে চলে আসে, একমাত্র ভগবান্‌ই জানেন।

দিন যায়। সেদিন সত্যি মনোমোহিনী কি একটা কারণে আর ধৈর্য্য রাখতে পারলেন না। অনুকূলকে প্রহারই করে বসলেন। আঘাতটা বুঝি একটু বেশীই হয়েছিল। অনুকূল চীৎকার করে কাঁদতে লাগল—ও ভাল-মা ছাখ্, মা আমায় মেরে ফেলল। ও ভাল-মা, এ্যাঁ……এ্যাঁ……এ্যাঁ। কান্না শুনে কৃষ্ণসুন্দরী ছুটে এলেন দৌহিত্রকে ধরবার জন্যে। তিনি কোলে নিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু অনুকূলের কান্না আর থামে না। পাশের বাড়ীর বিধবা ইচ্ছাময়ী সন্তানহীনা। অনুকূলের 'ভাল-মা'। অনুকূলের ডাক শুনে তিনি ছুটে এলেন তাকে উদ্ধার করতে। কৃষ্ণসুন্দরী তাকে লক্ষ্য করে বললেন—এই ইচ্ছে, নে তোর ছেলে নে! আর পারি নে। কি কান্নার কান্না রে! ঠাকুরের নাম ভুলিয়ে দেয়।

ইচ্ছাময়ী তাকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর একটু শান্ত হলে ইচ্ছাময়ী শিশুকে নিয়ে মনোমোহিনীর কাছে গেলেন। হ্যাঁ গো বামুনের মেয়ে, তুমি ছেলেকে বুঝি খুবই মেরেছো, নইলে এমন করে কাঁদবে কেন? দেখ, এখনও কেমনধারা ফোঁপাচ্ছে।

মনোমোহিনীর মন তখনও শান্ত হয়নি। ইচ্ছাময়ীর কথার উত্তরে স্বরটা একটু রুক্ষ করেই বললেন—মারবো না? কি জ্বালাই না জ্বালায় ছেলেটি। এক মিনিটও যদি স্বোয়াস্তিতে থাকতে দেয়। কাজ-কর্ম্ম করবো, না সারাদিন পাড়ার লোকের নালিশ শুনবো। ঐ শোন্ মা'র কাছে। এইমাত্র জীবনের বাবা কি বলে গেল। কার মন্দিরে ঢুকে শালগ্রাম-শিলা চুরি করে এনেছে। এইমাত্র তারা নালিশ করে গেল। কাঁহাতক আর পারা যায়! একটু-আধটু নয়—চব্বিশ ঘণ্টা।

মনোমোহিনী ছেলের বিরুদ্ধে বহু প্রকার নালিশ জানিয়ে এবং বিচারে যে তার অপরাধের সমুচিত দণ্ড হয়েছে জানিয়ে ক্ষান্ত হলেন। ইচ্ছাময়ী কোন প্রতিবাদ করলেন না। তার এই ছেলেটা যে কি, ইচ্ছাময়ী ভালভাবেই জানেন। মাঝে-মাঝে তাকেও যে নানা-রকম উৎপাত সহ্য করতে না হয়—তা' নয়। কিন্তু তাই বলে তিনি কোনদিন ধৈর্য্যহারা হয়ে অনুকূলকে তিরস্কারও করেননি বা প্রহারের ভয়ও দেখাননি। পুত্রহীনার অন্তরে এই ছেলেটিকে যে কি ভাল লাগে তা তিনি আর দশজনকে কি করে বুঝাবেন। তাই তিনি অনুকূলের কোনরকম কান্না সহ্য করতে পারেন না। ডাক শুনলেই ছুটে আসেন তাকে কোলে তুলে নিতে।

ইচ্ছাময়ী অনুকূলকে ঘরে নিয়ে এলেন। মনোমোহিনী রাগের মাথায়ই তখনো বলতে লাগলেন—নিজের ছেলেকে একটু শাসন করবো তাতেও প্রতিবেশীরা বাধা দিতে আসবে। ছেলেকে শাসন না করলে যে বড়ো হলে একেবারেই শাসন মানবে না। কিন্তু কে শোনে মনোমোহিনীর কথা! ইচ্ছাময়ী এতক্ষণে ছেলেকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে পৌঁছে গেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইচ্ছাময়ীর ধৈর্য্য-শক্তি যতই প্রবল থাক, সেদিন কিন্তু ধৈর্য্যহারা না হয়ে পারলেন না। শুধু ইচ্ছাময়ী কেন, স্বর্গের দেবতারাও বুঝি অনুকূলকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। ইচ্ছাময়ীর মনটা সেদিন খুবই খারাপ হয়ে গেল। গাছের বড়ো-বড়ো বাছাই আম-গুলো ধামা ভর্ত্তি করে রেখে গেছেন। স্নান সেরে এসে দেখেন অনুকূল সবগুলো আম লোককে বিলিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, ছেলেটার কেমনধারা আক্কেল বল তো? নিজে একটা আমও এ পর্য্যন্ত মুখে দেননি। আশা ছিল একটু মজলেই ভাল করে দুধে মেখে খাবেন। সেই আমগুলো সব দিয়ে দিল? মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল তাঁর। অনুকূল এতক্ষণ কাছে ছিল না।—কোথায় ছুটে পালিয়ে গেছে। নিকটে থাকলে হয়তো আজ ওর মায়ের মতো গোটাকতক ঘা পিঠের উপর দিয়েই বসতেন। কিন্তু দুষ্টু ছেলে কোথায় পালিয়েছে, ধরবার উপায় নেই। ইচ্ছাময়ী মন খারাপ করে কিছু সময় বারান্দায় বসে রইলেন। শেষে বেলা যাচ্ছে দেখে মন খারাপ নিয়েই ভাতে-সিদ্ধ-ভাত ফোটাতে চলে গেলেন।

অন্য উঠোনে বসে নবকৃষ্ণ চৌধুরী তামাক খাচ্ছিলেন। এতক্ষণ ইচ্ছাময়ীর মনোভাব লক্ষ্য করছিলেন। একটু চেঁচিয়ে বললেন—ছেলে ডাকার সাধ মিটল ইচ্ছে?

ইচ্ছাময়ী চৌধুরীবুড়োর কথা শুনে আরো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না।

দিন যায়। মনোমোহিনীর কয়েকটা দিন বেশ একটু স্বস্তিতে কাটল। অনুকূলের বিরুদ্ধে তেমন কোন নালিশই আজকাল আর আসে না। মনে হয় অনুকূল একটু শান্ত হয়েছে। তাই মনো-মোহিনী একটু নিশ্চিন্ত হয়েই বাড়ীতে কাজ-কর্ম্ম করছিলেন। এমন সময় কবিরাজ বাড়ীর চৌধুরী-মশাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। বলে উঠলেন—ও অনুকূলের মা, তোমার ছাওয়াল গেল কোথায়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি হয়েছে? বাইরে এসে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন মনোমোহিনী।

আর বলো না। কতকগুলি 'কাল-বড়ি' রোদ্দুরে শুকোতে দিয়েছি। ব্যাস্, ছুটে গিয়ে মুঠোয়-মুঠোয় মুখে পুরে দিয়ে কোথায় ছুটে পালাল। ধরতেই পারলাম না। সে গেল কোথায়? বড়ি থাক ক্ষতি নেই। কিন্তু সে যে বিষাক্ত বড়ি। মাত্রার অতিরিক্ত খেলে যে মানুষ বাঁচে না। সে-জন্যই মহা ভাবনায় পড়েছি। সে গেল কোথায়?

কবিরাজ-মশাই খুবই চঞ্চল হ'য়ে পড়লেন। কিছু যদি একটা হয়ে বসে তাহলে তো সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। খোঁজ না কেন—দাঁড়িয়ে রইলে যে? তোমরা বুঝতে পারছ না ব্যাপারটা কি। শেষে কি একটা কেলেঙ্কারী ঘটে যাবে নাকি?

মনোমোহিনী পুত্রকে খুঁজতে বেরিয়ে গেলেন। কোথায় গেছে সে-দুষ্টুটা, কোথায় খুঁজে পাবেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কখন যে এই ছেলেটা তার সর্ব্বনাশ ডেকে আনবে কে জানে। চীৎকার করে ডাকলেন, অনুকূল—ও অনুকূল। কিন্তু অনুকূলের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, কবিরাজ-মশাই বললেন—খোঁজ পেলেই ধরে আমার কাছে নিয়ে এসো—অন্য একটা ওষুধ খাইয়ে দেবো।

মনোমোহিনী অনুকূলকে খুঁজে পেলেন বেশ কিছুক্ষণ পর। বেশ সুস্থ শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

হ্যা রে বড়ি খেয়েছিস্?

বালক মাথা নেড়ে সায় দিল।

তোর শরীর খারাপ করেনি তো?

অনুকূল দিব্যি মাথা নেড়ে জানাল—না।

মনোমোহিনী নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন, চল কবরেজ-মশায়ের বাড়ীতে যাই—তোকে নিয়ে আর পারি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবিরাজ-মশায়ও তাকে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন, ভগবানই ওকে রক্ষা করেছেন—নইলে কি হতো কে জানে?

সুশীলা শুনে হতবাক্ হয়ে গেলেন।

স্বামীকে বললেন এই বিষের বড়িগুলো খেয়ে ছেলে হজম করল কি করে? আমি তো শুনে তাজ্জব মেরে যাচ্ছি। ছেলেটা কি?

মুকুন্দ বোস স্ত্রীর কথা শুনে হাসলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন—ছেলেটা যিনি পেটে ধরেছেন তিনিই ছেলেকে আজও চিনতে পারেননি—তুমি আর আমি কি বুঝবো?

সুশীলা স্বামীর কথায় সায় দিলেন। তিনিও মনে-মনে বহু-দিন এই কথাটাই চিন্তা করেছেন। মনোমোহিনী যদি পুত্রের প্রতি এত কড়া শাসন না রাখতেন তাহলে বুঝি কত ভাল হতো। কিন্তু মনোমোহিনীকে তা বুঝিয়ে বলবার উপায় নেই। বললেই রেগে ওঠেন।

মুকুন্দ বোস বললেন—সবই তাঁরই লীলা, তুমি আর আমি কি করবো।

এই ঘটনার পর মনে হলো, মনোমোহিনী পুত্রের প্রতি আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু মনোমোহিনীর অনুশাসনের বেড়াজাল যতই শক্ত হোক না কেন, প্রহারের যাতনা অনুকূলের পক্ষে দুর্বিসহ হ'য়ে উঠুক না কেন—অনুকূল তার স্বভাব-সুলভ জীবন-গতিবেগকে টেনে রুদ্ধ করতে পারল না। মাতার নিকটে এই-মাত্র ঘোরাফেরা করতে-করতে সহসা নিমেষের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে চলে গেল। মনোমোহিনী তাকে দেখতে না পেয়ে ডাকতে লাগলেন—অনুকূল! ও অনুকূল!

আর অনুকূল! সে কি আর এতক্ষণ বাড়ীর চারধারেই আছে যে সাড়া দিবে!

দিন কয়েক পরে। কে একজন প্রতিবেশী একজন আসামীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে করে ধরে নিয়ে এসে উঠানে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলেন—ছেলেকে শাসন না করতে পারলে বেঁধে রাখতে হয়। নইলে তেমন করে শিক্ষা দিতে হয়।

মনোমোহিনী চীৎকার শুনে কাজ ছেড়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। অনুকূল তখন শান্ত বালকের মত দাঁড়িয়েছিল। হাতে-পায়ে তার চন্দনমাখা। মানিয়েছিল বেশ। মনোমোহিনী বোধহয় প্রথম দৃষ্টিতে সেই ভাব লক্ষ্য করছিলেন। প্রতিবেশীর কথায় মনটা তাঁর অন্য দিকে চলে গেল। লোকটা বলতে লাগলো—আমাদের মন্দিরের নারায়ণশিলাটা চুরি করে বাঁশঝাড়ের নীচে পাতার ভিতরে লুকিয়ে রেখেছে। আর দেখুন, আপনার ছেলের কি কাণ্ড—কি বুদ্ধি! সারা গায়ে কেমন চন্দন মেখেছে। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে কেমন খেলা। এ ছেলে বড় হলে কি করবে। এখনই ঠাকুর-দেবতার উপর তাচ্ছিল্য, বড়ো হলে তো নাস্তিক হবে!

মনোমোহিনী প্রতিবেশীর কথায় জ্বলে উঠলেন। তিনি পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন—করেছিস্?

অনুকূল কখনও মিথ্যে বলে না, বলল—করেছি।

করেছো? মনোমোহিনী ধৈর্য্যহীনা হয়ে পড়লেন। তাকে ধরে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে উঠোনের পাশ থেকে একটা সরু কঞ্চি তুলে উত্তম-মধ্যম প্রহার করলেন। অনুকূল চীৎকার দিয়ে কেঁদে উঠল।

আর করবি দুষ্টু ছেলে!

অনুকূল প্রহার খেতে-খেতেই মাতাকে জড়িয়ে ধরতে-ধরতে বলতে লাগল—না মা, আর করবো না। মনোমোহিনী অল্পতেই ক্ষান্ত হলেন। লোকটি আর কিছু বলল না, ঘরে চলে গেল।

কিন্তু মনোমোহিনী প্রহার করেও শান্তি পেলেন না বা ছেলের চঞ্চলতা কমাতে পারলেন না। কৃষ্ণসুন্দরী একদিন তাকে ডেকে বললেন—এমনি করে মেরে আর কত শাসন করবি মনো। শুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মারলেই ছেলেকে শাসন করা যায় না। বরঞ্চ খারাপই হয়। মাঝে-মাঝে চোখ রাঙ্গিয়েও দেখাতে হয়। চোখের চাউনিতে যদি ছেলে না ডরায় তাহলে কোন কাজই হয় না।

মনোমোহিনী দুঃখ করে বললেন, কি করবো মা। লোকের কথা কাঁহাতক আর শোনা যায়। আমি যে আর পারি নে। ছেলেটা না হয় একটু চঞ্চলই হয়েছে, তাই বলে লোকের কথা তো শুনতে ভাল লাগে না। দিবারাত্র যদি ওর জন্য পাড়া-প্রতিবেশীর কথা শুনতে হয় তাতে কি মন ঠিক থাকে? বলে তাঁর চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছে ফেললেন। ছেলেকে নিয়ে তাঁর কি জ্বালা, তিনি ছাড়া আর কে বুঝবে? তিনি কি শুধু সাধ করে ছেলেকে প্রহার করেন।

কৃষ্ণসুন্দরী বললেন—এক কাজ কর মনো। ছেলের তো পাঁচ বৎসর হলো—এইবার ওর হাতে-খড়ি দিয়ে দে। পড়াশুনোয় একটু-একটু মন দিক্—ঐ সব দুষ্টুমি আস্তে-আস্তে কমে যাবে।

মনোমোহিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে পড়লেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। মনোমোহিনী সান্ধ্যপূজা সমাপন করবার জন্যে ঠাকুর-ঘরে ঢুকে পড়লেন, মিনিট দশ-পনের পর গুরুদেবের ফটোর দিকে তাকিয়ে বললেন—গুরুদেব, তুমি ওকে ভাল কর। তুমি তো সবই জান।

সরস্বতী পূজা এসে গেল। মনোমোহিনী এই দিন পণ্ডিত ভগবানচন্দ্র শিরোমণি ও সূর্য্য শাস্ত্রী দুই জনকেই ডেকে অনুকূলের হাতে-খড়ি দিয়ে দিলেন।

বৎসরখানেক এরপর কেটে গেছে। অনুকূল কাশীপুর-হাটে কৃষ্ণচন্দ্র বৈরাগীর পাঠশালায় ভর্ত্তি হয়েছে, প্রত্যহ সে নিয়মিত-ভাবে স্কুলে যায়। তার সুন্দর মুখখানা ও সহজ ভাব দেখে কৃষ্ণচন্দ্র অনুকূলকে খুবই ভালবেসে ফেললেন। কথায়-কথায় একদিন বললেন—শিববাবুর ছাওয়াল একদিন-না-একদিন একটা কিছু হবেই। ওর স্বভাব-চরিত্রে এখনই তা বোঝা যায়। খুবই ভাল লক্ষণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠশালার গুরুমশায় যাই বলুন, অনুকূলের দৌরাত্ম্য মনোমোহিনী ক্ষমা করতে পারলেন না। আজকাল সামান্য কারণেই অতি শীঘ্র বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। অনুকূল এর জন্য কোন প্রতিবাদ করে না। নীরবে সহ্য করে যায়। মাঝে-মাঝে তার বোসমার কাছে চলে যায়। সুশীলা তাকে আদর করেন—ভালবাসেন।

বৎসর দুই কেটে গেছে। মুকুন্দ বোস একদিন অনুকূলকে উপলক্ষ্য করে স্ত্রীকে বললেন—অনুকূল আর যাই হোক, কারও ক্ষতি করলেও মিথ্যে কথা কখনও বলে না। তার সব কথা ও কাজের মধ্যে কেমন যেন একটা মিষ্টিত্ব আছে।

সুশীলা স্বামীর কথায় সায় দিলেন। মনে-মনে তিনিও সেটা ভালভাবে বোধ করেছেন। একটু হেসে বললেন—ছেলেটা বুদ্ধি যা রাখে কি আর বলবো। অন্তরটাও তেমনি। কারও কষ্ট দেখলে এখনই কেমন হয়ে ওঠে। সহ্য করতে পারে না। সেদিনকার ঘটনাটা তো তোমায় বলিনি। সেদিন জায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে আমার খাওয়াই হয়নি। অনুকূল কোত্থেকে একটু বেলায় ছুটে এসে বলল—তোর বুঝি খাওয়া হয়নি। চল্, তুই ঘরে দরজা বন্ধ করে খাবি—আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবো—কেউ এলে বলবো—পায়খানায় গেছে। দেখ কি বুদ্ধি! আর আমি ভাবলাম ও জানলোই বা কী করে? আমি তো ওর কথা শুনে ধমকই দিলাম। কিন্তু ওর পীড়াপীড়ির জন্যে অস্বীকার করতে পারলাম না। তাই ভাবি, ওর মা ওর দুরন্তপনাটুকুই সব সময় দেখে, এগুলো তো দেখে না।

মুকুন্দ বোস এ কথার কোন জবাব দিলেন না। মনোমোহিনীর বিরুদ্ধে কোন নিন্দা তাঁর এতটুকু শুনতে ইচ্ছে করে না। তিনি তাঁকে মনে-প্রাণে খুবই শ্রদ্ধা করেন। সুশীলা স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরে প্রসঙ্গটা এইখানেই সমাপ্ত করলেন। অনুকূল একদিন কাছে এলে শুধু বললেন—হ্যাঁ রে অনুকূল, আজকাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তো বড় হয়েছিস্, একটু শান্ত হতে পারিস্ না? মা তোকে এতো বকেন, তোর কি মন খারাপ হয় না?

অনুকূল জানায় তার মন খুবই খারাপ হয়। মাতার তিরস্কার তার ভাল লাগে না।

তাহলে মার মনের মত হয়ে চলিস্ না কেন?

অনুকূল এই কথার কোন জবাব দিতে পারে না। মাকে তার খুবই ভাল লাগে—কিন্তু মা যে কী হলে সুখী হবেন বুঝে উঠতে পারে না।

অনুকূল চুপ করে দাঁড়িয়ে ক্ষণিকের জন্য কি যেন ভেবে নিল তারপর বলল—ছাড়, আমি যাই।

কোথায় যাবি?

দেবেন, ভোলা আমার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছে। খেলতে যাবো।

সুশীলা আর তাকে বাধা দিলেন না। অনুকূল চলে গেল।

সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে—প্রতিবেশীরা জানতেন না অনুকূলের মাথায় কখন কোন খেয়াল জাগবে। মাস তিনেক পর অনুকূলের মাথায় সেদিন কি বুদ্ধি খেলে গেল তা জানি না। মুকুন্দ বোসের বাড়ীর বাগানে ঢুকে সুন্দর-সুন্দর ফুলগাছগুলি উপড়ে দিয়ে চলে এলো। কেউ দেখতে পেল না। বাগানের মালিক হেম বোস বাড়ী ছিলেন না।

তিনি বাড়ী ফিরে এসে বাগানের এই অবস্থা দেখে হতবাক্ হয়ে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে গর্জ্জে উঠলেন। তাঁর সখের বাগান কে উপড়ে দিয়ে গেল? কিছুদিন পূর্ব্বেও বহু অর্থ ব্যয় করে গোলাপ গাছ পুতেছেন, সে-সব কে সর্ব্বনাশ করে দিয়ে গেল? বাগানের দিকে তাকিয়ে দুঃখে তাঁর কান্না পাবার উপক্রম হলো। কি করবেন সহসা ভেবে পেলেন না। মনে হ'তে লাগলো তাঁর এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বনাশকারী লোকটাকে যদি একবার নিকটে পান, তাহলে বুঝি এক্ষুণি ধরে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবেন—এতটুকুও ক্ষমা করবেন না। মালিক ক্রোধে জ্বলতে লাগলেন। অনুকূল একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর অবস্থা চুপে-চুপে লক্ষ্য করছিল। কিছুক্ষণ পর ধীরে-ধীরে অগ্রসর হয়ে বলল—হেমদা, আমিই তোমার বাগান নষ্ট করেছি।

তুই করেছিস্?

হেমচন্দ্র পুনরায় ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তা মনে-মনে একবার চিন্তাও তাই করেছিলাম। দুষ্টু ছেলে কোথাকার? চল্, তোর মার কাছে চল্। এর সাজা দেওয়াচ্ছি।

অনুকূল তার কণ্ঠস্বরে ভীত হলো না। হেমচন্দ্র তার হাত ধরে হিড়-হিড় করে টেনে নিতে লাগলেন। অনুকূল বলল—জান হেমদা? ভাবলাম কি হবে এই দু'দিনের বাগান করে। যেখানে বাগান করলে কাজ হবে, সেখানে করছো না কেন?

কি বললি? খুব পণ্ডিতি শিখেছো! অন্যের ক্ষতি করে খুব পণ্ডিতি ভাষা আওড়াচ্ছো। চল্ তোর মার কাছে—পণ্ডিতির ফল টের পাবি। হেমচন্দ্র তার হাত ধরে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে এসে মনোমোহিনীর নিকট হাজির করলেন। তিনি জানালেন বালকের কীর্ত্তির কথা। মনোমোহিনী হেমচন্দ্রের কথা শুনে খুবই দুঃখিত হয়ে উঠলেন। তাঁরও ফুলের বাগানের খুবই সখ। এমন করে দুষ্ট ছেলেটা তা নষ্ট করে দিল। ক্লান্ত হয়ে বললেন—কি করি ওকে নিয়ে বলতে পার হেম? মেরেও তো কোন প্রতিকার করতে পারছিনে। রোজই তো আমার কাছে বকা খাচ্ছে নইলে মার খাচ্ছে, তবুও তো শিক্ষা হচ্ছে না। আমি যে ওকে নিয়ে কোথায় যাব ভেবে পাইনে। তারপর পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন—তবুও দাঁড়া তোকে আজ কি করি দেখবি 'খন। বলে প্রহারের জন্য ক্ষিপ্রবেগে একটা কঞ্চি আহরণ করতে গেলেন। মাতার কথা শুনে ভয়ে অনুকূলের মুখখানা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেমচন্দ্র তার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন। মনোমোহিনী প্রহারের জন্য উদ্যত হলে শিশুটির পানে তাকিয়ে হেমচন্দ্রের মনটা সহসা কেমন যেন হয়ে গেল। তিনি মনোমোহিনীকে বাধা দিয়ে বললেন—থাক্ ঠাকুমা। আর মেরে লাভ নেই। যথেষ্ট হয়েছে। দেখুন না মুখটা কেমন হয়ে গেছে—বলে অনুকূলকে টেনে নিকটে নিয়ে এলেন। মনোমোহিনী বাধা মানতে চাইলেন না। প্রহারে উদ্যত হ'তে-হ'তে বললেন—না হেম! তুমি ওকে ছাড়, না মারলে ওর শাস্তি হবে না। বড্ড দুষ্টু ছেলে ও।

হেমচন্দ্র অনুকূলকে ছাড়লেন না। বললেন, যা হ'বার হয়ে গেছে। ছেলে-মানুষ কি আর করবো। ও কিন্তু ঠিকই বলেছে, আমিও বুঝতে পারছি। আমার ও সখের বাগান বেশী দিন নয়। তারপর একটু চুপ থেকে বললেন—দিন-দিন আমার শরীরের অবস্থা যা হচ্ছে আমিই বুঝতে পারছি। হেমচন্দ্রের মনটা সহসা নরম দেখে মনোমোহিনীও প্রহার হতে ক্ষান্ত হলেন। বললেন, আজ না-হয় তোমার বাগান বলে কিছু বললে না কিন্তু আর কারও এ রকম হলে কি করবো? খেসারতি দিয়ে মরতে হবে।

হেমচন্দ্র বললেন—তা যখন হয়নি তখন আর মিছিমিছি ভেবে লাভ কি?—এই বলে তিনি অনুকূলকে সঙ্গে করে নিয়ে সুশীলার হাতে দিয়ে দিলেন। সন্ধ্যা তখনও হয়নি। মনোমোহিনী অনুকূলকে ডেকে বললেন—ও বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকবি না—চলে আসবি। মাষ্টারমশায় এক্ষুণি এসে পড়বেন। অনুকূল বোসদের বাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি ঘরে চলে এলো এবং মাষ্টারমশায়ের জন্য বই নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কাশীপুরের পাঠশালা সমাপ্ত করে আজকাল কিছুদিন হলো অনুকূল গ্রামের প্রবীণ শিক্ষক ব্রজনাথ কর্ম্মকারের কাছে পড়াশুনো করছে। পড়াশুনো ভালই হচ্ছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতেই ব্রজনাথ আপত্তি করে বললেন—কি করব মনুমা, বয়েস হয়ে গেছে—আর পারি না। বড় কষ্ট হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্য মাষ্টার যদি বন্দোবস্ত করেন তাহলে আমার পক্ষে সুবিধা হয়।

মনোমোহিনী অনেক করে বুঝিয়েও তাকে রাখতে পারলেন না। ব্রজনাথ প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলেন। মনোমোহিনী পড়লেন সমস্যায়। বাড়ীর গোমস্তা ভোলানাথকে ডেকে বললেন—একবার ভবানী পাল মাষ্টারকে ডেকে আনতে পার ভোলানাথ? নইলে ছেলেটার পড়া যে বন্ধ হয়ে যাবে! ভোলানাথ আদেশ পেয়ে চলে গেল মাষ্টারমশায়কে ডাকতে। ভবানী পাল অনুকূলকে পড়াতে রাজী হলেন। অনুকূল নূতন মাষ্টার পেয়ে খুশী হয়ে উঠলো। ভবানী পালও অনুকূলকে পড়াতে গিয়ে মাঝে-মাঝে ভাবতে লাগলেন বেশ ছাত্র পেয়েছি। অদ্ভুত ওর চরিত্র—বুঝেও যেন বোঝা যায় না।

কয়েক দিন এমনি কেটে গেল।

কিন্তু পরিবর্ত্তন আছে সব জিনিষেরই। ইতিমধ্যে ভবানী মাষ্টার অনুকূলকে পাবনা ইন্‌স্টিটিউটে ভর্ত্তি করে দিয়ে চলে গেছেন। অনুকূল নিয়মিত সেখানে পড়তে যায়। স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার পর অনুকূলের স্বভাবও ধীরে-ধীরে পরিবর্ত্তন হয়েছে অনেক। মনোমোহিনীও সংসার নিয়ে পড়েছেন কিছুদিন বেশ ঝামেলায়। চারদিকে অভাব-অনটনে ঘিরে ধরেছে। কিছুদিন হলো শিবচন্দ্র চাকুরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। আয়-উপার্জ্জন বলতে একেবারেই নেই। সংসার প্রায় অচল। মনোমোহিনী অতি কষ্টে সংসার পরিচালনা করে কোন মতে বাড়ীতে সকলকে দুইবেলা দুই মুঠো চাল ফুটিয়ে দেন। ঔষধ-পথ্যের খরচ জোটানও অনেক সময় দায় হয়ে পড়ে। কি করে কি করবেন ভেবে পান না। মাঝে-মাঝে ভাবতে গিয়ে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। মাতার অবস্থা লক্ষ্য করে অনুকূলের বুকখানা ব্যথায় ভরে ওঠে। মনে খুবই তার কষ্ট হয়। অথচ কি করে কি করবে ভেবে পায় না। চুপ করে নির্জ্জনে বসে ভাবতে থাকে। অনেক কিছু চিন্তা করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোমোহিনীকে বলে—মা ভয় কি তোর? তুই মুড়ি ভাজবি আর আমি বেচবো। দেখবি তোর কত টাকা হবে। মনোমোহিনীর তখন চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে থাকে। তাঁর এই ছেলেটির জন্য বুক ফেটে যায়। কচি ছেলেটিকে আজকাল তেমন কিছু ভাল খেতে দিতে পারেন না। বাড়ীর গোমস্তার ছুটি হয়ে গেছে। স্কুল থেকে ফিরে এসে প্রায়ই অনুকূলকে আবার পাবনা শহরে গিয়ে ওষুধ আনতে হয়। কত কষ্ট হয় তার। মনোমোহিনী কোন উপায় না পেয়ে অনুকূলকে পাঠান। মনে-মনে ভাবেন ছেলেটার যে কত কষ্ট হয় কে জানে? সেদিন নদী পার হতে গিয়ে ছাতাটা হারিয়ে এসেছে। মনোমোহিনী আর-একটা নূতন এখনও কিনে দিতে পারেননি। অনুকূলের ছাতা ছাড়া যেতে কষ্ট হয়। কিন্তু তিনি তা বুঝেও কিছু করতে পারেননি। আজকাল সংসার চলছে সমস্ত ধার-বাকীর উপর। এই সব চিন্তা করতে গিয়ে অসহায়ের মত তাঁর চোখ দিয়ে মাঝে-মাঝে জল বেরিয়ে আসে। অনুকূল তা লক্ষ্য করে বলে—মা এই জন্যে তুই মোটেই ভাবিস্ না—আমার ছাতা লাগবে না। ছাতা ছাড়াই যেতে পারবো। কিন্তু মায়ের প্রাণ তা কোনমতেই চায় না। আজ আবার যখন অনুকূল মুড়ি ভাজার কথা বলে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চাইল, তাঁর বুকখানা তখন ভেঙ্গে খান-খান হতে চাইল। শুধু মনে-মনে বললেন—ভগবান্! এও কি অদৃষ্টে আছে! কচি শিশুটিকে তুমি রক্ষে করো! কিছুক্ষণ কেটে গেলে মনোমোহিনী একটু শান্ত হলে পুত্রকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন—কিছুই করতে হবে না বাবা। তুমি শুধু ভাল হও। তাতেই আমার সব হবে।

অনুকূল পথে চলতে-চলতে তার এই কথাটাই মনে উদয় হতে থাকে। সে ভাবে, মার জন্য তো সে সব-কিছুই করতে রাজী আছে তবুও মা তার প্রতি খুশী হন না কেন? মনে কোনরূপ মীমাংসা খুঁজে পায় না। যখনই মনোমোহিনী তাকে ভৎর্সনা বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রহার করেছেন তখনই অনুকূলের এই প্রশ্ন সহস্রবার মনে হয়েছে। আজও এই প্রশ্ন নিয়ে ধীরে-ধীরে চলছিল সে দোকানের দিকে। চার পাশে ভাট-বন। নিবিড়-ঘন। তার মনটাও তেমন ব্যথায় আনমনা। সহসা একটা ভাটপাতা ছিঁড়ে মুখে চিবোতে-চিবোতে বলে—কেন? সেটা ফেলে দিয়ে সম্মুখে একটা মাটির ছোট ঢিবিকে লাথি মেরে নিজেকে জিজ্ঞেস করে—মা সুখী হন না কেন? কিন্তু উত্তর মনে আসে না। শুধু তার বুকখানা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

প্রভু!

দূরে পেছন থেকে আশু ডাকল। অনুকূল তাকিয়ে দেখল আশু আর ভোলা। তারই দিকে ছুটে আসছে। ভোলা বলল—চল না প্রভু, আশুদের গাছটায় মাছরাঙ্গার ছানা হয়েছে ধরে আনি গে।

অনুকূল মাথা নাড়ল। জানাল তার যাবার উপায় নেই। কর্ত্তামার তেল নিয়ে এক্ষুণি যেতে হবে। নইলে বকবে। তা ছাড়া ভালও লাগছে না তার।

ভোলার মনটা ছোট হয়ে গেল। আশা করে তাদের প্রভুকে নিয়ে যাবে বলে ছুটে এসেছিল। ব্যর্থ হয়ে গেল বলে মন তার খুবই খারাপ হয়ে গেল। ভোলা আর কিছু বলল না। আশু বলল—চল্ ভোলা, আমরা দু'জনেই পারবো। প্রভুর দেমাক বেড়েছে—চল্।

অনুকূল এর কোন প্রতিবাদ করল না। শুধু ধীরে-ধীরে অগ্রসর হতে লাগল। কিছু দূর পেছনে গিয়ে ভোলা বলল—ও কথা বলিস্ নে আশু। তোর-আমার চেয়ে প্রভুর দেমাক একটু কমই। ওর অহংকার বলতেই নেই। আশু অনুকূলের প্রশংসা শুনে একটু ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। বলল, ছেড়ে দে তোর প্রভুর কথা—ওকে আমার জানা আছে।

ভোলা আর কোন কথা বলল না। সে আশুকে জানে, প্রভুর নামে সর্ব্বদা সে কেমন জ্বলে ওঠে। অথচ প্রভুর সঙ্গে পেরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঠে না কিছুতেই। না সাঁতারে—না দৌড়ে—না বুদ্ধিতে—কিছুতেই না। তবুও হিংসে করে মরে। বহুদিন ভোলা গোপনে অনুকূলকে এ-কথা জানিয়েছে। অনুকূল শুধু হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে—ওর মনটা বুঝি আজ ভাল নেই—তাই অমন কথা বলেছে—নইলে আশু আমাকে ভালই বাসে। ভোলা চুপ করে যেত। অনুকূলের কথা সে বুঝতে পারত না।

গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি মুদিখানা দোকান। এই সময়ে খুবই ভীড়। অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে অনুকূল শিশিটা এগিয়ে দিয়ে বলল—দুই পয়সার সরষের তেল দাও। এই নাও পয়সা।

অনুকূলের ফিরতে একটু বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণসুন্দরী তাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন—এতক্ষণ লাগল তেল আনতে? কি যে কর কে জানে? গোবিন্দমণি তার দিকে একটু কটাক্ষ করে চলে গেলেন। অনুকূল জানাল তার বিলম্বের কারণ। চলতে গিয়ে পথে ভুলে ভাটপাতা মুখে দিয়ে চিবিয়ে ফেলেছিল—তাতেই পেটে ব্যথা সুরু হয়ে যায়। তাই একটু বিশ্রাম নিয়ে আসতে হয়েছে। কথা শুনে কৃষ্ণসুন্দরী চুপ করে গেলেন। একটু পরে বললেন—রাস্তায়াটে যা তা ছাই-ভস্ম মুখে দিলে হবে না? মনোমোহিনী রান্নাঘর থেকে সব শুনতে পেয়েছিলেন—বাহিরে এসে পুত্রকে ডেকে বললেন—এখন আর পেটে যন্ত্রণা নেই তো?

অনুকূল মাথা নেড়ে জানাল—না।

তাহলে যা, স্নান করে আয়। রান্না হয়ে গেছে, স্কুলে যাবি।

অনুকূল স্নান করতে চলে গেল। মনোমোহিনী রান্নাঘরের বাকী কাজটুকু সমাপ্ত করে কৃষ্ণসুন্দরীকে ডেকে রোগীর ঘরে চলে গেলেন। বেলা হয়ে গিয়েছিল। শিবচন্দ্র ঘরে একা পড়েছিলেন। কৃষ্ণসুন্দরী আপত্তি করলেন না। অনুকূলকে খেতে দেবার জন্যে উঠে ধীরে-ধীরে রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

অনুকূল স্নান করে এসে কেন জানি আহার করতে একটু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিলম্ব করছিল। কৃষ্ণসুন্দরী ভাত বেড়ে ডাকতে লাগলেন—তাড়াতাড়ি এসো। দুটো খেয়ে আমায় উদ্ধার করো।

অনুকূল নীরবে আহার করতে বসল। কৃষ্ণসুন্দরীর এই ভাষা তার প্রায়ই শুনতে হয়। তিনি তাকে ভালও বাসেন আবার না-বকেও পারেন না। আজ অনুকূল কোন কথাই উচ্চারণ করল না। অন্যদিন হলে কর্ত্তামার সাথে বহু হাসি-গল্প করে মাতিয়ে তুলতো। সেদিন বলছিল, জান কর্ত্তামা—আমার মনে হয় পুরুষ আর মেয়ে-মানুষ দুটো আলাদা জাত। যেমন কুকুর আর বেড়াল আলাদা-আলাদা, তাই না? কৃষ্ণসুন্দরী তখন তার গরম ভাতে পাখা করছিলেন। দৌহিত্রের কথায় সায় না দিয়ে বললেন—হয়েছে আর পাকামো করতে হবে না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়। অনুকূল কর্ত্তামার মেজাজ দেখে হেসে কুট-পাট হতে লাগল—খাবে কি? হাসতে-হাসতে তার সর্ব্বাঙ্গ দুলতে লাগল। কৃষ্ণসুন্দরী অনুকূলের ভাব দেখে রেগে উঠে পড়লেন।

আজ অনুকূল নীরবে আহার সমাপ্ত করে উঠে পড়ল। যদিও স্কুলের যথেষ্ট সময় ছিল তবুও ধীরে-ধীরে বইপত্র নিয়ে স্কুলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। স্কুলের ছেলেরা তখনও তেমন কেউ আসেনি। দুই-একজন ছাত্র মাত্র এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছিল। অনুকূল স্কুলের ভিতর না ঢুকে ভারাক্রান্ত মনে এসে বসল একটা গাছের নীচে। এইখানে বসে মনটা একটু হাল্কা করে নিতে চাইল। কিন্তু কোন মতেই মনটা শান্ত হচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পর খাতাটা নিয়ে লিখতে বসে গেল—

কেন গো মা হেন সন্তানের প্রতি—
কি দোষ করেছি মাগো চরণ কমলে?
সদাই কেন গো হেন কোপ মম প্রতি
সদা গালাগালি কেন কর বরিষণ?
আমি কি গো পুত্র নয় তোমার জননী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গর্ভে কি গো ধরনি মা অভাগা সন্তানে ?
আর যত তব পুত্রদের প্রতি
সদাই সন্তোষভাব দেখাও জননী,
তারা যদি কাছে এসে মা মা বলি
প্রশান্ত হৃদয়ে মাগো উত্তর প্রদান। ইত্যাদি

কবিতা লেখা সমাপ্ত হলে অনুকূলের বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। সে কবিতাটা দুই তিনবার পাঠ করে নিল। মনটা তার একটু হাল্কাও বোধ হলো। কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে উঠে পড়ল।

টিফিনের সময় দেবেন অভিমান করে বলল—আমাদের ডেকে আসিস্‌নি কেন রাজা ?

অনুকূল জানাল তার মনের অবস্থার কথা। কিন্তু আশু বিশ্বাস না করে বলল—তা জানি, আসলে তুমি আমাদের ফাঁক দিতে পারলেই যেন বাঁচ।

অনুকূল এ-কথার জবাব দিল না। কেন না, যে অকারণে মানুষকে ভুল বোঝে তাকে বিশ্বাস করাবে কোন যুক্তি দিয়ে ? স্কুল ছুটি হলে অনুকূল সকলকে সঙ্গে করে নিয়েই বাড়ীতে ফিরে এল।

অনুকূলের আচরণ মাঝে-মাঝে মানুষের চোখে নিতান্ত অর্থ-হীন বলে বোধ হলেও তার চরিত্র-মাধুর্য্যে সকলেই তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারত না।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। হেমচন্দ্র বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে একদিন সুশীলাকে ডেকে বললেন—কাকিমা, অনুকূলের কথাই ঠিক। আমার বাগান সাজানোর দিন শেষ হয়ে এসেছে। এখন উপরের বাগান সাজানোর দিন এসে গেছে।

সুশীলা হেমচন্দ্রের কথা শুনে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগলেন। তিন বৎসর ধরে হেমচন্দ্র যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু চিকিৎসা করেও কোন কিছু হয়নি। অতঃপর সকলেই আশা ছেড়ে দিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন। হেমচন্দ্রও বুঝেছেন তাঁর এ রোগ ভাল হবার নয়। ধীরে-ধীরে তাঁকে নিঃশেষ হয়ে যেতে হবে। তবে যে ক'টা দিন আয়ু আছে—সেই ক'টা দিন তাঁর ভোগ করতেই হবে। সুশীলা অশ্রু বিসর্জ্জন করছেন দেখে হেমচন্দ্র বলতে লাগলেন—কাকিমা, কেঁদো না। আমাদের সকলেরই একদিন উপরের বাগান সাজাতে যেতে হবে। দু'দিন আগে আর পরে। আমায় যেতে দাও কাকিমা।

সুশীলা হেমচন্দ্রের কথা শুনে আরও জোরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। এই পিতৃমাতৃহীন বালকটিকে তিনি শৈশব হতে লালন-পালন করে এত বড় করে তুলেছেন। তিলে-তিলে, পলে-পলে এই ছেলেটির প্রতি তাঁর কত স্নেহ, মায়া-মমতা যে সঞ্চিত হয়ে উঠেছে—এ-কথা তিনি ছাড়া আর কে জানে। আজ হেমচন্দ্রের অকালমৃত্যুর কথা ভাবতে গিয়ে তাঁর হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা-বেদনা উচ্ছ্বসিত হয়ে বুকখানাকে বিদীর্ণ করে দিয়ে গেল। তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। দিন কয়েক পর, তাঁর এই আর্ত্তনাদ আরও গগনভেদী হয়ে উঠল। সেদিন হেমচন্দ্র ভবের মায়া ত্যাগ করে ওপারের বাগান সাজাতে চলে গেলেন। সুশীলা শূন্য বুকখানা নিয়ে পড়ে রইলেন।

এত ব্যথার পরও মানুষ ভুলে যেতে চায় অতীতের সব-কিছু। সম্মুখের আশায় তাকে টেনে নিয়ে যায় বহু দূর। কিন্তু পারে না স্মৃতির পট থেকে সব-কিছু মুছে ফেলতে। তাই বুঝি সে চলতে-চলতে সহসা থমকে দাঁড়ায়। ক্ষণিকের জন্য অতীতটাকে ভেবে নেয়। ভাল লাগে তার অতীতের স্মৃতিটুকু মন্থন করতে। তাই সুশীলাও বুঝি ভুলেও ভুলতে পারেননি হেমচন্দ্রের কথাটা। আজ বহুদিন পর সুশীলা বাগানের কাছে এসে দাঁড়াতেই তাঁর মনে পড়ে গেল অতীতের সেই সব কথা। বুকখানা তাঁর কেমন ব্যথায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরে উঠল। বাগানের যা'-কিছু প্রয়োজনীয় ফুলগাছগুলি সবই একেবারে মরে গেছে। তারই আশে-পাশে বেড়ে উঠেছে ছোট-ছোট বন-জঙ্গল, যা' নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। মাটিগুলো কঠিন হয়ে উঠেছে। হেমচন্দ্রের চলে যাওয়ার পর এই বাগানে ইচ্ছে করেই কেউ আর হাত দিতে আসেনি। সুশীলা ভেবেছেন কি লাভ? যে বাগান ভালবাসত সেই যখন চলে গেছে—তখন তার স্মৃতিটুকু মুছে যাওয়াই ভাল। কিন্তু সুশীলা জানতেন না যে মুছে ফেলতে চাইলেই সব-কিছু মুছে ফেলা যায় না। স্মৃতির পটে কেমন করে একটু-আধটু কোথায় লেগে থাকে। সুশীলার বুকখানা একবার কেঁদে উঠল—এই সব চিন্তা করতে গিয়ে মনে পড়ে গেল—হেমচন্দ্রের শেষ কথাটা। বলেছিল—কাকিমা কেঁদে আর কি হবে। অনুকূল যে বলেছে—কি লাভ এইখানের বাগান সাজিয়ে, ওপারের বাগান সাজাতে বলেছিল। আমি তাই যাচ্ছি সেখানে। কাকিমা কেঁদো না। এই পৃথিবী দু' দিনের। আমি যাবো, তুমি যাবে, সকলেই যাবে—তবে আর চোখের জল ফেলা কেন? হেমচন্দ্র চলে গেছে। আজ অনেক চিন্তার মাঝে এই চিন্তাটাই বার-বার তাঁর হতে লাগল—তাঁদেরও একদিন এই ভবের বাগান থেকে বিদায় নিতে হবে। এখানে শুধু দু' দিনের খেলা—দু' দিনের মায়া। তবে সে কবে কোন্ দিন, কে জানে।

মা!

সুশীলা তাকিয়ে দেখলেন এগার বৎসরের একটি ছেলে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে। কয়েক দিন পূর্ব্বে তার পৈতে হয়ে গেছে। তার মুণ্ডিত মস্তক। মাথার কেশগুলি এখনও ঘন হয়ে ওঠেনি। সাদায় আর কালোয় মিশিয়ে মস্তকটা কদম্বফুলের মত দেখাচ্ছে। মুখখানার মধ্যে কেমন একটা অপূর্ব্ব দ্যুতি ফুটে উঠেছে। সুশীলা পূর্ব্বের কথা ভুলে গিয়ে ছেলেটির পানে হতভম্বের মত তাকিয়ে রইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে হলো ইতিপূর্ব্বে এই ছেলেটিকে কোনদিন দেখেননি। তার মা ডাকে সাড়া দেননি। সুশীলা তাকিয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ। তার বড়-বড় দুটি কান। দুটি বিস্তৃত চোখ বুঝি সেই কান দুটোকেই স্পর্শ করবার জন্যে চোখের দুই দিকে দুটো বক্র রেখা টেনে দিয়েছে। মুখের উপর এমনই একটা প্রতিভা ভেসে উঠেছে যে সহসা তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বিশেষ করে এই উপবীত-সংস্কারের পর। তাকে যেন নূতন করে দেখতে ইচ্ছে করছে। সুশীলা তাকে ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছেন। কিন্তু আজকের রূপ যেন তাঁর কাছে অপরূপ বলে বোধ হতে লাগল। উন্নত নাসিকা, তারই রন্ধ্র পথে যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ত প্রবাহিত হয়ে ফুসফুসে আশ্রয় নিচ্ছে—তা যেন কত গভীর, কত শান্ত। আবার যে বায়ু বক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছে তা যেন কত স্নিগ্ধ। উদার বুকখানা বেদনার স্পর্শে যেমন কোমল—আবার কর্ত্তব্য-পালনে তেমনই কঠোর। নিবিড়ভাবে পর্য্যবেক্ষণ না করলে বুঝি সব ভাল করে বোঝা যায় না। তার স্বভাব-চঞ্চল প্রকৃতি মানুষের কাছে যতই দুর্ব্বোধ্য হোক না কেন বাহ্যতঃ তা যেন খুবই স্নিগ্ধকর, লোভনীয়।

সারা অঙ্গ হ'তে বিচ্ছুরিত হচ্ছে হেমকাঞ্চনপ্রভা এবং সেই অঙ্গে নিবিড়ভাবে বেষ্টিত হয়ে আছে ঋগ্বেদী শুভ্র উপবীত। এ যেন অপূর্ব্ব হয়ে ফুটে উঠেছে। পবিত্রতার সঙ্গে কাঞ্চন-বর্ণের অপূর্ব্ব সমাবেশ। সুশীলা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ছেলেটার দিকে। এমন করে বুঝি সুশীলা এই বালকটিকে দেখেননি কোন দিনই। কোলে করেছেন, কিন্তু এমন দৃষ্টি নিয়ে দেখেননি। স্নেহ-মমতা দিয়ে পুষ্ট করেছেন কিন্তু তার রূপের বিশ্লেষণ এমন করে একদিনও করেননি। তার আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়। মনে হয় বহুদূর প্রসারিত করে অভয়-বাণী দিয়ে সবার কল্যাণের জন্যে ভগবান্ এই দুটো বাহু তৈরী করে দিয়েছেন। উন্নত নিতম্ব। পদ-যুগল আরও সুন্দর! দাঁড়িয়ে আছে যেন একান্ত পুরুষোচিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে। পায়ের তটদেশ মেদিনীর সাথে এমনই ভাবে যুক্ত হয়ে আছে যে অযুত ঝড়-ঝঞ্ঝা এসেও পা দুটোকে স্খলিত করতে পারবে না। এমনই দৃঢ় অথচ চলনে অতীব ক্ষিপ্র। সুশীলা কিছু না বলে বোধহয় আরও কিছুক্ষণ এমনি করে দাঁড়িয়ে দেখতেন। কিন্তু বাধা পেলেন বালকের কথায়।

আমায় ডাকলি কেন? কি বলবি বল?

সুশীলা সম্বিৎ ফিরিয়ে নিয়ে এসে বললেন—হ্যাঁ, চল। ঘরে চল। তারপর যেতে-যেতে বললেন—বোস-মশায় তোর জন্যে কিছু লিচু রেখেছেন। তোকে না খাইয়ে তো খাবেন না। তাই, তোকে ডাকলাম। স্কুলে যাবিনে?

অনুকূল লিচুগুলো হাতে নিতে-নিতে বলল—স্কুলের বেলা এখনও আছে। যাবো।

অনুকূল লিচু হাতে করে নিয়ে বাড়ীতে চলে গেল।

মনোমোহিনী এতক্ষণে থালায় ভাত বেড়ে অপেক্ষা করছিলেন—অনুকূলকে ডেকে খেতে বসতে বললেন।

অনুকূল আহার সমাপ্ত করে স্কুলে রওনা হলো।

ক্লাশ সুরু হয়ে গেছে। ইংরেজীর শিক্ষক গোপালচন্দ্র লাহিড়ী পড়াতে-পড়াতে একটা লাইন উদ্ধৃত করে বললেন—Do unto others as you wish to be done by.

একজন ছাত্র উঠে শিক্ষক-মহাশয়কে লাইনটা সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলতে বললে শিক্ষক-মহাশয় কোনরূপ বিরক্ত প্রকাশ না করেই বললেন—এই ইংরেজীর অর্থ তো অতি সহজ। তুমি অন্যের কাছ থেকে যেমনটি প্রত্যাশা কর—তেমনটি অন্যকেও কর। বুঝতে পারলে।

ক্লাশের ছাত্ররা সকলেই মাথা নেড়ে জানাল যে তারা বুঝতে পেরেছে। অনুকূলও মাথা ঝাঁকাল। কিন্তু কথাটা ভাল লাগল তার সকলের চেয়ে বেশী। মনে হলো তার মনের একটা আবছা দ্বন্দ্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন সহসা মীমাংসা হয়ে গেল। এতকাল সে মাতার সম্বন্ধে বহু কিছু চিন্তা করেও কিছুই ঠাহর করতে পারেনি। এই কথাটা তার মনের এতদিনের রুদ্ধ অর্গল যেন খুলে দিয়ে চলে গেল। স্কুল ছুটি হয়ে গেলে রাস্তায় একাকী চলতে গিয়ে এই কথাটাই মনে-মনে বলতে লাগল—মা, তুমি যে বলেছিলে আমায় ভাল হতে—আজ হতে তোমারই মনের মত হতে চেষ্টা করবো। তাহলে বুঝি তুমি আমাকে আর ভুল বুঝবে না।

আজ তার মনে বহু দিনের একটা সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে দেখে তার যেন আর আনন্দ ধরে না। অনুকূল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অতি দ্রুত পদে বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলো। সন্ধ্যাবেলা পড়তে বসে আজ বহু দিন পর একটা কবিতা লিখতে বসল—

দেখিতে কি পাও জীব এ মহীমণ্ডলে
ঈশ্বর কাহার নাম ? লোকে যারে বলে।
তুমি যদি সে ঈশ্বরে দেখিতে নারিলে
কেমনে ফেলিবে ফুল সে পদ-কমলে ?
আমি বলি ভ্রম এ বিশ্বাস।
মাতাপিতা দেবদেবী এই ধরাতলে
পূজ জীব তাঁদের তুমি ভক্তি ফুলদলে।
তাঁদের পূজিলে যাবে মনোবিকার
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ পাবে অনিবার।
যেই জন মাতৃপূজা করে ধরা মাঝে
কি করিবে শোকে, দুঃখে আর মায়া সবে।
নিয়ত প্রফুল্ল চিত্ত থাকিবেক তার
স্থাপহ হৃদয় মাঝে মূরতি তাঁহার।
মাতৃপূজা কর জীব কর্ম্ম যাবে কাটি
অনায়াসে পাবে স্বর্গ, বলিলাম খাঁটি।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* * *

যদি তুমি সুখালয়ে, চাও গো যাইতে
মা মা বলে প্রাণ খুলে ডাক উচ্চৈঃস্বরে
শমন তোমার কাছে রবে যোড় করে,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর যত দেবগণ
মা-রব তাদের কাছে অমূল্য রতন।
এ হেন সাকার দেবে নাহি পূজে যেই
নিকট শমন তার জানে যেন সেই।

কবিতা বড় হলেও বেশীক্ষণ লাগল না তার লিখতে। তবুও রাত হয়ে গিয়েছিল। মনোমোহিনী ইতিমধ্যে আহারের জন্য ডাকলেন। অনুকূল উঠে গেল।

দিন কয়েক পর নদীতে স্নান করতে গিয়ে অনুকূলের পা-টা কেমন করে কেটে গেল। সে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বাড়ীতে এলো। মনোমোহিনী তার অসাবধানতার জন্যে একটু তিরস্কার করলেন। তারপর কবিরাজ বাড়ী থেকে একটু কালো মলম নিয়ে এসে পা-টা বেঁধে দিলেন।

অনুকূলের বোধহয় খুবই কষ্ট হচ্ছিল। বলল—মা, আজ আর স্কুলে যেতে পারবো না।

মনোমোহিনী ধমক দিয়ে বললেন—কিছু হয়নি। স্কুলে যেতেই হবে। মলম দিয়ে বেঁধে দিলাম—আর ভয় কি ? ভাল হয়ে যাবে।

অনুকূল মাতার কথার আর কোন প্রতিবাদ করল না। মা যখন বলেছে কিছুই হয়নি তবে সে নিঃসন্দেহে স্কুলে যেতে পারবে। পথে চলতে একটু কষ্ট হচ্ছিল—মার কথা মনে করে ভাবল—কষ্ট হলেও মা যা চায় তা সে করবেই। তাকে স্কুলে যেতেই হবে। অনুকূল সময়মত গিয়ে স্কুলে পৌঁছুল।

দিন যেতে লাগল। শিবচন্দ্র ভাল হয়ে চাকুরীতে চলে গেছেন। আজ দীর্ঘদিন পর সেখান থেকে টাকা ও চিঠি এসেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোমোহিনী সমস্ত কুশল জেনে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। কৃষ্ণ-সুন্দরীও জামাতার চলে যাওয়ার পর খুবই উদ্বেগে দিনগুলি কাটাচ্ছিলেন। আজ সংবাদ শুনে নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন—সবই রাধা-মদনমোহনের ইচ্ছে। তিনি যা করেন সব মঙ্গলের জন্যই করেন। তারপর অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত মা-মেয়ে সংসার ও প্রতি-বেশী সম্বন্ধে বহু গল্পগুজব করতে লাগলেন। অনুকূল স্কুলের পড়া বাদ দিয়ে মায়ের কোলে শুয়ে-শুয়ে গল্প শুনছিল। অনুকূল সহসা তাদের কথার মধ্যে জিজ্ঞেস করল—কার ছেলে হয়েছে মা?

মনোমোহিনী ছোট্ট একটা ধমক দিয়ে বললেন—তা তোর শুনে লাভ কি? যা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়। মশা কামড়াচ্ছে না? অনুকূল আর কোন প্রশ্ন করল না।

পরদিন স্কুলে যাবার পথে অনুকূল সাথীদের সাথে গল্প করতে-করতে বলল—জানিস্ ভাই, মেয়েমানুষ বেটাছেলেকেও পেটে ধরে, আবার মেয়ে-মানুষকেও পেটে ধরে। আশ্চর্য্য না রে? দেবেন, ভোলা, আশু ও আরও অনেকে সঙ্গে ছিল। আশু বলল সেই জন্যেই তো ওরা মেয়েদের মা ও ছেলেদের মা। বলে তার মুখখানা বিকৃত করে থমকে দাঁড়াল।

অনুকূল আশুর মুখপানে তাকিয়ে বলল—কেন রে? কি হলো আবার তোর?

আশু পেটে হাত দিয়ে বলল—গা-টা যেন কেমন বমি-বমি করছে। পেট ভীষণ পাকাচ্ছে।

দেবেন বলল—কি খেয়েছিস? হাগবি?

আশু মাথা নেড়ে জানাল—না।

কি হচ্ছে তোর? অনুকূল স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল। শুধু পেট পাকাচ্ছে?

আশু বলল—মুখে ভীষণ জল-জল লাগছে।

অনুকূল আশুর কথা শুনে কি যেন খানিকক্ষণ চিন্তা করল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর বলল—দাঁড়া, এই দেবেন শোন। একটা মগ আনতে পারিস্। আচ্ছা থাক্। পাশের জঙ্গল থেকে একটা ভাঁটের পাতা ছিঁড়ে বলল—দেবেন, তুই ছুটে যা বাড়ীতে। এই পাতাটা থেতো করে রসটা মগে করে নিয়ে আসবি। পারবি? যা ছুটে চলে যা। আশু দেখবি এক্ষুণি তুই ভাল হয়ে যাবি। যাবড়াসনে। দেবেনের দিকে তাকিয়ে বলল—যা, হা করে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন? দেবেন ছুটে চলে গেল। ছুটতে-ছুটতে শুনতে পেল তাদের রাজার কণ্ঠস্বর—শীগ্‌গির আসবি।

তার বাড়ী নিকটেই। মিনিট তিন-চার পর দেবেন ভাঁটপাতার রস নিয়ে এসে নূতন বৈদ্যের হাতে দিল।

অনুকূল বলল—এই নে, ভগবানের নাম করে খেয়ে নে।

আশু এক নিঃশ্বাসে খেয়ে নিল।

ভাই কিছুই হচ্ছে না।

দাঁড়া পেটে না যেতেই কি ভাল হয়ে যাবে রে? একটু বোস্।

আশু বইগুলো একজনের হাতে দিয়ে বসে পড়ল। কয়েক মিনিট কেটে গেলে বৈদ্য জিজ্ঞেস করল—এখন কেমন লাগছে রে?

মনে হয় একটু ভাল—আশু জানাল।

তাহলে আর-একটু চুপ করে বোস্। ঠিক হয়ে যাবে। আমারও একদিন এই ভাঁটপাতা খেয়ে এই রকম হয়েছিল।

কয়েক মিনিট আরও অতিবাহিত হয়ে গেল। অনুকূল জিজ্ঞেস করল—এখন কেমন রে?

মুখে আর জল উঠছে না?

সকলেই উদ্দীপ্ত হয়ে বলল—এই তো তাহলে ভাল হয়ে গেছিস। ওঠ, এক্ষুণি ভাল হয়ে যাবি।

আশু উঠে পড়ল। স্কুলে যাওয়া নইলে বিলম্ব হয়ে যাবে। পথে যেতে-যেতে আশু প্রায় সুস্থ হয়ে উঠল। দেবেন বিস্মিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে জিজ্ঞেস করল—কি করে জানলি রে রাজা এই ওষুধটা? তোর মা বুঝি বলেছে।

অনুকূল মাথা ঝাঁকাল।

না ভাই। তোদের তো বলছিলাম। একদিন পথে চলতে হঠাৎ আমি এই ভাঁটপাতা চিবিয়ে ফেলেছিলাম। আমারও তখন এইরকম মুখে জল উঠে পেট কামড়াচ্ছিল। আজ ভাবলাম এমনি ভাল শরীরে খেলে যখন এ রকম হয় তবে কোন রোগে যদি এই লক্ষণ দেখা যায় তাহলে এই ওষুধ দিলে কাজে লাগতে পারে। তাই, দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলুম—ঠিক কি না।

বন্ধুরা শুনে সকলেই হেসে ফেলল।

ভোলা বলল—তোর তো বুদ্ধি আছে রে।

অনুকূল কোন কথা বলল না।

পরে তিনি যখন ডাক্তারী পড়তে গিয়েছিলেন তখন হ্যানিম্যানের বইতে পড়েছিলেন—Similia similibus curanta, সমঃ সমং শময়তি।

সকলেই আনন্দ করতে-করতে অগ্রসর হতে লাগল।

অনুকূলের চিন্তাধারা সাধারণ ছেলেদের বা লোকদের চেয়ে যেন একটু ভিন্ন প্রকৃতির। মাঝে-মাঝে অনেক কথাই তার মস্তিষ্কে এমনই জটলা পাকিয়ে অদ্ভুত ভাব সৃষ্টি করে যে সাধারণের কাছে প্রকাশ করলে তা তারা সহজে গ্রহণ করতেই পারে না। সেদিন ক্লাশে মাষ্টারমশায় অঙ্ক করাচ্ছিলেন। তিনি যোগ করতে গিয়ে বললেন—এক আর এক দুই। কথাটা অনুকূলের কানে যেতেই সহসা তার মনে যেন খটকা বেধে গেল। কি রকম? এক আর এক দুই হয় কি করে? জগতে যা'-কিছু দেখতে পাচ্ছি সবই তো আলাদা। কোনটার সাথে কোনটারই তো পুরোপুরি মিল দেখতে পাচ্ছিনে। দুটো জিনিষই যদি এক না থাকে তাহলে 'এক' আর 'এক' কি করে 'দুই' হবে। অনুকূল অঙ্ক ভুলে এই সমস্যায় মহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তিত হয়ে পড়ল। কি করে মাষ্টার-মহাশয়ের কথা ঠিক হতে পারে তার মাথায় কোনমতেই ঢুকতে চাইল না। কয়েক মিনিট ধরে বুঝবার জন্যে খুবই চেষ্টা করল কিন্তু কোনমতেই তা সে মীমাংসা করতে না পেরে, সহসা উঠে দাঁড়াল।

স্যার, এক আর এক দুই হয় কি করে বুঝতে পারছিনে।

শিক্ষক-মহাশয় গম্ভীর হয়ে বললেন—তোমার এ কথা না বুঝবার কি আছে অনুকূল। এ তো শাশ্বত সনাতন। সবাই বোঝে তুমি বুঝতে পারছো না কেন?

অনুকূল বলল—দুটো 'এক' হয়ে আলাদা দুই হবে কি করে?

শিক্ষক-মহাশয় অনুকূলের কথা বুঝতে পারলেন না। অনুকূলও বোধহয় নিজের কথা ভালভাবে ব্যক্ত করে শিক্ষক-মহাশয়কে বলতে পারছিল না। শিক্ষক-মহাশয় খুব রেগে গেলেন।

তোমার মাথায় যদি না ঢোকে তবে আমি ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি—বলে সপাৎ-সপাৎ কয়েক ঘা বেত মেরে অনুকূলকে বসিয়ে দিলেন।

অনুকূল আঘাত পেয়ে চুপ করে বসে পড়ল। স্কুলের পর বন্ধুরা বলল—খুব লেগেছে না রে রাজা? মাষ্টারমশায় বড্ড রাগী।

অনুকূল আঘাতের কথা মোটেই তখন চিন্তা করছিল না। ঐ সমস্যাটা গুরুতর হয়ে তার মস্তিষ্কটাকে উত্তপ্ত করে দিচ্ছিল। তাই, বন্ধুদের কথায় তেমন কোন জবাব দিল না। বাড়ীতে চলে এলো। তবুও চিন্তাধারাটা মাথার থেকে গেল না। ঘরে কিছুক্ষণ বসে থেকে বেরিয়ে পড়ল পদ্মার পাড়ে। একাকী বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল—তবুও মনের প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেল না। পদ্মার একটানা স্রোত বয়ে গিয়ে কোন বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে গিয়ে বিলীন হয়েছে কে জানে? সম্মুখের নিবিড় বনানী ক্রমাগত চলে-চলে কোন দিগন্তের শেষে গিয়ে থেমে গিয়েছে তাও বা কে জানে? অনুকূল ক্লান্ত হয়ে একটা বালির ঢিবির উপর বসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়ল। সে দিগন্তের পানে তাকিয়ে দেখল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা'-কিছু সবই যেন আলাদা। মানুষ, কীট, পতঙ্গাদি, গাছ—যা-কিছু গোচরে আসে, কারও সাথে যেন কারও মিল নাই। কোথায়ও দুটি জিনিষ 'এক' হয়ে যায়নি। বিধাতার সৃষ্টির এমনি কৌশল। ভগবান্ 'এক', তাঁর সৃষ্টিও বহু 'এক'। আর, এই 'এক'ই সেই অসীম 'এক'-এ গিয়ে একদিন লয় হবে তাহলে ?

চিন্তা করতে-করতে অনুকূলের মস্তিষ্কটা উত্তপ্ত হয়ে উঠল। সে নাম করতে লাগল অনবরত। ঘরে ফিরে এলো। রাত্রিতে একটুও ঘুম হল না। মনটা একটা মীমাংসার জন্যে নিরন্তর ঘুর-পাক খেয়ে মরতে লাগল। কিন্তু কি করে তা পাবে তারও হদিস খুঁজে পেল না। তার পরদিন একাকী বনে-বনে ঘুরে বেড়াল। বনের নানাবিধ গাছ দেখে তার মনে আরও প্রশ্নের উদয় হলো। একই মাটি থেকে এতগুলো হলো কি করে ? নিজের প্রশ্নের জন্য নিজেই বিস্মিত হতে লাগল। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব দেবে কে ? এর মীমাংসা করে দেবে কে ? অনুকূল অনেকক্ষণ চিন্তা করল। ছোট-ছোট চারাগাছগুলি মূলশুদ্ধ তুলে ফেলে দেখতে লাগল। কিন্তু তাতে কিছুই বুঝতে পারল না। গাছের পাতাগুলি ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগল। ফুলগুলিও ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই মনের মধ্যে কোন উত্তর খুঁজে পেল না। কোন প্রকার সমাধান না পেয়ে সর্ব্বশেষে তার কান্না পেতে লাগল। কি করে এর উত্তর পাবে। নাম করতে লাগল। খুবই বেগে। কোন দেবতা এসে যদি তাকে বলে দেয়। ভাবতে-ভাবতে গাছ তুলতেই লাগল। সহসা তার মনে উদয় হলো—তাই তো! বীজগুলি যে স্বতন্ত্র। তাই, গাছগুলিও পৃথক-পৃথক রকমের হয়েছে। তাহলে তার ধারণাই তো ঠিক! এক কখনও দুই হতে পারে না। সে বাড়ীতে ফিরে এলো। তার মনে আনন্দ যেন ধরে না। তার আর কোন চিন্তা নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈশাখ মাস। কাল-বৈশাখীর দুরন্ত ঝড় মেতে উঠে পূর্ব্বের দিন পৃথিবীর সব-কিছু একাকার করে দিয়ে গেছে। আজ প্রচণ্ড গরম। আরামে নিঃশ্বাস ফেলবারও উপায় নেই। স্কুলের শিক্ষক অধরচন্দ্র মল্লিক মর্ণিং স্কুলের কথা বলে দিলেন। ছেলেরা শুনে মহা আনন্দ করতে লাগল। সকালে স্কুল আর সারাদিন খেলা। এর চেয়ে মজা কি আছে। সাথীরা সকলে এসে ধরল—চল যাই।

অনুকূল সাথীদের ছাড়া থাকতে পারে না। শুধু মার কথা একটু চিন্তা করে বলল—চল যাই, মা এখন কিছু বলবে না।

ভোলা বলল—ভাই! সেই কালি ধরে এমন একটা কলম যে তুই তৈরী করেছিলি—আমায় একটা তৈরী করে দিবি না?

অনুকূল বন্ধুর কথায় রাজী হয়ে বলল—নিশ্চয় দেবো। যা একটা ছুরি ও আর-একটা সরু খাগের নল নিয়ে আয়। এক্ষুণি তৈরী করে দিচ্ছি। এই দেবেন তোর কাছে কোন আলাদা নিব আছে নাকি রে—যা তো নিয়ে আয়। ভোলাকে কলমটা তৈরী করে দিই।

দেবেন আর ভোলা চলে গেল—সব-কিছু যোগাড় করে আনতে। আশু আর অনুকূল অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ কেটে গেলে আশু বলল—জানিস্ অনুকূল তোদের বাড়ীতে দু'জন বৈষ্ণব গেলেন।

তাই নাকি—কেন রে?

আশু বলল—কি জানি। তোর মা তো সাধু-সন্ন্যাসী পছন্দ করেন বেশী।

ইতিমধ্যে দেবেন আর ভোলা ছুরি, নল, নিব নিয়ে এসে উপস্থিত হলো। অনুকূল দক্ষ হস্তে কলম তৈরী করতে বসল। সরু নলে কালি ভর্ত্তি করে দিয়ে পেছনের দিকে একটা ছিদ্র করে দিল। বেশী কালী বের হয় দেখে ছিদ্র পথে একটা আলপিন ঢুকিয়ে দিয়ে কালির পরিমাণ নিয়মিত করে সেটাকে সুন্দর লেখনী তৈরী করে ফেলল। তারপর ভোলার হাতে দিয়ে বলল—এই নে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোলা কলম পেয়ে খুবই খুশী হলো, সেই সঙ্গে আর সকলেও আনন্দ করতে লাগল।

বেশ তো তোর বুদ্ধি আছে রে? কে তোকে শিখিয়েছে রে?—আশু বলল।

অনুকূল বলল—নিজে থেকেই। কেউ শেখায়নি। বেশ কিছুক্ষণ এই নিয়ে বন্ধুরা আমোদ করতে লাগল।

অনুকূল বলল—না ভাই এখন যাই। মা নইলে বকবে।

বন্ধুরা অনুকূলকে বাধা দিল না। কেন না তারা জানত তার মা তাকে কেমন শাসন করেন।

অনুকূল বাড়ীতে প্রবেশ করেই লক্ষ্য করল সত্যি দুইজন বৈষ্ণব তাদের বাড়ীতে অতিথি হয়েছেন। মনোমোহিনী তাদের খাদ্য পরিবেশন করছেন। অনুকূল তাদের নিকটে এসে দাঁড়াতেই মনোমোহিনী একটু রূঢ় কণ্ঠে বললেন—কোথায় থাকিস্? বাড়ীতে লোকজন এলে তোকে খুঁজে পাওয়া যায় না। যা বাবাজীদের জন্য এক ঘটি জল নিয়ে আয়। অনুকূল মার কথায় কোন জবাব দিল না—ভিতরে চলে গেল তাঁর আদেশ পালন করতে। মিনিট দুই-তিন পর জলের ঘটিটা এনে এক পাশে রেখে দিল—তারপর একটু দূরে বসে তাদের লক্ষ্য করতে লাগল। অতিথিদের আহারাদি সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মনোমোহিনীও ভিতরে চলে গেছেন। অনুকূল কি ভাবতে-ভাবতে জিজ্ঞেস করল—আপনারা বুঝি বৈষ্ণব?

একজন বৈষ্ণব বললেন—তাঁরই তুচ্ছাতিতুচ্ছ দাস মাত্র। তাও তাঁর সেবা করার সামর্থ্য কোথায়?

অনুকূল চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ নীরবে থেকে বলল—আমার কিন্তু মনে হয় বাবাজী, আমি পরমপিতার সন্তান। ইচ্ছে করলেই সব-কিছু করতে পারি। বৈষ্ণব বালকের কথা শুনে একটু হাসলেন। পরে তাঁর কথা শুনে মনে হলো তিনি মনে-মনে একটু ক্ষুব্ধও হয়েছেন। বলতে লাগলেন—না, না, তা কখনও ভাবতে নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ হেন চিন্তায় তোমার মনে অহঙ্কার ঢুকবে। ভাবতে হয় আমি দীন, হীন, পাপী, আমার অন্তর সদা কলুষিত। আমি অহঙ্কারী, স্বার্থপর ইত্যাদি। এতে মন খুব নম্র হয়।

অনুকূলের সহজ স্বাভাবিক চিন্তাধারার মধ্যে এই কথাটা যেন কোথায় গিয়ে আঘাত করল। অনুকূল চিন্তা করতে লাগল অনেক-ক্ষণ। বৈষ্ণবদ্বয় চলে গেলেন। অনুকূল কোন-কিছু স্থির করতে না পেরে মনে-মনে ভাবতে লাগল, হয়তো তাই, বৈষ্ণবদের কথাই ঠিক। আমি হীন, আমি পাপী।

অনুকূল উঠে পড়ল। আহারের সময় হয়ে গিয়েছিল। মনো-মোহিনী ইতিমধ্যে তাকে একবার ডেকে চলে গেলেন। অনুকূল চিন্তাকুল চিত্ত নিয়েই উঠে পড়ল। স্নান, আহার, খেলাধূলা, বন্ধুদের সাথে হাসি-তামাসা সব-কিছুই হলো—কিন্তু মন থেকে বৈষ্ণবদের কথাগুলি কোনমতেই বিতাড়িত করতে পারল না। সে শুধু মনে-মনে ভাবতে লাগলো বৈষ্ণবই ঠিক বলেছেন। এইভাবেই বুঝি ভগবানকে ভালবাসা যায়। সে তাঁদের কথামত ঐ চিন্তাধারায়ই অভ্যস্ত হতে লাগল। কয়েকদিন কেটে গেল অনুকূলের, মনে হতে লাগল বৈষ্ণবদের কথাগুলি যুক্তি দিয়ে হয়তো বুঝা যেতে পারবে—কিন্তু তার মনটা কেন জানি তা সর্ব্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারছে না। মেনে নেওয়ার মধ্যে কোথায় যেন একটা বিরাট্ ফাঁক থেকে যাচ্ছে। অনুকূল আজ আবার বন্ধুদের আড়াল করে, পদ্মার পাড়ে চলে এলো। পদ্মার ধার দিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরেও বেড়াল। কিন্তু মনের দ্বন্দ্বটা ঘুচাতে গিয়ে সাড়া পেয়েও যেন পেল না। মনের আসল বস্তুটাকে পেতে গিয়ে বার-বার কি যেন হারিয়ে ফেলতে লাগল। মনে-মনে কয়েকবার বলতে লাগল—আমি হীন, আমি পাপী। কথাগুলি যেন একান্ত বেসুরো হয়ে তার হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে উঠল। তার অন্তর্নিহিত শক্তি যেন এই কথাগুলি উচ্চারণ করতে গিয়ে বার-বার নিরুদ্ধ হয়ে যেতে লাগল। অথচ সহসা বৈষ্ণবদের কথা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুলি পরিত্যাগ করে নিজের অনুভূতিটাকে সঠিক বলে মেনে নিতে পারছিল না। যদি মনের ধারণা তার ভুল হয়। একদিন, দুদিন—বেশ কয়েক দিন কেটে গেল এমনিভাবে। একদিন কিছুই স্থির করতে না পেরে নিজের মন থেকেই বলে ফেলল—'অন্তর যদি এটাকে মেনে নিতেই না চায়, তবে বলে না কেন—আমি পাপী নই, দুর্ব্বল নই। আমি পরমপিতার তনয়—ইচ্ছে করলেই সব-কিছু করতে পারি।' কথাগুলি দুই-তিন বার সজোরে উচ্চারণ করে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে সে লক্ষ্য করল—তার অন্তরের সহস্র দ্বার ঠেলে কোথা থেকে যেন অজস্রধারায় আনন্দ প্রবাহিত হয়ে তার মন ও শরীরটাকে প্লাবিত করে দিয়ে গেল। এত আনন্দ হলো যে, ভুলে গেল সে বৈষ্ণবদের নির্ব্বীর্য্য নেতিবাচক ভাষা। সে অসীম আনন্দে পুলকিত হয়ে বলতে লাগল পুনরায়—এই-ই যেন সত্য, এই যেন পথ। না, না, আমি পাপী নই, আমি হীন নই। আমি তোমারই—আমি তোমারই। বলতে-বলতে মুখখানা তার আনন্দে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। মনে-মনে বলল—জানি না বৈষ্ণব, তোমরা কি জেনেছো। কিন্তু আমার এ বোধ হতে তোমরা আমায় টেনে কোথায়ও নিয়ে যেয়ো না। তাঁর অহঙ্কারই আমার অহঙ্কার হোক্। আমি আর কিছু চাই না। নাম—শুধু নাম।

একটু দূরে বাজিতপুরঘাটে ইতিমধ্যে একটা ষ্টীমার এসে লেগেছিল। যাত্রীরা ধীরে-ধীরে অবতরণ করছিল। অনুকূল মনের আনন্দে সেই দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আজ তার মনে প্রচুর আনন্দ। কোথায়ও গিয়ে যদি এর সক্রিয় অভিব্যক্তি দিতে না পারে, তাহলে বুঝি সে শান্তি পাবে না। এই মনে করেই ষ্টীমার-ঘাটের দিকে রওনা হলো। চলছিল সে অতি দ্রুত পদে। কিছু দূর অগ্রসর হতেই কে যেন সহসা বাধা দিয়ে ডাকল—ও অনুকূল, কোথায় যাচ্ছ হন্-হন্ করে। আমার বাকী পয়সাগুলো দিয়ে গেলে না? অনুকূল বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ময়রার দোকান অতিক্রম করে যাচ্ছিল। বহুদিন পূর্ব্বেকার কিছু বাকী ছিল তার। রসগোল্লা খেয়েছিল—সময় মত বাকী পরিশোধ করতে পারেনি। অনুকূল একটু লজ্জিত হয়ে বলল—আজ সঙ্গে পয়সা নিয়ে আসিনি নিতাইদা।

দোকানদার তার কথা শুনতে চাইল না। বলল—দেবে কি? বাকী দিলে এমনিই হয়। কথাটা অনুকূলের মনে তীক্ষ্ণ বানের মত গিয়ে বিঁধল। একটু অপমানও বোধ করল। তার মনে হলো এখনই ছুটে গিয়ে মার কাছ থেকে পয়সা এনে ময়রার বাকী পরিশোধ করে দেয়। কিন্তু কোন উপায় ছিল না। অনুকূল দুই-এক দিনের সময় চেয়ে যে দিকে যাচ্ছিল—সেই দিকে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হতে লাগল। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করল—যতদিন না এই পয়সা সে পরিশোধ করতে পারবে, ততদিন আর সে রসগোল্লা বাকীতে খাবে না। ষ্টীমারঘাট পর্য্যন্ত যেতে যেন তার সমস্ত আনন্দ কোথায় উবে গেল। আনমনে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিল, সহসা তার চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন হলো একজনের চীৎকারে—কুলি, কুলি। কিন্তু ষ্টীমারঘাটে একটা কুলিরও তখন অবসর ছিল না। অথচ ভদ্রলোকের মালপত্রও এত প্রচুর যে কুলির সাহায্য ছাড়াও চলবে না। কি হবে? সহসা অনুকূলের মনে কি উদয় হলো—ভাবল দেখি না কুলিরা যে মালপত্র ঘাড়ে করে টানে—কেমন লাগে। নিজেই কুলি হই না একদিন। অনুকূল ভদ্রলোকের নিকটে গিয়ে দাঁড়াল। যাত্রী তাকে লক্ষ্য করে বলল—দোসরা আদমী লে আও।

অনুকূল জবাব দিল—আর কাউকে তো দেখছি না। ছোট ষ্টেশন, বেশী কুলি থাকে না। আপনি আমার মাথায় তুলে দিন না, নিতে পারবো।

তুমি পারবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহলে? অনুকূল নিজেও বিপদে পড়ে গেল। তাহলে কি হবে? বলল অনুকূল।

কিছুক্ষণ কেটে গেল যাত্রীও শেষে একজন কুলি নিয়েই তখনকার মত কার্য্যোদ্ধার করবেন বলে স্থির করলেন। অনুকূল মালপত্র মাথায় নিল। জীবনের এই প্রথম অভিজ্ঞতায় তার মনে হলো বোঝার চাপ এতই বেশী যে মাথাটা বুঝি এখনই ভিতরে ঢুকে যাবে। কিন্তু সে কিছুই বলল না। অতি কষ্টে মালটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিরাপদে পৌঁছে দিয়েই যেন হাপ ছেড়ে বাঁচল। বাপ রে বাপ! ঘাড়টা যেন বেঁকে গিয়েছে। ঘাড়ে একটা ব্যথাও অনুভব করল সে। ঘাড়টা হাত দিয়ে বুলাতে-বুলাতে বলল, বড্ড ভারী।

যাত্রী তার কথায় কোন কর্ণপাত করলেন না। কোন সহানুভূতি প্রকাশ করলেন না। মণিব্যাগ থেকে এক আনা পয়সা বের করে বললেন—এই নাও।

না, না কিছু দিতে হবে না।

সঙ্গে একজন মহিলা যাত্রী ছিলেন। তিনি সহানুভূতির স্বরে বললেন—নাও। অনেক খেটেছো।

অনুকূল এইবার কিছু না বলে ছুটে কোথায় পালাল।

মা।

কি রে?

দুটো টাকা দে না।

কি হবে?

রসগোল্লা খেয়েছিলাম, দোকানে বাকী হয়েছে। আজ দোকানদার বেশ করে তাগাদা দিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশ করেছে। বাকী খাবি, বলবে না? যা, টাকা-পয়সা নেই, দিতে পারবো না।

দে না মা। অমন করিস্ কেন? মাত্র তো দুটো টাকা। অনুকূল মায়ের পেছনে-পেছনে ঘুরতে লাগল।

মনোমোহিনী পুত্রের ঘ্যান-ঘ্যানানি সহ্য করতে না পেরে শেষে টাকা দুটো দিয়ে বললেন—আর বাকী খেলে কিন্তু আমি পয়সা দিতে পারবো না। মনে যেন থাকে। যা, এক্ষুণি দিয়ে আয়। বেশী দেরী করবি না ফিরতে।

অনুকূল টাকা দুটো হাতে নিয়ে ছুটে গেল দোকানদারের কাছে। সে পরিশোধ করে গঙ্গায় স্নান করে আসতে পারলে যেন বাঁচে। টাকা দুটো পেয়ে খুশী হলো ময়রা—কিন্তু ভাল একটা খদ্দের হারাল কি না—সে ভাবনাও তার মনে উঁকি মারতে লাগল।

অনুকূল আর-একদিন চলছিল একাকী—পদ্মার পাড় ধরে। খুবই ভাল লাগছিল তার সেদিনকার পরিবেশটা। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। একটা ফাঁকা শূন্যতা সমস্ত প্রান্তর ঘিরে বিরাজ করছিল। কোথা থেকে যে কি কারণে অপরিসীম একটা আনন্দ তার দেহ-মনকে ঘিরে নেচে-নেচে দুলে-দুলে তাকে উন্মাদ করে তুলছিল, তা সে নিজেই বুঝতে পারছিল না। সে শুধু চলার পথে এক-মনে নাম করে চলছিল। তা ছাড়া আর কোন কারণই ছিল না। সে অন্য কিছু চিন্তা না করে এই আনন্দটা উপভোগ করতে লাগল। ভুলে গেল এই পার্থিব জগতের সব-কিছুর কথা। ভুলে গেল মায়ের অনুশাসনের কথা, স্কুলে যাওয়ার কথা। তার এত আনন্দ হতে লাগল যে, সব-কিছু বর্জ্জন করে সে নিরন্তর বেগে নাম করে যেতে লাগল। নাম যেন তার নেশা—না করে উপায় নেই, এমনতর অবস্থা। জানি না সে এই নামে কতক্ষণ ডুবে থাকল। নামের বেগ প্রচণ্ড হয়ে উঠলে, সে সহসা দিব্য চক্ষে দেখতে পেল প্রকাণ্ড সূর্য্যের মত জ্বলন্ত গোলাকার একটা বস্তু ভেসে উঠল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই রশ্মি এতই প্রবল যে অনুকূলের চোখ দুটি ঝলসে যাবার উপক্রম হলো। অনুকূল তাতে কিছু ভীত হলো না বা তার মনের আনন্দ এতটুকু কমল না। বরঞ্চ সে আনন্দে সমভাবে তা উপভোগ করতে লাগল। কিছুক্ষণ এইরূপ হবার পর সেই জ্বলন্ত গোলাকার বস্তু ধীরে-ধীরে কোথায় মিলিয়ে গেল। তাই দেখে অনুকূল মনে-মনে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। এ কি, এমন হলো কি করে? কি এ জিনিষ যে তার সামনে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেল। কে এনে দিল এ সব? অনুকূলের মনে এই প্রশ্ন দুই-একবার উদয় হলেও সে কিন্তু এই নিয়ে বেশীক্ষণ চিন্তা করল না। সে চুপ করে বসে একই অবস্থায় কাটাতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সে পুনরায় দেখতে পেল—শত-সহস্র চন্দ্র-সূর্য্য একটা প্রকাণ্ড শব্দ করে তার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শব্দটা এমনই বিকট যে, যেন সহস্র-সহস্র ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস এক সঙ্গে মেতে উঠে শব্দ করছে। কিন্তু এ কি! সহসা তার এমন হলো কেন? প্রাণটা যেন আর সে ধরে রাখতে পারছে না। এখনই বুঝি সে নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু নাম ত্যাগ করতে ইচ্ছে করল না। সে শরীরটা খুবই উত্তপ্ত বোধ করতে লাগলো। এই উত্তপ্ততা পরীক্ষা করবার জন্য অনুকূল নীচে নেমে পদ্মার জল একটু গায়ে দিল। শরীরে জল পড়তেই মনে হলো সঙ্গে-সঙ্গে বাষ্প হয়ে উড়ে গেল। এত প্রচণ্ড উত্তাপ। অনুকূল মনে-মনে বিস্মিত হয়ে গেল। কিন্তু সেখানে আর বেশীক্ষণ দাঁড়াল না। বাড়ী ফিরে এলো। কিন্তু কাউকে কিছু বলল না। ঘরে থারমোমিটার খুঁজে বের করে বগলে দিয়ে নিজের শরীরের উত্তাপটা পরীক্ষা করল। বাপ রে বাপ! এ যে ১১০° ডিগ্রী উঠে গেছে! কিন্তু অনুকূল এতে কোনপ্রকার অসুস্থতা বোধ করল না বা বাহ্যজ্ঞানও হারাল না। শুধু তার মনে আনন্দের ঢেউ বয়ে যেতে লাগল। সে ছুটে গিয়ে মনোমোহিনীকে সব-কিছু জানাল। মনোমোহিনী পুত্রের সব কথাগুলোই মন দিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনলেন। কিন্তু পুত্রের এ-হেন উপলব্ধি-সম্বন্ধে কোন কথা বলতে পারলেন না। অনুকূলও এই নিয়ে বিশেষ কিছু চিন্তা করল না।

কিন্তু অন্য একদিন মনোমোহিনী অনুকূলের কথা শুনে খুবই ভীতা ও শঙ্কিতা হয়ে উঠলেন।

কি ডাকাত ছেলে রে! যদি সাপটা তোকে কামড় দিত তাহলে কি হতো?

অনুকূল ছুটে আসার জন্যে খুবই হাঁপাচ্ছিল সেই অবস্থায় মাকে বলতে লাগল—না মা—যখন সাপের মাথাটা খপ করে ধরেছি তখন কিন্তু কোন ভয় করেনি। ছেড়ে দিয়ে তর-তর করে নেমে পড়লাম। তারপর ছুটে এসে যখন একটা গাছের নীচে দাঁড়ালাম তখন বেশী ভয় করতে লাগল।

মনোমোহিনী পুত্রের কথা শুনতে-শুনতে আঁতকে বলে উঠলেন —কি সর্ব্বনাশ! তোকে নিয়ে যে আমার কি হবে কে জানে! কোন্ গাছে উঠেছিলি।

অনুকূল নিঃসঙ্কোচে মাকে ঘটনাটা বলল। বাড়ী আসার পথে বাঁ দিকে খেজুর গাছটা আছে—তার মধ্যে যে গর্ত্তটা আছে সেইখানে। ভোলা তাকে জানিয়েছিল সেই গর্ত্তে মাছরাঙ্গার ছানা হয়েছে—তাই সে ধরতে গিয়েছিল। গাছে উঠে মাছরাঙ্গার ছানা ধরতে গিয়ে সাপের মাথা খপ্ করে ধরে ফেলেছে। সাপটা তাকে কামড়াতে পারেনি। তার পূর্ব্বেই ছুটে চলে এসেছে।

মনোমোহিনী নিঃশ্বাস বন্ধ করে পুত্রের কথাগুলি শুনছিলেন। কিছুক্ষণ পর নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে নিয়ে বললেন—খুব হয়েছে, আর বলতে হবে না। চল্। দেখি কোন্ হাতে ধরেছিলি। তারপর তাকে সেই হাতের কব্জি শক্ত করে ধরে নিয়ে টানতে-টানতে জলের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তার হাতটা ভাল করে ধুইয়ে দিলেন। ভাল করে হাত ধোয়া হয়ে গেলে বললেন—যা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কোথায়ও এখন যাবি না। মনোমোহিনী কাজে চলে গেলেন। অনুকূল আর কোথায়ও বের হলো না।

সুডিল মার অবস্থা লক্ষ্য করে বললো—দাদার কি হয়েছে মা?

মনোমোহিনী সুডিলের গরম বার্লিটা ঠাণ্ডা করতে-করতে বললেন—বলিস্ নে মা তোর দাদার কথা। কখন যে কি করে আসবে কে জানে। ওকে নিয়ে পারি না। বলতে-বলতে সমস্ত ঘটনাটা রুগ্না মেয়ের কাছে গল্প করে ফেললেন।

সুডিল দাদার দুঃসাহসিকতার সংবাদ শুনে মনে-মনে শিউরে উঠল। বলল—বল কি মা! দাদার কি সাহস বল তো! যদি একটা কিছু হতো!

মনোমোহিনী আর কোন কথা বললেন না, বার্লিটা একটু ঠাণ্ডা হলে সুডিলের মুখের কাছে নিয়ে বললেন—এইটুকু চুমুক দিয়ে খেয়ে নে মা। ভাল হয়ে যাবি।

সুডিল অনেক কষ্টে বার্লিটুকু গিলে ফেলল।

সুডিল আজ কয়েকদিন হলো অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। মনোমোহিনী পাড়ার ডাক্তারকে দেখিয়েছেন। কিন্তু রোগীর অবস্থা এতটুকু এখনও পরিবর্ত্তন হয়নি। মনোমোহিনী চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

কি হবে কে জানে। কয়েক দিন গেল। মনোমোহিনীর চিন্তা একেবারে দূরীভূত না হলেও গতকাল স্বামীর একটা চিঠি পেয়ে একটু নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই ছুটি নিয়ে হিমাইতপুরে আসছেন। তাই পত্রে জানিয়েছেন। মনোমোহিনী মনে-মনে ভাবলেন যার মেয়ে তিনি এসে একটা ভাল ব্যবস্থা করবেনই—তাঁর আর কোন চিন্তা নেই।

অনুকূলও বোনের অসুস্থতার জন্য মন খারাপ করে দিন কাটাচ্ছিল। বাবার আসবার কথা শুনে তারও মনে ভরসা হলো। যা-হোক এখন একটা ভাল ডাক্তারের ব্যবস্থা হবেই। সুডিল সুস্থ হয়ে উঠবেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই-তিন দিন পর শিবচন্দ্র ছুটি নিয়ে বাড়ীতে এলেন, বাবাকে পেয়ে অনুকূলের মহা আনন্দ হলো।

সুডিল বাবাকে পেয়ে তার রোগের কথা প্রায় ভুলেই গেল। শিবচন্দ্র কন্যাকে স্নেহ করে বললেন—কোন ভয় নেই মা, আমি এসেছি, শীগ্‌গিরই ভাল হয়ে যাবে।

সুডিলের মুখে হাসি ফুটে উঠল। শুয়ে-শুয়ে বাবার সঙ্গে বহু প্রকার গল্প করতে লাগল। সুডিল সবচেয়ে বেশী গল্প করল তার দাদার। দাদা তাকে কত আদর করে এবং কত মিষ্টি কথা বলে ইত্যাদি ইত্যাদি। শিবচন্দ্র কান পেতে সব-কিছু শুনলেন। পরদিন শিবচন্দ্র শহরের ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলেন সুডিলের জন্য। সুডিল ক্রমান্বয়ে ভালো হয়ে উঠতে লাগল। অনুকূলের মনে খুব আনন্দ হলো

সেদিন সে চলছিল বাজিতপুরের দিকে। এই রাস্তাটা পদ্মার কুল ঘেসে চলে গেছে বরাবর ষ্টীমার ঘাটের দিকে। অনুকূল এই পথে চলতে লাগল ধীরে-ধীরে। ভাদ্রের গরম গুমোট হয়ে সকলকে অস্থির করে তুলেছিল, কিন্তু এখানকার খোলা প্রান্তরের ঝিরঝির হাওয়াটা দেহ-মনটাকে যেন স্নিগ্ধ করে দিল। ক্ষেতে-ক্ষেতে ছোট ধান গাছ ও অড়হরের শোভা সবুজ হয়ে সারা পরিবেশটাকে স্নিগ্ধ করে রেখেছে। অনুকূল এইসব উপভোগ করতে-করতে চলতে লাগল। কিছু দূর অগ্রসর হতেই ময়রার দোকানটা তার নজরে পড়ল। সহসা তার মনে পড়ে গেল বহুদিন সে রসগোল্লা খায়নি। রসগোল্লার কথা স্মরণ হতেই তার ভীষণ লোভ হলো। পকেটে হাত দিয়ে দেখল—সাড়ে পাঁচ আনা পয়সা রয়েছে। ভালই হয়েছে। তাহলে অনেক দিন পর কিছু খাওয়া যেতে পারে। সে চলতে লাগল ময়রার দোকানের দিকে। কিছু দূর অগ্রসর হতেই মনে পড়ে গেল—তাই তো! সে তো প্রতিজ্ঞা করেছে আর রসগোল্লা খাবে না। তাহলে? কোন সিদ্ধান্তে আসবার পূর্ব্বেই তার লোভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাকে কিছু দূর টেনে নিয়ে গেল দোকানের দিকে। কিন্তু মনটা তার যেন সহসা কেমন হয়ে গেল। না, না, তা তো হতে পারে না। সে যা প্রতিজ্ঞা করেছে। সেটাকে সে কোন মতেই ভাঙ্গতে পারবে না। কিন্তু রসগোল্লার লোভ তাকে বলল—তাতে আর কি হয়েছে? কি হবে এই সব প্রতিজ্ঞা করে! লোভ তাকে যতই প্রলুব্ধ করতে চাইল সে যেন তত মনে-মনে আরও দৃঢ় হয়ে উঠল। না, না, তা হতেই পারে না। প্রতিজ্ঞা যখন একবার করেছি তখন আর সে-দিকে যাবোই না। রাস্তার পাশে অড়হরের ক্ষেত ছিল—সে ঝপাৎ করে সেখানে শুয়ে পড়ল। বলল—না কোন মতেই সে ময়রার দোকানে যাবে না। রসগোল্লা সে খাবেই না। অড়হরের গাছগুলি সে মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরল। লোভ তার উপর জেদ করতে লাগল। সে অড়হরের গাছগুলি আরও শক্ত করে মুঠোর মধ্যে ধরল। মনে-মনে বলল দেখি কে আমাকে রসগোল্লা খেতে নিয়ে যেতে পারে। আমি যখন খাবো না একবার বলেছি—তখন আর খাবোই না। কিছুক্ষণ এইভাবে সে কাটাল। তারপর সে যখন বোধ করল রসগোল্লার লোভ তার মন থেকে চলে গেছে—তখন সে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল। হাতের পয়সাগুলো তার পুনরায় একটা কণ্টক হয়ে দাঁড়াতে পারে এই ভয়ে সে সেগুলো পদ্মার গর্ভে ছুড়ে ফেলে দিল। মনটা তার হাল্কা বোধ হতে লাগল। সে ধীরে-ধীরে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলো। প্রকৃতি তখন খুবই সুন্দর হয়ে বিরাজ করছিল।

অনুকূল বাড়ীতে এসে লক্ষ্য করল শিবচন্দ্র সুডিলের বিছানার পাশে বসে গল্প করছেন। অনুকূল মার কাছে চলে গেল।

কয়েক দিন কেটে গেছে। সুডিল ভাল হয়ে উঠেছে। শিবচন্দ্র মনোমোহিনীর কাছে যাবার কথা তুললেন।

বললেন—সুডিল তো এখন ভালই হয়ে উঠেছে। আমার তো এখন যাবার দিন দেখতে হয়। আর তো দেরী করা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোমোহিনী আপত্তি জানালেন না। চাকুরীর উপর সম্পূর্ণ সংসারটা নির্ভর করে। সেখানে বাধা দিলে চলবে না। রাত্রিতে শিবচন্দ্র বললেন—অনুকূলকে এবার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। বড় তো হয়েছে, বাইরে কোথায়ও যায়নি—চারদিক একটু দেখেও আসবে। কি বল ?

মনোমোহিনী এবার চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

যেতে তো আপত্তি নেই—তবে যে ছেলে, বাবা! ভয়ই করে। কোথায় কি করে বসবে। পাঠাতে ভয়ই করে আমার। আমার কাছে থাকলে তবুও একটু নিশ্চিন্ত থাকি।

শিবচন্দ্র বললেন—তাহলেও ছেলেকে তো আর চিরকাল কাছে বেঁধে রাখতে পারবে না। ওকে তো দেশ-বিদেশ ঘুরতেই হবে।

মনোমোহিনী স্বামীর কথায় অমত করলেন না। সম্মতি দিলেন। দিনও নিজে স্থির করে ফেললেন। অনুকূল শুনে খুবই আনন্দ প্রকাশ করল। এবার সে বহু দূর দেশে যাবে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বিদায় নিতে গেল। 'ভাল-মা' বেঁচে থাকলে তাকেও গিয়ে জানাত। সে সুশীলাকে গিয়ে জানাল। সুশীলা তাকে স্নেহকণ্ঠে বললেন— ভাল মত থাকিস্। বাবার কথা শুনিস্।

অনুকূল শুধু মনে-মনে ভাবতে লাগল মাকে সঙ্গে পেলে খুবই আনন্দ হতো তার। মনোমোহিনী স্বামী-পুত্রকে সাজিয়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত করে দিলেন। অনুকূলের মনে পূর্ব্বে যেমন উচ্ছ্বাস ছিল—যাত্রার দিন মনটা কেমন হয়ে গেল। মনোমোহিনী লক্ষ্য করে বললেন—তাতে আর কি হয়েছে ? মন খারাপ লাগলেই চট করে চলে আসবি। এখন তো বড় হয়েছিস্—আর তোর অসুবিধা কি ?

মনোমোহিনী স্বামীকে প্রণাম করলেন। পুত্র মাকে গড় হয়ে প্রণাম জানাল।

একটু অগ্রসর হয়ে সে কৃষ্ণসুন্দরীকে প্রণাম করল। পিতা ও পুত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রওনা হলেন। মনোমোহিনীর চোখ দুটো একবার জলে সিক্ত হয়ে উঠল। তিনি আঁচল দিয়ে মুছে ফেললেন। শিবচন্দ্র পুত্রকে নিয়ে অগ্রসর হতে-হতে বহু দূরে এসে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ষ্টীমার ছেড়ে দিল। শিবচন্দ্র ডেকের উপর একটা শতরঞ্চ পেতে স্থান করে নিলেন। অনুকূল বাবার কাছে বসল না। সে ষ্টীমারের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

শিবচন্দ্র তাকে বাধা দিলেন না। শুধু সতর্ক করে দিয়ে বললেন—সাবধানে চলাফেরা করবি। যেখানে-সেখানে উঁকি মারবিনে। খুব সাবধান।

অনুকূল মাথা নেড়ে সায় দিল। ষ্টীমার পদ্মার উজান ঠেলে চলছিল পূব দিকে। অনুকূল অনেকক্ষণ উপর-নীচ ঘুরে-ঘুরে শিবচন্দ্রের নিকটে এসে বসল।

বাবা।

কি রে ?

জাহাজ চলে কি করে ?

শিবচন্দ্র বললেন—নীচে যখন গেলি ইঞ্জিন দেখে আসিস্‌নি ?

অনুকূল মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল যে সে ইঞ্জিন দেখেছে।

তবে আর জিজ্ঞেস করছিস্ কেন ? বললেন শিবচন্দ্র। ঐ ইঞ্জিনেই তো চলে। ওর মধ্যে একটা পিষ্টন আছে। একবার যাচ্ছে ও একবার আসছে। সেটা ষ্টীমে নড়াচড়া করে দেখিস্‌নি—কয়লার আগুন কেমন দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকে—ঐ আগুনেই ষ্টীম তৈরী হয়। আর, তার জোরেই ঐ পিষ্টনটা নড়াচড়া করে। আর পিষ্টনটার দু' পাশে বৈঠার মত দুটো চাকা আছে—সেগুলো জল কেটে-কেটে চলে। উপরে সারেঙ্গ আছে, সে পথ চালিয়ে নিয়ে যায়। বুঝলি।

অনুকূল বাবার কথায় কি বুঝলো জানি না, সে খানিকক্ষণ কি চিন্তা করে আবার নীচে চলে গেল। তারপর মিনিট দশেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরে ফিরে এসে বাবার কাছে বসল। অনুকূলের মনটা একটু চিন্তিত ছিল—শিবচন্দ্র সে-দিকে লক্ষ্য না করে বললেন—কিছু খাবি না, তোর ক্ষিদে পায়নি ?

অনুকূল সামান্য কিছু খাবার মুখে দিল। খেতে-খেতে বলল—জান বাবা, ইঞ্জিন দেখতে আমার খুবই ভাল লাগে।

শিবচন্দ্র পুত্রের দিকে তাকিয়ে সায় দিলেন। পরদিন ভোরের দিকে ষ্টীমার নারায়ণগঞ্জের ঘাটে এসে পৌঁছিল। শিবচন্দ্র নেমে পড়লেন। তাঁর যেতে হবে আমিরাবাদে। সেইখানে হলো তাঁর কর্ম্মস্থল। তিনি ঘোড়ার গাড়ী ডেকে পুত্রকে নিয়ে উঠে পড়লেন। গাড়ী ধীরে-ধীরে তাঁদের গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। বাইরে ঘোড়ার খুরের খটাখট্ শব্দ শোনা যেতে লাগল। অনুকূল বাইরের দিকে তাকিয়ে এই নূতন পরিবেশটাকে সানন্দে উপভোগ করতে লাগল। তার মাথায় ছিল জাহাজের ইঞ্জিনটা। মাঝে-মাঝে তাই এসে মাথার মধ্যে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছিল। শহরের মাঝামাঝি গাড়ীখানা এসে গেল। অনুকূল লক্ষ্য করল আর-একটা ইঞ্জিন লাইনের উপরে ষ্টীমের চাপে ফিস্ ফিস্ করছে। আর কতকগুলি লোক সেই ইঞ্জিনের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে নমস্কার জানাচ্ছে।

অনুকূল জিজ্ঞেস করল—বাবা, ওরা ইঞ্জিনটাকে নমস্কার করছে কেন ?

শিবচন্দ্র বললেন—কি জানি। হয়তো আর কোনদিন রেল ইঞ্জিন দেখেনি তাই নমস্কার করছে। ভাবছে কি অদ্ভুত জিনিষ।

কিছুক্ষণ পর তাদের গাড়ীখানা আমিরাবাদে এসে পৌঁছাল। শিবচন্দ্র পুত্রের হাত ধরে নেমে পড়লেন। আহারাদির পর শিবচন্দ্র বিশ্রাম করতে গেলেন। কিন্তু অনুকূলের দেহে কোন ক্লান্তি ছিল না। তার মাথায় জাহাজের ইঞ্জিনের ছবি উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। তার মনে হচ্ছিল কি করে ইঞ্জিন তৈরী করা যায়। অথচ কি করে তৈরী করবে তাও স্থির করতে পারল না। দু'দিন কেটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রওনা হলেন। মনোমোহিনীর চোখ দুটো একবার জলে সিক্ত হয়ে উঠল। তিনি আঁচল দিয়ে মুছে ফেললেন। শিবচন্দ্র পুত্রকে নিয়ে অগ্রসর হতে-হতে বহু দূরে এসে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ষ্টীমার ছেড়ে দিল। শিবচন্দ্র ডেকের উপর একটা শতরঞ্চ পেতে স্থান করে নিলেন। অনুকূল বাবার কাছে বসল না। সে ষ্টীমারের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

শিবচন্দ্র তাকে বাধা দিলেন না। শুধু সতর্ক করে দিয়ে বললেন—সাবধানে চলাফেরা করবি। যেখানে-সেখানে উঁকি মারবিনে। খুব সাবধান।

অনুকূল মাথা নেড়ে সায় দিল। ষ্টীমার পদ্মার উজান ঠেলে চলছিল পূব দিকে। অনুকূল অনেকক্ষণ উপর-নীচ ঘুরে-ঘুরে শিবচন্দ্রের নিকটে এসে বসল।

বাবা।

কি রে ?

জাহাজ চলে কি করে ?

শিবচন্দ্র বললেন—নীচে যখন গেলি ইঞ্জিন দেখে আসিস্‌নি ?

অনুকূল মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল যে সে ইঞ্জিন দেখেছে।

তবে আর জিজ্ঞেস করছিস্ কেন ? বললেন শিবচন্দ্র। ঐ ইঞ্জিনেই তো চলে। ওর মধ্যে একটা পিষ্টন আছে। একবার যাচ্ছে ও একবার আসছে। সেটা ষ্টীমে নড়াচড়া করে দেখিস্‌নি—কয়লার আগুন কেমন দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকে—ঐ আগুনেই ষ্টীম তৈরী হয়। আর, তার জোরেই ঐ পিষ্টনটা নড়াচড়া করে। আর পিষ্টনটার দু' পাশে বৈঠার মত দুটো চাকা আছে—সেগুলো জল কেটে-কেটে চলে। উপরে সারেঙ্গ আছে, সে পথ চালিয়ে নিয়ে যায়। বুঝলি।

অনুকূল বাবার কথায় কি বুঝলো জানি না, সে খানিকক্ষণ কি চিন্তা করে আবার নীচে চলে গেল। তারপর মিনিট দশেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরে ফিরে এসে বাবার কাছে বসল। অনুকূলের মনটা একটু চিন্তিত ছিল—শিবচন্দ্র সে-দিকে লক্ষ্য না করে বললেন—কিছু খাবি না, তোর ক্ষিদে পায়নি ?

অনুকূল সামান্য কিছু খাবার মুখে দিল। খেতে-খেতে বলল—জান বাবা, ইঞ্জিন দেখতে আমার খুবই ভাল লাগে।

শিবচন্দ্র পুত্রের দিকে তাকিয়ে সায় দিলেন। পরদিন ভোরের দিকে ষ্টীমার নারায়ণগঞ্জের ঘাটে এসে পৌঁছিল। শিবচন্দ্র নেমে পড়লেন। তাঁর যেতে হবে আমিরাবাদে। সেইখানে হলো তাঁর কর্ম্মস্থল। তিনি ঘোড়ার গাড়ী ডেকে পুত্রকে নিয়ে উঠে পড়লেন। গাড়ী ধীরে-ধীরে তাঁদের গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। বাইরে ঘোড়ার খুরের খটাখট্ শব্দ শোনা যেতে লাগল। অনুকূল বাইরের দিকে তাকিয়ে এই নূতন পরিবেশটাকে সানন্দে উপভোগ করতে লাগল। তার মাথায় ছিল জাহাজের ইঞ্জিনটা। মাঝে-মাঝে তাই এসে মাথার মধ্যে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছিল। শহরের মাঝামাঝি গাড়ীখানা এসে গেল। অনুকূল লক্ষ্য করল আর-একটা ইঞ্জিন লাইনের উপরে ষ্টীমের চাপে ফিস্ ফিস্ করছে। আর কতকগুলি লোক সেই ইঞ্জিনের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে নমস্কার জানাচ্ছে।

অনুকূল জিজ্ঞেস করল—বাবা, ওরা ইঞ্জিনটাকে নমস্কার করছে কেন ?

শিবচন্দ্র বললেন—কি জানি। হয়তো আর কোনদিন রেল ইঞ্জিন দেখেনি তাই নমস্কার করছে। ভাবছে কি অদ্ভুত জিনিষ।

কিছুক্ষণ পর তাদের গাড়ীখানা আমিরাবাদে এসে পৌঁছাল। শিবচন্দ্র পুত্রের হাত ধরে নেমে পড়লেন। আহারাদির পর শিবচন্দ্র বিশ্রাম করতে গেলেন। কিন্তু অনুকূলের দেহে কোন ক্লান্তি ছিল না। তার মাথায় জাহাজের ইঞ্জিনের ছবি উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। তার মনে হচ্ছিল কি করে ইঞ্জিন তৈরী করা যায়। অথচ কি করে তৈরী করবে তাও স্থির করতে পারল না। দু'দিন কেটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেল। বাড়ীর আশে-পাশে ঘোরাফেরা করতে-করতে অনুকূল সহসা এক কামারশালা আবিষ্কার করে ফেলল। কর্ম্মকারকে জোর করে বাড়ীতে নিয়ে এসে শিবচন্দ্রকে বলল—বল না বাবা, ওকে আমার ইঞ্জিনটা তৈরী করে দিতে।

শিবচন্দ্র ধমক দিয়ে বললেন—ও পারবে কেন ইঞ্জিন তৈরী করতে? ও কি কোনদিন দেখেছে, না তৈরী করেছে।

অনুকূল বলল—কেন আমি তো দেখেছি। আমি ওকে বলে দেব—ও তৈরী করবে। বল না বাবা।

শিবচন্দ্র পুত্রের উৎসাহ দেখে আর তাকে বাধা দিলেন না। কর্ম্মকারকে সব-কিছু যোগাড় করে নিয়ে এসে তৈরী করতে বললেন—এবং এজন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবেন বলে জানালেন।

কর্ম্মকার রাজী হয়ে অনুকূলের ইঞ্জিন তৈরী করতে লাগল। অনুকূল সম্মুখে বসে তাকে সব দেখাতে লাগল। অনুকূলের উৎসাহ যেন আর ধরে না। অতি শীঘ্র কর্ম্মকারকে দিয়ে ইঞ্জিন তৈরী করে ফেলল এবং পরে ইঞ্জিনে জল ও আগুন দিয়ে চালাবার চেষ্টা করল। প্রথমে কোন সাড়া-শব্দই হলো না। কিছুক্ষণ পর সহসা চাকাটা ভীষণ শব্দে ঘুরে উঠল—একটু বোধহয় চালুও হলো, তারপর ধড়াস্ করে ফেটে গেল।

যাঃ শালা। অনুকূল উচ্ছ্বাসে বলে উঠল—সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু মন তার খারাপ হলো না। ইঞ্জিন একটু যে চলেছে সেই কৃতকার্য্যতার জন্যই তার খুব আনন্দ। শিবচন্দ্র লক্ষ্য করে বললেন—বেশ হয়েছে, আর না। কর্ম্মকারকে তিনি মজুরী দিয়ে বিদায় দিলেন। অনুকূলের মাথায়ও আর এই নিয়ে কোন ধাঁধা রইল না।

শিবচন্দ্রের সহকর্ম্মী ও বন্ধুরা সকলে বললেন—ছেলেটার মাথা আছে। বড় হলে একটা কিছু হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবচন্দ্র তাঁদের কথা শুনে একটু হাসলেন। এর কোন জবাব দিলেন না।

এরপর কিছুদিন কেটে গেল। অনুকূল আমিরাবাদ হতে দেশে ফিরে এলো। সে এখানে এসে যেন বাঁচল। মাকে সেই কথা বলতে গিয়ে বলল—তুই কাছে না থাকলে মা আমার কোথাও ভাল লাগে না।

মনোমোহিনী বললেন—কেন রে। বাবার কাছে থাকতে কোন্ ছেলের আবার মন খারাপ হয়। সেখানে তো ভালই ছিলি। আমার কাছে থাকলে তো তোর শাসনে থাকতে হয়। সেখানে তোর ভাল লাগল না কেন?

অনুকূল এই যুক্তির বিরুদ্ধে কোন উত্তর দিল না। পিতাকে তার ভাল লাগেই। তাঁর অপরিসীম স্নেহ তাকে আকর্ষণও করে। তবুও সেখানে মাকে পেলে দিনগুলি যেন তার আরও উপভোগের হতো। মনটা এমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগত না। কিন্তু সেটা সে তাঁকে বুঝাবে কি করে? তাই সে চুপ করে রইল।

অনুকূল দিন-দিন বড় হতে লাগল। কিন্তু তার চঞ্চলতা কমল না একবিন্দুও। মনোমোহিনী পুত্রের প্রতি মন অনেকটা নরম করে ফেলেছেন—কিন্তু তার প্রতি তাঁর শাসনদণ্ড উঁচু করে রেখেছেন একইভাবে। মাঝে-মাঝে মনে খুবই চিন্তা হয়। বিশেষ করে পুত্র এসে যখন জানায় তার জীবনের অদ্ভুত-অদ্ভুত ঘটনাগুলি। মনোমোহিনী সে-সব কথার সঠিক কোন জবাব দিতে পারেন না। শুধু তার অন্তরখানা শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। মনে পড়ে তার এক জটাজুট-ধারী সন্ন্যাসীর কথা।

সেদিন প্রায় বেলা যায়-যায়। অনুকূলের স্কুল থেকে ফিরতে বেশ বিলম্ব হচ্ছিল। কৃষ্ণসুন্দরী তাই লক্ষ্য করে বললেন—মনো, অনুকূলের ফিরতে আজ এতো দেরী হচ্ছে কেন রে?

মনোমোহিনী ক্ষেপুকে ও বাদলকে সঙ্গে করে কোথায় যাচ্ছিলেন। মাতার কথায় উত্তর দিতে গিয়ে বললেন—কি জানি। কোথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেলেদের সাথে খেলায় মেতে গেছে কে জানে। ফিরবে খন—ভাবনা নেই। মনোমোহিনী চলে গেলেন।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। কৃষ্ণসুন্দরী আরও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কন্যাকে ডেকে বললেন—উঁহু। নাতি তো কোনদিন এত দেরী করে বাড়ী ফেরে না মনো। নিশ্চয়ই পথে কোন গোলযোগ হয়েছে। নইলে এত দেরী করবার তো কথা নয়।

মনোমোহিনীও পুত্রের বিলম্ব দেখে মনে-মনে এই রকম একটা চিন্তা করছিলেন। মাতার কথায় আরও একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন—কি করবো বুঝতে তো পারছিনে। পাড়ার ছেলেদের কাছে খোঁজ নিয়েছি, ওরা তো বলল—অনুকূল ওদের সঙ্গে আসেনি।

তাহলে? কৃষ্ণসুন্দরী খানিক চিন্তা করে বললেন—একটা লোককে খোঁজে পাঠালে পারতিস মনো। আমার কিন্তু খুবই চিন্তা হচ্ছে।

মনোমোহিনী মাতার কথা শুনে কি করবেন, এই সময় কা'কে পাঠাবেন চিন্তা করছিলেন। এমন সময় এক দুধওয়ালা অনুকূলকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে উপস্থিত হলো। অনুকূলের সর্ব্বাঙ্গ জল-কাদায় মাখা। বইগুলিও জল-কাদা লেগে নষ্ট হয়ে গেছে।

মনোমোহিনী অনুকূলকে এই অবস্থায় দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন—কি হয়েছে রে? কাদা-মাটি কেন গায়ে।

দুধওয়ালা ঘটনাটা ব্যক্ত করল। সে ঐ পথে আসছিল। বাবুকে এক জায়গায় কাদার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে—তার চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে সুস্থ করে তবে এখানে নিয়ে এসেছে।

মনোমোহিনী ও কৃষ্ণসুন্দরী শুনে তো ভয়ে চমকে উঠলেন। দুধওয়ালা চলে গেল। মনোমোহিনী জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছিল রে।

অনুকূল বলতে লাগল—স্কুল থেকে আজ একাই বাড়ী ফিরছিলাম। মনে শুধু নাম হচ্ছিল। চলতে-চলতে একটা জায়গায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসে পড়েছি, সেখানে ছিল জল-কাদা। হঠাৎ সেখানে দেখলাম বৈদ্যুতিক আলোর মত লাল-নীল আলো। তা যেন সারা জগতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। দেখলাম সেই উজ্জ্বল আলোক বিশ্বের মাঝে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। তার মধ্যে বৈচিত্রাময় সৃষ্টি, যেন আলোর কোটি-কোটি বুদবুদ। এই সব দেখতে-দেখতে সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। মনোমোহিনী বিস্ময়ের সঙ্গে শুনছিলেন। শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর পুত্রকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বললেন—চল, জামা-কাপড় ছাড়বি। অনুকূলকে নিয়ে গিয়ে ভাল করে হাত-পা ধুইয়ে কাপড় ছাড়বার ব্যবস্থা করে দিলেন।

ঘটনাটা কি হলো মনোমোহিনী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম না করতে পারলেও অনুকূলের কথাগুলি তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। আর-একদিন অনুকূল মনোমোহিনীকে জানাল—জানিস্ মা! আজ কাশীপুর যাচ্ছিলাম। পথে দেখলাম তড়িতের বিন্দুর মত জ্বলন্ত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর বিন্দু সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ছড়ান। সেগুলো এক-একটা আবর্ত্তের মত। আর দেখলাম, যেন এইগুলি একত্র হয়ে সমস্ত জিনিষের সৃষ্টি করেছে।

মনোমোহিনী স্তম্ভিত হয়ে কথাগুলি শুনলেন আজও কিছু বললেন না।

দিন যেতে লাগল। অনুকূলের এই অদ্ভুত ঘটনাগুলি মনোমোহিনীর কাছে একান্ত প্রহেলিকাময় হয়ে রইল। এর কোন-কিছুই মীমাংসা খুঁজে পেলেন না। এই নিয়ে গভীর চিন্তাও করলেন অনেক। কিন্তু মাঝে-মাঝে বাস্তবতার দিকে তাকিয়ে তাঁর চিন্তার সূত্রটা যেন এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল। অনুকূলের অনুভূতি যা-ই হোক—তিনি হলেন তার মা। পুত্রকে তাঁর যেমন শিক্ষা দেবার প্রয়োজন সবই তাঁকে তেমনভাবে করতে হবে। সেখানে এতটুকু ত্রুটি করলে চলবে না। শাসন যতটুকু প্রয়োজন তা হতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হলে তাঁর চলবে না। সেদিন অনুকূলের আহারাদি সমাপ্ত হলে মনোমোহিনী অনুকূলকে স্কুলে যাবার সময় বললেন—সাবধান মত যাস্। ছুটি হলে কোথায়ও দেরী করবিনে।

অনুকূল মাথা নেড়ে সায় দিল। তারপর মাকে প্রণাম করে স্কুলের দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

ক্লাশ সুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে স্কুলের দুই-তিন ঘণ্টা শেষও হয়ে গেছে। একজন মাষ্টার-মহাশয় পড়াতে-পড়াতে অনুকূলকে বললেন—অনুকূল, তুমি এরচেয়ে ভাল জামা-কাপড় পরে আসবে।

অনুকূলের তাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু শিক্ষকের কথায় সহসা তার স্মরণ হলো—যদি প্রতিদিন তার এরচেয়ে ভাল কাপড় না থাকে বা ভুলবশতঃ ভাল কাপড় না পরে আসতে পারে তাহলে তো অন্যায় হবে। সে প্রথমে 'হ্যাঁ স্যার' বলে, পরে সংশোধন করে বলল—স্যার, তা বলতে পারিনে। যদি ভুলবশতঃ কোনদিন এরচেয়ে ভাল কাপড় পরে না আসতে পারি তাহলে মিথ্যে বলা হবে স্যার। শিক্ষক-মহাশয় বালকের মনের সরলতা লক্ষ্য করে হাসলেন, তারপর ঘণ্টা পড়ে গেলে অন্যত্র চলে গেলেন।

কেমন করে যে অনুকূলের মনে ধারণা জন্মেছে যে পিতা-মাতা, গুরুজন বা শিক্ষক যা আদেশ করেন, তা প্রতিপালন না করতে পারলে খুবই অপরাধ হয়—তা আমরা জানিনে। শুধু আমরা অনুকূলকে লক্ষ্য করেছি যে—যদি মা বা গুরুজন বলতে কেউ যদি তাকে আদেশ করেন—সেগুলো প্রতিপালন না করে সে পারে না। প্রাণপণে সেগুলো করবার চেষ্টা করে।

স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে অনুকূল আর কোথায়ও অপেক্ষা না করে সোজা বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলো। মনোমোহিনী তাকে কিছু খেতে দিলেন। দিনমণি তখনও পাটে যায়নি। বহু বিলম্ব ছিল। অনুকূল খাওয়া শেষ করে বাড়ীতে ছোট-ছোট ভাইবোনদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ে খেলা করতে লাগল। তারপর সন্ধ্যা হয়ে এলে প্রদীপ জ্বালিয়ে পড়াশুনা করতে বসল। সামনেই পরীক্ষা। সময় নষ্ট করবার উপায় নেই। অনুকূল অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়াশুনা করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। শুধু অন্য ঘরে মনোমোহিনী সুডিলকে নিয়ে জেগে ছিলেন। দিন কতক হলো সুডিলের শরীর আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মনোমোহিনী তাকে পরিচর্য্যা করছিলেন। অনুকূল কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ল।

মাসখানেক কেটে গেছে। অনুকূলের পরীক্ষা সুরু হয়ে গেছে। ভালই পরীক্ষা হয়েছে। মনোমোহিনী তার কাছ থেকে সব কথাই ভাল করে জেনে নিলেন এবং প্রতিদিন উৎসাহ দিয়ে তাকে উৎফুল্ল করতে লাগলেন। সেদিন অঙ্ক পরীক্ষা। কেমন করে যেন অনুকূলের পড়া ছেড়ে উঠতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল এবং স্নানাহার করে নিতে আর একটু বেলা হয়ে গেল। মনোমোহিনী পুত্রের এত বিলম্ব দেখে বললেন—এত দেরীতে যাচ্ছিস্? আজ আর তুই অঙ্ক-পরীক্ষায় পারবি না। অনুকূল মাকে প্রণাম করে খুবই দ্রুত-পদে স্কুলে এসে উপস্থিত হলো। খুব বেশী বিলম্ব হয়নি। খাতা ও প্রশ্নপত্র শিক্ষক-মহাশয় তার হাতে দিয়ে গেলেন। অনুকূল একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বসে একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর প্রশ্ন-পত্র হাতে নিল। খুবই সহজ প্রশ্নপত্র। কিন্তু প্রশ্নপত্র হাতে নিয়েই সে কেঁদে ফেলল। শিক্ষক-মহাশয় তার অবস্থা দেখে ছুটে এলেন।

অনুকূল জানাল—আমার মা বলেছেন আজ আমি অঙ্ক-পরীক্ষা পারবো না। যদি আমি প্রশ্নের উত্তর করতে পারি তাহলে যে মায়ের কথা মিথ্যে হয়ে যাবে। এখন আমি কী করি?

শিক্ষক-মহাশয় বালকের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে গেলেন।

বললেন তাতে আর কী হয়েছে? কিছু হবে না। বরঞ্চ পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে তোমার মা আরও সন্তুষ্ট হবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি আরও কত কী বলে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু অনুকূল কোনমতেই সেই পরীক্ষা দিতে পারল না। সে বেরিয়ে বাড়ী চলে গেল। মনোমোহিনী পুত্রের কথা শুনে তো খুবই বিস্মিত হয়ে গেলেন। কিন্তু কি করবেন, উপায় নেই। বলতে গেলে তাঁরই নিজের ত্রুটি।

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। অনুকূল আজ বেশ কিছুদিন পর বাইরে বেড়াতে বের হলো। মনোমোহিনী তাকে বারণ করলেন না। অনুকূল পদ্মার কূল ধরে ধীরে-ধীরে বাজিতপুরের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। বন্ধুরা কেউ সঙ্গে নেই। সে চলেছিল আপন মনে নাম করতে-করতে, যা তার চিরকালের অভ্যাস। একাকী চলতে গেলেই মনটা নামময় হয়ে ওঠে। পদ্মার একটানা স্রোত কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে কোথায় কোন্ সাগরের সাথে মিশে যেতে। মধ্যাহ্নের সূর্য্য হেলে পড়েছে অনেকখানি। অনুকূলের সে-দিকে খেয়াল নেই। সে এসে দাঁড়াল বাজিতপুরের ঘাটে। এখানে বহু লোকের আনাগোনা। যাত্রীরা দূরে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে। অনুকূলের এখানে এসে দাঁড়াতেই খেয়াল হলো এদের দিকে। সে দেখতে লাগল এখানকার চারদিকের পরিবেশ। কত মালপত্র। দূরে কুলিরা একসঙ্গে জড় হয়ে বসে আছে। পরনে তাদের জীর্ণ ও ময়লা কাপড়, শুধু মুখখানি হাসি-হাসি, গল্পে মজে আছে। দূরে ষ্টীমারটি ঘাটে এসে পৌঁছিতে বেশী বিলম্ব নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে ঘাটে লেগে যাবে। কুলিরা নিজেদের আলাপ-আলোচনার মধ্যেও সজাগ দৃষ্টি রেখেছে ঐ দিকে। ষ্টীমার ঘাটে লাগলেই তারা আর অপেক্ষা করবে না। ছুটে যাবে ষ্টীমারের উপরে। তারপর যাত্রীদের মাল মাথায় করে নিয়ে আসবে নীচে। এতেই তাদের দু'-চার পয়সা আয় হবে। এই সামান্য আয়টুকু দিয়ে তারা করবে নিজেদের উদরান্নের ব্যবস্থা আর যেটুকু থাকবে তাই পাঠাবে তাদের স্ত্রী-পুত্র-বাপ-মার ভরণ-পোষণের জন্য। দিনের পর দিন এমনি করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে তারা উপায় করে। ঝড়-জল-রোদ কিছুরই তোয়াক্কা করে না, অবসাদ এদের কোনমতেই পঙ্গু করে তোলে না। এরা নিয়মিতভাবে করে যায় একই কাজ একটানাভাবে। যদি কোন দিন যাত্রীরা বেশী না আসে সেদিন তাদের আর কোন আয় হয় না। কত কষ্টই না করে এরা। কি দুঃখেরই না জীবন এদের। অনুকূলের এই সব চিন্তা করতে গিয়ে তার বুকখানা যেন কেমন হয়ে গেল। এতক্ষণে ষ্টীমারটি ঘাটে এসে লেগে গিয়েছিল। ষ্টীমারের সিঁড়িটা ঠিক হয়ে যেতেই কুলিরা ছুটে উপরে চলে গেল। অনুকূল কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভেবে নিল। তারপর সে-ও কুলিদের মত উপরে উঠে গেল। মিনিট পনর বাদে সে যখন নীচে নেমে এলো তখন তার মাথায় মস্ত বড় একটি ভারী বোঝা। খুবই কষ্টের সাথে সেটা নিয়ে নীচে নামছে। যেন চলতে পারছে না। মাথাটা প্রায় ঘাড়ের ভিতর ঢুকে পড়বার উপক্রম হয়েছে। তবুও সে নামছে। তার পা দুটো বোঝার চাপে এমনই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে যে-কোন সময় সে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে যেতে পারে, নইলে মাথার বোঝা ফেলে দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারে। তার হাতে ছিল একটা বালতি। সেও ওজনে ভারী। হাতে করে নিতে গিয়ে হাতখানা ছিঁড়ে যায়-যায় এমনই অবস্থা। অনুকূল বালতিটাকে খুব শক্ত করে ধরে চলেছিল। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হতেই আর সে ধরে রাখতে পারল না। তার হাত থেকে বালতিটা ঝপাং করে মাটিতে পড়ে গিয়ে সব জিনিষগুলো ভেঙ্গেচুরে একাকার হয়ে গেল। মাথার বোঝাটাও সেই সঙ্গে পড়ে যায়-যায়। একজন লোক সহসা ধরে ফেলতেই সেটার তাল সে সামলিয়ে নিল—এবার অতি কষ্টে মাটিতে রেখে হুমড়ি খেয়ে পড়বার উপক্রম হলো। পেছনে ছিল বালতির মালিক, সে তার মালের এই অবস্থা দেখে রেগে গেল ভয়ঙ্কর। তার মাথায় আগুন চেপে গেল। সে কোন-কিছু বিবেচনা না করে বালক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুলিকে এমন করে কোমরে পা দিয়ে আঘাত করল যে বালক তৎক্ষণাৎ ভূতলে পড়ে গেল। ব্যথায় তার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু কিছু বলল না। মালিক পুনরায় চেঁচামেচি করে উঠতেই অনুকূল উঠে ছুটে পালাল। যাত্রীর চেঁচামেচি শুনে অন্যান্য কুলিরা ছুটে এসেছিল—অনুকূলের অবস্থা দেখে তাদের বুঝি দয়া হলো। বাবুকে তিরস্কার করে বলল—আপনি কেমন লোক মশায়? একটা বাচ্চা ছেলেকে এমন করে মারলেন। একটু দয়ামায়া হলো না। বাবু কুলিদের কথা শুনে গর্জ্জে উঠলেন। বললেন—আমার সব জিনিষপত্র নষ্ট করে দিল আর আমি চুপ করে থাকবো।

বৃদ্ধ কুলিটা বলল—মারলেই কি জিনিষ পাওয়া যাবে বাবু, একটু বিবেচনা থাকা দরকার। আমরাও মানুষ। আপনাদের পয়সা আছে, প্রাণ নেই। তারপর অন্যান্য কুলিদের প্রতি তাকিয়ে বলল—চল! এই সব লোকদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। বলে সকলকে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

অনুকূল ব্যথাটা সামলে নেবার জন্যে গিয়ে বসেছিল একটু দূরে। যাত্রীরা সব চলে গেলে কয়েকজন কুলি এসে অনুকূলকে জানাল তাদের সহানুভূতি। বলল—বড্ড লেগেছে না?

অনুকূল কিছু বলল না। কিছুক্ষণ পর সে কুলিদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিল।

একজন কুলি বলল—বাবু আপানাকে প্রায়ই দেখি এখানে। আপনার কি দরকার ছিল এই কাজে যাবার জন্যে।

অনুকূল বলল—দেখলাম কষ্ট হয় কি না।

কুলিটা বলল—কষ্ট হয় খুবই। শুধু তাই নয়, লোকদের কথা শুনতে হয় অনেক। পয়সাও দেয় না তেমন। তবুও আমরা করি। উপায় নেই বলে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল—তবুও এতে আমাদের আয় কম হয় না। প্রচুর হয়। কিন্তু আমাদের জীবন এমনি—হাতে পয়সা থাকে না। সন্ধ্যা হলেই নেশা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করি। মেয়ে-মানুষের কাছেও যাই। আমাদের জীবনের কোন দাম নেই। বেঁচে থাকতে হয়—তাই বেঁচে আছি। আপনি আমাদের কথা জানতে চাইবেন না, বাবু। আপনাদের মত লোক, এ-সব কাজ করতেও পারবে না।

অনুকূল এরপর তাকে আর কোন প্রশ্ন করল না। কিন্তু তার কথা শুনে মনটা কেমন যেন বেদনায় ভরে উঠল।

বেলা পড়ে গিয়েছিল। অনুকূল উঠে পড়ল। রাস্তায় একাকী চলতে গিয়ে তার শুধু এই কুলিদের কথাই বার-বার মনে হতে লাগল। অনুকূল দেখল এদের প্রাণ আছে—উপায়ও করে কম নয়। শুধু শিক্ষার অভাবেই এদের জীবনটা এমনি জঘন্য হয়ে আছে।

অনুকূল চলতে-চলতে হিমাইতপুরে এসে ঢুকল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নেমে পড়েছে।

বাড়ীতে এসে সে ভাল করে হাত-পা ধুয়ে বারান্দার দিকে গেল। কৃষ্ণসুন্দরী দাওয়ায় বসে সন্ধ্যাবেলা মশা তাড়িয়ে মনে-মনে কি যেন বিড়-বিড় করছিলেন। অনুকূল তাকে বিরক্ত করবার জন্যে কাছে গিয়ে তার পিঠে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল।

দুষ্টুমি করিসনে—কৃষ্ণসুন্দরী দৌহিত্রের উপর বিরক্ত হয়ে বললেন।

মনোমোহিনী সুডিলের ঘর থেকে এসে মায়ের নিকটে বসলেন। অনুকূল কর্ত্তামাকে কিছুক্ষণ বিরক্ত করে মায়ের কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। মনোমোহিনী কোনরূপ বিরক্ত প্রকাশ করলেন না। তাঁর ডান হাতখানা পুত্রের পেটে ও পিঠে বুলাতে লাগলেন। হাতখানা বুঝি অনুকূলের ব্যথার স্থানেই বার-বার প্রলেপের মত গিয়ে পড়ছিল—অনুকূল একটু আরাম বোধ করে মনে-মনে ভাবতে লাগল—আঃ এর চেয়ে পৃথিবীতে সুখ কি আছে?

এদিকে শিবচন্দ্রের অনেক দিন চাকুরী হয়ে গেল। তিনি বাড়ী যাননি। রাণীমা একদিন শিবচন্দ্রকে লক্ষ্য করে বললেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ী থেকে ওদের সকলকে নিয়ে এলেই তো পারতে। মনোকে তো আমি বহুদিন দেখিনি। এলে তো আনন্দই হতো।

শিবচন্দ্রও কিছুদিন যাবৎ মনে-মনে এইরূপ একটা চিন্তা করছিলেন এবং রাণীমাকে জানাবেন বলে স্থির করছিলেন। আজ রাণীমার অনুমতি পেয়ে মনে-মনে খুশী হলেন। বাড়ীতে সুডিল অসুস্থ হয়ে আছে। তাঁর খুবই চিন্তা হচ্ছিল। দিন কয়েক কেটে গেলে শিবচন্দ্র রাণীমাকে প্রণাম জানিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন।

মনোমোহিনী শিবচন্দ্রের কথা শুনে একটু আশ্বস্ত হলেন। স্থান পরিবর্ত্তন করলে যদি সুডিলের স্বাস্থ্য ভাল হয়। তা ছাড়া সেখানে রাণীমাতার আশ্রয়ে থেকে ভাল ডাক্তারও দেখান যেতে পারে। মনোমোহিনী যথাসত্বর গুছিয়ে নিয়ে যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন। অনুকূলের মহা আনন্দ হতে লাগল। সে এবার মায়ের সঙ্গে যাবে। এবার যেন আরও বেশী আনন্দ। খেলার সাথীদের সব জানিয়ে দিল। অনেক দিন পর রাজসাহী থেকে ভাসান এসেছে। অনুকূলের একজন পুরাতন বন্ধু। আজকাল রাজসাহীতে থাকে। অনুকূল তার সঙ্গে বেশী করে মেতে গেল। সেদিন খেলতে-খেলতে বেলা হয়ে গিয়েছিল। মনোমোহিনী অনুকূলকে তাড়া দিয়ে বললেন—আর খেলা করে না—বেলা হয়ে গেছে। চল্ স্নান করতে যাই।

অনুকূল আপত্তি করল না। মনোমোহিনী গামছা ও কলসী কাঁখে বেরিয়ে পড়েছিলেন। অনুকূল বন্ধুদের ত্যাগ করে মায়ের পেছনে-পেছনে নদীর ঘাটের দিকে যেতে লাগল। কিছু দূর অগ্রসর হয়েই মায়ের কাছ থেকে কলসীটা নেবার জন্যে বলল—দে না মা, আমার কাছে আমি নিয়ে যাই।

মনোমোহিনী বাধা দিয়ে বললেন—চল্ না আমিই তো নিয়ে যাচ্ছি।

অনুকূল বলল—না। তুই আমার কাছে দে। তুই শুধু হাতে চল। তোর কষ্ট হচ্ছে না ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোমোহিনী পুত্রের আগ্রহ দেখে কলসীটা তার কাছে দিলেন। অনুকূল শূন্য কলসীটা ঘাড়ের উপর ফেলে মায়ের পেছনে-পেছনে যেতে লাগল।

ভাসান বন্ধুকে ত্যাগ করে বাড়ীতে যাচ্ছিল—অনুকূলের কাণ্ডটা দেখে হা করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বাড়ীতে চলে গেল। মনে-মনে কি ভাবল জানিনে।

মনোমোহিনী সমস্ত কিছু আয়োজন করে যাত্রার দিন ঠিক করে ফেললেন। যাবার দুদিন আগেই সুশীলাকে সমস্ত কিছু জানালেন। বললেন—সবই ফেলে যাচ্ছি মামী—তুমি একটু নজর রেখো।

সুশীলা সহানুভূতির স্বরে বললেন—যাও মা, ভালমত থেকো। গিয়ে একটা চিঠি দিও। এখানে যতটুকু করবার আমি দেখাশুনো করবো, সে জন্যে ভাবতে হবে না। তবে আমার মনটা খারাপ লাগবে। তুমি কিছুদিন থাকবে না—এই যা। তবুও যদি সুডিলের শরীরটা ভাল হয়। ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনা করি।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। মনোমোহিনী উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন—সেই কথাই তো উনি বলছিলেন। সেখানে গেলে একজন ভাল ডাক্তার দেখান যেতে পারে। সেই-ই আমার আশা। মনোমোহিনী আর অপেক্ষা না করে ঘরে চলে এলেন।

যাত্রার দিন ঘনিয়ে এলো। অনুকূল শুনে বলল—মা শেষে বিষ্যুদবারই দিন ঠিক করলি ?

ঐ কথাটা শুনে মনোমোহিনীর বুকটার মধ্যে কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল। এই সংস্কারটা তাঁরও আছে। তবুও কেমন করে যে এই দিনটাই যাত্রার আয়োজন করলেন—নিজেও বুঝে উঠতে পারলেন না। আর দিন পরিবর্ত্তনের সময় ছিল না। সকলে ঐ দিনই যাত্রা করে বেরিয়ে গেলেন। কৃষ্ণসুন্দরীর মনে খুবই আনন্দ হলো। কেন না এত দূর যাত্রা তাঁর জীবনে কোনদিন হয়নি। অনুকূল কর্ত্তামার আনন্দটা উপভোগ করল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শীতের শেষে ফাগুনের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। নূতন পাতায় নূতন ফুলে চারদিক লালে লাল হয়ে গেছে। যেন একটা নেশা জাগিয়ে তুলেছে। বাড়ীর সকলে নাম করতে-করতে যাত্রা করলেন। যাত্রা করার সময় সুশীলা সাশ্রু নয়নে তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

মা পৌঁছে চিঠি দিও কিন্তু। নইলে ভাবনায় থাকবো। অনুকূলকে বেশী মেরো না।

মনোমোহিনীও নিজের আঁচলে চোখ দুটো মুছে বললেন—তুমিও চিঠি দিও মামী। সব তোমার উপর ফেলে গেলাম।

সুশীলা সম্মতি জানালেন। তারপর যাত্রীরা অদৃশ্য হয়ে গেলে বাড়ীতে চলে এলেন।

গোলকপুর গ্রাম। ময়মনসিংহের সদর থেকে বেশী দূর নয়। বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। জমিদার ও অবস্থাপন্ন লোকেরই বাস বেশী।

রাণীমা শিবচন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সকলকে দেখে সুখী হলেন। মনোমোহিনী রাণীমাকে প্রণাম করলেন।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল। অনুকূলের আমিরাবাদ থেকে গোলকপুর জমিদারবাড়ীই খুব ভাল লেগেছে। ইতিমধ্যে সে বহু সমবয়সী ও বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদের সাথে আলাপ করে বন্ধুত্ব করে নিয়েছে। তার মিষ্ট ব্যবহারে কেউ তার বন্ধুত্ব অস্বীকার করতে পারেনি। কিন্তু তার দুরন্তপনার কথা রাণীমার কানে না গিয়ে পারল না। তিনি একদিন অনুকূলকে ডেকে বললেন—বাগানের ফুল নষ্ট কর কেন?

অনুকূল রাণীমার কথায় ভয় পেল না। সে উত্তর করল—আমরা যে ফুল ভালবাসি। ভিতরে ঢুকতে দিলে আমরা বাগানের কিছুই নষ্ট করবো না।

রাণীমা অনুকূলের কথা বিশ্বাস করলেন। পরদিন তাঁর লোককে ডেকে অনুকূলকে ও তার বন্ধুদের বাগানের ভিতরে প্রবেশ করতে নিষেধ করতে বারণ করে দিলেন। অনুকূল শুনে মহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎফুল্ল হয়ে উঠল। অনুকূল তার কথা ঠিক রাখল। এরপর একটা ফুলও নষ্ট করল না।

অনুকূলের দিনগুলি এখানে কাটছিল বেশ। মনোমোহিনীও এই নূতন পরিবেশটাকে উপভোগ করছিলেন। কিন্তু সুডিলের স্বাস্থ্যের জন্য তার মনটা মাঝে-মাঝে ভেঙ্গে পড়ছিল। শহরের ভাল ডাক্তার এসে দেখে গেছেন, তবুও বিশেষ কোন সুবিধা হলো না।

রাধা-মদনমোহনের কি যে ইচ্ছে—চিন্তিতাবস্থায় বললেন কৃষ্ণ-সুন্দরী।

শিবচন্দ্র মন খারাপ করে কাছারীতে চলে গেলেন।

মনোমোহিনী মনে একটা আশঙ্কা নিয়ে সংসারের কাজকর্ম্ম করতে লাগলেন।

কয়েক দিন পর অন্য একজন ডাক্তার দেখান হলো। কিন্তু এতেও সুডিলের কোন পরিবর্ত্তন হলো না। বরঞ্চ দিন পনের বাদে রোগীণীর অবস্থা আরও বাড়াবাড়ির দিকে গেল। শিবচন্দ্র কাছারী যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। কৃষ্ণসুন্দরী সুডিলের পাশে এসে বসলেন। মনোমোহিনী ডাক্তারবাবু চলে গেলে আড়ালে আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিলেন। অনুকূল এক পাও নড়ল না। সুডিলের পাশে সর্ব্বদা বসে রইল। মাঝে-মাঝে পরিবেশটাকে শান্ত রাখবার জন্যে ছোট-ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে একটু ব্যস্ত রইল। কিন্তু দিন বেশী দিন ঘুরতে পারল না। সুডিল এই অবস্থায়ই একদিন কৃমিবিকারে দেহত্যাগ করল। মনোমোহিনী কেঁদে উঠলেন। কৃষ্ণসুন্দরী এই বয়সে শোকটা একটু বেশী বোধ করলেন আর অনুকূল সুডিলের মৃত্যুতে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। তার অতি আদরের বোনটি তাকে ফেলে চলে গেল। তার বুকখানা ভেঙ্গে চৌচির হবার উপক্রম হলো। কাঁদতে-কাঁদতে ঘর আর বার করতে লাগল। শিবচন্দ্র গম্ভীর হয়ে পড়েছিলেন—তিনি সৎকারের জন্য আয়োজন করতে গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাণীমাও এই শোকে চুপ করে থাকতে পারলেন না। মনোমোহিনীকে তিনি খুবই ভালবাসেন। তার শোকটা তাঁকেও অভিভূত করে ফেলল।

দিন যায়। সুডিলের শেষকৃত্যাদি সব নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু অনুকূলের মনে তেমন আর আনন্দ রইল না। সদা আনমনা হয়ে ঘুরতে লাগল। মনোমোহিনী সুডিলের ঘরে ঢুকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। সে-ঘরে তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কৃষ্ণ-সুন্দরী বললেন—আর এখানে ভাল লাগছে না মনো। কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। চল দেশে যাই। অনুকূলটা খায় না, দায় না। কোথায়-কোথায় ঘুরে বেড়ায়, ভালও লাগে না। মনোমোহিনী তাঁর আঁচলে চোখের জল মুছে ফেললেন। অনুকূল নিজের খেয়ালে চলে মনটাকে হাল্কা করবার চেষ্টা করতে লাগল। তাতেও যখন হলো না—তখন অন্যভাবে চিন্তা করে নতুবা কবিতা লিখে মনটাকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল—

কোথা, কোথা মোর প্রাণের ভগিনী
কোথায় লুকায়ে অদূরে তুমি
দাদা কি তোমার এতই পাপী
তাই দেখিবে না জীবনে তুমি।
দেখিব না কি রে ও চারু-বয়ান
দেখিব না কি রে জীবনে আর
শুনিব না কি রে ও সুধা বচন
জুড়াবে না কি রে জীবন মোর?
সর্ব্বদা বহিছে জীবনে আমার
কি ভীষণ আহা দুঃখের স্রোত
থামিবে না কি রে জীবনে আমার
সে ভীষণ আহা দুঃখের সোঁত?
থামিবে না কেন? থামিবে না আর
জুড়াইয়া যাইত মনের ব্যথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থামিয়া যাইত জীবনের মত
শুনতাম যদি চাঁদের কথা।
—ইত্যাদি।

কবিতাটি সমাপ্ত হলে তার মনটা একটু হাল্কা বোধ হতে লাগল। সে ক্ষণিকের জন্য বাইরে থেকে ঘুরে এলো।

মানুষের মন চিরকাল একইভাবে কাটে না। কিছুদিন কেটে গেলে অনুকূল অনেকটা শান্ত হলো। কৃষ্ণসুন্দরী জামাতাকে দেশে ফিরে যাবার জন্যে বার-বার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। রাণীমা শুনে বাধা দিলেন না। শুধু বললেন—এখানে যদি মন না-ই টেকে তাহলে দেশে যাওয়াই ভাল।

শিবচন্দ্র যাত্রার দিন ঠিক করে ফেললেন। মনোমোহিনী বিদায়কালে রাণীমাকে প্রণাম জানাতে গিয়ে অজস্রধারায় কাঁদতে লাগলেন। রাণীমার চোখ ছলছল করে উঠল। বললেন—কি করবি মা, সবই তাঁর ইচ্ছে।

মনোমোহিনী চোখের জল মুছে বিদায় নিলেন।

সুশীলা সুডিলের কথা শুনে খুবই মর্ম্মাহত হলেন। বড় ভালবাসতেন তিনি সুডিলকে। এত মধুর ব্যবহার তার। এত সুন্দর কথা—মন ভুলিয়ে দিত সকলের। মনোমোহিনী গোলকপুরের সমস্ত ঘটনা বলতে-বলতে চোখের জল মুছলেন।

সুশীলাও চোখ দুটি মুছে বললেন—যাত্রার দিনটা দেখেই ভেবেছিলাম—একটা-কিছু না হয়। দেখে-শুনে বিষ্যুদবার দিনই যাত্রা করলে মা, কি আর বলবো!

মনোমোহিনী এ কথার কোন জবাব দিলেন না। শুধু বললেন—অদৃষ্টে ছিল, তাই হলো মামী। নইলে ঐ দিনই বা যাত্রা করবো কেন?

এর পর দুটি বৎসর কেটে গেছে। অনুকূল অনেক বড় হয়ে উঠেছে। স্কুলে পড়াশুনো ভালই করছে। কৃষ্ণসুন্দরীর মনে এখন আর কোন উদ্বেগ নেই। সংসারের কোন চিন্তাই নেই। শিবচন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজকাল একশত টাকা করে প্রতি মাসে বাড়ীতে পাঠান। উপরন্তু রাণীমা মনোমোহিনীকে মাসে বিশ টাকা করে সাহায্য করেন। সংসার এখন খুবই স্বচ্ছল অবস্থায় ফিরে এসেছে। এখন তাঁর রাধা-মদনমোহনের চিন্তায় দিনগুলি ভালই কাটে। শুধু মাঝে-মাঝে তাঁর চিন্তা হয় তার ঐ বড় দুরন্ত জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের জন্য। ছোট দু'জন ক্ষেপু ও বাদলের জন্য তাঁর কোন ভাবনা হয় না। তারা একটু-আধটু চঞ্চল হলেও তেমন মারাত্মক কিছু নয়। বড় নাতি কখন যে কি করে আসবে কিছুই ঠিক নেই। এত বড় হয়েছে—তবুও চঞ্চলতা তার একবিন্দুমাত্র কমেনি। সেদিন কতকগুলি টাকা কা'কে দান করে এলো। নিজের গায়ের চাদরটা কে চাইতে অমনি দিয়ে দিল। টাকা-পয়সা ও সংসারের দিকে মোটেই নজর নেই। বড় হলে কি হবে। এখনই যদি এই অবস্থা—বড় হলে তখন তো কেউ দেখতে আসবে না। এই সব চিন্তা এসে মাঝে-মাঝে তাঁর মনটাকে ব্যতি-ব্যস্ত করে তোলে, রাধা-মদনমোহনের চিন্তার ব্যাঘাত ঘটিয়ে দেয়। তা ছাড়া আর কোন উপদ্রব নেই। বিকেলের দিকে রোদ পড়লে গ্রামে দুই-একটা প্রতিবেশীদের বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে আসেন। এই অঞ্চলে প্রায়ই নিত্য-নূতন খবর লেগেই থাকে। চুরি, ডাকাতি, নারীহরণ, মামলা-মোকর্দ্দমা, খুন, জখম কোনটাই এইখানকার কয়েকটা গ্রামে বাদ যায় না। কৃষ্ণসুন্দরী তাই শুনে এসে সন্ধ্যার আসরে কন্যার কাছে গল্প করতে থাকেন। মাঝে-মাঝে দুঃখ করে বলেন—আচ্ছা বল তো, ও পাড়ার বৌটাকে দিনে-দুপুরে ঘাট থেকে মুখে কাপড় গুজে চুরি করে নিয়ে গেল। উপায় কি হবে! মেয়ে-মানুষ ঘাটেও কি জল আনতে যাবে না।

মনোমোহিনী উত্তর দেন—তাই তো মা। শুনে তো আমার বুকখানা কেঁপেই ওঠে। অথচ দিনের পর দিন এই সব রাহাজানি চলেই আসছে। কোন পুলিশ, দারোগা বা সমাজ এদের কোন শায়েস্তা করতে পারছে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণসুন্দরী বলেন—শায়েস্তা করবে কে? সমাজে বা গভর্ণমেণ্টে লোক থাকলে তো এগুলো দু'দিনে ঠিক হয়ে যেত।

মনোমোহিনী এরপর আর কোন উত্তর দেন না। শুধু মনে-মনে ভাবেন—কবে যে সেই লোক আসবে এর প্রতিকার করতে, মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে।

অনুকূল মাতার কোলে শুয়ে-শুয়ে সব গল্পগুলি মনোযোগ সহকারে শোনে। আর নিজেও মনে-মনে ভাবে এর কি কোন প্রতিকার নেই।

অনুকূল স্কুলের বেলা দেখে দ্রুতপদেই চলছিল। পথে অনন্ত রায়কে পেয়ে একটু ধীরে চলতে লাগল। অনন্ত তার বন্ধু। সহপাঠী আবার আত্মীয়ও। বয়সে অনুকূলের একটু ছোট, তাহলেও দু'জনে খুবই বন্ধুত্ব। অনন্তের চেহারার মধ্যে একটা দীপ্তভাব রয়েছে। মনে হয় তার ভীষণ আকাঙ্ক্ষা আছে—জীবনে একটা কিছু করবার।

অনন্ত অনেক গল্পের পর একটা দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলল—বাড়ীতে এই জন্যে সকলেই মনমরা হয়ে আছে। আমিও আজ স্কুলে যাবো না।

অনন্তের কথা শুনে অনুকূলের মুখ সহসা গম্ভীর হয়ে গেল। মনে হলো ব্যথায় তার বুকখানা ভরে উঠল। চিন্তা করতে-করতে অনুকূলের অবস্থা সহসা এমন হয়ে গেল যে মনে হলো মনে-মনে সে যেন এখনই কি একটা গভীর সঙ্কল্প করে নিল। পনের বছরের বালকের শক্তি বেশী না থাকলেও তার মনে এমনই একটা দৃপ্তভাব ফুটে উঠল যে পৃথিবীর কোন শক্তিই তাকে এই প্রতিজ্ঞা হতে টলাতে পারবে না। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে বলল—জানিস্ অনন্ত, এর প্রতিকার আমাদেরই করতে হবে। আমাদের মায়েদের চোখের জল আমাদেরই মুছাতে হবে, আমাদের মানুষ হতে হবে, শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

অনন্ত ক্লান্ত স্বরে বলল—জানি না অনুকূল এর সম্ভব আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি না। যেখানে পুলিশের লোক পর্য্যন্ত এর কোন প্রতিকার করতে পারছে না।

অনুকূল এ কথার কোন জবাব দিল না। চলতে-চলতে কি যেন চিন্তা করতে লাগল। তারপর অনন্তের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আরও একটু দ্রুতপদেই স্কুলে গিয়ে পৌঁছাল।

স্কুলের পড়াশুনোর ফাঁকে-ফাঁকে সারাটি দিন কাটল তার অনন্তের কথাগুলি চিন্তা করে। কিছুই তার ভাল লাগল না। কোনভাবে ক্লাশগুলো শেষ করে বাড়ীতে এসে পৌঁছুল। কিন্তু মনের অবস্থার কথা কাউকে জানতে দিল না।

কৃষ্ণসুন্দরী দৌহিত্রের এই অন্যমনস্ক ভাবটার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করলেন না। আজকাল তিনি চিন্তা করতে লাগলেন অন্য রকমের। অনুকূল বড় হয়ে উঠেছে। তাঁর নিজের জীবনের একটা বাসনা পূর্ণ করতে পারলেই এই জীবনের সব সাধ-কামনা পূর্ণ হয়ে যায়—আর কিছু তিনি রাধা-মদনমোহনের নিকট চান না।

মনোমোহিনী শুনে বললেন—আর দুটো বৎসর যাক্ মা। এখনই কি হলো।

কৃষ্ণসুন্দরী বললেন—আমার যে সেখান থেকে কবে ডাক আসবে কে জানে মা।

মনোমোহিনী মাতাকে ভরসা দিয়ে বলেলন—তা কেন মা। ভগবান্ তোমায় অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখবেন।

কৃষ্ণসুন্দরী চুপ করে গেলেন।

অনুকূল এবার পরীক্ষা ভালই দিয়েছে।

হেডমাষ্টার অধরচন্দ্র মল্লিক বললেন—অনুকূল যে খুব ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করেছে—তা নয়, তবে সে পাশ করেছে। ছেলেটার হতো, যদি একটু চেষ্টা ওর উপর থাকতো।

অধরচন্দ্র অনুকূলকে খুবই ভালবাসেন। আপন পুত্রের মত। অনুকূলও সময়-অসময়ে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে অনেক কাজকর্ম্ম করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়ে আসে এবং অনেক সময় বাড়ী থেকে কিছু তরিতরকারী, ফলমূল ইত্যাদি দিয়ে এসে হেডমাষ্টারের প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েছিল। অনুকূল এবার তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পেল।

কৃষ্ণসুন্দরী শুনে আনন্দ করে বললেন—বাঃ পাশ করেছিস্—পণ্ডিত হয়েছিস্। আর কি চাস্। এখন একটা বৌ নিয়ে আয়, তাহলেই হবে।

অনুকূল বেরিয়ে যাচ্ছিল। তার হাতে একটি খাতা—তাতে নাটক লেখা। কিছুদিন পূর্ব্বে সে দেবযানী নামে একটা নাটক লিখেছিল—আজ তারই রিহারসেলের জন্য বন্ধুদের কাছে যাচ্ছিল। তার সময় ছিল না, তবুও কর্ত্তামার কথায় উত্তর দিতে গিয়ে একটু রসিকতা করে ছুটে পালাল।

কিন্তু কৃষ্ণসুন্দরী মনে-মনে জল্পনা-কল্পনা যা-ই করুন বা দৌহিত্রের সঙ্গে রসিকতা করে বিষয়টা সকলের মনে আকর্ষণ করবার চেষ্টা যতই করুন না কেন, অনুকূল সতের বৎসরে পা দেওয়ার সাথে-সাথে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে পড়লেন। দৌহিত্রের বিয়ে তাঁর এই সময় দিতেই হবে। ঘরে নাতি-বৌ আনতেই হবে। নিজের শরীরের অবস্থা লক্ষ্য করে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেন না—কখন কি হয়ে পড়বে।

শিবচন্দ্র চাকুরীস্থল থেকে পত্রদ্বারা জানালেন তাঁর কোন আপত্তি নেই—যদি ভাল পাত্রী পাওয়া যায়। মনোমোহিনীও সম্মতি জানিয়ে বললেন—এই সময়ে বিয়ে না দিলে কবে আর বৌমা ঘরে আসবে?

কৃষ্ণসুন্দরী পাত্রীর কথা শুনে এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন। রামগোপাল ভট্টাচার্য্যের মেয়ের কথা তিনি পূর্ব্বেই জানতেন। এইখানে সকলেই মত দিয়ে দিলেন। উভয় পক্ষের কথাবার্ত্তা পাকাপাকি হয়ে গেল। কৃষ্ণসুন্দরী গ্রামের দশজনের মতামত নিয়ে শ্রাবণ মাসেই বিয়ের দিন ঠিক করে ফেললেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চারদিকে বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি চলে গেল। সকলকেই জানিয়ে দেওয়া হলো—আগামী ২৮শে শ্রাবণ, সোমবার, বাং ১৩১৩ সাল ধোপদহনিবাসী শ্রীরামগোপাল ভট্টাচার্য্যের প্রথমা কন্যার সঙ্গে অনুকূলের বিয়ে।

দিন এসে গেল। বাড়ীতে ধূমধাম পড়ে গেল। শিবচন্দ্র ছুটি নিয়ে কিছুদিন পূর্ব্বেই এসে উপস্থিত হলেন। বাড়ীতে লোকজন; আত্মীয়-কুটুম্বের অন্ত নেই। কৃষ্ণসুন্দরী ঘুরে-ঘুরে সকলকে আপ্যায়ন করে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর বিন্দুমাত্র বিশ্রামের অবসর নেই। মনোমোহিনীর কথা আর বলবো না। তিনি যে অন্দরমহলে কাজে ডুবে আছেন তাঁকে খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর। বিয়ে-বাড়ীতে প্রচুর বাজার-হাট হয়ে গেল—সেই সঙ্গে প্রচুর বাতাসাও এসে গেল। কৃষ্ণসুন্দরীর মানত এই বিয়ের সময় পূর্ণ করা হবে। শৈশবে অনুকূল একবার খুবই কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল—সেই সময় কৃষ্ণসুন্দরী এই হরির-লুঠ দেবেন বলে মানত করেছিলেন। অনুকূলের ওজনের বাতাসা দিয়ে বিরাট্ "হরি-লুঠ" হবে। বিয়েতে প্রচুর আনন্দ। শিবচন্দ্র প্রথম পুত্রের বিয়েতে প্রচুর পয়সা খরচ করলেন। অনুকূলের বহু বান্ধব এই বিয়েতে যোগদান করে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করল।

কৃষ্ণসুন্দরী মেতে উঠলেন নাত-বৌকে নিয়ে। এগার বৎসরের ছোট্ট নাত-বৌ। বেশ সুন্দর ফুটফুটে চেহারা। তাঁর খুবই পছন্দ হয়েছে।

এইবার যদি দুষ্টু নাতীটাকে তাঁর নাত-বৌ জব্দ করতে পারে। আর তাঁর কোন ভাবনা নেই। তিনি পরম নিশ্চিন্তে রাধা-মদনমোহন আশ্রয় দিলে যে কোনদিন তাঁর চরণে আশ্রয় নিতে পারেন। আর দুঃখ কি ?

বিয়ে সমাপ্ত হয়ে গেল। শিবচন্দ্র বিয়ের পর বেশী দিন অপেক্ষা করতে চাইলেন না। কর্ম্মস্থলে ফিরে গেলেন। বাড়ীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেউ বাধা দিলেন না। বিয়ের পরে অনুকূলের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। সে যথা নিয়মে জেলা স্কুলেই পড়াশুনো করতে লাগল। কিন্তু বেশী দিন নয়। শিবচন্দ্র জানালেন পুত্রকে তিনি নিজের কাছে রেখেই পড়াতে চান। মনোমোহিনী কোন আপত্তি জানালেন না। অনুকূলকে আমিরাবাদে পাঠিয়ে দিলেন। শিবচন্দ্র তাকে সেখানে রাইপুরা স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। অনুকূলের রাইপুরাতে পড়াশুনো সুবিধে হলো না বলে—শিবচন্দ্র শেষে নৈহাটিতে পড়বার ব্যবস্থা করলেন। সেখানে আত্মীয় শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী তাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তিনিও শিক্ষকতা করেন। তিনি অনুকূলকে নৈহাটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দিলেন। কিছুদিন না যেতেই অনুকূলের প্রচুর বন্ধু-বান্ধব জুটে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরোপকারেরও একটা সীমা আছে অনুকূল! নিজের ভবিষ্যৎ খুইয়ে পরের উপকার করতে যায় কে? বন্ধু তোমার কাছে কেঁদে পড়ল আর অমনি টাকাগুলো ওর নামে জমা দিয়ে এলে? এখন তোমার যে পরীক্ষা দেওয়া হলো না। কি হবে? শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী খুবই ব্যথিত হয়ে অনুকূলকে এইভাবে ভৎর্সনা করলেন। অনুকূল এই তিরস্কার মাথা পেতে নিল। পরীক্ষা দেওয়া হয়নি বলে তার মনে কোন অনুশোচনা নেই। সে শুধু মনে-মনে ভেবেছে—যা হোক বন্ধুটির তো পরীক্ষা দেওয়া হলো—তিরস্কার যা-ই আসুক। অনুকূল চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে শশিভূষণ পুনরায় বলতে লাগলেন—কি করবে এখন? যাও—বাড়ী যাও। যা হোক একটা কিছু করগে। তোমার বাবাকে চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছি।

অনুকূল এ কথার কোন জবাব দিল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে পড়ল। উত্তর দেবার তার কিছুই ছিল না। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার জন্য সে নির্ব্বাচিত হয়েছিল। পিতা তাকে ফি বাবদ টাকাও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তার সহপাঠী-বন্ধুটি টাকার অভাবে পরীক্ষা দেওয়া হবে না বলে এমনভাবে হতাশ হয়ে তার কাছে অশ্রু ফেলতে লাগল যে, সে স্থির থাকতে না পেরে টাকাটা তাকে দিয়ে দিল। নিজের অবস্থার কথা কোন-কিছু চিন্তাই করল না।

অনুকূল ধীরে-ধীরে অগ্রসর হয়ে ষ্টেশনের কাছে এসে পৌঁছাল।

নৈহাটি ষ্টেশন। খুব বড় না হলেও নিতান্ত ছোট নয়। বহু ট্রেন ও বহু লোকজনের সমাবেশ হয় এইখানে। যাত্রীদের আসা-যাওয়ার অন্ত নেই। অনুকূল এইখানে এসে দাঁড়াল। বহু বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত লোকদের সাথে অনুকূলের সাক্ষাৎ হলো। তাঁরা আগ্রহ-সহকারে অনুকূলকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু অনুকূল এর কোন কথাই তাঁদের কাছে তেমন স্পষ্টভাবে বলল না। শুধু হেসে জানাল—ভালই হয়েছে—কিছুই খারাপ হয়নি। বন্ধু-বান্ধবেরা তার এই হেঁয়ালী কথা কিছুই বুঝল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দুঃখ প্রকাশ করে বিদায় নিল। অনুকূল তাদের দুঃখের জন্য বিশেষ চিন্তিত হলো না। বিশেষ চিন্তা হচ্ছিল তার মার কথা ভেবে। যখনই বাড়ীর কথা মনে হচ্ছিল তখনই মার মুখোচ্ছবিটা মনের মধ্যে ভেসে উঠে কেমন তাকে পীড়া দিচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল হয়তো মা এতদিনে সমস্ত ঘটনা শুনতে পেয়েছেন। শোনার পর মন তাঁর খারাপ হয়ে গেছে। এই জন্যে হয়তো কোন কাজেই ভালমত মন দিতে পারছেন না। বাবাও হয়তো একান্ত নিরাশ হয়ে কি ভাবছেন কে জানে—ইত্যাদি রকমের চিন্তা তাকে ঘিরে ধরেছিল।

কয়েকটা দিন কেটে গেছে।

একদিন নৈহাটির একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীপরমেশ্বর চক্রবর্ত্তী-মহাশয় অনুকূলকে ডেকে পাঠালেন। অনুকূল তাঁর নিকট খুবই পরিচিত। তার সহৃদয়তা ও পরোপকার করবার আপ্রাণতা দেখে তিনি একদিন খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। অনুকূল তার বন্ধু-বান্ধবসহ পাঠ্যাবস্থায় একটা দরিদ্র-ভাণ্ডার খুলেছিল—সেটা তাঁরই বাড়ীতে এবং বহু দুস্থ লোককে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করতে দেখে পরমেশ্বরবাবু খুব অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই, সেদিন তিনি অনুকূলের অবস্থার কথা শুনে ডেকে পাঠালেন। অনুকূল সাক্ষাৎ করতে এলে বললেন—তুমি ডাক্তারী পড় না কেন অনুকূল? ইচ্ছে হয় না?

অনুকূল ক্ষণিকের জন্য যেন কি চিন্তা করল। তারপর বলল—আপনি তো জানেন আমি পরীক্ষা দিইনি।

তাতে কি হয়েছে, বললেন পরমেশ্বরবাবু, তুমি যেটুকু পড়েছো তাতেই হয়ে যাবে। তুমি ডাক্তারী পড়তে চাও—তাহলে আমি একটা বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। কলেজটা আমাদেরই দেশীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকের অনুপ্রেরণায় হয়েছে। সার্টিফিকেট থাক বা না থাক তোমার যে জ্ঞান আছে, তাতে তোমার সেখানে ঢুকতে অসুবিধে হবে না। যাও না ভালই হবে।

অনুকূল পরমেশ্বরবাবুকে শ্রদ্ধা করে। তাঁর আগ্রহ দেখে সে রাজী না হয়ে পারল না। পরমেশ্বরবাবু অনুকূলের সম্মতি আছে দেখে বললেন—তাহলে একটা চিঠি লিখে দেই—এইটে কলেজের প্রিন্সিপালকে দেখালেই তিনি একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

অনুকূল পরমেশ্বরবাবুর পত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এইবার তার বাড়ীতে যেতে হবে। অনুকূল বাড়ীতে এসে শিবচন্দ্রকে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করল। শিবচন্দ্র পুত্রের কথা শুনে তেমন কোন উৎসাহ প্রকাশ করলেন না। তাঁর শরীর ভাল ছিল না। তা ছাড়া উপর্য্যুপরি বাড়ীতে নানা প্রকার রোগ ও শোকের ব্যাপারে তাঁর মন খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এবং এই জন্যে শরীরও তাঁর ভেঙ্গে পড়েছিল। মধ্যম পুত্র ক্ষেপু কিছুদিন যাবৎ রোগে ভুগছে। তিনি শরীর ও মনের অবস্থার জন্য চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে বাড়ীতে বসে আছেন। আর্থিক অবস্থা আর তাঁর পূর্ব্বের মত নেই। তা ছাড়া অনুকূলের যে স্বভাব তাতে তিনি আর তার উপর টাকা-পয়সা দিয়ে আস্থা রাখতে পারছিলেন না। তিনি সব দিক বিবেচনা করে বললেন—তুমি পড়তে পার, কিন্তু টাকা আমার কাছে নেই।

অনুকূল চুপ করে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল।

তবে—শিবচন্দ্র বলতে লাগলেন, আমি একজনকে বলে দেখতে পারি, আমার কাছ থেকে সে টাকা ধার নিয়েছে—বহুদিন আগে। মাসে-মাসে সেই টাকার বাবদ দশটা করে টাকা তোমাকে যদি দিতে পারে—সেইটে তুমি পেতে পার। তা ছাড়া কিছুই আমি দিতে পারব বলে মনে হয় না।

অনুকূল সর্ব্বশেষে এই সর্ত্তেই তার ভবিষ্যৎ রচনার জন্য অগ্রসর হতে রাজী হলো। কলকাতা যাবার দিন একে-একে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলকে প্রণাম করে উঠল। সকলেই তাকে আশীর্ব্বাদ করলেন। কিন্তু ঘরের কোণে প্রতীক্ষীয়মানা একটি বালিকা-বধূ তাঁর আশীর্ব্বাদের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। অনুকূল একবার ঘরে গেল। ষোড়শীবালা স্বামীর চরণে মাথা রেখে প্রণাম করে উঠে শুধু বলল—ভালমত থেকো, চিঠি দিও। তার চক্ষু দুটি ছলছল করে উঠেছিল—লজ্জায় সে তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে মুছে ফেলে মাথার ঘোমটাটা টেনে দিল। মনোমোহিনীও চোখের জল মুছলেন। কোথায় কি অবস্থায় পুত্রকে পাঠাচ্ছেন কিছুই জানেন না। গতকাল সারা রাত এইসব চিন্তা করতে গিয়ে একবিন্দুও তাঁর ঘুম হয়নি। মা-অন্ত প্রাণ এই ছেলেটি একান্ত আত্মভোলা। নিজের কথা কিছুই ভাবতে জানে না—একান্ত পর-নির্ভরশীল। কোথায় যে থাকবে, কি খাবে তার কিছুরই স্থিরতা নেই। তবুও তাকে পাঠাতে হচ্ছে দূরে। কোন উপায় তাঁর নেই। জ্যেষ্ঠ পুত্র, সংসারের দায়িত্ব একেই একদিন বহন করতে হবে। আজ হতে যদি সেই বোঝা বা দায়িত্ব বইবার ক্ষমতা ধীরে-ধীরে অর্জ্জন না করে তাহলে ভবিষ্যতে চলবে কি নিয়ে?

মনোমোহিনী ও কৃষ্ণসুন্দরী অনুকূলকে বিদায় দিতে গিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে এলেন। অনুকূল তাঁদের ছেড়ে চলে এলো। তাঁরা দুজনে সজল-নয়নে দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। যতক্ষণ না অনুকূল চোখের আড়াল হয়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল—ততক্ষণ। অনুকূল অদৃশ্য হয়ে গেলে মনোমোহিনী চোখের জল মুছতে-মুছতে ঘরে ফিরে এলেন।

স্টেশন। অনুকূল তার ছোট্ট টিনের বাক্সটা প্ল্যাটফর্ম্মের উপরে রেখে কপালের বিন্দু-বিন্দু ঘাম মুছে ফেলল। তারপর টিকিট কেটে নিয়ে এসে গাড়ীর জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল।

ট্রেনে বসে তার বহু চিন্তা হতে লাগল। কিন্তু মনে ভয় বা সঙ্কোচ এলো না এতটুকুও। কোন্ অচেনা, অজানা স্থানে সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাচ্ছে। সেখানে কি হবে—কোথায় থাকবে এই সব নিয়ে তার মন বিন্দুমাত্র ব্যস্ত হলো না। সে শুধু ভাবল পরমপিতা তার সহায় আছেন —ব্যবস্থা একটা কিছু হবেই। সে শুধু মনে-মনে নাম করতে লাগল আর তার ফাঁকে-ফাঁকে চিন্তা করতে লাগল সম্মুখের পথ যত দুর্গমই হোক না কেন সেটা তার অতিক্রম করতে হবেই—তা যেদিনই হোক, আর যে অবস্থাই তার জীবনে আসুক না কেন।

গাড়ী ছুটে চলেছে হু-হু করে। কত ষ্টেশন ঝপ করে বেরিয়ে গেল চোখের পলকে। অনুকূল বাইরে প্রকৃতির দৃশ্য লক্ষ্য করে চলতে লাগল। কত ধান ক্ষেত। দূরে কত গ্রাম। ছোট-ছোট কুটিরগুলো আমগাছের ছায়ায় কেমন ঢেকে আছে।

এই সব লক্ষ্য করতে গিয়ে অনুকূলের মনে পড়ে গেল নিজের গ্রামের কথা। সেই সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠল—একটু দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে আসা একটা নারীর করুণ মুখখানি—তাঁর ছল-ছল আঁখি দুটো। বিদায়-লগ্নে বেদনাবিধুর অন্তরে চোখ দুটো আঁচলে মুছতে-মুছতে ঘরে চলে গেলেন। জীবনে যে-নারীকে সে সবচেয়ে ভালবেসেছে—সেই জীবনারাধ্যা দেবীর কথা। ভাবতে-ভাবতে তাঁর জন্য অন্তরখানা ব্যথিত হয়ে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতেই সঙ্গে-সঙ্গে সে বলে উঠল—'মা।'

কতক্ষণ যে সে এই চিন্তায় মগ্ন হয়েছিল নিজেই বুঝতে পারছিল না। কিছুক্ষণ পর সে লক্ষ্য করল তার ভিতর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে হচ্ছে নাম। সেই নামে ডুবে রইল অনেকক্ষণ। কত নদ-নদী, গাছ-পালা, ষ্টেশন, অতিক্রম করে ট্রেন ছুটে চলল—সেদিকে তার কোন লক্ষ্যই হলো না। তার হুঁশ হলো বহুক্ষণ পর—যখন ট্রেন এসে শিয়ালদহে দাঁড়াল। অনুকূল বাক্সটা বগলে করে নিয়ে ধীরে-ধীরে নেমে পড়ল। পকেটে আছে তার সামান্য দেড়টি টাকা আর একটা চিঠি, যা দেখিয়ে সে ভর্ত্তি হবে মেডিকেল স্কুলে। টিকিট দেখিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। কোথায় যাবে? এত বড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শহরে কোথায় সে স্থান করে নেবে? শহরে তার অনেক আত্মীয়-স্বজন আছেন কিন্তু তাদের কথা ভাবতে গিয়ে মন তার কোন রকমেই সায় দিল না। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে সর্ব্বশেষে নিজেই স্থির করল—যাক্ আপাততঃ এইখানে তো থাকি তারপর যা হয় হবে। বলে সে এই ষ্টেশনেই একটা স্থান বেছে নিয়ে বাক্সটা রেখে দিল। কেউ বাধা দিল না তাকে। কেউ ডেকেও বলল না—'ওগো চল—পথশ্রান্ত পথিক—ঘরে চল।' অনুকূল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। ঠাঁই যখন একটা হয়েছে, তখন ভাবনার কিছুই নেই। হাত-মুখ ধুয়ে সামান্য কিছু খেয়ে নিল। তারপর রাত্রিতে সে ঘুমিয়ে পড়ল একটা 'হিতবাদী' কাগজ কিনে এক পৃষ্ঠা পেতে আর-এক পৃষ্ঠা গায়ে দিয়ে। রাতটা কাটল কোনমতে। ভোরে ঘুম ভাঙ্গার সাথে সে দেখল—ট্রেনের ঘণ্টা বাজছে। আর একদল লোক গাড়ী ধরবার জন্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে সেইদিকে ছুটে চলেছে। কুলিরা চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু অর্থোপার্জ্জনের জন্য। অনুকূল বসে-বসে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পর দুই-একজন কুলি ভাইয়েরা এসে পরিচয় করে নিল তার সাথে।

ছেলেটা তো মন্দ নয়। দেখতে বেশ। অহঙ্কার ও আত্ম-ভিমান নেই। গরীবের ঘরের বাবু বুঝি।

কুলিরা বুঝি আলাপ-পরিচয়ের পর মনে-মনে ভেবে নিল তার সম্বন্ধে। তাকে দেখে দুই-একজন কুলি ভালবেসেও ফেলল।

একজন বলল—থাকতে পারেন আমাদের ডেরায়। তা—আপনি বাবুলোক, থাকতে পারবেন কি না সন্দেহ।

অনুকূল তার প্রস্তাবে সেই আশ্রয় গ্রহণ করতে রাজী হলো। তার টাকা নেই। এ ছাড়া আর ভাল আশ্রয় কি আর তার জন্যে থাকতে পারে।

পরদিন কুলিরা আনন্দের সাথেই বাবুকে তার নিজের জানা-শুনা লোকের কাছে নিয়ে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রে ষ্ট্রীট্। একটা কয়লার গুদাম। আরও অনেক কুলিরা এখানে কাজ করে ও রাত্রিতে শোয়। অনুকূল এইখানেই নিজের বাক্সটা রেখে দিল। ভাবল—যা হোক একভাবে দিনগুলি কেটে যাবেই। এই অবস্থায় তার মনে কোন দুঃখ হলো না। কারও ওপর অভিমানও হলো না। সে স্নান সেরে চলে গেল মেডিকেল স্কুলে। সঙ্গে নিল সেই সুপারিশের চিঠিখানা।

বৌবাজার ষ্ট্রীট্। গাড়ী, ঘোড়া, বড়-বড় দালান প্রচুর। আশ্বিনের মিঠে-কড়া রোদ বেশ লাগছিল গায়ে। সারা শহরটা তারই ছোঁয়ায় কেমন আবিষ্ট হয়ে আছে। অনুকূল বহুজনকে জিজ্ঞেস করে পায়ে হেঁটেই বহুক্ষণ পর শরৎ মল্লিকের ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলে গিয়ে উপস্থিত হলো। দেখেই তার মনে হলো একটা নূতন স্কুল। এখানকার প্রিন্সিপালের সাথে সাক্ষাৎ করে অনুকূল পত্রখানা তাঁর হাতে দিল। প্রিন্সিপাল-মহাশয় চিঠি পড়ে বললেন—ঠিক আছে। কিন্তু ভর্ত্তি করবার সময় বললেন—তুমি যে পাশ করনি।

না স্যার।

তাহলে কী হবে?

অনুকূলের নিজের উপর বিশ্বাস ছিল।

বলল—স্যার, পরীক্ষায় পাশ করা যদি কলেজে ঢোকার যোগ্যতার প্রমাণ হয়—তাহলে আমাকেও পরীক্ষা করে নিতে পারেন। যদি তখন উপযুক্ত বিবেচনা করেন—তখন অনায়াসেই ভর্ত্তি করে নিতে পারবেন।

প্রিন্সিপাল-মহাশয় অনুকূলের যুক্তিটা উপেক্ষা করতে পারলেন না। পরীক্ষা গ্রহণ করলেন। অনুকূল ভালভাবেই উত্তীর্ণ হয়ে গেল। প্রিন্সপাল তাকে কলেজে প্রবেশের অধিকার দিলেন।

নিজ বাসস্থানে এসে অনুকূল মনোমোহিনীকে চিঠি দিল—

মা, ভাল আছি। ভেবো না। কলেজে ভর্ত্তি হয়েছি। কুশল জানিও। প্রণাম। ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিঠিখানা সমাপ্ত করে অনুকূল সঙ্গে-সঙ্গে সেটা বাক্সে ফেলে দিয়ে এলো। বেলা হয়ে গিয়েছিল। ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব। সে একটা হোটেলের খোঁজে বের হলো। ছোট্ট হোটেল তার প্রয়োজন। যাতে অল্প খরচায় পেট ভরে যায়। সে পেলও তার মনের মত একটি হোটেল। সেইখানে সে বন্দোবস্ত করে নিল।

দিন যায়। কয়লার গুদামে বাস করতে সে ক্রমে-ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। একটা দিনও কলেজ বন্ধ করল না। বৌবাজার বহু দূর। প্রত্যহই সে সেখানে হেঁটে যায়—হেঁটে আসে গ্রে ষ্ট্রীটে। সস্তার হোটেলে আহারাদি করে দিন চলে তার। কোনদিন কাঁচকলার ঝোল নইলে শুধু ডাল-ভাত খেয়েই কোন-রকমে তার দিন কাটে। পয়সার অভাবে পুষ্টিকর খাদ্য বেশী জোটে না। কিন্তু অনুকূল তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ করে না। শুধু শরীরটা মাঝে-মাঝে ক্লান্ত বোধ হলে বাড়ীতে মার কথা মনে পড়ে। ভাবে টাকা হাতে এলেই ছুটির সময় বাড়ী চলে যাবে—শরীরটা ঠিক করে নিয়ে আসবে।

এর পর মাস তিন-চারও বুঝি কাটেনি। একদিন অনুকূল খেতে গিয়ে ভাতের থালায় কফ পড়ে আছে দেখে প্রায় বমি করতে-করতে কোন রকমে পালিয়ে এসে বাঁচল। সারাদিন কাটল তার সম্পূর্ণ অনাহারে। সামান্য দশটি টাকা এর মধ্যে জামাকাপড়, কলেজের মাইনে, আরও অনেক কিছুর ব্যবস্থা করতে হয়। পয়সা খরচ করে অতিরিক্ত কিছু আহার করবার তার কোন উপায় থাকে না। অনেক সময় এমন অবস্থা হয়ে পড়ে যে সাবান কিনে জামা-কাপড় পরিষ্কার করে কলেজে যেতে পারে না। ময়লা অবস্থায়ই সেগুলো পরে কলেজে যেতে হয়। বন্ধুবান্ধবেরা তাকে ভালবাসে কিন্তু তার পোষাক-পরিচ্ছদ অপরিষ্কার দেখে ঠাট্টা করে। কিন্তু অনুকূলের কোন উপায় থাকে না। কয়লার গুদামে দু' ঘণ্টারও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশী জামাকাপড় পরিষ্কার রাখা যায় না। কয়লার গুড়ো উড়ে সমস্ত জামাকাপড় একাকার করে দেয়। সেখানে এ ছাড়া আর কোন পথও নেই। কিন্তু সেদিন কলেজের প্রফেসর-মহাশয় তা বুঝতে চাইলেন না। একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেললেন।

অনুকূলকে লক্ষ্য করে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন—বেরিয়ে যাও, কোথাকার dirty boy, জামাকাপড় পরিষ্কার না করে এলে তোমাকে আর ক্লাশেই ঢুকতে দেবো না।

অনুকূল লজ্জায় মাথা হেঁট করে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে এলো। মনটা তার খুবই খারাপ হলো। কলেজ থেকে সোজা গুদামে চলে এলো। কিন্তু কি করবে ভেবে পেলো না—হাতে একটা পয়সাও নেই। সাবান কিনবে কি করে! সহসা কাউকে জানাতেও পারল না। বোধহয় কুলিরা তার মনের অবস্থা বুঝতে পারল। এই অসময়ে কলেজ থেকে তার গুদামে ফিরে আসা যেন তাদের মনে প্রশ্নের কারণ হয়ে উঠেছিল। অনুকূল কোন উপায় না দেখে শেষে খুলে বলল সব কথা। একজন কুলি একটা সাবান কিনে এনে দিল। অনুকূল কাপড় কাচতে চলে গেল।

কুলিদের সংখ্যা এখানে কম নয়। পাশেই একটা মিশ্রির কারখানা—সেখানেও বহু কুলিরা কাজ করে। সেখানকার সকলেই অনুকূলবাবুকে চিনে ফেলেছে। তার অবস্থা দেখে মাঝে-মাঝে দুই-একটা কুলি তাকে সাহায্য করে যায়। অনুকূল তাদের দেওয়া দান মাথায় তুলে নেয়। অনুকূলও তাদের জন্য ভাবে। তাদের অবস্থার দিকে তাকিয়ে তাদেরও তার কিছু করে দিতে ইচ্ছে করে। অবসর সময় হলেই কুলিদের ছেঁড়া কাপড় নিয়ে বসে শেলাই করতে। নিজের কাপড় কাচতে গিয়ে কোন-কোন দিন তাদেরও ময়লা কাপড় নিয়ে কেচে দেয়। মনে-মনে কুলিরা লজ্জিত হয়ে ওঠে। বারণও করে তারা তাকে। কিন্তু অনুকূল যে এদের নিজের মত করে ভালবাসে। এদের কিছু না করে দিতে পারলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে নিজেও সোয়াস্তি পায় না। তাই যখন যা পারে করে দেবার চেষ্টা করে। কুলিদের মন তার প্রতি কেমন মায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারাও অনুকূলকে নিজের লোক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না।

কিন্তু অদৃষ্ট যখন খারাপ হয় তখন সবদিক দিয়ে খারাপ হতে থাকে। একে তো দশটা টাকা। কিছুতেই সমস্ত খরচ সঙ্কুলান হচ্ছিল না। আবার যিনি এই টাকাটা মাসে-মাসে পাঠাচ্ছিলেন তিনিও সহসা দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। অনুকূলের তো চরম অবস্থা হয়ে উঠল। পয়সার অভাবে তার আহারের কোন সংস্থানই রইল না। সব শেষ হয়ে গিয়ে তার পকেটে মাত্র ছয় আনা পয়সা অবশিষ্ট রইল। মনে-মনে ভাবল—দিনে নারকেল-মুড়ি খাবে —আর রাত্রে শুধু জল খেয়ে থাকবে। কিন্তু তার দুরদৃষ্ট তার কথা শুনে হাসল। অনুকূল বসে-বসে এই সব চিন্তা করছিল। এমন সময় এক বন্ধু হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে হাজির হলো।

কি রে ? হাঁপাচ্ছিস কেন ?

ভাই, আট আনা পয়সা দেবে। বড্ড দরকার—না হলেই নয়।

তার মুখের অবস্থা দেখে অনুকূলের মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। না করতে পারল না।

আট আনা তো হবে না ভাই। মাত্র ছয় আনা পয়সা আছে।

বন্ধুটি বলল—তাই দে, আপাততঃ এই দিয়ে তো কাজ চালাই, পরে না হয় দেখা যাবে।

অনুকূল তার শেষ সম্বলটুকু বন্ধুকে দিয়ে দিল। নিজের জন্য এতটুকু চিন্তা করল না। বন্ধু বিদায় নিয়ে চলে গেল। সেও উঠে পড়ল।

তার খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। বেলাও হয়ে গেছে। কি করবে কিছুই স্থির করতে পারল না। কলে জল পড়ছিল—উঠে গিয়ে ঢক-ঢক করে উদর পূর্ণ করে জল পান করে নিল। সারা-দিন কাটল অনাহারে। রাত্রে ক্ষুধার তাড়নায় ঘুমই হলো না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে তার সর্ব্ব শরীর ঝিম-ঝিম করতে লাগল। কিন্তু তবুও সে ভ্রূক্ষেপ করল না। নিত্যাভ্যাস মত বই নিয়ে পড়তে বসল। কুলিরা যে যার কাজে ব্যস্ত। কেউ অনুকূলকে জিজ্ঞেস করতে সুযোগ পেল না। অনুকূল আজ কলেজে গেল গতকল্যের মত এমনি কলের জল পান করে। সে এতই লাজুক যে কারও কাছে ক্ষুধার কথা বলতেই পারল না। তিন দিন কেটে গেল শুধু জল পান করেই। কিন্তু সব জিনিষের একটা সীমা আছে। এর ফলে পেটে ভীষণ বায়ুর সৃষ্টি হলো। পেটে ভীষণ যন্ত্রণা সুরু হলো। প্রাণ যায়-যায়। সহপাঠীরা দেখে কলেজের প্রফেসরকে জানাল—স্যার, অনুকূল অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তার পেটে ভীষণ যন্ত্রণা। আপনার একটু দেখতে হবে স্যার।

প্রফেসর দেখে একটা ব্যবস্থা-পত্র দিলেন। কিন্তু ওষুধের দাম বার আনা—দেবে কে? কারও মুখে কোন কথা নেই। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছেলেটার বুদ্ধি ছিল। সে হা করে দাঁড়িয়ে শুধু চিন্তা না করে আধ পয়সার সোডি-বাই-কার্ব্ব কিনে নিয়ে এসে বলল—নে, খেয়ে নে। দু'-তিন বার খেলেই ভাল হয়ে যাবি।

অনুকূল খেয়ে সত্যি ভাল হয়ে গেল। একজন বন্ধু বলল—তোর তো বহু আত্মীয়-স্বজন এই শহরে আছেন—যা না তাদের কাছে। না খেয়ে কতোদিন কাটাবি?

অনুকূল এ কথার কোন জবাব দিল না। বাড়ীতেও জানাল না। কেউ-কেউ জেনে বলল—কি অদ্ভুত ছেলে রে বাবা। অদ্ভুত কষ্ট সহ্য করতে পারে।

তার এই অসীম ধৈর্য্য দেখে হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় তাকে তাঁর ডাক্তারখানায় ডেকে পাঠালেন। তাঁর ডাক্তারখানাটি গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়েই। অনুকূলকে বললেন—বামুনের ছেলে, এখানে পড়ে আছ দেখে কষ্টও হয়। এক কাজ কর না, আমি একটা হোমিওপ্যাথিকের বাক্স ও একটা পারিবারিক চিকিৎসার বই কিনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিচ্ছি। তুমি পড় আর লোকজনদের ওষুধপত্র দিতে থাক—দেখবে তোমার কিছু আয় হবে। এই সুযোগটা নিতে আপত্তি করল না অনুকূল। এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সে কুলিদের মধ্যে ওষুধ বিতরণ করতে সুরু করে দিল। অনেকে ভালও হতে লাগল। রোগীদের ডাক্তারবাবুর উপর বিশ্বাস এসে গেল। দু'-চার পয়সা যে যা পারল দিতেও লাগল। অনুকূলের অবস্থা একটু স্বচ্ছল হয়ে উঠল। রোগীদের সুবিধে এই যে ডাক্তারবাবুর কোন দাবী নেই। পয়সা পেলেও 'বহুত আচ্ছা', না পেলেও 'বহুত আচ্ছা'। উপরন্তু ডাক্তারবাবুর হাতে টাকা এলেই কুলীদের অনেকের নূতন জামাকাপড় হয়ে যায়। রোগীদের পথ্যের পয়সা না থাকলে পয়সা পাওয়া যায়।

কুলিরা বলাবলি করে—এ এক অদ্ভুত লোক পেয়েছি আমরা। টাকা-কড়ির দিকে মোটেই খেয়াল নেই।

অনেক দিন কেটে গেল। একজন কুলি একদিন বলল—বাবু মুল্লুক যাবেন না। শুনলাম সাদি নাকি করেছেন—মুল্লুক যান না কেন?

অনুকূলের কিছুদিন যাবৎ বাড়ীর দিকে মন ছুটেছিল। পয়সার অভাবে বাড়ী যেতে পারছিল না। শরীরটা তার অযত্নে থেকে খুবই ভেঙ্গে পড়েছে। দেহটা চাচ্ছিল একটু বিশ্রাম। সে বলল—যাবো শীগ্‌গিরই।

ছুটি এসে গেল। এবার হাতে কিছু টাকা ছিল। অনুকূল স্থির করল বাড়ী যাবে। কুলিরা শুনে বলল—চলুন বাবু, আপনাকে 'টিশনে' দিয়ে আসি।

অনুকূল হাসল। নিতান্ত ছাড়বেই না যখন তখন সে শেষে রাজী হলো। বাধ্য হয়ে জিনিষপত্রগুলি তাদের হাতে দিল।

গাড়ী ছেড়ে দেবার সময় হয়ে এসেছে। ঘণ্টা পড়ে গেছে। অনেকেই ডাক্তারবাবুর প্রত্যাগমনের দিনটা জেনে নিল। এবং বাড়ী থেকে যাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসা হয় তার জন্যে বার-বার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাকে অনুরোধ জানাল। অনুকূল মাথা নেড়ে সবাইকে বিদায় দিল। শুধু রেখে দিল তাদের অন্তরছোঁয়া অকৃত্রিম ভালবাসাটুকু নিজের বুকের মধ্যে পুরে। আর মনে-মনে ভাবতে লাগল—ভালবাসাই বুঝি মানুষের জন্মগত বিধিদত্ত সম্পদ্।

হুইসিল দিয়ে ট্রেন দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে তেপান্তরের মাঠ, কত নদ-নদী, ষ্টেশন, কত কি অতিক্রম করে। অনুকূল চুপ করে কি যেন ভাবছিল। ট্রেন যতই তার গন্তব্যের দিকে পৌঁছোচ্ছিল—ততই যেন মার মুখখানা সুস্পষ্ট হয়ে তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। মনে-মনে বলে ফেলল—কতোদিন যে তোমায় দেখিনি মা।

* * * *

অনেক দিন পর পুত্রকে দেখে মনোমোহিনীরও বুকখানা নেচে উঠল। কিন্তু তার চেহারা দেখে তাঁর মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল।

বললেন—শরীর যে তোর খুবই খারাপ হয়েছে রে?

অনুকূল এ-কথার কোন জবাব দিল না। গুরুজনদের প্রণাম করতে চলে গেল। আহারের পর মাতা-পুত্রে কত গল্পগুজব, কথাবার্ত্তা হলো। অনুকূল বলল তার কলকাতার জীবন-কাহিনী। মনোমোহিনী সব-কিছুই মন দিয়ে শুনলেন।

দিন কয়েক বেশ কেটে গেল। অনুকূল যেন আবার প্রাণ ফিরে পেলো এই গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে। পুরাতন বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বহুদিন পর সাক্ষাৎ করে তাদের সঙ্গে মেতে উঠল। বন্ধুরাও তাকে পেয়ে পেল নূতন জীবন।

বলল—এবার যেন একটু দেরী করেই বাড়ীতে এলে মনে হয়।

অনুকূল জানাল—হ্যাঁ, পড়াশুনোর চাপ জানিস তো?

শীগ্‌গিরই আবার যাচ্ছিস না তো?

কি জানি! দেখি কবে যাই! ছুটি তো আছে অনেক দিন।

অনুকূলের সময় কেটে গেল বন্ধুদের সাথে অনেকক্ষণ। তারপর ঘরে ফিরে এলো। পরদিনও তার বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ হলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে কাটল তার প্রচুর সময়। সন্ধ্যাবেলাও বেরিয়ে গেল—ফিরল অনেক রাত্রিতে। মনোমোহিনী তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। সেদিন অনুকূলের ফিরতে অধিক রাত্রি হলো—মনোমোহিনী একটু রুষ্ট মনে জিজ্ঞেস করলেন—সারাদিন কোথায় ঘুরিস বল তো? এক মিনিটও তো বাড়ীতে থাকিসনে।

আহারাদির পর মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে-শুয়ে অনুকূল তার সারাদিনের একটু ফিরিস্তি দিয়ে বলল—বাজিতপুরের কিশোরী বৈরাগীকে চিনিস মা? কীর্ত্তন যা গায়! দুই-দশ গ্রামে কারও মুখে এমন কীর্ত্তন গাইতে শুনিনি। আজ আমি ওর কীর্ত্তন শুনে তো অবাক্। বৈরাগী হয়ে এমন একটা দল করেছে ভাবতেই পারিনে।

মনোমোহিনী এ কথার কোন জবাব দিলেন না। পুত্রের এ-হেন কথা তিনি শুনতে চাননি। সারাদিন যে-ছেলে বাড়ী থাকে না—সে যত কথাই বলুক না কেন তাতে তাঁর কোন উৎসাহ নেই।

পরদিন অনুকূল কি মনে করে নাজিরপুরের দিকে গেল। সেখানে তার বহু পরিচিত লোক আছে। দুর্গানাথ সান্ন্যালের সাথে পথে দেখা হয়ে গেল। অনেক কথাবার্ত্তা, বহুদিনের সমাচার শেষ করে গ্রামের কীর্ত্তনের দলের কথা উঠল। অনুকূল শুধাল—জানেন সান্ন্যাল-মশাই, কিশোরী বৈরাগীর কীর্ত্তনের দল কি গায়! কাল তো ওদের বাড়ী কাঁপিয়ে তুলল কীর্ত্তন গেয়ে।

দুর্গানাথ কিশোরীর দলের কথা জানতেন। এবং তার দল যে নিজের দলের চেয়ে শতগুণে উৎকৃষ্ট তা তিনি মনে-মনে বিশ্বাস করতেন। তিনি দুঃখ করে বললেন—কি করবো—আমাদের দলে লোকই জোটে না। কত করে বলি, কেউ আসে না, ভাল গাইয়ে নেই। বাজনাদার তো খুঁজেই পাওয়া যায় না।

অনুকূল বলল—সে কি? আপনারা জমিদারলোক। ব্রাহ্মণ। আপনাদের পয়সা আছে। সামর্থ আছে। আপনাদের দলে লোক জোটে না কি রকম? কিছু পয়সা-কড়ি খরচ করুন;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখবেন কেমন দল হয়ে ওঠে। আপনারা বামুন হয়ে কিশোরীর সঙ্গে পারছেন না—এটা তো খুবই আশ্চর্য্য কথা!

সান্ন্যাল-মহাশয় অনুকূলের কথা শুনে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

তাই তো কি করি তাহলে বলুন তো?

অনুকূল জানাল—ওর চেয়ে বড় দল বের করুন আপনারা, তার জন্যে যদি দু'-চার পয়সা খরচা করতে হয় তা করবেন। আমি গান লিখে দেবো। সুরও আমি দেবো। আপনারা লেগে যান। এমন দল করুন যাতে ওদের দলকে হারিয়ে দেওয়া যায়। যে প্রকারেই হোক।

দুর্গানাথ অনুকূলের কথায় যেন বেশ একটু উৎসাহান্বিত হয়ে উঠলেন।

তাই হোক, আপনি আছেন তো কিছুদিন বাড়ীতে?

অনুকূল জানাল যে ক'দিন সে বাড়ীতে থাকবে তাদের সর্ব্বান্তঃকরণে এই ব্যাপারে সাহায্য করবে।

তাহলে ঠিক আছে। আমাদের শুধু প্রয়োজন উৎসাহ দেবার লোক। আর কিছু ভাবতে হবে না।

দুর্গানাথ অনুকূলকে বিদায় দিয়ে পরমোৎসাহে ছুটে গেলেন কোকন, তরণী, সবাইকে খবর দিতে। যত টাকা লাগে লাগুক—কীর্ত্তনের দল একটা দাঁড় করাতেই হবে।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হলো তাঁর মনে।

অনুকূল অগ্রসর হয়ে গেল বাজিতপুরের দিকে।

কয়েক দিন কেটে গেছে। অনুকূলের ছুটি তখনও শেষ হয়নি। কৃষ্ণসুন্দরী তাঁর দৌহিত্রকে কলকাতায় যাবার জন্যে তাগিদ দিতে লাগলেন।

শিবচন্দ্র শুনে বললেন—কেন এত তাড়াতাড়ি। থাক না আর দুটো দিন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুশীলা শুনে বাড়ী থেকে বলতে এলেন—কেন দিদি—এখনই ছেলেটাকে বাড়ী থেকে তাড়াচ্ছেন। কয়েক দিন আছে থাক না। খেয়ে-দেয়ে শরীরটা ভাল করে নিক। আবার কবে আসবে কে জানে!

কৃষ্ণসুন্দরী মাথা নাড়লেন। এতে তিনি মোটেই রাজী নন।

বললেন—বিয়ে করে এই বয়সে ছেলেদের বেশী দিন বাড়ীতে থাকতে নেই লো বসুদের বৌ।

মনোমোহিনীরও এই মত। সুশীলা আর কিছু বললেন না। নিরাশ হয়ে ঘরে চলে গেলেন। শিবচন্দ্রও চুপ করে রইলেন। অনুকূল কোন আপত্তি জানাল না। যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো।

দুর্গানাথ ও কিশোরী শুনে খুবই দুঃখ করতে লাগল। তাদের দল সবেমাত্র জমে উঠেছে। এরই মধ্যে অনুকূল চলে গেলে আর তেমন উৎসাহ থাকবে না।

অনুকূল দুর্গানাথকে উৎসাহ দিয়ে বলল—কীর্ত্তন কিন্তু আপনারা বন্ধ করবেন না। যেমন চালিয়েছেন আরও ভাল করে জমিয়ে তুলুন। আমি তো আছিই, কেমন?

দুর্গানাথ মাথা নেড়ে সায় দিলেন। অনুকূল কলকাতায় চলে এলো। ষ্টেশনে কয়েকজন কুলি পরিচিত ছিল। তারা তাদের ডাক্তারবাবুকে পেয়ে মহানন্দে ছুটে এলো। মালপত্রগুলো নিজেরাই বয়ে নিয়ে এলো গুদামে। কলকাতায় ফিরে এসে অনুকূল পুনরায় মেতে উঠল নিজের পরিবেশকে নিয়ে। এ ছাড়া যেন তার আর কোন পথ নেই। যদি কোনদিন মনটা একান্ত ক্লান্ত হয়ে ওঠে সেইদিন গঙ্গার ঘাটে হাঁটতে-হাঁটতে সে বেড়াতে চলে যায়। তাও খুব কদাচিৎ, সব সময় হয়ে ওঠে না। ঘরে প্রচুর কাজ থাকে—হয় রোগীপত্র, নইলে কুলীদের জামাকাপড় সেলাই করা বা অন্যান্য কাজ স্বেচ্ছায় বেছে নিয়ে সে করতে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঙ্গার যে ধারটায় সে প্রায়ই বেড়াতে যায় সে স্থানটুকু খুবই ফাঁকা—একান্ত জনবিরল। খুবই মনোরম। কুল-কুল নিনাদে শান্ত জাহ্নবী ছুটে চলেছে কোন্ মহাসমুদ্রের দিকে। কদাচিৎ দুই-একটা শান্তিপ্রিয় লোককে এদিক-ওদিক বেড়াতে দেখা যায়। ঝির-ঝির ঠাণ্ডা হাওয়া এখানকার। তার স্নিগ্ধ স্পর্শ বেশ লাগে—দেহ ও মনে।

অনুকূলের কলকাতায় এসে বন্ধুদের সাথে মেলামেশা প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। গ্রে ষ্ট্রীটের পরিবেশকে সে এতই মধুর করে ফেলেছে যে বাইরে কারও সাথে বেশী আলাপ-পরিচয় করতে পারে না। যতটুকু হয়—শুধু কলেজেই হয়। তা ছাড়া অন্যভাবে আর মেলামেশার সুযোগই হয়ে ওঠে না।

সহপাঠীরা অনুযোগ করে বলে—অনুকূল হয়েছিস কি বল তো? কয়লার গুদোম ছাড়া কি কোথায়ও তোর আর মন টেকে না।

অনুকূল শুনে হাসে। শুধু বলে—না ভাই, জানিস তো আমার অবস্থা। নিজের পেটের ভাত সংস্থান করে তবে পড়াশুনো করতে হয়। তাই সময় হয়ে ওঠে না।

তবুও জোরের সাথে বন্ধু বলে—চল না একটু ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে সকলে ঘুরে আসি।

অনুকূল বন্ধুদের কথায় কোন আপত্তি জানাল না। পথে চলতে-চলতে গল্প হতে লাগল।

একজন জিজ্ঞেস করল—কেমন পড়াশুনা করছিস ভাই! সামনেই তো পরীক্ষা।

অনুকূল উদাম সুরে উত্তর দিল—না, কোথায়? বই-পত্রই নেই, আর পড়বো কি? বই-ই কিনতে পারিনি জানিস তো তোরা।

তাহলেও, বন্ধু বলল, তুই পাশ করে যাবি, বদ্যিনাথ যা বলে তাতে তো মনে হয় তুই আটকাবি না। বেরিয়ে যাবি।

অনুকূল এ কথার কোন প্রতিবাদ করল না। সকলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এসে একটা বেঞ্চি দখল করে বসল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন বলল—দেখ তো অনুকূল আমার হাতটা। তুই তো হাত দেখতে জানিস? এবার আমি পাশ করতে পারবো কি না।

অনুকূল লজ্জিত হয়ে বলল—না ভাই, হাত দেখতে আমি মোটেই জানিনে।

বন্ধু ছাড়ল না।

না তোকে দেখতেই হবে। সকলে বলে তুই হাত দেখতে জানিস, দেখ না! এমন করিস কেন? বড়ো চিন্তা হচ্ছে—পাশ করতে পারবো কি না।

অনুকূল বহুবার বারণ করা সত্ত্বেও যখন বন্ধু বিশ্বাস করতে চাইল না তখন সে হাত দেখতে লাগল। পাকা হস্তরেখাবিদের মত অনেকক্ষণ হাতটা নেড়ে-চেড়ে দেখে বলল—না, না, তোর কোন ভয়ই নেই। পাশ তুই করবিই সেটা নিঃসন্দেহ! কেউ তোকে আটকাতে পারবে না।

ঠিক বলছিস?

ঠিক। দেখিস তুই। আমার কথা ঠিক হয় কি না। প্রথম বন্ধু হাত টেনে নিলে দ্বিতীয় বন্ধু অনুকূলের দিকে হাত বাড়াল। অনুকূল সেই দিকে নজর দিতে যাবে এমন সময় একজন বলল—এই ছাখ, আমাদের মেডিসিনের প্রফেসার ডাঃ মিত্র এইখান দিয়ে গেলেন। আমাদের দিকে লক্ষ্য করছিলেন।

তাতে কি হয়েছে? তুই ছাখ রে! কিছু হবে না। উনি রোজই এ পথে যান। আমাদের তিনি রোজই দেখেন।

অনুকূলের মনটা তবুও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সে তাকিয়ে দেখল ডাঃ শশিভূষণ মিত্র এই পথে কোথায় গেলেন। অনুকূলের এই প্রফেসারের সঙ্গে আলাপ আছে। খুব সজ্জন লোক।

বন্ধুর তাগাদায় সে আর বেশীক্ষণ সেদিকে নজর দিতে পারল না। তার নজর দিতে হলো বন্ধুর হাতের দিকে। অনুকূল এই বন্ধুকেও তেমন উৎসাহ দিয়ে হাত দেখা শেষ করল। এমনি করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধুদের সাথে বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। অনুকূল সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল—না ভাই, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, আর বসবো না। ঘরে যেতেই হবে। রোগীপত্র আছে। তারা আবার আমার জন্যে অপেক্ষায় থাকবে। চলি। বন্ধুরা আপত্তি করা সত্ত্বেও সে আর দাঁড়াল না। দ্রুতপদে চলে এলো। তার যে কথা দেওয়া আছে সেখানে উপস্থিত না থাকলেই নয়।

তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। দিন কয়েক পরে সেদিন ক্লাশ থেকে বেরিয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে অনুকূল কোথায় যাচ্ছিল, এক প্রফেসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই থমকে দাঁড়াল।

প্রফেসার তাকেই উদ্দেশ্য করে বললেন—তোমার রেজাল্ট মোটামুটি ভালই হয়েছে অনুকূল। আর একটু খেটে পড়াশুনো করলে আরও ভাল রেজাল্ট করতে পারতে।

অনুকূল জানাল—কি করে করবো স্যার? বই-ই নেই। বই থাকলে আরও ভাল রেজাল্ট করতে পারতাম।

বই কেন না কেন?

বাড়ীতে মাকে জানালাম—বই কেনার টাকার কথা, বলল অনুকূল, পাড়ার লোকে কে মাকে বুঝিয়েছে যে বইয়ের দাম অতো হতেই পারে না। মা জানালেন আমি নাকি বই কেনার নাম করে তাঁকে ফাঁকি দিয়ে টাকা নেবার মতলব করেছি।

প্রফেসার-মহাশয় ছাত্রের কথা শুনে হাসলেন। তারপর নিজের কাজে চলে গেলেন।

অনুকূলও দাঁড়াল না। তাকে আবার ডিসেকশন ক্লাশে যেতে হবে। ডিসেকশন ক্লাশ বহু দূর। মুরারীপুকুরে। সেখানে যেতে বহু সময় লাগবে। তার পকেটে পয়সা ছিল না—সে হেঁটেই চলল সেদিকে। ডিসেকশন ক্লাশ শেষ করে সেদিন অনুকূলের বাসায় ফিরতে দেরী হয়ে গেল বেশ। শহরে আলো জ্বলে উঠেছে। অগণিত যানবাহন ও লোকজন এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। বাসায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌঁছেই লক্ষ্য করল বাল্যবন্ধু অনন্ত এসে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। অনুকূল তাকে দেখেই উল্লসিত হয়ে বলল—কখন এলি রে ?

অনেকক্ষণ। দেরী দেখে ভাবলুম তুমি নিশ্চয়ই ডিসেকশন ক্লাশে গেছ।

অনুকূল বন্ধুর কথায় সায় দিয়ে বলল—ঠিকই। এইমাত্র সেখান থেকে ফিরছি।

গুদামের বাইরে যে খাটিয়ার উপর বসে অনন্ত অপেক্ষা করছিল অনুকূল তার পাশেই এসে বসল। প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। অনুকূল নিজের জামাটা খুলে নিজেকে হাওয়া করতে-করতে বলল—ভাবতেই পারিনি যে তুই এখন আসবি।

অনন্ত বলল—না এসেই বা কি করি। কলকাতায় এসেছি একটা কাজের সন্ধানে। তা, তোমার তো কোন খোঁজ-খবরই নেই। মাসিমার কাছে জানলাম বিশেষ কোন চিঠিপত্রই দাও না বাড়ীতে। কেমন আছ ? পড়াশুনো কেমন হচ্ছে ?

অনুকূল জানাল—হচ্ছে কোন রকম। বইপত্র তেমন নেই। সবই চেয়ে-চিন্তে পড়তে হচ্ছে। থাক এ-সব কথা। কবে এলি তুই ? মা'র সংবাদ বল।

অনন্ত দেশের সংবাদ সব বন্ধুকে বলল। তারপর কিছুক্ষণ বিভিন্ন প্রকারের আলাপ-আলোচনা করে বলল—এখন আমি যাই। আমি আবার আসবো। শিয়ালদহ 'হোয়াইট হল ফার্ম্মেসী'তে আমার একটা চাকরী হবার কথা আছে। দেখি কি হয়। যদি হয়ে যায়—আমার ইচ্ছে আছে তোমার অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা করবো। এখানে থেকে কি পড়াশুনো হয় ? শরীরের অবস্থা যে দেখছি বারটা বেজে গেছে।

অনুকূল বন্ধুর কথায় হাসল। এবং কোন জবাব দিল না। অনন্ত চলে গেল। অনুকূল মনে-মনে ভাবতে লাগল সত্যি এখানে থেকে আর তেমন পড়াশুনো হচ্ছে না। শরীর খুবই খারাপ হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়েছে। গুদামে নানা প্রকার গোলমাল—অসুবিধা নিয়ত লেগেই আছে। এইসব চিন্তা করতে গিয়ে তার বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। কুলিরা এতক্ষণে অবসর পেয়ে ঘরে বিশ্রাম করতে এসে গেছে। খৈনি খেতে-খেতে নানা প্রকার গল্পগুজব ও হৈ-হুল্লোড় করে বেশ জমিয়ে তুলেছে। একদল করতাল ও ঢোল নিয়ে রাম নামের বন্দনা গাইবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অতি সত্বরই 'রামা হো' 'রামা হো' সুর সপ্তমে তুলে দেবে। অনুকূল আর বসল না। আহারের কথা চিন্তা করে উঠে পড়ল। হোটেলে যেতে বিলম্ব হলে আবার কিছুই পাওয়া যাবে না। হাত-মুখ ভাল করে ধুয়ে খেতে চলে গেল। তারপর অনেক রাত পর্য্যন্ত পড়াশুনো করে কুলিদের পাশেই শুয়ে পড়ল।

এরপর বেশ কিছু দিন কেটে গেছে।

ভাদ্রের গরম অসহ্য হয়ে উঠেছে। কাজকর্ম্ম করতে ভাল লাগে না। শরীর অবশ হয়ে আসে। ঘামে সমস্ত জামাকাপড় ভিজে যায়। ঘরে বসে থাকতেও প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। হাতপাখা ব্যবহার করতে গিয়ে হাতও অবশ হয়ে আসে—এমনি সময় শহরের লোকদের 'কোথায় যাই' 'কোথায় যাই' বলে মনটা বিকেলের দিকে কেমন উড়ো-উড়ো হয়ে ওঠে। বিশেষ করে অনুকূলের মত জীবন যাদের তাদেরই কষ্ট হয় সবচেয়ে বেশী। অনুকূল কলেজ থেকে ফিরে এসে গঙ্গার দিকে চলে গেল আজ। রোগীপত্র আজ বিশেষ তেমন কিছু ছিল না। এত বড় শহরে অনুকূলের গঙ্গার তীরই হলো একমাত্র স্থান যেখানে গেলে তার মনটা প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। তার বন্ধু-বান্ধবেরা থিয়েটার, আমোদ-প্রমোদ, হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট আরও কত কি সম্বন্ধে গল্প করে আনন্দ করে—অনুকূল দীর্ঘকাল এই শহরে থেকেও এর কোনটার সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই।

বন্ধুরা হেসে বলে—সাধু মানুষ।

আবার কেউ-কেউ বলে—জীবনে এ-সব যদি কিছু না করলি তাহলে করলি কি রে? তুই যে নিতান্ত সেকেলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুকূল এ কথার কোন জবাব দেয় না। গঙ্গার ঘাটে মাঝে-মাঝে ঘুরে বেড়ায়। ক্বচিৎ কোন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে গল্প করে। কিন্তু তাদের ব্যবহার ও আলাপ-আলোচনা তার তেমন ভাল লাগে না। কিছুক্ষণ পরেই তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বন্ধুরা তাকে টেনে ধরে রাখে। অনুকূল অনুযোগ করে বলে—না ভাই, তোদের মত গঙ্গার ঘাটে এসে মেয়েদের স্নান করতে দেখে তাদের দিকে তাকিয়ে নোংরা ভাষা প্রয়োগ করে আনন্দ উপভোগ করা আমার ধাতেও নেই—ভালও বাসিনে। ছেড়ে দে। নইলে তোদের স্বভাব পরিবর্ত্তন কর।

বন্ধুরা উত্তর করে—নে, নে, ছেড়ে দে, পাকামো আর করতে হবে না। এ যেন কলির যুধিষ্ঠির। তোর মত আমরা অকালে বুড়ো হয়ে যাইনি।

অনুকূল একটু রূঢ় স্বরে উত্তর করে—বুড়ো হবার কি আছে রে। তোদের ঘরে কি মা-বোন নেই। তাঁদের যেমন সম্মান দিস এঁদেরও তেমনি সম্মান দিতে পারিসনে?

বন্ধুরা এ যুক্তিতে আর কোন কথা বলে না। কিন্তু মনে-মনে বোধহয় অনুকূলের উপর চটে যায়। অনুকূল তাদের ছেড়ে চলে এলে বলে—দাঁড়াও, তোমার ভণ্ডামি ভেঙ্গে দেব।

অনুকূল আজ একাকীই এই গঙ্গার ঘাটে বেড়াচ্ছিল। এই স্থানটি শহরের জন-কলরব থেকে একটু দূরে। বেশ শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশ। শুধু দুই-একজন শান্তিপ্রিয় লোক এইখানে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির শান্তভাব উপভোগ করছিল। অনুকূল ঘুরতে-ঘুরতে একটা গাছের নীচে এসে দাঁড়াল। এই স্থানটি তার খুবই ভাল লাগে। বহু-কিছু এখান থেকে দেখা যায়। গঙ্গার অদূরে দুই-একটা মালবাহী জাহাজ নোঙ্গর করে দাঁড়িয়ে আছে। ওপারের কুল ঘেসে দুই-একটা জেলে ডিঙ্গি উজান বেয়ে চলেছে। সূর্য্য তখন অস্ত যেয়েও যায়নি। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের চূড়ায় গিয়ে কেন জানি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছিল। আর তারই সোনালী আভায় আকাশ-মর্ত্ত্য রঙ্গীন হয়ে উঠেছে। বাতাস বইছে মৃদু-মন্দভাবে। ঐ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে তাকিয়ে কি যেন একটা ভাব এসে গেল তার। মনে পড়ে গেল সেদিনকার কথা। নগেন চৌধুরী ও অন্যান্য আরও তিন-চারজন বন্ধু মিলে গিয়েছিল ঐ মন্দিরে বেড়াতে। অনুকূলের ক্ষুধা পেয়েছিল তখন খুবই। অনুকূল মন্দিরে গিয়ে মাকে জানাল—মা বড্ড খিদে পেয়েছে, খেতে দিবি? মা কোন জবাব দিলেন না। অনুকূল ক্ষুধায় ক্লান্ত হয়ে পঞ্চবটীতে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তন্দ্রার ঘোরে সে দেখতে পেল—মা তাঁর কাল চুল এলিয়ে হাসি-হাসি মুখে একটা থালায় কিছু সন্দেশ ও এক গেলাস জল এনে বলছেন—এই নে খা। খিদে পেয়েছে বলছিলি।

অনুকূল অভিমান করে বলল—তখন চাইলাম দিলিনে, এখন আমি চাইনে।

মা বললেন—অতো লোকের সামনে কি তোকে খেতে দিতে পারি রে? এই নে, এখন খেয়ে নে। গেলাসের জলটা কেমন টলটল করে উঠল। মার দিকে তাকিয়ে অনুকূলের অভিমান ভেঙ্গে গেল। খেয়ে নিল। এমন সুমিষ্ট সন্দেশ বুঝি সে আর জীবনে খায়নি। খাওয়াও শেষ হয়ে গেল অনুকূলেরও ঘুমও ভেঙ্গে গেল। স্বপ্নটা যেন তার কাছে মধুর বলে মনে হতে লাগল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য—কিছুক্ষণ পর বোধ করল তার আর কোন ক্ষুধা নেই। পেটটা যেন ভরে আছে। ঝির-ঝিরে হাওয়ায় তার শরীরটা সতেজ হয়ে উঠেছে। সারাটি দিন ঘুরল কিন্তু কোন প্রকার ক্লান্তি বোধ করল না।

অনুকূল কাউকে এ গল্পটা জানাল না। আজ মন্দিরের চূড়ার দিকে তাকিয়ে বার-বার সেই শ্যামা মায়েরই কথা মনে পড়তে লাগল। এবং এই ঘটনাটা নিয়েই বোধহয় মনের মধ্যে বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে কি চিন্তা করতে যাচ্ছিল এমন সময় দুই-তিনজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধু এসে তার চিন্তাধারায় বাধা দিল। অনুকূল তাকিয়ে দেখল তার সেই পূর্ব্বেকার বন্ধুরা। যারা গঙ্গার ঘাটে বহু উদ্দেশ্যে বেড়াতে আসে। অনুকূল কিছু বলল না। বন্ধুরা তাকে অনেক কথা শুধাল। সন্ধ্যা হয়ে এলে একজন বলল—চল না ভাই, বাড়ী ভাড়াটা আদায় করে নিয়ে আসি। অনেক দিন যেতে পারিনি।

অনুকূল জিজ্ঞেস করল—কোথায় রে ?

এই গ্রে ষ্ট্রীটেই—শোভাবাজারের মোড়ে।

অনুকূল খানিকক্ষণ কি চিন্তা করল, তারপর বলল, চল যাই, আমারও তো ফেরবার সময় হয়ে গেছে। ওখান থেকে না হয় আমি বাসায় ফিরে যাবো।

অলি-গলির পথ। অনুকূল এ পথে কোনদিন আসেনি। অনেকটা পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত হয়ে বলল—কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস রে। অনেক দূর এসে গেলাম যে।

বন্ধুরা জানাল—এই তো এসে গেছি। চল না বাবা। আমরা তো আর বাঘ নই যে তোকে খেয়ে ফেলবো।

অনুকূল এর পর আর কোন কথা বলল না। ধীরে-ধীরে তাদের অনুসরণ করতে লাগল। কিন্তু মনে যেন কেমন একটা সন্দেহ জেগে উঠতে লাগল। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বন্ধুরা একটা বাড়ীর সম্মুখে দাড়িয়ে বলল—চল যাই ভিতরে। এক্ষুণি চলে আসবো। অনুকূল তাদের অনুসরণ করল। কিন্তু বাড়ীর কিছুটা ভিতরে প্রবেশ করেই বলল—না ভাই, আমি আর যাবো না। তোরা যা।

এক বন্ধু তার হাত ধরে টেনে বলল—চল না, ভয় কি রে ? টাকাটা নিয়েই চলে আসবো।

কিন্তু অনুকূলের মন কোনমতেই উপরের তলায় যেতে রাজী হলো না।

না ভাই, তোরা যা, আমি নীচে অপেক্ষা করছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু বন্ধুরা তাকে ছাড়তে চাইল না। হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। অনুকূলও দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানাতে লাগল। বন্ধুরাও নাছোড়বান্দা। উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ খুবই জেদাজেদি চলতে লাগল। অনুকূল বুঝাতে পারল বন্ধুদের অভিসন্ধির কথা। সে উপায় না বুঝে ছুটে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু বন্ধুরা এসে তাকে এমনভাবে চেপে ধরল যে আর তার পালাবার উপায় রইল না। অনুকূল নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে খুবই ছটফট করতে লাগল।

একজন বলল—ধর তো। ওকে তুলে উপরে নিয়ে যাই।

বন্ধুরা তাই করল। সকলে ধরাধরি করে তাকে কাঁধের উপর ফেলে উপরে নিয়ে যেতে লাগল। অনুকূল অসহায়ের মত চীৎকার করে বলতে লাগল—ভাই, তোরা আমায় কোথায় নিয়ে এলি? তোদের দুটো পায়ে পড়ি। আমায় ছেড়ে দে ভাই।

কিন্তু কে শোনে তার ক্রন্দন!

ততক্ষণ তারা তাকে বাড়ীর উপরের বারান্দায় নিয়ে এসে ছেড়ে দিয়েছে। অনুকূল কি করবে ভেবে পেল না। উঠেই সম্মুখের সিঁড়ি বেয়ে দর-দর করে নেবে যেতে লাগল। কিন্তু বন্ধুরা লক্ষ্য করল তাদের এতক্ষণের পরিশ্রম সব পণ্ড হতে চলেছে। একজন ছুটে গিয়ে তাকে পুনরায় চেপে ধরল। আর-একজন গিয়ে তাকে সাহায্য করল। এবং দু'জনে মিলে তার ছিপছিপে দেহখানা অতি সহজে তুলে নিয়ে এসে একটি ঘরের মেঝেতে ধপাস করে ফেলে দিল। যারা ঘরে ইতিমধ্যে অপেক্ষা করছিল তারা এদের অবস্থা দেখে খিল্-খিল্ করে হেসে উঠল। অনুকূল তাকিয়ে দেখল দুই-চারজন যুবতী নারী অর্দ্ধ নগ্নাবস্থায় ঘরে বসে কৌতুক করছে। অনুকূল তাদের দেখেই হতভম্ব হয়ে গেল।

এরা কে রে?

একজন রমণী উঠে অশ্লীল রসিকতা করে তাকে প্রিয় সম্ভা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষণ জানাতে এলো। তার ব্যবহার দেখে অনুকূলের শিরায়-উপশিরায় ক্ষোভে, অপমানে তপ্ত রক্ত যেন বয়ে যেতে লাগল। তার বুকের মধ্যে এমনই ভাব হতে লাগল যে সে আর কিছু দিশা না পেয়ে আকুল কণ্ঠে চারদিক কম্পিত করে 'মা' 'মা' বলে সম্বোধন করে উঠল।

মা, তোদের সন্তানের অপমান হবে, সন্তানের অনিষ্ট হবে, সন্তান বিধ্বস্ত হবে আর তোরা মায়ের জাত হয়ে, মা হয়ে তাই নীরবে সইবি ?

বারবিলাসিনীরা যুবকের কথা শুনে সহসা স্তম্ভিতা হয়ে গেল। এমন কথা তো কোনদিন কোন পুরুষের কাছ থেকে আজও পর্য্যন্ত শোনেনি। তাদের বন্ধ্যা জীবনের প্রচ্ছন্ন বেদনার তন্ত্রীতে অনুকূলের কথাগুলি এমন করে আঘাত করল যে লজ্জায়-ঘৃণায় তাদের সমস্ত দেহখানা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ছিঃ ছিঃ করে উঠল তাদের অন্তর। বদ্ধ ঘরে অনুকূলের আর্ত্তনাদ চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে তাদের কানগুলিকে ঝালাপালা করে দিয়ে গেল। তারা সহ্য করতে পারল না। কানে দুটো আঙ্গুল চাপা দিয়ে অন্য ঘরে ছুটে পালাল। অনুকূল বোধহয় উত্তেজনায় অসাড় হয়ে পড়েছিল। প্রায় বাহ্য-জ্ঞান ছিল না। কিছুক্ষণ পর সুস্থ হলে শুনতে পেল একজন বর্ষীয়সী বেশ্যা রমণী অন্য সব বন্ধুদের তিরস্কার করে বের করে দিচ্ছে। অনুকূলও এই পরিবেশ ত্যাগ করবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। বেশ্যা রমণীটি নিকটে এসে করুণ কণ্ঠে বলল—না বাবা; তুমি বসো। বিছানায় বসবে চল। বড় ক্লান্ত হয়েছো।

অনুকূলের সহসা মনে পড়ে গেল তার মায়ের মুখখানা। পদ্মার ধারে নির্জ্জন পল্লীতে ক্ষুদ্র কুটিরে নিরাভরণা একটি নারী।

অনুকূল বলল—না মা, বিছানায় বসে আমার ভাল লাগবে না।

বেশ্যা রমণীটি কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে রইল। তারপর কি মনে ভেবে বলল—যদি না-ই বস তবে একটু অপেক্ষা করবে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর খুবই মিনতির সুরে বলল—যেও না কিন্তু বাবা। এক্ষুণি ফিরে আসছি।

অনুকূল তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। মিনিট পাঁচেক পরে রমণীটি এক গ্লাস সরবৎ ও কিছু খাবার হাতে করে নিয়ে এসে অনুকূলের সম্মুখে রেখে বলল—আমার এ অনুরোধটা তোমায় রাখতে হবেই বাবা। তোমায় খেতে হবেই। তোমার কোন আপত্তি শুনবো না।

অনুকূল কোনমতেই রমণীর অনুরোধ রক্ষা করতে রাজী হলো না। বেশ্যাটি কাঁদতে লাগল। কিন্তু অনুকূলের অন্তর তার জন্যে এতটুকু সিক্ত হলো না, যে-যুবক লোকের দুঃখে, ব্যথায় কাতর হয়ে স্থির থাকতে পারে না—সে আজ কিসের জন্য যে এত কঠোর ভাব ধারণ করল তা কেউ বুঝতে পারল না। যে-নারীর মুহূর্ত্তের ইঙ্গিতে শত-শত পুরুষের জীবন একদিন ধন্য হয়ে ওঠে—সেই নারীর কান্না এমন করে সামান্য একজন যুবকের পদতলে ব্যর্থতায় বার-বার ফিরে আসবে—সেই বেশ্যা রমণীটিও তা জীবনে কল্পনা করতে পারেনি। রমণীটি সর্ব্বশেষে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে বলল—তাহলে কিছুই মুখে দেবে না বাবা!

অনুকূল যেমন স্থির ছিল তেমনি অটল থেকে দৃঢ়ঃস্বরে বলল—এতটুকুও না।

বেশ্যাটি ব্যর্থ হয়ে চুপ করে বসে রইল। আর কিছুই বলবার সাহস পেল না। কিছুক্ষণ কেটে গেলে অনুকূল বলল—মা, তবে আমি যাই?

অনুকূলের কণ্ঠস্বরটা এমনই মায়ায় ভরা, এমনই স্নিগ্ধ যে তার মা ডাকটি বেশ্যার অন্তরটা সিক্ত করে দিয়ে গেল। সে ছল-ছল নেত্রে জানাল—কি আর বলবো বাবা। যদি চলেই যাবে, একবারটি এসো।

অনুকূল উঠে দাঁড়িয়েছিল। মুখ ফিরিয়ে তাকে বলল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা, তুই যদি সত্যি-সত্যি আমায় পেটে ধরতিস তবে কি একবারও এই প্রেতপুরীতে আসতে তোর ছেলেকে বলতে পারতিস ?

কথাগুলি বেশ্যার অন্তরে কঠিন চাবুকের মত গিয়ে আঘাত করল। বেশ্যাটি এইবার নিজেকে আর দমন করতে পারল না। হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলল। মনে হলো বার-বার তার এই পরাজয়ের কঠোর গ্লানি তাকে যেন ছিন্নভিন্ন করে ফেলে দিল। অনুকূল চলে যাচ্ছিল। সে ছুটে গিয়ে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল—তুমি আমায় ক্ষমা করো বাবা। সত্যি আমার অন্যায় হয়েছে।

অনুকূল বাধা পেয়ে একটু দাঁড়াল।

বেশ্যাটি কাঁদতে লাগল। তারপর কাঁদতে-কাঁদতে জীবনের যত সব কুৎসিত ঘটনা ব্যক্ত করে উদ্গার করে ফেলতে লাগল। এতটুকু দ্বিধাবোধ করল না। কোন সঙ্কোচই আজ তার মুখখানাকে চেপে রাখতে পারল না। মনে হলো তার অন্তরের বহু দিনের অবরুদ্ধ দুয়ার কোন কঠিন করাঘাতে অর্গল-মুক্ত হয়ে গেছে এবং তারই পথে ছিটকে আসা আলোর স্পর্শে সে উত্তেজিত হয়ে অনর্গল নিজের জীবনকাহিনী বলে যেতে সুরু করে দিয়েছে। উত্তেজনা এমনই প্রবল হয়ে উঠেছে যে সে মাথা ঠুকে রক্ত বের করে ফেলে দিল। কিন্তু যার পদতলে এই অবলুণ্ঠিতা নারী বিলাপ করে চলেছে তার দিকে তাকিয়ে মনে হলো সে যেমনই ধীর তেমনই অচঞ্চল। তার হৃদয়ে এজন্য এতটুকু অনুকম্পা জাগেনি। যেন নির্মম সে নিষ্ঠুর। একটু সহানুভূতির কথাও তার মুখ দিয়ে বের হলো না। রমণীর আর্ত্তনাদ শেষ হলে সে শুধু তাকে মধুর মাতৃ-সম্ভাষণে বিদায় নিয়ে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে এল।

পথ বেশী দূরের নয়। তবুও যেন তার চলতে খুবই ক্লান্ত বোধ হতে লাগল। মাথাটা অকারণে ঝিম-ঝিম করতে লাগল। মনটাও বিষিয়ে উঠতে লাগল সঙ্গে-সঙ্গে।

রাত আটটা বেজে গেছে। অনুকূল ঘরে চলে এলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর খুবই মিনতির সুরে বলল—যেও না কিন্তু বাবা। এক্ষুণি ফিরে আসছি।

অনুকূল তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। মিনিট পাঁচেক পরে রমণীটি এক গ্লাস সরবৎ ও কিছু খাবার হাতে করে নিয়ে এসে অনুকূলের সম্মুখে রেখে বলল—আমার এ অনুরোধটা তোমায় রাখতে হবেই বাবা। তোমায় খেতে হবেই। তোমার কোন আপত্তি শুনবো না।

অনুকূল কোনমতেই রমণীর অনুরোধ রক্ষা করতে রাজী হলো না। বেশ্যাটি কাঁদতে লাগল। কিন্তু অনুকূলের অন্তর তার জন্যে এতটুকু সিক্ত হলো না, যে-যুবক লোকের দুঃখে, ব্যথায় কাতর হয়ে স্থির থাকতে পারে না—সে আজ কিসের জন্য যে এত কঠোর ভাব ধারণ করল তা কেউ বুঝতে পারল না। যে-নারীর মুহূর্ত্তের ইঙ্গিতে শত-শত পুরুষের জীবন একদিন ধন্য হয়ে ওঠে—সেই নারীর কান্না এমন করে সামান্য একজন যুবকের পদতলে ব্যর্থতায় বার-বার ফিরে আসবে—সেই বেশ্যা রমণীটিও তা জীবনে কল্পনা করতে পারেনি। রমণীটি সর্ব্বশেষে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে বলল—তাহলে কিছুই মুখে দেবে না বাবা!

অনুকূল যেমন স্থির ছিল তেমনি অটল থেকে দৃঢ়ঃস্বরে বলল—এতটুকুও না।

বেশ্যাটি ব্যর্থ হয়ে চুপ করে বসে রইল। আর কিছুই বলবার সাহস পেল না। কিছুক্ষণ কেটে গেলে অনুকূল বলল—মা, তবে আমি যাই?

অনুকূলের কণ্ঠস্বরটা এমনই মায়ায় ভরা, এমনই স্নিগ্ধ যে তার মা ডাকটি বেশ্যার অন্তরটা সিক্ত করে দিয়ে গেল। সে ছল-ছল নেত্রে জানাল—কি আর বলবো বাবা। যদি চলেই যাবে, একবারটি এসো।

অনুকূল উঠে দাঁড়িয়েছিল। মুখ ফিরিয়ে তাকে বলল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা, তুই যদি সত্যি-সত্যি আমায় পেটে ধরতিস তবে কি একবারও এই প্রেতপুরীতে আসতে তোর ছেলেকে বলতে পারতিস ?

কথাগুলি বেশ্যার অন্তরে কঠিন চাবুকের মত গিয়ে আঘাত করল। বেশ্যাটি এইবার নিজেকে আর দমন করতে পারল না। হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলল। মনে হলো বার-বার তার এই পরাজয়ের কঠোর গ্লানি তাকে যেন ছিন্নভিন্ন করে ফেলে দিল। অনুকূল চলে যাচ্ছিল। সে ছুটে গিয়ে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল—তুমি আমায় ক্ষমা করো বাবা। সত্যি আমার অন্যায় হয়েছে।

অনুকূল বাধা পেয়ে একটু দাঁড়াল।

বেশ্যাটি কাঁদতে লাগল। তারপর কাঁদতে-কাঁদতে জীবনের যত সব কুৎসিত ঘটনা ব্যক্ত করে উদ্গার করে ফেলতে লাগল। এতটুকু দ্বিধাবোধ করল না। কোন সঙ্কোচই আজ তার মুখখানাকে চেপে রাখতে পারল না। মনে হলো তার অন্তরের বহু দিনের অবরুদ্ধ দুয়ার কোন কঠিন করাঘাতে অর্গল-মুক্ত হয়ে গেছে এবং তারই পথে ছিটকে আসা আলোর স্পর্শে সে উত্তেজিত হয়ে অনর্গল নিজের জীবনকাহিনী বলে যেতে সুরু করে দিয়েছে। উত্তেজনা এমনই প্রবল হয়ে উঠেছে যে সে মাথা ঠুকে রক্ত বের করে ফেলে দিল। কিন্তু যার পদতলে এই অবলুণ্ঠিতা নারী বিলাপ করে চলেছে তার দিকে তাকিয়ে মনে হলো সে যেমনই ধীর তেমনই অচঞ্চল। তার হৃদয়ে এজন্য এতটুকু অনুকম্পা জাগেনি। যেন নির্মম সে নিষ্ঠুর। একটু সহানুভূতির কথাও তার মুখ দিয়ে বের হলো না। রমণীর আর্ত্তনাদ শেষ হলে সে শুধু তাকে মধুর মাতৃ-সম্ভাষণে বিদায় নিয়ে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে এল।

পথ বেশী দূরের নয়। তবুও যেন তার চলতে খুবই ক্লান্ত বোধ হতে লাগল। মাথাটা অকারণে ঝিম-ঝিম করতে লাগল। মনটাও বিষিয়ে উঠতে লাগল সঙ্গে-সঙ্গে।

রাত আটটা বেজে গেছে। অনুকূল ঘরে চলে এলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুদামে ফিরে এসে দেখে কুলিরা তখনও সকলে ফিরে আসেনি। বেশ যেন একটু শান্ত পরিবেশ। শহরের বহু-কিছু এই গুদামে প্রবেশ করে না। অনুকূল গামছাখানা হাতে নিয়ে এই জামাকাপড়েই কলে গিয়ে স্নান করে নিল। কিছুক্ষণ পর সে একটু ভাল বোধ করতে লাগল।

আহারাদির পর বই নিয়ে বসল। কিন্তু পড়ায় মন বসল না। বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম তার সহসা এলো না। ঘুরে-ফিরে শুধু আজকের ঘটনাগুলিই মনে পড়তে লাগল। আর সেই সঙ্গে বার-বার মনে পড়তে লাগল তার মার কথাটি। কতোদিন হলো বাড়ীর কোন সংবাদ পায়নি। মা, বাবা, কর্ত্তামা কে কেমন আছেন কিছুই জানে না। মার টাকা পাঠাবার কথা ছিল—আজও পাঠালেন না কেন। অনন্তও এলো না আজ কয়েক-দিন হলো। তার চাকুরীর কি হলো? হলো, না তারা বারণ করে দিল, কিছুই জানা গেল না। ইত্যাদি চিন্তায় তার মনটা ভরপুর হয়ে রইল। তার ঘুম এলো না এইসব চিন্তা করতে গিয়ে। ঘড়িতে অনেক বেজে গেল। তারপর কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল নিজেও টের পেল না।

ভোরে ঘুম ভেঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠতেই লক্ষ্য করল কয়েক-জন রোগী অনেকক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষা করছে। অনুকূল যথা-সত্বর প্রাতঃক্রিয়াদি শেষ করে রোগী দেখতে বসল। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি বলে শরীরটা তার কেমন অবসাদগ্রস্ত বলে মনে হলো। কিন্তু সে রোগী দেখতে কোন ত্রুটি করল না। একে-একে সকলকে সে ওষুধ দিল। তারা বিদায় নিয়ে চলে গেল। অনুকূল ফাঁকা মনটা নিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর উঠে গিয়ে এক পয়সা দিয়ে একটা 'হিতবাদী' পত্রিকা কিনে নিয়ে এসে পাঠ করতে লাগল।

খবরের কাগজে ছোট্ট-ছোট্ট খবর। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলোনের জের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখনও শেষ হয়নি। চরমপন্থী-দল কংগ্রেস ত্যাগ করে স্বতন্ত্রভাবে আন্দোলন চালাচ্ছেন। বিপিন পালের বক্তৃতা যেখানে-সেখানে কম্পিত হয়ে উঠেছে। আইরিশ সন্ন্যাসিনী ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দকে গোপনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করছেন তারও টুকটাক খবর। তারপর খবর হলো—সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের ভারত-পরিক্রমা। কিছুদিন যাবত ভারতে তার প্রস্তুতির সংবাদ খবরের কাগজে-কাগজে প্রকাশিত হচ্ছিল। অনুকূল সব খবরগুলো পাঠ করে উঠে পড়ল। কলেজে যাবার যদিও বিলম্ব ছিল—তবুও সে প্রস্তুতির জন্য উঠে পড়ল।

চার-পাঁচ দিন কেটে গেছে। অনুকূল সেদিন কলেজ থেকে খুবই সত্বর বাসায় কিরে এলো। তার ডিসেকশন ক্লাশ ছিল না। মনে-মনে ভাবল, ঘরে তার যে কয়েকটা ছোট-ছোট কাজ আছে, কয়েক দিন নানা কারণে করা হয়ে ওঠেনি—আজ তা সমাপ্ত করে ফেলবে। কাজ ফেলে রাখতে তার মোটেই ভাল লাগে না। মনে কেমন অস্বস্তি বোধ হতে থাকে। তাই সে রাস্তায় কোথায়ও অপেক্ষা করল না। বাসায় পৌঁছে দেখে অনন্ত তার জন্য অপেক্ষা করছে। অনুকূল তাকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

কি রে কখন এলি ?

সে অনেকক্ষণ। আজ বুঝি ডিসেকশন ক্লাশে যাওনি, বড্ড তাড়াতাড়ি এলে যে।

অনুকূল জানাল আজ তার তাড়াতাড়িই ছুটি হয়েছে।

কেমন আছিস, খবর কি তোর বল ?

অনন্ত জানাল খবর মোটামুটি সবই ভাল। হোয়াইট হল ফার্ম্মেসীতে তার চাকুরী হয়েছে। সেই কারণে সে আসতে পারেনি।

অনুকূল বলল—আমিও এই কথা মনে-মনে চিন্তা করছিলাম। চাকুরী হয়েছে তাই ফাঁক পাচ্ছিসনে আসতে।

অনন্ত বলল—তোমার মেসে যাবার কি হলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার টাকা পাইনি। টাকা পেলেই একটা বন্দোবস্ত করে নেব। এখানে আর পড়াশুনো হচ্ছে না। চারদিকে গণ্ডগোল, হৈ-হুল্লোড়। এ বৎসরটা ভাল করে না পড়লে আর পাশ করা যাবে না।

অনন্ত আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে বিদায় নিল। অনুকূলও তার কাজে মন দিল।

রাত্রিতে অনুকূল হোটেল থেকে ফিরে এলে একজন কুলি জিজ্ঞেস করল—আপনি নাকি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন বাবু।

কেন রে ?

আপনার বন্ধু বলছিল আপনি আর এখানে থাকবেন না ঠিক করেছেন। মেসে চলে যাবেন ?

অনুকূল মাথা নেড়ে সায় দিল। তারপর বলল—তাহলেও তোদের ছাড়বো না। এখানে পড়াশুনোয় একটু অসুবিধে হচ্ছে কি না। জানিস তো সবই। এই বৎসরই আমার শেষ। পাশ করতে পারলে, ডাক্তার হবো। সেই দিকে লক্ষ্য করেই আমাকে মেসে যেতে হচ্ছে।

কুলিটা আর কোন কথা বলল না। কি যেন সে মনে-মনে ভেবে নিল। শিয়ালদহ থেকে এখানে আসা পর্য্যন্ত এই কুলিটা বহুভাবে তাকে সাহায্য করেছে। আজ তাদের ডাক্তারবাবুর চলে যাওয়ার কথা শুনে তার মনটা কেমন হয়ে গেল। অনুকূল তার মনের অবস্থা বুঝতে পারল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—আমি তো তোদের একেবারে ছেড়ে যাচ্ছিনে। যেখানে থাকবো দরকার হলেই সেখানে যাবি। ভাবনা কি ?

কুলিটা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শুতে গেল।

উনিশ শো এগার সাল। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি এসে গেল। মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের 'করোনেশন' এবং তাঁর ভারত-পরিক্রমা উপলক্ষে সারা ভারতবর্ষে উৎসবের ঢেউ বয়ে যেতে লাগল। সম্রাট দিল্লীতে আগমন করেছেন। অনুকূল সংবাদ পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি কলকাতায় আগমন করবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ সম্রাটের সম্মানার্থে—শহরে-শহরে উৎসবের আয়োজন করেছেন। শহর আলোক-মালায় সুসজ্জিত হয়ে উঠল। স্কুল-কলেজ, কাছারি, আপিস সব এই উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা করে দিল। অনুকূলের খুবই আনন্দ হলো। সম্রাটকে দেখবার তার একান্ত ইচ্ছে। রাজপুরুষ দর্শনে নাকি পুণ্য হয়, তা ছাড়া ভাগ্যেরও প্রয়োজন। প্রজা-হিসাবে রাজদর্শনও কর্ত্তব্য। সেদিন হাজার-হাজার মাইল দূর থেকে আগত ভারত সম্রাটকে দর্শন করবার জন্যে অনুকূল কলেজ ষ্ট্রীট ও বৌবাজারের মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিরাট্ জনসমুদ্র রাস্তার দুই পাশে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখবার উপায় নেই। শুধু লোকের ঠেলাঠেলি। তা ছাড়া ছাতে, বারান্দায়, জানালার ধারে লোকজন উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিপাই জনতাকে শৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছে—কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠছে না। সর্ব্বশেষে তারা লাঠি চালনা করে ভয় দেখাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কে শোনে সিপাইয়ের কথা! মানুষ এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে যে তাদের আর শৃঙ্খলায় আনা যাচ্ছিল না। সিপাই লাঠি চালাতে লাগল। সহসা সিপাইয়ের একটা লাঠির আঘাত গিয়ে পড়ল নিরপরাধ একান্ত সম্রাট-ভক্ত অনুকূলের গায়ে। মার খেয়ে অনুকূলের পিঠটা জ্বালা করে উঠল। মনটাও সহসা কেমন হয়ে গেল। কিন্তু সম্রাটকে দেখার প্রবল লোভ তার মন থেকে এতটুকু কমল না। একদিকে লোকের প্রবল চাপ অন্যদিকে লাঠির যাতনা তার মনে হলো আজ বুঝি মনস্কামনা তার পূর্ণ হবে না। সে মনে-মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল।

ভগবান্ সম্রাটকে দেখা হতে যেন বঞ্চিত না হই।

অল্পক্ষণ পরেই একটু দূরে মহামান্য সম্রাটের শকটখানা দেখা গেল। অনুকূল মনে-মনে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠল। কিন্তু কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্চর্য্য, ভগবান্ বুঝি তার কথা এমনই শুনলেন যে সম্রাটের শকটখানা চলতে-চলতে সহসা এইখানেই বাধা পেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। অনুকূল দু'নয়ন ভরে সম্রাটকে দেখে নিল। বোধহয় সম্রাটের দৃষ্টিও একবার তার চোখের উপর পড়ল। অনুকূল একান্ত অনুরাগের সাথে দুই বাহু তুলে অভিবাদন জানিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করল।

সম্রাট চলে গেলেন। জনসমুদ্র মুহূর্ত্তের মধ্যে ভেঙ্গে গেল। অনুকূলও ভিড় ঠেলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। তা ছাড়া চলে আসার একটু প্রয়োজনও ছিল। তার একটা মেস খুঁজে বের করতে হবে। সে এক বন্ধুকে বলে রেখেছিল, বন্ধুটি তা ঠিক করে রেখেছে। অনুকূল বলল—ভাল মেস তো ভাই। পেঁয়াজ-রসুনের বিশেষ কারবার নেই তো। সেদিন তো একটা মেসে খিচুড়ীতে পেঁয়াজ খেয়ে সহ্য করতেই পরলুম না। হাই টেম্পোরেচার উঠে গেল, ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম শেষে।

বন্ধুটি মাথা নেড়ে জানাল—পেঁয়াজ-রসুন, মেসে-বোর্ডিংএ একটু-আধটু হবেই। ও তুই বারণ করতে পারবিনে। দেখে-শুনে খাবি।

দিন কয়েক পর।

অনন্ত শুনে বলল—তাই হোক। এ ছাড়া আর উপায় কি? এখানে থাকলে যে তুমি মারা পড়বে। পড়াশুনো তো হবেই না।

একটি মাস কেটে গেছে। অনুকূল আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে এক শ' পঞ্চাশ নম্বর বাড়ীতে দোতালায় একটি মেসে এসে নূতন জীবন সুরু করে দিয়েছে। অনন্ত বন্ধুর অবস্থা দেখে সুখী হলো।

অনুকূল কয়লার গুদাম ত্যাগ করে মেসে এসেছে শুনে কলেজের বন্ধুরা খুবই আনন্দ প্রকাশ করল।

বঙ্কিনাথ বলল—যে কষ্ট তুই করেছিস, আমি হলে এতটা কোনমতেই পারতাম না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুকূল বদ্যিনাথের কথা শুনে হাসল। তারপর অন্য প্রসঙ্গ সুরু হলো। পরীক্ষা, প্রফেসার ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে নানা প্রকার কথা হতে লাগল।

কথায়-কথায় উঠল সেই বন্ধুদ্বয়ের কথা যারা তাকে ভাড়া আদায় করবার কথা বলে বেশ্যাবাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল একদিন। সকলে শুনে হাসাহাসি করতে লাগল।

অনুকূল বলল—আমার সঙ্গে দেখা হয় কিন্তু কেন জানি আর কথা বলে না। হয়তো লজ্জা হয়েছে।

বিমল বলল—আমিও একদিন বলে দিয়েছি আচ্ছা করে। লজ্জা হয় না এ-সব ছেলেদের। বাবার পয়সা আছে আর এইসব অপ-কর্ম্ম করে বেড়ায়।

অনুকূল বলল—আমিও প্রথমটা বুঝতে পারিনি। ওরাও হয়তো ঠাট্টা করতে গিয়ে এতটা করে ফেলেছে। কিন্তু আমি অতোটা পছন্দ করিনি।

বিমল বলল—না, না, তুই জানিসনে। ঠিক ঠাট্টা নয়। ওদের ঐ স্বভাবই। দিনরাত ঐ সব করে বেড়ায়।

অনুকূল শুনে একটু হাসল।

বিমল বলল—একটা জিনিষ কি হয়েছে জানিস। ওরা আমায় গল্প করছিল—সেই বাড়ীওয়ালী বেশ্যাটা নাকি সব বেচে দিয়ে কোথায় চলে গেছে। তার মন পরিবর্ত্তন হয়েছে।

অনুকূল শুনে এবার মৃদু হাসল। অনেক সময় কেটে গেল গল্পগুজবে। সকলে উঠতে চাইল। বলল—আর না ভাই, অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। যাই। যে যার পথে বিদায় নিল।

অনুকূল মেসে চলে এলো। পরীক্ষার পূর্ব্ব ক'টা দিন সে কোথায়ও বের হলো না। রাত্রিদিন পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত রইল। অনন্তকে শুধু বলল—প্রস্তুতি ভালই হয়েছে রে অনন্ত।

অনন্তের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল শুনে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরীক্ষা সুরু হয়ে গেছে। অনুকূল সবগুলো পরীক্ষাই ভাল-ভাবে দিল। 'ওরাল' পরীক্ষা তখনও শেষ হয়নি। সেদিন 'ধাত্রী-বিদ্যা ওরাল' পরীক্ষা দিতে গিয়ে বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। তার বিষয়বস্তুটা ভালভাবেই জানা ছিল। কিন্তু পরীক্ষকরা তাকে এমনভাবেই এ-প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন যে উত্তর দেওয়াটা তার ঠিক হলো না।

অনন্ত শুনে মন খারাপ করল। কিন্তু অনুকূল এইজন্যে এত-টুকু দুঃখিত হলো না। অনন্তকে বুঝিয়ে বলল—দুঃখ করিসনে অনন্ত। পরীক্ষা পাশ করিনি বলে বিষয়বস্তু যে জানিনে তা নয়। পরমপিতা আমাদের যা দিয়েছেন—ডাক্তারী যেটুকু শিখেছি তাতেই আমাদের অঢেল হবে। চল যাই, দেশে যাই।

অনন্ত কোন কথা বলল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়

সেদিন সন্ধ্যাবেলা শিবচন্দ্র কি ভাবতে-ভাবতে তাঁর স্ত্রীকে বললেন—ওগো! তাহলে কি করি বল তো? ছেলেটাকে একটা ডিসপেন্সারী না করে দিতে পারলে যে চলে না। ওর ডাক্তারীতে দেখছি হাত-যশ আছে। এরই মধ্যে বেশ রোগীপত্তর যোগাড় করে নিয়েছে। দেখছি ওষুধে কাজও হচ্ছে।

মনোমোহিনীও পুত্রের এই ব্যাপার নিয়ে খুবই চিন্তা করছিলেন। কিন্তু কোন সমাধানে আসতে পারছিলেন না।

শিবচন্দ্র বললেন—তোমার তো ও-পাড়ার বসন্ত সাহার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আছে, ওদের বলে দেখ না। যদি একটা ডাক্তারখানা করে দেয়। ওদের দুটো পয়সা হবে। অনুকূলেরও সুবিধে হবে।

মনোমোহিনী স্বামীর যুক্তি শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

বললেন—ঠিকই বুদ্ধি দিয়েছো। হয়তো ওরা রাজী হতে পারে। বলে দেখবো খন।

দিন দুই পর। মনোমোহিনী বসন্ত সাহার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। বড় ভাল মেয়ে সে। অনুকূলকে ও তাঁকে খুবই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। মনোমোহিনীর কথা শুনে বলল—উনি বাড়ী এলেই তাঁকে বলবো। আমি রাজী করাতে পারবোই। নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি যান। খবর পাঠাবো।

মনোমোহিনী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে এলেন।

বসন্ত সাহা স্ত্রীর প্রস্তাব শুনে রাজী হলেন। তাঁরও বাড়ীতে বরাবরের জন্য একজন চিকিৎসকের প্রয়োজন ছিল। অনুকূলের কথা শুনে তিনি সঙ্গে-সঙ্গে রাজী হলেন এবং মনোমোহিনীকে সে-কথা জানালেন।

* * * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নূতন ডিসপেন্সারী হয়ে গেল। অনুকূল সেখান থেকেই রোগী-পত্তর দেখতে লাগল। ডিসপেন্সারী তার বাড়ী থেকে বেশী দূর নয়। তার খুবই সুবিধে হলো। লোকজন ধীরে-ধীরে ভিড় করতে লাগল। এই ডাক্তারের কাছে রোগীদের কোন সঙ্কোচ নেই। কেন না ডাক্তারের হাতযশ আছে। পয়সার কোন চাহিদা নেই।

রোগী ওষুধ নিয়ে চলে যায়। যখন যা খুশী পারে দাম দিয়ে যায়। অনুকূল কোন আপত্তি জানায় না। না দিলেও কিছু বলে না।

বসন্ত সাহা কয়েক দিন লক্ষ্য করে বললেন—অনুকূল অমন করলে পয়সা হবে না। দুটো পয়সা দেখতে হবে তো? সঙ্গে-সঙ্গে পয়সা আদায় করে নিও। অনুকূল সাহা-মহাশয়ের উপদেশ এ ক'দিন তেমন গ্রাহ্য করেনি। আজ তার উত্তর দিতে গিয়ে বলল—ঠিকই বলেছেন বসন্তবাবু। কিন্তু কি করি বলুন। না দিলেই বা কি করবো। তাই বলে চিকিৎসা না করেও তো পারবো না। যারা দেবার তারা দেয়ই, ফাঁকি দেয় না। তবে আপনার ওষুধের দাম আমি বাকী রাখতে দেব না।

না, না, বললেন বসন্তবাবু—সেজন্যে বলছিনে। আমার ওষুধের দাম তো নগদ নিয়েই নিচ্ছি। বলছিলাম, তোমার কথা। তোমার ভালর জন্যেই বলছি। নূতন ডাক্তারীতে নেমেছ, দুটো পয়সা না হলে সংসারই বা চলবে কি করে। এখন সংসারের দায়িত্ব তো তোমারই ওপর, সেখানে খরচা তো আছে। দেখে-শুনে না চললে, পয়সা চেয়ে না নিলে লোকে দিতেই বা চাইবে কেন? তুমি প্রমথর বন্ধু—আমার ছোট ভাইয়েরই সমান। তোমার ভালই দেখতে চাই। তাই অতো কথা বলছি।

অনুকূল আর কোন কথা বলল না। বাইরে দুই-তিনজন লোক ডাক্তারবাবুকে বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। অনুকূল তাদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমজান। এখানকার লোকদের বিদায় না করে বেরুতে পারবো না। রমজান ও অন্যান্য আর কয়েকজনে মাথা নেড়ে সায় দিল।

বসন্তবাবু চলে গেলেন। অনুকূল রোগীদের প্রতি মন দিল। আজ প্রচুর রোগী এসেছে। অনুকূলের সময় নেই। একের পর এক সকলকে পরীক্ষা করে বিদায় দিতে লাগল। দুই-তিন দিন থেকে একটা রোগীর ওষুধে তেমন ক্রিয়া হচ্ছিল না, সে এসেই ডাক্তারবাবুকে অনুযোগ করে বলল—ওষুধের কোন ফলই পাচ্ছিনে ডাক্তারবাবু। অনুকূল তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—তোমাকে অন্য রকমের ব্যবস্থা করতে হবে। একটু অপেক্ষা কর। এদের বিদায় দিয়ে তোমাকে ভাল করে দেখবো, কেমন ?

সে রাজী হলো। রোগীরা সব চলে গেলে অনুকূল অপেক্ষমান লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল—তাড়াতাড়ি ফল পেতে গেলে তোমাকে ইনজেকসন নিতে হবে, নইলে কাজ হবে না। রাজী আছ ?

রোগী বলল—যাতে ভাল হয় তাই দিন ডাক্তারবাবু, আমি কিছুই জানিনে।

অনুকূল এবার এলোপ্যাথি ওষুধ দিল। এবং ইনজেকসন দিয়ে বলল—ইনজেকসন রোজই একটা করে নিতে হবে। দেখবে চট্ করে ভাল হয়ে যাবে। তুমি এখন আস্তে-আস্তে বাড়ী যাও, আমার আবার বহু জায়গায় যেতে হবে। চল যাই রমজান।

ডাক্তারবাবু উঠে পড়লেন।

রমজানের রোগীটা একটু বিচিত্র রকমের। বেশ কিছুদিন যাবৎ ভুগছে। কিন্তু এ যাবৎ কোন ডাক্তার বা ওষুধের ব্যবস্থা করা হয়নি। আজ রোগী যখন যন্ত্রণায় একান্ত মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে তখন বাড়ীর লোক ছুটে এসেছে ডাক্তারের কাছে। অনুকূল এই দেখেই চটে উঠল—তোরা কি মানুষ না আর কিছু। তিনদিন ধরে রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে আর তোরা চুপ করে বসে আছিস ? আজ গেলি ডাক্তারের কাছে। তোদের কি প্রাণ নেই রে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমজান ডাক্তারবাবুর তিরস্কার শুনে মাথা নীচু করে রইল। কোন কথা বলল না। অনুকূল রোগীর দিকে মন দিল।

অনুকূল রোগীটাকে লক্ষ্য করে সহসা কোন ওষুধের নাম করতে পারল না। চুপ করে বসে রোগীকে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগল। অনেকক্ষণ কেটে গেল তবুও কোন ওষুধ স্থির করতে পারল না। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর অনুকূলের দৃষ্টি পড়ল রোগীর থুথু ফেলার দিকে। রোগীর থুথু ফেলার ভঙ্গিমা দেখেই অনুকূলের ওষুধের নাম মনে পড়ে গেল। যাক্—বাঁচা গেছে। অনুকূল ওষুধ বের করে এক পুরিয়া রোগীকে সঙ্গে-সঙ্গে খাইয়ে দিয়ে বলল—আর ভয় নেই। আধ ঘণ্টার মধ্যে রোগী ঘুমিয়ে পড়বে। যন্ত্রণা কমে যাবে। অনুকূল ওষুধ দিয়ে উঠে পড়ল না। তার মনে কি উদয় হলো, যতক্ষণ না ওষুধের ক্রিয়া সুরু হলো ততক্ষণ সে অপেক্ষা করতে লাগল। রোগী ঘুমোতে চাইলে অনুকূল বলল—এইবার আমি যেতে পারি। ওষুধে কাজ হয়েছে। এই তিনটে পুরিয়া অতিরিক্ত দিয়ে গেলাম—তিন ঘণ্টা অন্তর খাইয়ে দিও, কেমন থাকে কাল একবার খবর দিও।

ডাক্তারবাবু হাতে কিছু না নিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছিল। রমজান ছুটে এসে একটা টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে মুখটা একটু কাঁচু-মাচু করে বলল—ডাক্তারবাবু এরচেয়ে বেশী দিতে পারলাম না। দয়া করে যদি গ্রহণ করেন।

রমজান টাকা দিতে গিয়ে লজ্জা বোধ করলেও ডাক্তারবাবু সে দিকে খেয়াল করল না। টাকা কে কি দিল না-দিল সে-সব ভাববার সময়ই নেই। তার শুধু চিন্তা রোগীকে সুস্থ করবে কতক্ষণে তাহলেই তার তৃপ্তি।

অনুকূল বেরিয়ে পড়ল। মধ্যাহ্নের খরতাপে সারা পৃথিবী খা-খা করে জ্বলছিল। অনুকূল এরই মধ্যে দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে রওনা হল। কোথায়ও এতটুকু বিশ্রাম করল না। রাস্তায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাকী চলতে গিয়ে শুধু মনে-মনে নাম করতে লাগল। এ যেন তার নেশা। সময় নেই, অসময় নেই নাম সে করবেই। শুধু পার্থিব জগতের চিন্তা করতে গিয়ে তখনই সে মনটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে সেই দিকে নিবিষ্ট করে। নইলে নামই যেন তার বাঞ্ছিত বস্তু। এ ছাড়া যেন চলতে জানে না। কিন্তু সাধারণ লোকে তার গতি-বিধি দেখে বুঝতে পারে না। মনোমোহিনী মাঝে-মাঝে পুত্রের এই সব লক্ষ্য করে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করেন না।

অনুকূল বাড়ীতে যখন এসে পৌঁছাল তখন মধ্যাহ্নের সূর্য্য পশ্চিমের দিকে সামান্য ঢলে পড়েছে। মনোমোহিনী এতক্ষণ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। পুত্রকে বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। একটু কঠিন স্বরেই বললেন—এতো বেলা পর্য্যন্ত না খেয়ে থাকলে অসুখ করবে যে। বাড়ীতে লোকজন তোর জন্যে বসে থাকবে?

অনুকূল জামাকাপড় ছাড়তে-ছাড়তে বলল—কি করবো মা। রোগী না দেখে তো আর আসতে পারিনে। বেলা হলে কি করবো।

মনোমোহিনী আর কিছু বললেন না। অনুকূল স্নান সেরে এলে বৌমাকে ভাত দিতে বলে তিনি দুই বৎসরের পৌত্র অমরেন্দ্রকে কোলে করে অন্য কাজে চলে গেলেন। অনুকূল আহার সমাপ্ত করে একটু বিশ্রাম না করেই বেরুবার উদ্যোগ করল। ষোড়শী লক্ষ্য করে বলল—এখনই বেরিয়ে যাচ্ছ, একটু বিশ্রাম করে বেরুলে ভাল হতো না?

অনুকূল মাথা নেড়ে জানাল আজ তার অপেক্ষা করবার সময় নেই। আরও দুই-তিন জায়গায় রোগী দেখতে যেতে হবে। তারপর একটু থেমে বলল, কিছু বার্লি দিতে পার বড় বৌ।

বার্লি? বার্লি দিয়ে কি হবে?

রোগীর জন্যে লাগবে। আছে? দেবে একটু?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোড়শী বার্লির কৌটা থেকে কিছুটা বার্লি ছোট্ট একটা কৌটায় করে এনে স্বামীর হাতে দিল। অনুকূল তাই নিয়ে বেরিয়ে গেল। ষোড়শী আর অপেক্ষা করল না। রান্নাঘরের দিকে গেল। তখনও তার আহারাদি হয়নি। এত বড় সংসার। ভোর রাত থেকে অনেক রাত পর্য্যন্ত তার এতটুকু অবসর থাকে না। শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ননদ, অতিথি-অভ্যাগত সকলকে রান্না করে খাইয়ে, সংসারের যাবতীয় কাজ শেষ করে নিজের আহার করতে প্রতিদিনই বেলা হয়ে যায়। কিছুদিন হলো পাবনার বাড়ী থেকে বাবা রামগোপাল ভট্টাচার্য্য ও মা ত্রিনয়নী দেবী এখানে এসেছেন। রামগোপাল অসুস্থ। অনেকদিন ধরে ভুগছেন। তাঁর ইচ্ছে মেজ-জামাতার বাড়ী থেকে, তারই চিকিৎসাধীনে দেহটাকে সুস্থ করে নেবেন। মেজ-জামাতা আজকাল ডাক্তারীতে দু' পয়সা উপার্জ্জন করছে। ষোড়শী নিজের যাবতীয় কাজের মধ্যেও পিতাকে সেবা-শুশ্রূষা করতে ত্রুটি করে না। তার যেন এতটুকু ক্লান্তি নেই মনে। রামগোপাল মাঝে-মাঝে নিজের সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লে ষোড়শী শান্তকণ্ঠে অভয় দিয়ে বলে, কিছুই ভেবো না বাবা। তুমি ঠিক ভাল হয়ে যাবে। তোমার জামাইয়ের ওষুধ সত্যি খুব ভাল। কন্যার কথা শুনে রামগোপালের মনটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তাঁরও এই বিশ্বাস। তিনি ভাল হবেনই। বলেন—সুখী হ' মা তোরা দু'জনে। তোর কপাল খুবই ভাল মা তাই অমন জামাই পেয়েছিলাম। ষোড়শী পিতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে কাজে চলে যায়।

এক বৎসর যেতে-না-যেতেই অনুকূলের ডাক্তারীর যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এমন ডাক্তার হয় না। যেন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। রোগীদের মা-বাপ। হিন্দু-মুসলমান সকলেই অনুকূলের কাছে ছুটে আসতে লাগল।

চিকিৎসার খ্যাতি তার যতই দ্রুত প্রসারিত হোক না কেন অনুকূল কিন্তু নামের নেশা ছাড়তে পারল না। সে সর্ব্ব-কাজের মধ্যে নিরন্তর ঐ নাম করে যেতে লাগল। ছোটবেলার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত আজও কত কি অলৌকিক তার চোখে ভেসে ওঠে। সে তাতে তন্ময় হয়ে যায়। ভাল লাগে তার ঐ স্বর্গীয় রূপে। মাঝে-মাঝে মনোমোহিনীকে নিজের অবস্থার কথা জানায়। মনোমোহিনী পুত্রের কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়েন। কি করবেন ভাবতে থাকেন। দিন-কয়েক পর অনুকূল যখন তাঁকে পূর্ব্বের মত এমনি একটা স্বর্গীয় অনুভূতির কথা বলল তখন তিনি মনে-মনে স্থির করে বলেন, আর না। এইবার ছেলের একটা দীক্ষার ব্যবস্থা করতেই হবে। নইলে উপায় নেই। কিন্তু কি করবেন সহসা ভেবে পেলেন না। মনে-মনে স্থির করলেন আগ্রায় গুরুজীকে জানাবেন। তিনি যে নির্দ্দেশ দিবেন সেই মত চলবেন।

আজ রাত্রিতে গুরুজীর নিকট পত্র লিখতে বসে মহা দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। কোথায় জানাবেন? শ্রীশ্রীহুজুর মহারাজ ও মহারাজ সরকার সাহেব কেউ জীবিত নেই। কি হবে তাহলে। অনেক কিছু চিন্তা করে সর্ব্বশেষে গাজীপুরে সরকার সাহেবকেই পুত্রের যাবতীয় ঘটনা উল্লেখ করে পত্র দিলেন। মনোমোহিনীর পত্রের উত্তর আসতে বিশেষ বিলম্ব হলো না। সরকার সাহেব সঙ্গে-সঙ্গে পত্রে জানালেন—কাল বিলম্ব না করে যেন পুত্রকে দীক্ষা দিয়ে দেওয়া হয়। তিনি তখন অন্তিম শয্যায়। কিসের জন্যে যেন এপারে অপেক্ষা করছিলেন। মনোমোহিনী তার নির্দ্দেশ পেয়ে একটু আশ্বস্ত হলেন। পুত্রের দীক্ষার দিন স্থির করে ফেললেন। সেদিন উনিশ শ' তের সাল, সাতই পৌষ, সোমবার। মনোমোহিনী পুত্রকে সৎ নামে দীক্ষা দিয়ে দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গে অনুকূল সহসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আর বলতে লাগল—মা, দাড়িওয়ালা একজন খুবই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আমার চারপাশে দেখতে পাচ্ছি। আর মনে হচ্ছে আমার দাড়ি হয়ে গেছে।

মনোমোহিনী শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পুত্রের এসব কি অনুভূতি! এ কি বলছে সে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুকূল কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পেল। তারপর বলল—এ নাম আমি আগেই করতাম মা। পেটে থাকতেই আমার এ নাম হতো।

মনোমোহিনী এ-কথা শুনে আরও বিস্মিত হয়ে গেলেন। দীক্ষা শেষ হয়ে গেল। অনুকূল মাতাকে প্রণাম করে উঠল। মনোমোহিনীর কাছে আজকের ঘটনাটা সম্পূর্ণ প্রহেলিকাময় হয়ে রইল।

আর এদিকে সঙ্গে-সঙ্গে সরকার সাহেব তাঁর প্রিয় শিষ্যকে ডেকে বললেন—"যাও, কাম হো গিয়া", বলে দেহরক্ষা করলেন। মনোমোহিনী তখন এরও বিন্দুমাত্র কিছু জানতে পারলেন না।

দীক্ষা গ্রহণের পর অনুকূলের স্বভাব বিশেষ কিছু যে পরিবর্ত্তন হলো তা কিন্তু বুঝা গেল না। যেমন ছিল তেমনিভাবে সে কাজকর্ম্ম করে যেতে লাগল। নামে যেমন নিয়ত ডুবে ছিল তেমনিই ডুবে রইল।

শুধু বসন্তবাবু আজকাল কি একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে একদিন বললেন—অনুকূল, ডাক্তারি করতে গিয়ে আজকাল যাদের সঙ্গে বেশী মিশছ—খুব সাবধানে মিশো। এদের একটারও চরিত্র কিন্তু ভাল না। দু'টো পয়সা আজকাল যখন হচ্ছে—এদের জন্যে তোমার পসার শেষে কমে না যায়—সেদিকে লক্ষ্য রেখো।

অনুকূল ডিসপেন্সারীতে রোগীদের ওষুধ দিচ্ছিল। বসন্তবাবুর কথায় কোন সাড়া দিল না।

মনোমোহিনী এই কথা জানতে পেরে একদিন জিজ্ঞেস করলেন—তাই নাকি রে অনুকূল?

মা, বলল অনুকূল, রোগীর চিকিৎসা করতে গেলে কে চরিত্রহীন, কে সাধু সে-সব লক্ষ্য করে কি কাজ করা যায় মা? তুই লোকদের কথায় কান দিস্‌নে।

মনোমোহিনী অনুকূলের কথা শুনে চুপ করে গেলেন। তাঁর অন্তঃকরণ তেমন সঙ্কীর্ণ নয়। মানুষের দুঃখ-দৈন্যে ঝাঁপিয়ে পড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁরও স্বভাব। তাঁরও এই সময়ে মনে কোন বিচার থাকে না। অনুকূলেরও যদি এই স্বভাব হয়ে থাকে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! পরোপকারই তো ধর্ম্ম। তাঁর জীবনেও তো এইরকম বহু ঘটনা আছে। পাশের বাড়ীর চৌধুরীদের সাথে সামান্য বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কিছুদিন ধরে বেশ দ্বন্দ্ব-কলহ, মামলা-মোকদ্দমা চলছিল। এমন কি এই নিয়ে উভয় পক্ষের মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল। চৌধুরী-বৌ সেদিন সহসা কলেরায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় যায়-যায়। বাড়ীতে কেউ নেই সেবা-শুশ্রূষা করতে। মনোমোহিনীর কানে গেল ঘটনাটা। শুনে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটে গেলেন তাকে বাঁচাতে। মনে তাঁর তখন কোন বিচারই রইল না। প্রাণ দিয়ে রোগিণীকে সেবা-শুশ্রূষা করলেন। অনুকূল যদি সমাজের কোন অবাঞ্ছিত কাউকে এমনি বিপদে ছুটে গিয়ে সাহায্য করে থাকে তাতে আর দোষ কি? এইসব চিন্তা করে মনোমোহিনী চুপ করে গেলেন।

অনুকূল কোথায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল সেইদিকে বেরিয়ে গেল।

দেখতে-দেখতে অনুকূলের ডাক্তারি বেশ জমে উঠল। দুটো বৎসর এখনও শেষ হয়নি। এরই মধ্যে যে তার ডাক্তারীর যশ চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে তা আর তুলনা নেই। বসন্ত সাহা দুটো পয়সার মুখ দেখতে পেয়ে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। অনুকূলকে মাঝে-মাঝে উৎসাহ দিয়ে বলতে লাগলেন—আরও হবে অনুকূল, আরও হবে। শুধু তুমি বাজে লোকের আড্ডায় যেও না—তাহলেই হবে।

অনুকূল এ-কথার কোন জবাব দিল না। মনে হলো কোন গভীর চিন্তায় সে মগ্ন হয়ে আছে।

ডিসপেন্সারী ভর্ত্তি রোগী। এরই মধ্যে বহুজনে ওষুধ নিয়ে চলে গেছে। অনুকূল নূতন একজন রোগীকে পরীক্ষা করে কি চিন্তা করতে-করতে আসনে এসে বসল। মনটা গভীর ধ্যানে মগ্ন। বোধ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় ভিতরে নাম হচ্ছে তীব্রবেগে। অনেকক্ষণ তার হুঁশ রইল না বাইরের দিকে। ভিতরের বস্তুটাকে নিয়েই মগ্ন হয়ে রইল। কিন্তু রোগী তা বুঝল না। ডাক্তারবাবুকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে বলল—ডাক্তারবাবু আমার ওষুধ ?

অনুকূলের ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল। তার মনে পড়ে গেল তাইতো ওষুধ যে দিতে হবে। কার ? তোমার না ? আচ্ছা ঠিক আছে। অনুকূলের চিন্তা করতে হলো না। একটা ওষুধের নাম সহসা তার মনে ভেসে উঠল। সেই ওষুধটা দিয়ে বলল—খেয়ে কেমন থাক খবর দিও। রোগী বিদায় নিল। এরপর এলো আর-একজন রোগী। সে আজ ভাল আছে। ডাক্তারবাবুকে জানিয়ে বলল—ডাক্তারবাবু, আজ আমি ভালই আছি। আপনি যে ওষুধ দিয়েছিলেন সবটুকু খাবার সুযোগ হয়নি। আমার ছোট ছেলেটা এমনই দুরন্ত যে ওষুধগুলো সব ফেলে দিয়েছে। আর খেতে পারিনি। মাত্র এক পুরিয়া খেয়েছিলাম তাতেই ভাল আছি।

অনুকূল তাকে লক্ষ্য করে বলল—পরমপিতা তোমার সহায় আছেন। না খেয়ে ভালই করেছো। সেদিন ভুলে তোমায় বেশী ওষুধ দিয়ে এসেছিলাম। পরে খুবই চিন্তা হচ্ছিল। যাক্ বাঁচা গেছে। পরমপিতা তোমায় রক্ষে করেছেন। তোমার আর ওষুধ লাগবে না। সাবধান মত খাওয়া-দাওয়া করো। রোগী ডাক্তারবাবুর হাতে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে বিদায় নিল। অনুকূলও সব কাজ সমাপ্ত করে উঠে পড়ল।

এমনি ছোট-খাট কত ঘটনা অনুকূলের ডাক্তারিতে যে ধরা পড়তে লাগল তার হিসেব নেই। অনুকূল শুধু মনে-মনে ভাবতে লাগল—পরমপিতা, তোমার এতো দয়া। তোমার সন্তানকে তুমি এমন-ভাবে রক্ষা কর। ভুলে ওষুধ বেশী দিয়ে ফেলেছিলাম। তোমার এমনই সতর্ক দৃষ্টি, তুমি তা থেকে রক্ষা করেছ। অনুকূল এই কথা চিন্তা করতে-করতে সেই পরম কারুণিকের ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়ল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরদিন সকালে অনুকূল কাশীপুর রাস্তা ধরে কোন এক রোগীর বাড়ীর দিকে চলেছিল। তার মনে গতকল্যের চিন্তাধারাটা আজও তেমনি হয়ে মনের মধ্যে বেজে উঠছিল। আর সে মনে-মনে বলছিল—তোমার করুণার ধারা কতভাবে যে অজস্রধারায় পৃথিবীতে বর্ষণ হচ্ছে কে বোঝে। তুমি অপার, তুমি চিরন্তন।

সেলাম ডাক্তারবাবু। সহসা এক পথচারীর ডাকে তার মনের তন্ময়তা কেটে গেল। তাকিয়ে দেখল একজন মুসলমান তার সামনে দাঁড়িয়ে। পাবনার বাজার করে ফিরছে। মাথায় বিরাট্ একটা ঝাঁকা এবং তার মধ্যে দুই-তিনটে বোয়াল মাছ। তাকে লক্ষ্য করেই অনুকূলের হোমিওপ্যাথি 'ভিরাট্রাম এলবাম' ওষুধের ছবি চোখের উপর ভেসে উঠল। তার সেলামের প্রত্যুত্তর না দিয়ে বলল—ভাই, তুমি এই মাছ নিয়ে যাচ্ছ—কিন্তু কখনও এ মাছ খেয়ো না। তোমার অত্যন্ত পেটের অসুখ হবে।

মছরুদ্দি ডাক্তারবাবুর কথা শুনে হেসে বলল—তা ডাক্তার-বাবু, খোদা পয়দা করেছেন একদিন মরতে হবেই।

অনুকূল তার কথা শুনে আর কোন কথা বলল না। যে উদ্দেশ্যে চলছিল সেইদিকে পা বাড়াল। লোকটিও আর দাঁড়াল না। চলে গেল। অনুকূল ফিরে গেল পুনরায় তার মনের রাজত্বে।

দীর্ঘ পথ। তার চলার গতি এতই দ্রুত যে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে বেশীক্ষণ সময় লাগল না। রোগী শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল। ডাক্তারবাবুকে লক্ষ্য করেই সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যাক্, তার আর যন্ত্রণা থাকবে না। যেন একান্ত আপনার-জন এসেছে ঘরে।

কেমন আছ আজ তুমি?—ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বরটা যেন তার কানে অমৃতের মত বোধ হল।

রোগী বলল—আপনার দয়ায় ভালই আছি একটু। আপনি যখন এসেছেন আজ সম্পূর্ণই ভাল হয়ে যাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুকূল থারমোমিটার দিয়ে রোগীর শরীরের উত্তাপটা লক্ষ্য করল। দেখল তেমন বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি। সারাদিনের টেম্পরেচারের চার্টটা দেখতে চাইল। দেখল অন্যদিনের তুলনায় একটু ভাল। তবে অনুকূলের ধারণানুযায়ী ততটা আশাপ্রদ নয়। কিন্তু অনুকূল এ-সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলল না। সে বুঝল শুধু তার উপস্থিতির জন্যেই রোগীর মনের জোর প্রবল হয়ে উঠেছে। অনুকূল রোগীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, নিশ্চই তুমি ভাল হয়ে যাবে। তোমাকে আজ খুব ভাল ওষুধ দেবো। দেখি তোমার বুকটা।

রোগী চিৎ হয়ে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। অনুকূল বুকে স্টেথিস্‌কোপ দিয়ে রোগীর বুকের অবস্থা দেখতে লাগল। কিন্তু এ কি? স্টেথিস্‌কোপ কানে দিয়ে রোগীর বুক স্পর্শ করতেই সে শুনতে পেল তার মধ্যে নামের স্পন্দন। এ কি হলো? অনেকক্ষণ ধরে সে অন্য শব্দ শোনবার চেষ্টা করল কিন্তু আর কিছুই শুনতে পেল না। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল এইভাবে। মহা-মুশকিলে পড়ে গেল সে। স্টেথিস্‌কোপ ছেড়ে দিয়ে হাতের নাড়ী ধরল। কিন্তু সেখানেও ঐ একই স্পন্দন। তাহলে উপায়? সে এই স্পন্দন শুনছে তো শুনছেই—একটু পরিবর্ত্তন হচ্ছে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সে হাতও ছেড়ে দিল। তারপরে চুপ করে বসে রইল। কিন্তু কাউকে জানাল না এ কথা। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে থেকে যখন নামশব্দ হতে অব্যাহতি পেল না, তখন মনে যে ওষুধটার কথা উদয় হলো তাই দিয়ে বিদায় নিল।

ডিসপেন্সারিতে বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। সে সোজা বাড়ীতে চলে এলো। বেলা তখনও বিশেষ হয়নি। মনোমোহিনী তার নিকটে এসে জানালেন—ক্ষেপাকে তাড়াতাড়ি টাকাটা না পাঠালে অসুবিধে হবে জানিয়েছে। আজই পাঠিয়ে দে না? মেদিনীপুর সেই কতদূর। টাকা পেতেই লাগবে কতোদিন। অসুবিধায় হয়তো পড়বে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুকূল জামা ছাড়তে-ছাড়তে বলল—দু'-একদিনের মধ্যেই টাকাটা পাঠিয়ে দেবো মা।

বলছিলাম আজই পাঠিয়ে দে না। সকাল-সকাল করে যখন বাড়ী ফিরেছিস। শেষে হয়তো সময়ই করে উঠতে পারবিনে। পাঠাতে দেরী করে ফেলবি। বিদেশ-ভূঁয়ে কখন কার কি হয়ে পড়ে, ছেলেটার না জানি কত কষ্ট হচ্ছে।

অনুকূল মাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—আজ তো অতো টাকা নেই মা। দু'-একদিনের মধ্যে হাতে টাকা এলেই পাঠিয়ে দেবো, ভাবিসনে।

মনোমোহিনী আর কোন কথা বললেন না। তিনি মন খারাপ করে চলে গেলেন। অনুকূল তা বুঝতে পারল তাঁর মুখখানা দেখে। সে জানে মা তাঁর এই মেজ ছেলেকে কত ভালবাসেন। মাঝে-মাঝে এই দেখে তার মনে দুঃখ হয়। ভাবে সে যদি মার ভালবাসা এর কিছুও পেত তাহলে বুঝি তার জীবনটা ধন্য হয়ে যেত। কিন্তু বিধি বাম। এইটুকু পাওয়ার লালসায় এত করেও কিছুই অদৃষ্টে হচ্ছে না। তার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে পড়ল।

ডাক্তারবাবু বাড়ী আছেন? ডাক্তারবাবু!

অনুকূল ডাক শুনে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়াল।

ও তুমি? কি খবর?

লোকটা ব্যস্ত হয়ে বলল—বাবু, আপনাকে এক্ষুণি একটু দয়া করে আমার বাড়ী যেতে হবে। আমার ছাওয়ালকে কাশীপুরে মাছ নিয়ে আসতে দেখে তাকে তা খেতে বারণ করেছিলেন। তার তো বাড়ীতে এসেই দু'বার দাস্ত হয়ে গেছে। তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গা বমি-বমি করছে, ডাক্তারবাবু আপনি চলুন, না হলে ছাওয়াল বাঁচবে না।

অনুকূল তাকে শান্ত করল। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল—একটু দাঁড়া কাপড় ছেড়ে আসি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাস্তায় চলতে-চলতে অনুকূল জিজ্ঞেস করল, কতক্ষণ হলো এ রকম হয়েছে ?

লোকটা বলতে লাগল—পাবনা থেকে ফিরে এসেই হাত-পা ধুয়ে বসে কেবল তামাক খাচ্ছে—এমন সময় পেটের ভিতর কল-কল করে উঠল। একবার বাহ্যে গেল, তারপর তার গা ঝিম-ঝিম করতে লাগল। বাবু, ব্যাগটা আমার হাতে দিন না। অনুকূল ওষুধের ব্যাগটা তার হাতে দিয়ে বলল—তারপর ?

তারপর ঐ দেখেই তো আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি। সেখানে কি হচ্ছে কি করে বলবো। মছরুদ্দি বার-বার বলছিল—বাপজান, যাবি তো ঐ ডাক্তারের কাছেই যা। উনি শুধু ডাক্তারি করেন না, ফকিরালীও জানেন। তাই আমি ডাক্তারখানা হয়ে বাড়ীতে খোঁজ নিতে এসেছি।

শেষের মন্তব্যটা শুনে অনুকূল একটু হেসে ফেলল। রোগীর বাড়ীতে পৌঁছে ডাক্তারবাবু লক্ষ্য করল—রোগী দুইবার পায়খানায় গিয়েই অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। এবং তাকে খুবই চঞ্চল দেখাচ্ছে। কথাও তেমন মুখ দিয়ে স্পষ্ট বের হচ্ছে না। ডাক্তারবাবুকে দেখে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আস্তে-আস্তে বলল—ডাক্তারবাবু ওষুধ দিন, নইলে বাঁচবো না।

অনুকূল তাকে শান্ত করে বলল—কি হয়েছে তোমার, কিছু হয়নি। এক্ষুণি ভাল হয়ে যাবে। ঘাবড়াবার কিছুই নেই। এই দেখ তোমায় কত ভাল ওষুধ দিচ্ছি। বলে দুই-একটা অতিরিক্ত প্রশ্ন করে ভির‍্যাট্রাম এলবাম ত্রিশ শক্তি দুই-তিন পুরিয়া দিয়ে দিল। এবং সঙ্গে-সঙ্গে এক পুরিয়া খেতে বলল—আজ আর কিছু খেতে দিও না। খুব ক্ষিদে পেলে পাতলা করে সাবু-বার্লি যা হোক একটা কিছু খেতে দিও। আর বাকী ওষুধটা তিনঘণ্টা অন্তর খাইয়ে দিও। রোগী কেমন থাকে জানিও। বলে সে বিদায় নিল। অনুকূল বিকেলের দিকে আজ আর ডিসপেন্সারীতে গেল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই-তিন দিন পর।

আজ দুপুরবেলা আহারাদির পর অনুকূল একটু বিশ্রাম করবে বলে শুয়ে পড়ল। বিকেলের দিকে ডাক্তারখানায় গেল না। এবেলা মোটেই রোগী ছিল না। দুই-একটা যা ছিল সন্ধ্যাবেলা বাড়ীতে এসে দেখা করবে সে সব জানান আছে। অনুকূলের মনে পড়ে গেল কিশোরীর কথা। রৌদ্রের তাপটা একটু কমে এলে সে ধীরে-ধীরে বাজিতপুরের দিকে রওনা হল। কিশোরী তখনও হাসপাতালের ডিউটি থেকে আসেনি। বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল আজ তার আসতে একটু রাত হবে। অনুকূল সেখানে অপেক্ষা করল না। ডাক্তারী করতে গিয়ে এই পাড়ায় আরও দুই-চারজন নূতন বন্ধু তার হয়েছে। অনুকূল সেই দিকে অগ্রসর হতে লাগল। বন্ধুদের মধ্যে দুই-একজনের সাথে সাক্ষাৎ হলো। অনুকূলকে পেয়ে তারা আনন্দে অধীর হয়ে পড়ল।

ভালই হয়েছে ডাক্তার। এসেছো যখন বোস, বোস। গল্প করা যাক।

অনুকূল জানাল তার গল্প করবার সময় নেই, শুধু যাবার পথে সে এমনি সকলের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। কিন্তু বন্ধুরা ছাড়তে চাইল না। বলল—তা হোক, বোস গল্প করা যাক। যাবে, এখনও বেলা আছে।

গল্প হতে লাগল। নানা প্রকার অশ্লীল গল্প। যে যেমনভাবে জীবন পরিচালনা করে সে তেমনি কথা অনুকূলের কাছে বলতে লাগল। অনুকূলের ভাল লাগল না এ-সব আলোচনা। কিন্তু উপায় না থাকায় চুপ করে রইল। গল্প শেষ হয়ে গেলে বন্ধুরা বলল—আজকাল তো ভাই তোমার টু পাইস হচ্ছে, মিষ্টি খাইয়ে যাও।

অনুকূল রাজী হলো। বলল—মিষ্টি খাওয়াতে পারি কিন্তু তোমাদের এই মিষ্টি খাওয়ার দলে আমি থাকতে পারবো না। আমায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক্ষুণি যেতে হবে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে বাড়ীতে হয়তো রোগী এসে বসে আছে এতক্ষণ।

বন্ধুরা বলল—ঠিক আছে তাতে আমাদের আপত্তি নেই। অনুকূল তাদের মিষ্টি খাবার পয়সা দিয়ে রওনা হল।

আচ্ছা, আবার দেখা হবে বলে অনুকূল বিদায় নিল।

অনুকূল কিশোরীর জন্য অপেক্ষা না করে পদ্মার পাড় দিয়ে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হতে লাগল। পদ্মানদীতে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে স্থানে-স্থানে অনেক চর পড়ে গেছে। ষ্টীমার আর তেমন সহজভাবে বাজিতপুর ঘাটে আসতে পারে না। খুব সাবধানে এসে ঘাটে লাগে। পদ্মার অবস্থা দেখে অনুকূল ভাবল আর হয়তো বেশীদিন ষ্টীমার এই পথে চলাচল করতে পারবে না। বন্ধ হয়ে যাবে। এই বাজিতপুরের ষ্টেশনও উঠে যাবে।

কিন্তু পদ্মার উন্মুক্ত আকাশ পানে তাকিয়ে তার ভাল লাগল। পশ্চিমের দিগন্তে সূর্য্যদেব ধীরে-ধীরে কেমন সুন্দর হয়ে বিদায় নিচ্ছেন। তারই তির্য্যক রশ্মিচ্ছটা ভাঙ্গা মেঘের বুকে লাল, নীল, হলদে আরও কত কি বিভিন্ন রং হয়ে ফুটে উঠেছে। এ যেন অপূর্ব্ব। কবি এই দেখে হয়তো উচ্ছ্বাসে বলে ফেলত—এ রং নয় এ পুরিয়া রাগিণীর গোপন বার্ত্তা। মূর্ত্ত হয়ে উঠবার আগে ক্ষণিকের চঞ্চলতা। কবির কথা ছেড়ে দিলাম। অনুকূলের কিন্তু ভাল লাগল প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্যটুকু। সে দেখতে-দেখতে ভাবতে লাগল এরই সৃষ্টিকর্ত্তার কথা। মনে-মনে বলল—তুমি এতই বৈচিত্র্যময়। বোধহয় এই বৈচিত্র্যময়ের কথা ভাবতে-ভাবতে তন্ময় হয়ে চলেছিল সে। সহসা একজন পথচারীকে তার দিকে অগ্রসর হতে দেখে মনটা পরিবর্ত্তন করে ফেলল। অনুকূল তাকে চেনে। সে একটু অগ্রসর হয়ে নিকটে এলেই বলল—কি রে, তুই? কোথায় যাচ্ছিস?

আমি তোমার ডিসপেন্সারী হয়েই এলাম। পেলাম না বলে বাড়ী ফিরছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভালই হয়েছে দেখা হয়ে। চল এগোই। বলে অনুকূল অগ্রসর হতে লাগল।

লোকটি অগ্রসর হতে চাইল না। বলল—না ডাক্তার, তোমার সঙ্গে বেশী দূর যাবো না। লোকে দেখে ফেলবে।

অনুকূল বুঝতে পারল কেন সে তার সঙ্গে যেতে চাচ্ছে না। তবুও সে তাকে জোর করে ধরে টেনে নিতে-নিতে বলল—দেখুক না, কি হবে? চল। কে কি বলবে। লোকটা অতি সঙ্কোচের সাথে অগ্রসর হতে লাগল। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে বলল—তোমার সেদিনের কথাগুলো আমার খুবই ভাল লেগেছিল ডাক্তার। মনটা চায় ভালভাবে দিন কাটাতে, কিন্তু পারিনে। কোন যোগ্যতা নেই বলে একদিন না খেতে পেয়ে এই পেশা ধরেছিলাম। কিন্তু তার জন্যে সমাজে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করি কমও নয়। কিন্তু আমার দুঃখের কথা বুঝবার একটা লোকও নেই। তোমার সেদিনকার কথা আমার খুব ভাল লেগেছে। না ভাই, আর যাবো না। লোকে দেখে ফেলবে। বলে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। অনুকূলও আর তাকে পীড়াপীড়ি করল না।

লোকটি বলতে লাগল—জান ডাক্তার, আমার পেশা কি? আমার সঙ্গে চললে তোমারই বদনাম হবে। লাভ নেই। লোকে আর তোমার কাছে রোগী দেখাতে আসবে না। তার চেয়ে এইখানে দাঁড়িয়েই কথাটা শেষ করে নিই। তারপর অতি সঙ্কোচের সাথে মুখটা নীচু করে বলল—দুটো টাকা দেবে ভাই। বড্ড দরকার। তিনদিন বেরুতেই পারিনি। শালা ঘরে একমুঠো চাল নেই। কি যে করি।

অনুকূল প্রস্তুতই ছিল। এবং বুঝেছিল কেন সে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ইতিপূর্ব্বে মাঝে-মাঝে দুই-একদিন এমনি করে দুই-এক টাকা নিয়েও গেছে। অনুকূল পকেটে হাত দিতে-দিতে বলল—চুরি আর না করলেই পারিস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকটা হাসল, বলল—তুমি পাগল হয়েছো ডাক্তার—একদিন রাতে না বেরুলে তার পরদিন হাঁড়ি চাপে না। না-খেয়ে মরতে বল? তাছাড়া চুরি করা অভ্যেস হয়ে গেছে। না করেই পারবো না। লোকটা শেষের কথাগুলো এমনভাবেই বলল যে অনুকূল না হেসে পারল না। সঙ্গে-সঙ্গে সেও হেসে ফেলল।

অনুকূল পকেট থেকে দুটো টাকা বের করল। ক্ষণিকের জন্য বুঝি চিন্তা করে নিল, আগামীকল্য মাতার কাছে প্রতিশ্রুতির কথাটা। তারপর বলল—আচ্ছা, ঠিক আছে তুই নিয়ে যা। যা হয় কাল ব্যবস্থা হবে।

লোকটা টাকা দুটো হাতে নিল। মনে হলো—কৃতজ্ঞতায় তার অন্তরটা ভরে উঠল।

অনুকূল বলল—তোর ছেলেটাকে দেখে এলাম ভালই আছে।

লোকটা বলল—ডাক্তার, ছেলের জন্য তো ভাবিনে। তোমার হাতে যখন পড়েছে, ও ভাল হবেই। লোকে বলে তোমায় ফকির। তুমি ফকিরালী জান। শুধু আমি ভাবি তুমি কি একটা অদ্ভুত লোক। কত বন্ধু আমার হয়েছে, তোমার মত এমন বন্ধু আমি এ পর্য্যন্ত একটাও পাইনি।

অনুকূল তাকে বিদায় দিয়ে ঘরে চলে এলো। কিন্তু তার মনের মধ্যে একটা কথা বার-বার হতে লাগল। এদের আমার ভাল করতেই হবে যে ভাবেই হোক ছলে-বলে-কৌশলে।

পরদিন।

অনুকূল সকাল-সকাল করেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। তার মাথায় একটা রোগীর চিন্তা ছিল। গতকল্য কেউ এসে তার সম্বন্ধে কোন খবর দিয়ে যায়নি। আজও এতবেলা পর্য্যন্ত কেউ খবর দিয়ে গেল না। কি হলো, কেন যে এলো না এই চিন্তা করতে-করতে তার মন খারাপ হয়ে গেল। অথচ রোগীটার সম্বন্ধে খবর না জানতে পারলেও সে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। রোগীটার রোগও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুব জটিল। মহা ভাবনায় পড়ে গেল সে। অনুকূল এই সব চিন্তা করতে-করতে ধীরে-ধীরে চলছিল সেই রোগীর বাড়ীর দিকে। সহসা পথে মুকুন্দ বোসের সাথে হলো সাক্ষাৎ। তিনি অনুকূলকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে অনুকূল তুই কি হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি দুই-ই করিস নাকি।

অনুকূল বলল—হ্যাঁ, দু-ই করি বোসমশায়। যখন যেটা প্রয়োজন বোধ করি। এলোপ্যাথিক আমি শিখে এসেছি আর হোমিওপ্যাথি হলো আমার ব্যবসা। যেখানে যেটা লাগে তাই ব্যবহার করি। আমার কাছে কোন প্যাথি-ঠ্যাথি নেই, আমার হলো 'কিউরোপ্যাথি'। মানুষের রোগ ভাল হলেই হল।

মুকুন্দ বোস হেসে বললেন—বেশ, বেশ। উন্নতি হোক তোর। এই আমি চাই। কিন্তু ঐ যে-সব লোকদের সাথে আজকাল বেশী মেলামেশা করছিস, সেটা কিন্তু ভাল না, দেখে-শুনে চলিস।

অনুকূল বলল—ওরা হলো আমার রোগী বোস-মশায়। ওদের রোগ সারাতে পারলেই আমার লাভ। একটু মেলামেশা না করলে রোগ ধরতে পারবো কি করে?

মুকুন্দ বোস বললেন—না রে পাগল! ওরা যে তোর সর্ব্বনাশ করে দেবে। সেটা বুঝিস্ না কেন?

অনুকূল মুকুন্দ বোসের কথায় প্রতিবাদ করে বলল—কাউকে ভাল করতে গেলে একটু-আধটু ক্ষতি স্বীকার করতে হবেই বোস-মশায়। তার জন্যে চিন্তা করলে চলবে কেন? আমি যাই। আমার আবার রসুলপুরের দিকে যেতে হবে।

মুকুন্দ বোস আর কোন কথা বললেন না। অনুকূল বিদায় নিয়ে তার গন্তব্য পথে অগ্রসর হতে লাগল। চলার গতি তার এতই ক্ষিপ্র যে দশ মিনিটের মধ্যে এক মাইল দূরে তার রোগীর বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল। কিন্তু সে বাড়ীর ভিতরে ঢোকবার সাহস পেল না। কেমন যেন একটা সঙ্কোচ বোধ করতে লাগল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোগীর অবস্থা খুবই গুরুতর। অথচ কেন যে তাকে এ পর্য্যন্ত ডাকেনি এবং ডাক্তার হয়ে স্বতঃস্বেচ্ছভাবে বাড়ীতে রোগী দেখতে যাওয়া একান্ত সমীচীন কি না, এই সব চিন্তা করতে গিয়ে তার আর দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করা হলো না। সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল অনেকক্ষণ। কারও কোন সাড়া-শব্দ পেল না। ইতিমধ্যে কোন একটা লোকও বাড়ী থেকে বের হলো না যে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে রোগীটার অবস্থা কি। অনুকূল উৎকণ্ঠায় বাড়ীর আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অনেকক্ষণ কেটে গেল। দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে ক্লান্তও বোধ করতে লাগল। সর্ব্বশেষে কোন কিছু স্থির করতে না পেরে সেখান থেকে চলে এলো। কিন্তু মনের সেই অস্বস্তিটা বিন্দুমাত্র হ্রাস হলো না।

ডিসপেন্সারীতে প্রবেশ করতে গিয়ে এক পা ভিতরে দিতেই অনুকূল শুনতে পেল একদল অপেক্ষমাণ রোগী নানা প্রকার গল্পে স্থান মাতিয়ে তুলেছে। কয়েকজন বলাবলি করছিল—পুলিশে কি করবে? এতকাল পুলিশে একটা কিছু করতে পেরেছে শুনেছো বা পুলিশের ভয়ে এই সব চারপাশে গ্রামের মধ্যে কোন রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি হয়নি এমন কথাই কি কেউ বলতে পেরেছে? ও সব হবেই। কালকের ঘটনা তো সামান্য। ওর চেয়ে কত-শত ঘটনা দিনের পর দিন হয়ে চলছে, তার কি ইয়ত্তা আছে।

আর-একজন বলল—তবুও কালকের ঘটনাটা খুবই মারাত্মক। একেবারে দিনে-দুপুরের ব্যাপার কি না—লোকে তো দেখছি মেয়ে-মানুষ নিয়ে দিনের বেলাও কোথায়ও বেরুতে পারবে না। এমনি চুরি হয়ে যাবে। এ কি সামান্য কথা।

আর-একজন বলল—কোথায় কি হয়েছে বল না ভাই স্পষ্ট করে, শুনি। তোমরা-তোমরাই তো ঝগড়া করছো কেবল।

বুঝিয়ে বলতে লাগল দ্বিতীয় ব্যক্তি। গতকল্য দুপুরে এই গ্রামের পাশ দিয়ে একজন স্ত্রীলোক পাল্কী করে যাচ্ছিল। দুর্ব্বৃত্তরা তাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরণ করে কোথায় নিয়ে গেছে। পুলিশের লোক খবর পেয়ে ছুটো-ছুটি করছে। এখনও পর্য্যন্ত কোন খোঁজই করতে পারেনি।

একজন বলল—আর পারবেও না। পারলেও ঘুষ খেয়ে চেপে যাবে।

শান্ত প্রকৃতির একজন লোক। সে বোধহয় মনে-মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। সে বলল—চুপ কর ভাই, চারদিকে লোক ঘুরো-ঘুরি করছে। শুনতে পেলে শেষে পুলিশ এসে এখানে হানা দেবে। কাজ কি এ-সব বাজে কথা আলোচনা করে।

যে-ব্যক্তিটা এতক্ষণ খবরটা সকলের কাছে ব্যক্ত করছিল সে বোধহয় সাহসী ও অভিজ্ঞ লোক। কথার উত্তরে বলল—পুলিশ এসে এখানে কিছুই করতে পারবে না। যে কেউ তাদের হয়ে বলতে যাবে তার পরদিনই তার এই দেহ নিয়ে সংসারে বাঁচতে হবে না। হয় মৃত্যু নইলে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ভিটে-ছাড়া করে ছাড়বে।

শুনে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করল। আলোচনাটা এই-খানে আজকের মত বন্ধ হয়ে গেল। অনুকূল এতক্ষণ চুপ করে সবগুলি কথা শুনছিল। কিন্তু কোন কথা বলছিল না। সকলে ওষুধ নিয়ে একে-একে বিদায় নিয়ে চলে গেল। কিন্তু অনুকূল সঙ্গে-সঙ্গেই উঠে পড়ল না। এই গল্পটা শুনে তার মনটা কেমন হয়ে গিয়েছিল। সে ভুলে গেল পূর্ব্বের রোগীর চিন্তা। শুধু এই কথাটাই ঘুরপাক খেয়ে তার মনের মধ্যে কেবল আছাড় খেয়ে মরতে লাগল। সে ভাবতে লাগল—এর কি কোন প্রতিকার নেই। এই রকম ঘটনা প্রায় নিত্য কোথায়ও না কোথায়ও লেগেই আছে। না পারে সমাজ এর প্রতিরোধ করতে, না পারে গভর্ণমেণ্টের লোক তেমন কিছু করতে। ছোটবেলা কর্ত্তামা ও মার কাছে এ রকম ঘটনা বহু সে শুনেছে। আজও এত বয়স পর্য্যন্ত নিত্য এই ঘটনা শুনে আসছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এর কি তাহলে কোন প্রতিকারই নেই। এমন কেউ নেই যে এর প্রতিরোধ করতে পারে। ভাবতে-ভাবতে অনুকূলের বুকখানা যেন কেমন অসহায়ের মত বোধ হলো। বুঝতে পারল না কেমন করে এর প্রতিবিধান করা যেতে পারে। অথচ না করেও উপায় নেই। দিনের পর দিন এইসব অত্যাচার যেন মানুষের কাছে চরম হয়ে উঠেছে। অথচ কেউ এমন অগ্রসর হয়ে আসছে না এর প্রতিকারের জন্য। অনুকূল অনেকক্ষণ বসে-বসে এইসব চিন্তা করতে লাগল। কিছুই স্থির করতে না পেরে মনে-মনে ভাবল—ঠিক আছে, কেউ যদি না থাকে সে নিজেই এর প্রতিকারের জন্য অগ্রসর হবে। যে ভাবেই হোক। সঙ্গে-সঙ্গে এর প্রতিকারের জন্য নূতন একটা পথ খুঁজে বের করে নিল। তারপর সে ব্যাগটা হাতে করে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। সেখানে কয়েকটা রোগী দেখে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলো এবং যাবতীয় বাকী কাজকর্ম্ম শেষ করে ফেলল। মনোমোহিনীকে জানিয়ে দিল যে মেদিনীপুরে মেজভাইকে আজ টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মনটা অনুকূলের ভাল ছিল না। বিকেলের দিকে কোথায়ও রোগী দেখতে বের হলো না। বেলা সম্পূর্ণ পড়ে এলে সোজা সে কিশোরীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলো। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও তেমন গাঢ় হয়ে ওঠেনি। কিশোরী বাড়ীতেই ছিল। উঠানের পাশে আমগাছতলায় কয়েকজন লোক জড় হয়ে বসে আছে। কিশোরী তাদের নিয়ে কীর্ত্তনের আয়োজন করছিল। কিশোরী অনুকূলকে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল, তারপর কাছে গিয়ে আলিঙ্গন করল।

—ভাই, শুনলাম সেদিন এসেছিলে। হাসপাতালের এমনই বিশ্রী ডিউটি যে কি আর বলবো। বোস, বোস। ভালই হয়েছে। তোমারই কথা আজ বার-বার ভাবছিলাম। অনুকূল নিজের কথা কোন কিছু ব্যক্ত করল না। মিনিট পাঁচ-সাত কেটে গেলে বলল—ডাক্তার, খোলের বাড়ি দিয়ে দাও। লোক চলে আসুক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিনিট দশেকের মধ্যে কীর্ত্তন সুরু হয়ে গেল। অনুকূল প্রাণ খুলে নেচে-গেয়ে কীর্ত্তন জমিয়ে তুলল। তারপর কীর্ত্তনের শেষে বলল—আরও ভাল করে কীর্ত্তন জমাতে হবে ডাক্তার। এতে সুবিধে হচ্ছে না।

কিশোরী বলল—তুমি যদি রেগুলার আস তবে লোক জমাতে কষ্ট হবে না। আগের মত সুরু করে দেব।

অনুকূল মাথা নেড়ে জানাল সে নিয়মিত আসবে। তারপর সে বিদায় নিয়ে চলে এল। রাত্রিতে শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগল—এ-ছাড়া আর কোন পথ নেই। এই কীর্ত্তনের মাধ্যমেই লোকের আত্মোন্নয়ন করতে হবে। ভালবেসেই মানুষের অন্তর জয় করতে হবে। তবেই যদি তাদের চরিত্র সংশোধন করা যেতে পারে নইলে আর অন্য কোন পথ নেই। হয়তো এইজন্যে তার যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকারও করতে হবে। হয়তো বা দেহ-রোগের চিকিৎসা ছেড়ে দিয়ে মন-রোগের চিকিৎসা ধরতে হবে। তবুও যদি মানুষের চরিত্র সংশোধন করে তাদের মোড় ফেরাতে পারে, তবেই সে ভাববে পরম-পিতার কাজ একটু করতে পেরেছে। সমাজের কল্যাণ করতে পেরেছে। আতঙ্ক ও বিপদগ্রস্ত লোকেরা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে। অনেক রাত পর্য্যন্ত এইসব বহু-কিছু চিন্তা করে এক সময়ে সে নিদ্রার কোলে আশ্রয় নিল।

দিন যেতে লাগল। অনুকূল ঝাঁপিয়ে পড়ল নূতন করে আবার মানুষের অন্তর জাগাতে। কিশোরী দেখে অবাক্ হয়ে যেতে লাগল। ভাবতে লাগল এত শক্তি অনুকূল পায় কোথায়। শৈশব-কাল থেকে তাকে দেখে এসেছে। কীর্ত্তনে একসঙ্গে সুরে-সুরে তালে তাল মিলিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুজনে নেচেছে কিন্তু এই ভাব, এই শক্তি তার মধ্যে তো কোনদিন সে লক্ষ্য করেনি। ধীরে-ধীরে তার অন্তরটা অনুকূলের জন্য শ্রদ্ধায় ভরে উঠতে লাগল। কিন্তু নিজের এ দুর্ব্বলতার কথা কাউকে জানাল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুকূল মিশে গেল সকলের সাথে। হাতে তার ওষুধের ব্যাগ রইলই। সেটা শুধু নামমাত্র। সমাজে যারা একান্ত বর্জ্জনীয়, একটানা ছি ছি দিয়ে সমাজ যাদের বহুদূরে ঠেলে ফেলে রেখেছে অনুকূল তাদের কাছে গিয়ে তার সুমধুর ব্যবহারে আপন করে নিতে লাগল। লোকদের ভালবেসে, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে, প্রত্যেকটি কাজে যোগদান করে বুঝাতে চাইল যে সে তাদেরই একজন। অনুকূলের ডাক্তারিতে আজকাল আর তেমন মন বসে না। মনোমোহিনী বকতে লাগলেন। কিন্তু অনুকূল মাতার কথায় কোন জবাব দিল না। গ্রামের লোকেরা বিস্মিত হয়ে গেল। এ কি হলো! যারা পারল ছি ছি করতে লাগল। আর যারা ছি ছি করতে না পারল তারা বলতে লাগল—আহা! এমন ভাল যুবকটি বুঝি পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। আর অনুকূলের সঙ্গ যারা পেল তারা ভাবতে লাগল এমন লোক বুঝি তারা কোনদিন দেখেনি। তার সাহচর্য্য একদিন না পেলে বুঝি দিনই কাটবে না। কত কথা, কত আশা—সব বলবে কার কাছে? সমাজের কাউকেই যে বিশ্বাস করা যায় না। অনুকূল তাদের সকলের কথা মন দিয়ে শুনতে লাগল।

সন্ধ্যা হয়ে আসে, অনুকূল কিশোরীর বাড়ীর আমগাছতলায় এসে কীর্ত্তন জমিয়ে দেয়। মৃদঙ্গ ও করতাল তুমুলভাবে বেজে উঠল। অনুকূল ও কিশোরী জলদ-গম্ভীরনাদে তালে-তালে গেয়ে উঠল—

বল ব্যোম্ ব্যোম্ হরে কৃষ্ণ হরি
দিয়ে করতালি নাচিয়া নাচিয়া
জ্বলুক ধক ধক ঘোর—রজঃ জ্যোতি
বিশ্ব ঝলসিয়া ফেলুক সে ভাতি
নতুবা হবে না সত্ত্বপানে মতি
রজানলে পাপ যাউক পুড়িয়া।

কীর্ত্তন ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে লাগল। থামল না একবারও—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্লান্ত হলো না কেউ—একই তালে, একই উন্মাদনায় গেয়ে যেতে লাগল সকলেই। কিশোরী এই গানের সুর দিয়েছিল—সে-ই সকলের চেয়ে আজ মেতে উঠল বেশী, কতক্ষণ যে কে জানে!

কীর্ত্তন শেষ হলে অনুকূল বলল—এমন সুর না হলে কীর্ত্তন জমবে কেন ডাক্তার?

কিশোরী বলল—এ তোমারই রচনা বলে সম্ভব হয়েছে।

অনেক রাত্রিতে অনুকূল বাড়ী ফিরে এলো। মনোমোহিনী রাগে, দুঃখে, অভিমানে জ্বলে যাচ্ছিলেন, পুত্রকে যা ইচ্ছে তাই ভৎর্সনা করলেন। এত বড় সংসার আয় না করলে চলবে কেমন করে। ক্ষেপা পড়া শেষ করে বাড়ীতে বসে আছে। তার বিয়ে হয়ে গেছে। সংসারে কত খরচ। আয় না করলে চলবে কি করে? কি করে কি হবে, বাদলের পড়াশুনোও প্রায় বন্ধ হতে চলেছে অথচ ছেলের সেদিকে খেয়াল নেই। কোথায় কোন দলের সঙ্গে মিশে বৃথা দিন কাটাচ্ছে। এতে কি কিছু হবে?

অনুকূল কোন কথারও জবাব দিল না। শুধু মাতাকে বুঝিয়ে বলল—ভাবিস কেন মা। পরমপিতা সব ঠিক করে দেবেন।

মনোমোহিনী এতে শান্ত হলেন না।

অনুকূল কিন্তু তা সত্ত্বেও পরদিন বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেল।

কয়েক দিন পর।

সেদিন অনুকূলের সাথে ছিল পূর্ণ চৌধুরী। দুজনে চলছিল ও-পাড়ায় প্রতাপপুরের দিকে। চলতে চলতে অনুকূল বলল—জানেন মামা? মামা-ভাগ্নে যেখানে আছে, সেখানে বাঘে-ভল্লুকের কোন ডর থাকে না।

পূর্ণ চৌধুরী বললেন—তা তো বুঝলাম, কিন্তু চলছ কোথায় তুমি?

অনুকূল বলল—বলেছি তো পুলিনদের বাড়ীতে। গতকাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিশোরী বলল—পুলিনদের গুরুদেব এসেছেন তাদের বাড়ীতে। চলুন না দেখা করে আসি।

চৌধুরী-মহাশয় কোন আপত্তি করলেন না। অনুকূলের সঙ্গে চলতে লাগলেন।

অনুকূল যখন মামাকে সঙ্গে করে নিয়ে পুলিনদের বাড়ীতে উপস্থিত হলো তখন গুরুদেব সবেমাত্র পূজা-আহ্নিক শেষ করে দাওয়ায় বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আর নিরীহ ভক্ত পুলিনকে নানাপ্রকার প্রশ্নবানে জর্জ্জরিত করছিলেন।

পুলিন, দেওয়ালে ঐ ফটোটা কার রে টাঙ্গিয়ে রেখেছিস?

আজ্ঞে বাবাজি—উনি হলো পাগল হরনাথ। মস্ত বড় সাধক। কিশোরীর গুরু।

কিশোরী? কোন কিশোরী?

আজ্ঞে ঐ যে বাড়ীর পাশে। বৈরাগী কিশোরী। মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। পাবনা হাসপাতালে কম্পাউণ্ডারি করে।

চিন্তা করে আন্দাজ করে নিলেন গুরুদেব।

তার নীচে ও লেখাটা কে লিখে দিয়েছেন রে? লেখাটা (চিন্তা করতে-করতে) পূর্ব্বে কোথায় যেন শুনেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক মনে পড়েছে। কবে যেন একবার স্বপ্নে পেয়েছিলাম।

মনে-মনে পাঠ করলেন—"ভোগের দ্রব্য নিকটে রাখিয়া ত্যাগের নামই ত্যাগ, মনে-মনে ত্যাগ ভ্রান্তি মাত্র।"

পুলিন এইবার মহা বিপদে পড়ে গেল। এই প্রশ্নের কি জবাব দেবে? এ যে মস্ত বড় ভয়ের প্রশ্ন। যার কথা বলবে তার কথা শুনে যদি গুরুদেব চটে যান। তাহলে তো মহাবিপদ ঘটে যাবে। কি বলবে—? একবার ঢোক গিলে, মিনিট দুই-তিন আমতা-আমতা করতে লাগল।

গুরুদেব তার দুর্ব্বলতা বুঝতে পেরে কণ্ঠস্বরটা তীক্ষ্ণ করে বললেন—বল না কার লেখা? আমতা-আমতা করছিস্ কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুলিন কথার উত্তর দিতে যাবে এমন সময় দুইজন আগন্তুককে দেখে তার প্রাণে জল এলো। সে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল—ঐ যে সে এসেই গেছে। বলে সে তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা জানাল। ছুটে গিয়ে ঘর থেকে দুটো আসন এনে তাদের বসতে অনুরোধ করল।

গুরুদেব আগন্তুকদ্বয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। প্রথম দর্শনেই একজনকে তার মনে হলো কোথায় যেন একে দেখেছেন। মনে হলো—চিনি-চিনি। কিন্তু কোথায় যে সেটা সহসা তা মনে করতে পারলেন না।

আগন্তুকদের মধ্যে যিনি যুবক তিনি আসন গ্রহণ করবার পূর্ব্বেই চিন্তিত গুরুদেবকে আলিঙ্গন করে বলল—দাদার সঙ্গে দেখা হলো, ভালই হলো। আপনি হয়তো আমাকে চিনতে পারছেন না। কিন্তু আপনাকে আমি চিনেছি। কাশীপুরে দেখেছিলাম আপনার শ্বশুরবাড়ীতে আপনাকে থিয়েটার করতে। আপনি কৃষ্ণের পার্ট করেছিলেন। মনে আছে? আপনার নাম সতীশচন্দ্র গোস্বামী, না?

এইবার গুরুদেব মনে করতে পারলেন।

বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আপনাকেও আমি লক্ষ্য করেছিলাম সেই সময়। সামনেই বসে থিয়েটার দেখছিলেন। ঠিক। এখন মনে পড়েছে।

অনুকূল মাথা নেড়ে তাঁর কথায় সায় দিল। তারপর দুই-তিন মিনিট কেটে গেলে বলল—কেমন আছেন? বহুদিন পর সাক্ষাৎ হলো। কি জিজ্ঞেস করছিলেন পুলিনকে?

সতীশচন্দ্র পূর্ব্বের কথাটায় মন দিলেন। সরল মনেই বললেন—ঐ দেয়ালের লেখাটা আমার খুবই ভাল লেগেছে তাই জিজ্ঞেস করছিলাম—কার লেখা? এমন সময় আপনারা এসে গেলেন।

অনুকূল একটু মৃদু হেসে লেখাটা উদ্দেশ্য করেই বলল—ঠিক কি না?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সতীশচন্দ্র বললেন—আমার তো খুবই ভাল লেগেছে। এ যেন সাধন-জগতের মস্ত বড় কথা। এ কি আপনারই লেখা ?

অনুকূল মাথা নেড়ে সায় দিল।

সতীশচন্দ্র বললেন—এ খুব দামী কথা বলেছেন আপনি। সত্যি-সত্যি খুব ভাল লেগেছে।

অনুকূল বলল—যাঁরা জীবনে সাধন-ভজন করেন, তাঁদের এ কথা ভাল লাগবেই। আপনারও তাই ভাল লেগেছে।

সতীশচন্দ্র এ কথার কোন জবাব দিলেন না। কিন্তু মনে-মনে এই প্রশংসায় একটু আত্মপ্রসাদ বোধ করলেন। কেন না আধ্যাত্মিক জগৎ-সম্বন্ধে তাঁর একটু অহংকার ছিল।

অনুকূল বলল—আপনার শরীরের কথা তো বললেন না, কেমন আছেন ?

সতীশচন্দ্র বললেন—ভালই আছি। আমি চলছি একটু তীর্থ-ভ্রমণে। সঙ্গে স্ত্রী ও পুত্র আছে। ভেবেছি কুষ্টিয়া হয়ে যাবো। এসে দেখলাম ষ্টীমার আসতে অনেক দেরী। কি করবো ভাবছি এমন সময় দেখি পুলিন ছুটে আসছে আমার দিকে। ভাবলাম, যাক্ ওদের বাড়ীতেই কাটান যাবে সময়টুকু। পুলিন বলতেই পাল্কী ফিরিয়ে নিয়ে এলাম এখানে। তারপর তো দেখতেই পাচ্ছেন। পুলিন তো কাল যেতেই দিল না। ভাবছি আজ যাবো।

অনুকূল বলল—ভালই হয়েছে। তারপর একটু চুপ থেকে বলল—আমি শুনলাম কাল কিশোরীর কাছে যে আপনি এসেছেন। তাই আপনাকে দেখতে এলাম। খুবই লোভ ছিল আপনার সঙ্গে দেখা করবো বলে। কতোদিনের জন্য যাচ্ছেন তীর্থে ?

তা বলতে পারছিনে। সব মনের উপর নির্ভর করছে। সংসার-ধর্ম্ম আর ভাল লাগে না। ভেবেছি আমার স্ত্রীকে ও ছেলেটাকে কুষ্টিয়ায় রেখে তারপর কিছুদিন মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াব। যদি কিছু পাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুকূল চুপ করে রইল। ওদিকে ইন্দুবাসিনী তাঁর স্বামীকে প্রস্তুত হবার জন্য তাগাদা দিলেন।

অনুকূল বলল—হ্যাঁ, আহারাদি করে প্রস্তুত হয়ে নিন। ষ্টীমারের টাইম হয়ে এলো।

সতীশচন্দ্র আগন্তুকদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

মামা, বলল অনুকূল, একটু বসবেন, না যাবেন? আমি ভেবেছি গোসাঁই-মহাশয়কে একটু ষ্টীমারে তুলে দিয়েই বাড়ী যাব। আপনার যদি কাজ থাকে তাহলে যেতে পারেন।

চৌধুরী-মহাশয় ততক্ষণ ধৈর্য্য রাখতে পারবেন না মনে করে বললেন—না আমি যাই, একটু কাজ করিগে। তুমি এসো—বলে উঠে পড়লেন।

অনুকূল তাঁকে বিদায় দিল। কিছুক্ষণ পর সতীশচন্দ্র প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। অনুকূলও তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

সতীশচন্দ্র বললেন—খেতে বসে আপনার কথাই ভাবছিলাম—আপনি চলে গেলেন কি না। বড়ো ভাল লেগেছে আপনাকে। আপনি এত তাড়াতাড়ি মানুষের মন জয় করে নিতে পারেন। এ-রকম আর কোথায়ও দেখিনি।

অনুকূল গোস্বামী-মহাশয়ের কথা শুনে একটু হাসল।

তারপর বলল—আপনাকেও আমার ভাল লেগেছে। মনে হয় কোন জন্মে আমরা দু'জনে ভাই-ভাই ছিলাম। চলুন যাই আর অপেক্ষা করা যাবে না। ষ্টীমার এক্ষুণি এসে পড়বে। সময় হয়ে গেছে। পথে যেতে-যেতে না হয় গল্প করা যাবে।

সতীশচন্দ্র পরিবার-সহ রওনা হলেন। অনুকূলও সঙ্গে-সঙ্গে চলল। পুলিন আর মুকুন্দ ভক্তদ্বয় তাদের গুরুদেবের ছোট-খাট, টুক-টাক্ জিনিষ-পত্র বয়ে নিয়ে চলল। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে অনুকূল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলল—তীর্থ ঘুরে ফিরে যাবার পথে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন তো ?

সতীশচন্দ্র চলতে-চলতে আনমনে কি যেন ভাবছিলেন, অনুকূলের কথায় ধাক্কা খেয়ে বললেন—কি বলছিলেন ? ফেরার পথে আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে ? ক্ষণিকের জন্য কি যেন চিন্তা করে নিলেন। তারপর বললেন—কি অবস্থায় ফিরবো তা তো বলতে পারছিনে। সবে তো মাত্র যাত্রা করেছি।

অনুকূল বলল—তাহলেও আমার কথা স্মরণ রাখবেন। তাহলেই আমার হবে।

সতীশচন্দ্র এইবার একটু হাসলেন। প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে বললেন—মনে হয়তো থাকবে। কেন না দাদা ডেকে প্রথম থেকেই যেমন করে আপনি আমায় আপন করে নেবার চেষ্টা করেছেন—সেটা অন্ততঃ মনে থাকা উচিত।

এতক্ষণে সকলে ষ্টীমার ঘাটে এসে পৌঁছালেন। ষ্টীমার তখনও এসে পৌঁছায়নি। সতীশচন্দ্র দূরে তাকিয়ে ষ্টীমারের চিহ্ন দেখতে লাগলেন। এমন সময় এই ঘাটের এজেণ্ট অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এসে অনুকূলকে ঠুক্ করে প্রণাম করে উঠলেন। অতুলচন্দ্র অনুকূলের ভক্ত। অনুকূল অতুলচন্দ্রকে সতীশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করে দিল।

মুকুন্দর গুরুদেব। এই শালগেড়ে বাড়ী। যেমন পণ্ডিত তেমনি সাধক। অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশধর।

অতুলচন্দ্র তাঁকেও প্রণাম জানালেন। তারপর কথাবার্ত্তা সুরু হলো।

অতুলচন্দ্র বললেন—ষ্টীমারের একটু দেরী আছে। ততক্ষণ চলুন না হয় আমার ওখানে গিয়ে ছায়ায় বসবেন।

অনুকূল রাজী হলো। সতীশচন্দ্রও তাদের সঙ্গে-সঙ্গে চললেন। সেখানে গিয়ে আলোচনার মধ্যে কীর্ত্তনের কথা সুরু হলো।

অতুলচন্দ্র বললেন—কিশোরীদার কীর্ত্তনের দলের আর তুলনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না। বিশেষ করে এই ডাক্তারবাবু যখন যোগ দেন। তখন যেন আরও তিনগুণ হয়ে ওঠে।

অনুকূল অতুলচন্দ্রের কথা সমর্থন করে বললেন—সত্য। কিশোরীর গুণ এ-দিকে অশেষ।

তারপর সতীশচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলল—আপনি ফিরে এসে কিশোরীর দলে একবার কীর্ত্তন করে যাবেন। শুনেছি আপনি নাকি ভাল কীর্ত্তন করেন ?

সতীশচন্দ্র বললেন—সবই সুদূরের কথা। ফিরে এলে তবে সবই হবে। কীর্ত্তন আমি করি, তবে ভাল করি কি না জানিনে।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। ষ্টীমারের মাস্তুল দেখা গেল। ধূমো ছাড়তে-ছাড়তে ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে। অতুলচন্দ্র আলোচনা এইখানে বন্ধ রাখলেন। ষ্টীমারের দিকে তাকিয়ে বললেন—ষ্টীমার এসে গেল। তাহলে আস্তে-আস্তে চলুন যাই, আমরা এগোই।

সকলেই উঠে দাঁড়ালেন। আর কোন কথা হলো না। গুরুদেবের ভক্তরা তখনও সকলের পেছনে-পেছনে নীরবে অগ্রসর হচ্ছিল। ষ্টীমার ঘাটে এসে লাগতেই কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ত্বরিৎ বেগে সকলের আগে গিয়ে তারা স্থান করে ফেলল? অনুকূল যাত্রীদের নিয়ে ধীরে-ধীরে উপরে উঠে গেল। অতুলচন্দ্র যথেষ্ট সাহায্য করলেন এই ব্যাপারে। যাত্রীদের এতটুকু অসুবিধে হলো না। ষ্টীমার ছেড়ে দিলে দূর থেকে সকলে যাত্রীদের বিদায় জানিয়ে প্রস্থান করল। মুকুন্দ চলে গেল তার দোকানে। পুলিন গেল বাড়ীতে।

অতুলচন্দ্র অনুকূলকে বললেন—একটা কথা বলবো বলে সেদিন আপনার বাড়ী গেলাম। আপনাকে পেলাম না।

অনুকূল উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার অতুলদা ?

অতুলচন্দ্র বললেন—বিশেষ কিছু না। জীবনের টুকি-টাকি দু'-চারটে কথা। আপনার সঙ্গ করে আমার ভালই লাগে—তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনাকে খুঁজি। কিন্তু আপনার সঙ্গ বোধহয় আর বেশী দিন করতে পারবো না। আমায় বোধহয় রংপুরে বদলী হয়ে যেতে হবে।

রংপুরে? কেন?

অতুলচন্দ্র বললেন—সেখানে না গিয়েই বা কি করবো? চাকরী করে যখন খেতেই হবে সেখানে গেলে তবুও দু'-চারটে পয়সা বেশী পাব।

অনুকূল বলল—ঠিকই তো। যা করলে উন্নতি হবে তা করাই ভাল। কবে যাচ্ছেন সেখানে?

অতুলচন্দ্র বললেন—তা ঠিক হয়নি। তবে যেতেই হবে—এই সংবাদই এসেছে। তারপর একটু চুপ থেকে বললেন—আপনার কাছ থেকে কত কাজে কত উপদেশ পেয়েছি। আপনার কীর্ত্তন আমার এত ভাল লাগে, সে-সবই ছেড়ে যেতে হবে। মনটা সত্যি খারাপ লাগে। কিন্তু কি করবো, না গিয়েও উপায় নেই। কয়েক দিন ধরে ভাবছিলাম আপনাকে বলবো। চলে তো যাচ্ছিই। আপনি যদি দয়া করে জীবনে সৎভাবে চলবার কিছু নির্দ্দেশ লিখে দিতেন তাহলে খুবই উপকৃত হতাম।

বিনীত কণ্ঠে অনুকূল জানাল—অতুলদা, আমি কি-ই বা জানি আর কি-ই বা আপনাকে লিখে দেবো।

কিন্তু অতুলচন্দ্র নাছোড় হয়ে পড়লেন। বললেন—সে আমি জানি, আপনি কি জানেন আর না জানেন। একটা কিছু আমায় লিখে দিতেই হবে। আপনাকে যাতে স্মরণ রাখতে পারি।

অনুকূল এইবার চুপ করে রইল। তাঁরা উভয়ে কথাবার্ত্তা বলতে-বলতে ষ্টীমার ঘাট ছেড়ে অনেকটা দূর এগিয়ে পড়েছিলেন। অতুলচন্দ্র এইখানে দাঁড়ালেন। অনুকূলকে লক্ষ্য করে বললেন—আশা করি আমার অনুরোধটা রাখবেন।

অনুকূল এবার আর অতুলবাবুর কথাটা উপেক্ষা করতে পারল না। বলল—চেষ্টা করবো অতুলদা, জানিনে কতটা হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতুলবাবু অনুকূলের কথা শুনে সুখী হলেন। তারপর তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

অনুকূল যখন একবার কথা দিয়েছে তখন আর তাঁর ভাবনা নেই। পাওয়া কিছু যাবেই।

অনুকূলও ধীরে-ধীরে পদ্মার রাস্তা ধরে বরাবর হিমাইতপুরে চলে এলো।

কয়েক মাস কেটে গেলে নূতন বৎসর ঘুরে এলো।

অতুলচন্দ্র একদিন অনুকূলকে জানালেন—এবার আমাকে আপনাদের সঙ্গ ত্যাগ করে যেতেই হবে। আর থাকা যাবে না।

অনুকূল শুনে দুঃখ প্রকাশ করল। বলল—আপনাকে নিয়ে বেশ ছিলাম। চলে যাবেন মনে করে আমারও মন কেমন লাগছে।

অতুলচন্দ্র এ কথার জবাব দিলেন না। এই পরিবেশ ত্যাগ করে যেতে হবে মনে করে তাঁর অন্তরেও যে কি ব্যথা বাজছে তিনি ছাড়া আর কে বুঝবে? বিশেষ করে তাঁর দরদী বন্ধু অনুকূলচন্দ্রকে ছেড়ে যেতে।

অতুলচন্দ্র অনুকূলের কথা মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝতে পারলেন। অনুকূল যে তাঁকে কত ভালবাসে, সময়-অসময়ে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে কত যে উপকার করেছে সেটা তিনি ছাড়া আর কে জানে। তারও যে এই চলে যাওয়ার জন্যে অন্তরে ব্যথা লাগবে সেটা অতুলচন্দ্রও মনে-মনে জানতেন। কিন্তু উপায় নেই—প্রবৃত্তির কর্ম্ম যেখানে প্রবল সেখানে বিচ্ছেদের বেদনা ভোগ করতেই হবে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন—প্রয়োজন হলেই চলে আসবো নইলে চিঠি-পত্র লিখবো।

অনুকূল বললেন—নিশ্চয়ই অতুলদা। আপনার খবর পেলে যে কত খুশী হবো সে আর বলবার নয়।

অতুলচন্দ্র কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বিদায় নিলেন। অনুকূল কি একটা চিন্তা করে নিজের কাজে চলে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রিতে অনুকূলের ঘুম এলো না। চিন্তা করতে লাগল। অতুলদাকে একটা কিছু লিখে দিতেই হবে। অথচ কি যে লিখবে সহসা কিছুই মনে এলো না। অনেকক্ষণ ধরে অনুকূল এদিক-ওদিক মনটা ফাঁকা করে ঘুরতে লাগল। তারপর মনের চিন্তাধারাটা একটু গভীর হয়ে এলে খাতা ও একটা কলম নিয়ে বসে গেল লিখতে। রাত তখন খুব বেশী হয়নি। প্রথমে সে লিখল, অতুলদা—

আমাদের সর্ব্বপ্রথমে দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। সাহসী হতে হবে। বীর হতে হবে। পাপের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি ঐ দুর্ব্বলতা, তাড়াও, যত শীঘ্র পার ঐ রক্তশোষণকারী অবসাদ উৎপাদক Vampire-কে। স্মরণ কর,—তুমি সাহসী, স্মরণ কর,—তুমি শক্তির তনয়, স্মরণ কর—তুমি পরমপিতার সন্তান। আগে সাহসী হও—অকপট হও—তবে জানা যাবে তোমার ধর্ম্মরাজ্যে ঢোকবার অধিকার জন্মেছে।

দুই-এক লাইন লেখার পর তার মাথাটা যেন সহসা খুলে গেল। সে লিখতে লাগল।

—হটে যাওয়াটা দুর্ব্বলতা নয়কো—চেষ্টা না-করাই দুর্ব্বলতা।

তুমি কোন-কিছু করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি বিফল মনোরথ হও, ক্ষতি নাই, তুমি ছেড়ো না। ঐ অম্লান চেষ্টাই তোমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে।

দুর্ব্বল হৃদয়ে প্রেম-ভক্তির স্থান নেই।

চাওয়াটা না পাওয়াই দুঃখ, কিছু চেও না, সব অবস্থায় রাজি থাক, দুঃখ তোমার কি করবে।

জগতে মানুষ যত দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে বৃত্তিলোলুপ আসক্তি থেকে আসে—ও থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। কামিনী থেকে কাম বাদ দিলেই ইনি মা হয়ে পড়েন। বিষ অমৃত হয়ে গেল। আর মা মা-ই। কামিনী নয়কো। মার শেষে গী দিয়ে ভাবলেই সর্ব্বনাশ। সাবধান! মাকে মাগী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেবে মরো না। প্রত্যেক মা-ই জগজ্জননী। প্রত্যেক মেয়েই নিজের মায়ের বিভিন্ন রূপ এমনতর ভাবতে হয়।

ভালমন্দ বিচার করে বিধ্বস্ত হওয়ার চেয়ে সৎ-এ (গুরুতে) আকৃষ্ট হও—নির্ব্বিঘ্নে সফল হইবে নিশ্চয়।

দোষ দেখিয়া দুষ্ট হইও না আর তোমাতে সংলগ্ন সবাইকে দুষ্ট করিয়া তুলিও না। ইত্যাদি।

লিখতে-লিখতে রাত্রি শেষ প্রহরের দিকে চলে গেল। লেখা-গুলো মৌমাছির ঝাঁকের মত তার মনে এসে বাসা বাঁধছিল। সে অনর্গল লিখে যেতে লাগল। লেখা যখন শেষ হলো তখন ভোরের পাখী দুই-একটা জেগে উঠেছে। সে সব নিয়ে চার শ'রও কিছু বেশী বাণী লিখে শেষ করল। সে ক্লান্ত বোধ করছিল। খাতা কলমটা রেখে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার ঘুম ভাঙ্গল একটু বেলায় মনোমোহিনীর ডাকে।

মনোমোহিনী বললেন—রাত জেগে বোধহয় লিখেছিস ?

অনুকূল মায়ের কথায় সায় দিল। তারপর হাত-মুখ ধোবার জন্য বাইরে চলে গেল।

সন্ধ্যাবেলা প্রতাপপুরে কীর্ত্তনে যাবার পথে অনুকূল লেখাটা হাতে করে নিয়ে অতুলচন্দ্রকে দিল। অতুলচন্দ্র লেখাটা পেয়ে খুবই খুশী হলেন। সঙ্গে-সঙ্গে একটা প্রণাম জানালেন। তারপর দুই-একটা বাণী পাঠ করে বললেন—এমন সুন্দর লেখা জীবনে শুনিনি ডাক্তার-বাবু। এ উপদেশগুলো আমার জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে চিরকাল।

অনুকূল বলল—অতুলদা, আমার এ কথাগুলো যদি আপনার জীবনে এতটুকু কাজে লাগে তাহলে আমিও নিজেকে ধন্য মনে করবো।

অতুলচন্দ্রের এ বেলা ছুটি ছিল। তিনি অনুকূলের সঙ্গে কিশোরীর বাড়ীতে কীর্ত্তনে যোগদান করতে চলে গেলেন। কীর্ত্তন খুবই জমে উঠল সেদিন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিন যায় রাত আসে। বৎসরের দিনগুলি ঝরাপাতার মত একে-একে ঝরে পড়ে। আসে আবার নতুনের ডাক। অনুকূল চলতে থাকে একই উদ্যম নিয়ে। সে ভাবতে থাকে তার এ কঠোর দায়িত্ব বয়ে চলতেই হবে। মানুষের কল্যাণ তাকে করতেই হবে।

এমনি একদিন। রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমে আসে সমস্ত পল্লীটাকে নীরব নীস্তব্ধ করে দিতে। লোকজন ঘুমিয়ে পড়ে এই শান্ত পরিবেশের মধ্যে। শুধু দূরে বনে কয়েকটা বন্যপশু অকারণে চীৎকার করে ওঠে। বোধহয় রাত্রির এই নিস্তব্ধতাকে আরও ভয়াবহ করে তুলবার জন্যে। অনুকূল এই গভীর অন্ধকারের মধ্যেই একাকী চলেছিল কোথায় কোন বাড়ীর উদ্দেশ্যে জানিনে। সে চলেছিল খুবই ক্ষিপ্র গতিতে। কেউ দেখলে মনে করবে—বিশেষ কোন কারণে সে ছুটে চলেছে। সময় মত সেখানে না পৌঁছিলে অনেক কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে।

পনর-বিশ মিনিট পদ-চালনা করে সে একটা আড্ডাখানায় এসে উপস্থিত হলো। সেখানকার সকলেই অনুকূলের পরিচিত। তাকে দেখেই সকলে বিস্মিত হয়ে গেল।

তুই? অনুকূল? এই সময়ে? মনে হলো তাকে এই সময়ে পেয়ে আনন্দিত হওয়ার চেয়ে সকলে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল বেশী। অনুকূল সেটা লক্ষ্য করল। সে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, মিষ্টি-সুরে বলল—তোরা কোথায় যাচ্ছিস্ ভাই?

কেউ বলতে চাইল না তাদের গোপন কথা। শুধু একজন বলল—তোকে বলে লাভ নেই ভাই। তুই এখন যা। আমরা একটু বেরুচ্ছি। বিশেষ দরকার আছে।

কোথায় যাচ্ছিস বল না?

বললুম তো। তা তোর শুনে কোন লাভ নেই। তুই বাড়ী যা।

কিন্তু ভাই, আমি তো এতটা পথ হেঁটে এসেছি। বাড়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাবার জন্যে আসিনি। আর না বললে তো আমি এক পাও নড়বো না।

অনুকূলের জেদ দেখে সকলে মহাবিপদে পড়ে গেল। অথচ তাকে তাড়াতেও পারছিল না। এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে। প্রথমে বলতে তারা সঙ্কোচ বোধ করতে লাগল। তারপর সব খুলে বলল।

অনুকূল আব্দার ধরল সেও যাবে সঙ্গে।

বলিস কি রে? দলপতি বিস্মিতকণ্ঠে বলে উঠল। তুই গেলে যে আমাদের সব পণ্ড হয়ে যাবে। তুই আর-একদিন যাস্।

না ভাই, পণ্ড হবে না। আমি শুধু দেখব কেমন করে তোরা কি করিস।

দলের একজন বেঁকে বসল।

না ভাই, তোকে নিয়ে কোনমতেই যাওয়া যাবে না। সব পণ্ড হয়ে যাবে আমি জানি।

অনুকূল মিনতির সুরে বলল—নিলে দোষ কী? আমি তোদের কথামতই চলবো।

কথা কাটাকাটি করে সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে সকলে বিরক্ত হয়ে বলল—আচ্ছা, চল্। তবে সাবধানে থাকিস। ধরা পড়লে কিন্তু গোলমাল হয়ে যাবে।

অনুকূল সহজ বালকের মত সায় দিল।

জয় মা কালী জয়। সকলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

আঁকাবাঁকা পথ। চলতে-চলতে তারা এক গৃহস্থের বাড়ীর আঁস্তাকুড়ের পাশে দুই-একটা ছোট গাছ তারই আবডালে এসে সকলে লুকিয়ে রইল। একটু দূরে একটা ঘরে ছোট্ট একটা প্রদীপ টিম-টিম করে জ্বলছে। আর তারই স্তিমিত আলোকে জানালার পথে দেখা যাচ্ছে একজন রমণী বিছানায় শুয়ে আছেন। সকলেই তাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্য করে ওৎ পেতে বসে রইল। কোন কারণে একবার বাইরে এলেই বলপূর্ব্বক তাকে ধরে নিয়ে পালাবে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। মশার কামড়ে সকলেই প্রায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। কেউ স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিল না। অনুকূল আরও বেশী বিরক্ত হয়ে উঠল। সে জোরে-জোরে মশা তাড়াতে সুরু করে দিল। সঙ্গীরা সকলেই ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে উঠল। অন্ধকারে কোন লোককেই দেখা যাচ্ছিল না। এরই মধ্যে সকলে অনুকূলকে শাসন করতে লাগল।

এই করছিস কি? টের পেয়ে যাবে। শব্দ করিসনে। সব পণ্ড হয়ে যাবে।

অনুকূল তাদের কথায় কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

কিন্তু মশার যন্ত্রণা যে অসহ্য। এক মিনিটও স্থির হয়ে বসে থাকা যাচ্ছে না।

তবুও সে দুই-তিন মিনিট কষ্টে চুপ করে বসে রইল। কিন্তু এরপর তো আর সহ্য করা যায় না। অনুকূল চপাট করে দুই-তিনটে শব্দ করে ফেলল।

সঙ্গীরা এবার খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

নাঃ! কাজ তো উদ্ধার হবেই না উপরন্তু এর জন্যে দেখছি ধরাই পড়ে যাবো। কেন যে নিয়ে এলাম ওকে।

অনুকূল চুপ করে গেল। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। অনুকূল বোধহয় এমনিভাবে বসে থাকতে পারছিল না। সহসা তার মনে কি উদয় হলো। সে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর কোন কথা না বলেই এক লাফে সেখান থেকে বেরিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে সুরু করে দিল। সঙ্গীরা অনুকূলকে সহসা ছুটতে দেখে ভীত হয়ে পড়ল। তারাও অগ্র-পশ্চাৎ কিছু চিন্তা না করে তার পেছনে-পেছনে যে যার মত করে ছুটতে সুরু করে দিল। মিনিট কয়েক পরে ছুটতে-ছুটতে তারা এক মাঠের মধ্যে এসে দাঁড়াল। সকলেই তখন হাঁপাচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি রে ছুটলি কেন ?

অনুকূল বলল—কি শালার মশার কামড় খেয়ে মরতে গেছলাম পরের বাড়ীর আঁস্তাকুড়ের মধ্যে।

ও, এই ব্যাপার। আর আমরা ভাবলুম কেউ বুঝি আমাদের দেখে ফেলেছে।

অনুকূলের কথা শুনে সকলেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

সেইজন্য তোকে বারণ করেছিলাম। তোর জন্যে এখন সব নষ্ট হয়ে গেল। তাদের ক্রোধ দেখে অনুকূলও তার মনটা পরিবর্ত্তন করে ফেলল।

এই ছাখ্, শোন! অনুকূল আর তখন হাঁপাচ্ছিল না। সে কণ্ঠস্বরটা অসম্ভব গম্ভীর করে বলল—আমাদের কি প্রাণের মমতা নেই রে? জীবনটা কি এতই তুচ্ছ? আমরা কি পুরুষ নই যে মেয়ে-মানুষের পেছনে-পেছনে ছুটব এমন জঘন্যভাবে? আমাদের লজ্জা-ঘৃণা বলে কি কিছুই নেই? আমরা কি হীন, নীচ যে পুরুষ হয়ে সামান্য স্ত্রীলোকের জন্য এমন ঘৃণিত, কুৎসিত উপায়ে আত্মবিসর্জ্জন দেব? কি বলছিস তোরা? কথাগুলো অনুকূলের মুখে এমনই ভাবে উচ্চারিত হলো যে তাদের ক্রোধ সহসা নিভে গেল। মনে হলো কথাগুলো তাদের মর্ম্মে গিয়ে আঘাত করেছে। কেউ কোন জবাব দিতে পারল না। সকলেই আমতা-আমতা করতে লাগল।

অনুকূল বলতে লাগল—পুরুষ যদি হয়েই থাকি, আমাদের শৌর্য্য, বীর্য্য, রূপ, গুণ দেখে তারাই ছুটবে আমাদের পেছনে-পেছনে তবেই তো। নইলে এ যে জঘন্য বৃত্তি। মানুষ হয়ে তা করবো কেন?

লোকগুলো এবারও কোন উত্তর দিতে পারল না। কিন্তু যে এমন উদাত্ত সুরে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল অন্ধকারে তার মুখখানা স্পষ্ট দেখা না গেলেও বুঝা যাচ্ছিল তার অন্তরে এই শিব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও সুন্দরের অপূর্ব্ব সমাবেশ কেমন অপূর্ব্ব হয়ে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। যার ফলে সে দেখতে পেয়েছে প্রকৃতিতে এর বাস্তব রূপ। প্রকৃতিতে পুরুষ কত সুন্দর—কত মহনীয়। একটা সিংহ তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বসে আছে। আর সিংহীটা তার মুখপানে তাকিয়ে তার কি যেন লক্ষ্য করছে এবং মনে-মনে তৃপ্ত হচ্ছে। একটা ময়ুর পেখম তুলে নৃত্য করছে। একটা ময়ুরী তাই দেখে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে বসে আছে। পুরুষ দোয়েল শিস্ দিচ্ছে। স্ত্রী দোয়েল তাই বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখছে। প্রকৃতিতে পুরুষ কত সুন্দর।

কিছুক্ষণ কেটে গেলে একজন বলল—ঠিকই বলেছিস ভাই। কথাগুলো সত্যি আমার ভাল লেগেছে। আমি আর এ-কাজে থাকবো না ভাই। বড্ড জঘন্য কাজ।

তার কথার সঙ্গে-সঙ্গে সকলেই নিজেদের অন্যায় স্বীকার করল এবং প্রতিজ্ঞা করল তারাও এই জঘন্য প্রবৃত্তিতে আর পা বাড়াবে না।

অনুকূল শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগল—আমাদের যে পরমপিতা বহু কাজ দিয়েছেন করতে। এ গুলোতে যে কোন লাভ নেই ভাই। এ যে সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ তা ভুলে গেলে চলবে কেন?

বন্ধুরা সকলেই মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিল। তারপর সকলে মিলে বিদায় নিল। অনুকূলও তাদের সকলকে প্রীতির আলিঙ্গনে একটা হাসির পরিবেশ সৃষ্টি করে বাড়ীর দিকে রওনা হল। পথ অনেক দূর তবুও তার ফিরতে বিশেষ দেরী হল না।

আকাশের তারাগুলি তখনও মিটি মিটি করে আলো দিচ্ছিল পৃথিবীর বুকে।

* * *

ভোরে উঠতে তার কোন বিলম্ব হলো না। নিত্যাভ্যাস মত সে উঠে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপ্ত করে ডাক্তারি-ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। মনে তার নিরন্তর চিন্তা হচ্ছে—কি করে মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্ত্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারবে। চিন্তা করতে-করতে ডিস-পেন্সারীতে এসে বসল। বসন্ত সাহা আজ সকাল করেই এই পথে যাচ্ছিলেন। অনুকূলকে দেখে বললেন—ডাক্তারি কি প্রায় ছেড়েই দিলে অনুকূল? রোগীপত্র তো তেমন আর দেখছিনে।

অনুকূল এ কথার জবাব দিল না। মনে হলো মনটা তার কিসের চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। কিশোরী এসে ডিসপেন্সারীতে উপস্থিত হলো। অনুকূল তার দিকে মনোযোগ দিল। বসন্তবাবু বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন। কিশোরী বলল—না ভাই, বসবো না। আমার আবার ডিউটির টাইম হয়ে গেছে। লেট হয়ে যাবো। আমি শুধু তোমায় বলতে এলাম—কীর্ত্তনে সকাল-সকাল করে যেও, দেরী করো না।

অনুকূল জানাল সে ঠিক সময়মতই কীর্ত্তনে যোগদান করবে। কিশোরী আরও দুই-চারটে কথা বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল। কয়েকটা রোগী ডিসপেন্সারীতে ছিল অনুকূল তাদের ব্যবস্থা করে উঠে পড়ল। তার বিশ্রাম নেই। গ্রামের অনেককে আজ সন্ধ্যা-বেলা কীর্ত্তনে যাবার জন্যে নেমন্তন্ন করল। বৃন্দাবন, তরণী, কোকন, দুর্গানাথ, যোগেন সকলেই রাজী হলো।

অপরাহ্নকাল। পদ্মা কুল-কুল করে বয়ে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে। অদূরে বাজিতপুর ঘাট থেকে ষ্টীমারটা ছেড়ে চলে গেল। দূর থেকে তারই শব্দ কানে এসে বাজতে লাগল। একটা লোক, যে অনুকূলের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিল, বলল—কি হে? কিছুই তো বলছো না।

অনুকূল তার কথার কোন জবাব দিল না। দূরে তাকিয়ে আনমনাবস্থায় কি যেন চিন্তা করতে লাগল। লোকটা তবুও তাকে বিরক্ত করতে লাগল।

সে অনুকূলকে বিরক্ত করছে অনেক দিন থেকে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। লোকটার অন্তরে এমনই একটা পশুবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠেছে যে, সেটাকে চরিতার্থ না করতে পারলে কোন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতেই সে স্থির থাকতে পারছে না। অথচ নিজের ক্ষমতায়ও কিছু করে উঠতে পারছে না। তাই সে এই বন্ধুর সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে এবং বহুদিন থেকে তার পেছনে-পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ তার বন্ধুটি এমনই উদাসীন যে তার একটি কথায়ও সে সায় দিচ্ছে না। সে যে ইচ্ছে করলে যে-কোন মুহূর্ত্তে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে দিতে পারে সে বিশ্বাস তার ষোল আনাই আছে। শুধু তার কথা কানে নিচ্ছে না এই যা তার দুঃখ। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল—তুমি ইচ্ছে করলেই পার—শুধু গায়ে মাখছ না আমার কথা।

অনুকূল লোকটার নির্বিজ ভাষা শুনতে-শুনতে কয়েক দিন থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। অথচ তাকে তাড়িয়েও দিতে পারছিল না। আজ যখন লোকটা খুবই আবেগের সাথে তাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তখন সে বলল—ছাখ, মেয়ে-মানুষকে কি অমন করে পাওয়া যায়, এরও মন্ত্র আছে।

লোকটি কথাটা শুনে হেসে উড়িয়ে দিল।

হুঁ রেখে দে তোর মন্ত্র। সব বাজে কথা। বল দেখি তোর মন্ত্র।

অনুকূল তার কথা শুনে সহসা গম্ভীর হয়ে গেল।

বলল—দেখবি ?

একটি স্ত্রীলোক পদ্মা থেকে জল নিয়ে কলসী-কাঁখে বাড়ী ফিরছিলেন। অনুকূল তাকে দেখিয়ে বলল—আমি এখনই ওকে কেমন আপন করে ফেলতে পারি। তুই শুধু দূর থেকে আমাকে লক্ষ্য করে যাস।

লোকটি রাজী হলো।

অনুকূল চলে গেল ধীরে-ধীরে স্ত্রীলোকটির কাছে। মিষ্টি সুরে ডাকল—মা!

স্ত্রীলোকটি একমনে বাড়ী ফিরছিলেন। অনুকূলের কণ্ঠস্বর শুনে বললেন—কি লক্ষ্মী-ছেলে আমার। কি চাই বাবা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুকূল বলল—আমি ও-পাড়ার চক্রবর্ত্তীদের ছেলে মা, তোমার বাড়ী বুঝি ঐ পাড়ায় ?

স্ত্রীলোকটি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—ঐ যে বেশী দূর নয়। তোমার মাকে আমি ভাল করেই চিনি। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বললেন—কথায়-কথায় তো প্রায় বাড়ীর কাছেই এসে গেলে, চল না বাবা আমাদের বাড়ীতে। আমার ছেলে হাটে গেছে এক্ষুণি ফিরবে।

অনুকূল ইচ্ছা ও অনিচ্ছা ভাব নিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। এবং ধীরে-ধীরে তার বাড়ীতেই এসে উপস্থিত হলো।

অনুকূল স্ত্রীলোকটিকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েই সহসা বলল—তাহলে আমি যাই মা।

স্ত্রীলোকটি কলসীটা নামাতে-নামাতে বললেন—তা কেন ? একটু বোস। কিছু খেয়ে যাবে না বাছা ?

অনুকূল বন্ধুকে চরম অবস্থাটা দেখাবার জন্য কোন আপত্তি করল না। স্ত্রীলোকটি একথালা খাবার এনে দিয়ে বললেন—খাও বাবা, শুধু মুখে কি কোথায়ও থেকে যেতে আছে।

অনুকূল খেতে বসে গেল। এত সহজেই খেতে লাগল যে মনে হলো মিষ্টি জিনিষের উপর তার ভীষণ লোভ। একবার দিলেই বারণ নেই। অনুকূল অতি সহজেই থালার সবটুকু খাবার নিঃশেষ করে দিয়ে ঢক-ঢক করে জল পান করে নিল। তারপর মুখ মুছে বলল—তাহলে যাই মা।

স্ত্রীলোকটি অনুমতি দিলেন।

লোকটি দূর থেকে সব লক্ষ্য করছিল।

অনুকূল তার নিকটে এসে বলল—দেখলি তো মন্ত্রের প্রভাব।

লোকটি আশ্চর্য্য হয়ে রইল এই ব্যাপার দেখে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল—আমায় শিখিয়ে দিবি মন্ত্রটা ?

অনুকূল কোন কথা বলল না। শুধু একটু হাসল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকটি পীড়াপীড়ি করতে লাগল—দে না ভাই, মন্ত্রটা শিখিয়ে। অমন করিস কেন ?

অনুকূল এখনও তার কথার জবাব দিল না। দূরে তাকিয়ে রইল অন্যমনস্কভাবে। কিন্তু লোকটি তাকে ছাড়ল না। তেমনি তার কাছে আব্দার করতে লাগল।

অনুকূল বিরক্ত হয়ে বলল—চুপ করে থাক, বিরক্ত করিসনে। আজ যা, অন্যদিন আসিস্।

বলছিস ? লোকটি যেন হাতে স্বর্গ পেল। আচ্ছা তাই। ঠিক আছে, আমি অন্যদিন আসব বলে সে চলে গেল। অনুকূল কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়ল।

গোধূলির ছায়া ধীরে-ধীরে নেমে পড়ছিল ধরণীর বুকে। দিনের শেষে কাজ সমাপ্ত করে চলছিল কিষাণেরা। রাখালরা ক্লান্ত-পদে চলছিল তাদের গরুর পাল নিয়ে ঘরের দিকে।

অনুকূল চলল মাঝিপাড়ার দিকে। যদুনাথ পালকে আজ বলা হয়নি। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে কীর্ত্তনে। কিশোরী খুবই তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরবে। তাই তারও সময়মত সেখানে গিয়ে পৌঁছতে হবে। অনুকূল যদুনাথকে নিয়ে যখন প্রতাপপুরে পৌঁছল তখন কিশোরীর আমগাছতলায় লোকজন বেশ জমে গেছে। মাঝে-মাঝে দুই-একবার ওস্তাদের অসতর্ক হাতের স্পর্শে খোলের আওয়াজ বেজে উঠছে। মনে হচ্ছে অনেকেরই আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না, আরম্ভ হয়ে গেলেই হয় এখন। কিশোরীও অনুকূলকে দেখে বলল—ঠিক আছে। এখনই সুরু করে দেওয়া যাক।

কীর্ত্তন সুরু হয়ে গেল। কিশোরীর কণ্ঠে বেজে উঠল—

জাগ রে মন জাগ রে মন ঘুমায়ো না আর
একবার ভুলিয়ে সকল প্রেমে হয়ে বিহ্বল
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বল।

কীর্ত্তনীয়ারা সকলেই ধীরে-ধীরে মেতে উঠল। সে কি কীর্ত্তন!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুরে-সুরে, তালে-তালে প্রতিপ্রত্যেকের শিরা-উপশিরা, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল। সেই সঙ্গে সকলের আবেগভরা তাণ্ডবনৃত্য—মনে হয় মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলের মনের ঘোর তামসিকতা মুছে দিয়ে কোন সেই আলোকভরা সত্যের স্পর্শ মিলিয়ে দিল। তারা কেউ এইভাব বোধ করতে পারল কি না জানিনে, কিন্তু কীর্ত্তনে তারা মাতোয়ারা হয়ে পড়ল।

আর অনুকূল! সে চলেছে উদ্বাহু হয়ে তার সুঠাম দিব্য দেহের অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায়—তালে-তালে নেচে। সে যে কি অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা—কি অভিনব নৃত্য সে, কি দিব্যভাব, মানুষ তার চরণ-দ্বয়ের ললিত গতিটাই দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে লাগল কিন্তু বুঝতে পারল না এমন ভাব মানুষের অন্তরে হয় কি করে?

কীর্ত্তন চলেছে অবিরাম। মনে হলো ক্রমাগত এই সুরের কম্পনে, যে গাছতলায় কীর্ত্তন হচ্ছিল তা সাড়া পেয়ে নেচে উঠছিল। ঘুমন্ত পাতাগুলি জেগে উঠে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। এই কীর্ত্তন কতক্ষণ যে হলো কে জানে? শুধু অধিক রাত্রিতে কীর্ত্তন ভেঙ্গে গেলে সকলেই বলতে লাগল, এমন কীর্ত্তন না হলে কি জমে ওঠে।

সত্যি, কীর্ত্তন জমে উঠল কিশোরীর আমগাছতলায়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ক্রমাগত একই ধারায়। চার পাশের বন-জঙ্গল নদ-নদী সব যেন মুখরিত হয়ে উঠল ধীরে-ধীরে। কীর্ত্তনের সুর গ্রামে-গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। ছুটে আসতে লাগল লোকজন অনুকূলের দলের কীর্ত্তন শুনতে, কেউ বা যোগদান করতে।

লোকজন ধীরে-ধীরে কীর্ত্তনে ঝুঁকে পড়েছে দেখে অনুকূল আনন্দিত হয়ে উঠল। মনে-মনে ভাবতে লাগল পরমপিতা এমনি করে ছড়িয়ে দাও তোমার নাম আপামর এই জনগণের মাঝখানে।

এদিকে অনুকূলের রোগীরা বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল। তাদের ডাক্তারকে আর নিয়মিতভাবে পাওয়া যায় না। বলতে গেলে অনুকূল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন ডাক্তারি নামমাত্র রেখে দিয়েছে। রোগীরা হতাশ হয়ে আস্তে আস্তে তাকে ছেড়ে যেতে লাগল। কিন্তু যারা অনুকূলকে বন্ধুরূপে পেল তারা কিন্তু অনুকূলকে ছাড়তে চাইল না। প্রত্যহ তারা অনুকূলের কাছে আসতে লাগল। অনুকূল অবাধে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগল। মনোযোগ-সহকারে তাদের কথা শুনতে লাগল। তাদের সকলকে করে নিল একান্ত আপনার জন। অনুকূল তাদের কথা ভাবতে থাকে—কি করে এদের কল্যাণ হবে। তার অর্থ নেই, কোন সম্বল নেই। এদের ভগবানের প্রতি আসক্তি আনা ছাড়া আর কোন কৌশলই তার জানা নেই। একটা কথা প্রায়ই এই ক্ষেত্রে মনে জাগে। মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন কিছুই তার সম্বল থাকে না। তার একমাত্র সম্বল সে নিয়ে জন্মায়—মানুষকে সেবা দিয়ে আপন করে নেবার শক্তি। মানুষকে সেবা না দিলে নিজের অস্তিত্ব ঠিক থাকে না। আর তাদের সেবা দিতে গেলেই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে। আপন করে নিতে হবে। আর এই হলো মানুষের জন্মগত চরম পথ। পরের কল্যাণ করে নিজের কল্যাণের ও উন্নতির পথ রচনা করা। তাই সে অহর্নিশ তার আরাধ্য দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায়, তুমি শক্তি দাও, এদের ভাল কর।

কত রাত কত প্রহর তার কেটে যায় এই চিন্তায়। লোকের কোন প্রকার ছিঃ-ছিঃতেই তার হৃদয় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে না। শুধু মাঝে-মাঝে মার কথা শুনে বুকটা তার কেমন অসাড় হয়ে পড়ে। নইলে পৃথিবীর কোন ঝড়-ঝঞ্ঝাই তার মনটাকে দমিয়ে দিতে পারে না। অনেক দিন এইসব চিন্তা করতে গিয়ে তার ঘুম আসে না। সে শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়ে অনেক রাত্রিতে। নিঃশব্দে পদচারণা করে বেড়ায় পথের মাঝে। চলে যায় পদ্মার ধারে তার শান্ত বক্ষে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে। উন্মুক্ত আকাশে মিটমিট করে জ্বলতে থাকে ছোট-ছোট তারাগুলি। তারই স্নিগ্ধ আলোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথিবীর অন্ধকার কোমল হয়ে ওঠে। আর এই আলোতেই দেখা যায় শান্ত পদ্মার বুকভরা জল নীরবে কেমন করে বয়ে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে। তারই ছোঁয়া এক দমকা হাওয়া সুশীতল করে দিয়ে যায় দেহ-মন। অনুকূল দাঁড়িয়ে থাকে সেই আঁধারে নীরবে। ভাবতে থাকে দুরদৃষ্ট, দুরাচার বন্ধুদের কথা। কি করে তাদের জীবনটা বিকাশের পথে নিয়ে যাবে।

আজও বুঝি সে এমনি পদ্মার পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল নিস্তব্ধ রাতে। কোথায়ও এতটুকু সাড়া-শব্দ নেই। মনে হয় সমস্ত ধরণীটা স্তব্ধ হয়ে নিমীলিত চক্ষে কার ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছে। অনুকূলও বোধহয় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেই অসীম শক্তিমান্ পুরুষের চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল। সহসা কার পদশব্দে তার ধ্যান ভেঙ্গে গেল।

লোকটি পদ্মার চর ভেঙ্গে ধীরে-ধীরে কোনদিকে অগ্রসর হচ্ছে। লোকটাকে ভাল দেখা যাচ্ছিল না। অনুকূল সাড়া দিল—কে যাচ্ছে রে ?

লোকটা কোন উত্তর করল না। প্রশ্নকর্ত্তার নিকটে এসে উপস্থিত হলো। অনুকূল তাকে চিনতে পারল। কে তুই ? সাড়া দিচ্ছিসনে কেন ? এই সময় কোথায় যাচ্ছিস রে ?

লোকটিও বিস্মিত কণ্ঠে বলল—তুমি এই সময়ে দাদাঠাকুর ? এখানে এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কি করছ ?

অনুকূল সে কথার জবাব না দিয়ে বলল—তুই বুঝি শিকারে বেরিয়েছিস ?

কি করবো দাদাঠাকুর ? তুমি তো সবই জান। একদিন না বেরুলে তার পরদিন হাঁড়ি চাপে না। না বেরিয়ে উপায় আছে ? নইলে দেখো না তোমার কাছ থেকে কত বার কত টাকা নিয়ে সংসার চালিয়েছি। তোমাকেই বা কত বিরক্ত করবো ?

অনুকূল এ-কথার কোন জবাব দিল না। সে বহুবার এই কথাই তার মুখ থেকে শুনেছে। সে অন্য কথা সুরু করে দিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকটিও সে আলোচনায় আপত্তি জানাল না। আনন্দেই যোগদান করল। অনেকক্ষণ কেটে গেল এইসব আলোচনায়। তারপর চুরি করার গল্প উঠল। লোকটি আরও মজে গেল এই গল্পে। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগল—নিজের জীবনের বহু অভিজ্ঞতার কথা। অনুকূল মন দিয়ে শুনতে লাগল তার প্রত্যেকটি কথা। সে অনেকক্ষণ ধরে বকতে লাগল। তার কথা সমাপ্ত হলে অনুকূল গল্প করতে লাগল কি করে নূতন কৌশলে চুরি করা যায় এবং অন্যান্য আরও অনেক গল্প করতে লাগল। লোকটি বিস্মিত হয়ে গেল অনুকূলের কথা শুনে।

এই লোকটি এসব কথা জানে কি করে? এ হেন নূতন কৌশল তো তার দীর্ঘকাল চুরি করার মধ্যে মাথায় একদিনও খেলেনি। এইসব কৌশল জানা থাকলে তো তার চুরি করা আরও সহজ হয়ে যেত।

সে অনুকূলের কথায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল খুবই। শুনতে লাগল গভীর মনোযোগ-সহকারে তার কথা। সময়ও কেটে গেল অনেকক্ষণ। অনুকূলের কথা সমাপ্ত হলে সহসা তার খেয়াল হলো। সে হতাশ হয়ে বলল—শুনে তো ভালই লাগল। কিন্তু আজ যে কোন কাজই হবে না দাদাঠাকুর! কাজের সময় বয়ে গেছে। এখন আর কোন কাজ হবে না। মজুমদারের বাড়ীতে ধান বিক্রী করে তিন হাজার টাকা এনেছে। নির্ঘাত আজ বের করতে পারতাম। কিন্তু তা হলো না। কি হবে? তোমার গল্পে যদি মজে না যেতাম।

অনুকূল বলল—আজ কাজ হলো না বলে দুঃখ হচ্ছে?

লোকটি উত্তর করল—শুধু ভাবছি কাল আমার কি হবে।

কথার স্বরে মনে হলো সে যেন ভেঙ্গে পড়েছে।

কিছুক্ষণ কেটে গেলে অনুকূল তাকে ভরসা দিয়ে বলল—ঠিক আছে কালকের ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। মন খারাপ করবার কি আছে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকটি বলল—তা না হয় দিলে, কিন্তু তোমার কাছ থেকে নিতে-নিতে যে অনেক হয়ে গেল। শোধ করবার জীবনে সুযোগ পাব না।

সে-চিন্তা করতে হবে না—বলে অনুকূল তাকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে ক্ষিপ্রপদে বাড়ীতে চলে এলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে দুটো টাকা নিয়ে তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—এই নে। আজ বাড়ী যা। আর কোথায়ও যাসনে।

লোকটা সানন্দে মাথা নেড়ে তার দাদাঠাকুরের কথায় সায় দিল। রাত শেষের দিকে চলে গিয়েছিল। অনুকূল তাকে বিদায় দিয়ে বলল—আর ছাখ, আর-একদিন যখনই তুই চুরি করতে যাবি, তখন কিন্তু তুই আমাকে সাথে নিয়ে যাবি। আমি যতটা পারি তোকে সাহায্য করব।

লোকটি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল—সত্যি বলছো দাদাঠাকুর!

অনুকূল বলল—নইলে আমি কি তোর সাথে ঠাট্টা করছি?

লোকটি বলল—তুমি সঙ্গে গেলে যে আমার কোন কষ্টই হবে না। আমি গ্যারান্টি দিয়ে তা বলতে পারি। তোমাকে সঙ্গে পেলে আমি হাজার গুণ জিনিষ চুরি করতে পারবো? তাহলে কথা দিচ্ছ।

অনুকূল মাথা নেড়ে সায় দিল। লোকটি চলে গেল। অনুকূল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি চিন্তা করে ঘরে এসে শুয়ে পড়ল।

* * * *

দিন যেতে লাগল। দিন কতক পূর্ব্বে যে লোকটি স্ত্রীলোক-বশীকরণের মন্ত্র শিখবার জন্যে অনুকূলের কাছে আনাগোনা করছিল সে আজ আবার এসে অনুকূলকে ধরল। অনুকূল কি একটা কাজে সেই সময় অন্য একটা গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। লোকটি তাকে বাধা দিয়ে বলল—রোজ-রোজ ফিরিয়ে দিচ্ছো আজ তোমাকে সে-মন্ত্রটা দিতেই হবে। আমি তোমাকে আজ আর ছাড়ছিনে ডাক্তারবাবু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুকূল বলল—সত্যি যে আজ আমার কাজ আছে রে।

লোকটি শুনতে চাইল না। বলল—কাজ তো তোমার রোজই থাকে। আজ একটু সময় করে মন্ত্রটা আমাকে দিতেই হবে।

অনুকূল চুপ করে গেল। কি করবে সহসা ভেবে পেলো না। অথচ যে কাজে সে বেরিয়েছে সেখানে না গেলেও নয়। লোকটাও কিছুতেই বুঝতে চাইছে না। সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল। লোকটি বলতে লাগল—কতক্ষণ লাগবে যে সময় দিতে পারছো না।

অনুকূল এ কথারও জবাব দিল না। সে তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে কি যেন চিন্তা করতে লাগল। লোকটিও অনুকূলের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে অগ্রসর হতে দিল না। অনেকক্ষণ চিন্তা করে অনুকূল বলল—ঠিক আছে, আমার সঙ্গে আয়। বলে পদ্মার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। লোকটিও তার পেছনে-পেছনে যেতে লাগল। পদ্মার জলের মধ্যে নেমে অনুকূল গম্ভীর স্বরে বলল—এক গণ্ডূষ জল হাতে নে।

লোকটি সঙ্গে-সঙ্গে তাই করল।

আমার সঙ্গে বল, জলদ-গম্ভীর নাদে, বলল অনুকূল। "আজ হতে জগতে যত নারী আমার জননী, আমার মা। আজ হতে মাতৃরূপে আমার হৃদয়ে আসন গ্রহণ কর।"

লোকটি অনুকূলের সঙ্গে বলতে-বলতে সহসা যেন কেমন হয়ে গেল। মনে হলো এই পুণ্য মাতৃমন্ত্র তার জীবনের বহুদিনের পুঞ্জীভূত পশুবৃত্তি ঠেলে বের করে তাকে মুক্ত করে দিয়ে গেল, এবং সেই সঙ্গে তার দুরিত অন্তর-আত্মা রিক্ততায় হাহাকার করে বলে উঠল এ কি করলি! এ কি করলি! লোকটি বোধহয় সে হাহাকারটা সহ্য করতে পারল না সে অনুকূলের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বলল—এ তুমি কি করলে ভাই। আমি যে এ চাইনি।

অনুকূল বলল—নারী-বশীকরণের প্রধান মন্ত্র হলো এই। এ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোন মন্ত্র নেই। তুই ওঠ। আজ হতে তোকে এই মন্ত্রই উচ্চারণ করতে হবে। দেখবি নারী তোর কাছে কত গরীয়সী, কত মহীয়সী। আর আমিও সেদিন এই মন্ত্রে সেই ভদ্র-মহিলাটির সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। ওঠ।

লোকটি উঠে দাঁড়াল। অনুকূল তাকে আলিঙ্গন করে বলল—ভয় কি ভাই। জীবনটা উপভোগ করতে হলে পশুবৃত্তি নিয়ে কোনমতেই উপভোগ করা যায় না। চাই সংযম, আর এই মন্ত্রই মানুষের চরিত্রে সংযম আনে। চল যাই। আমার কাজ আছে। তুই পারবি তা আমি জানি।

লোকটি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—তাই হোক বন্ধু! তোমার দেওয়া মন্ত্রই হোক আজ হতে আমার জীবন-উপভোগের একমাত্র অস্ত্র। আমি আর ও পথে যাবো না।

অনুকূল শুনে হাসল। লোকটি ধীরে-ধীরে চলে গেল।

* * *

অনুকূলের বিশ্রাম নেই। কিন্তু ক্লান্তিও আজ পর্য্যন্ত তাকে ঘিরে ধরেনি। অহোরাত্র তার শুধু একই চিন্তা কি করে সমাজটাকে বাঁচাবে। কি করে লোকদের মঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। তাদের মঙ্গল যেন তার নিজের মঙ্গল।

অনুকূল সেদিন অনেক রাত্রিতে বাড়ীতে ফিরে আহারাদি করে শুতে গিয়ে সহসা মনে পড়ে গেল তার চোর-বন্ধুর কথা। সে হয়তো আসতে পারে। কেন না যে ক'টা টাকা তাকে দিয়েছে দু'দিন কি তিন দিনের বেশী তার সংসার খরচ চলতে পারে না। সে আজই হয়তো বের হবে তার নৈশ-অভিযানে। বিছানায় শুয়ে পড়তেই অনুকূলের শরীরটা অবশ হয়ে আসতে লাগল। তন্দ্রায় চোখ দুটো বুজেও আসতে চাইল। কিন্তু সে ঘুমালো না। জোর করে জেগে রইল। কি জানি যদি এসে সে ফিরে যায়। তাকে কথা দিয়েছে সে যাবে আজ তার সঙ্গে। রাত অনেক হয়ে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুকূল ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ঘুম নিয়ে কাটিয়ে দিতে লাগল সময়খানি, তবুও সে এলো না। কিছুক্ষণ পর সহসা তার কানে এলো—দাদাঠাকুর।

অনুকূল সাড়া পেয়েই উঠে পড়ল। তারপর অতি সন্তর্পণে প্রস্তুত হয়ে ধীরে-ধীরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

যাবে ?

অনুকূল বলল—তোর জন্যেই তো অপেক্ষা করছি, চল্।

লোকটা শুনে সুখী হলো। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ফিস্-ফিস্ করে বলল—জান দাদাঠাকুর ? আজ সত্যি আমার চুরি করা সার্থক মনে হচ্ছে।

কেন রে ?

তোমার মত লোক সঙ্গে পেয়েছি। কত বল আমার জান ? আমি তো ভাবতেই পারিনি যে তোমাকে আমার সঙ্গে পাব। তারপর একটু চুপ থেকে বলল—তোমাকে যদি প্রায়ই সঙ্গে পাই তাহলে আমার কোন রাতই ব্যর্থ যাবে না।

অনুকূল চুপ করে রইল। কিছুদূর অগ্রসর হলে বলল—এ যাবৎ কতো চুরি করেছিস ?

সে কি আর গোনা আছে দাদাঠাকুর! সেই যে ছোটবেলা থেকে চুরি করা আরম্ভ করেছি। এর মধ্যে কতো কি যে চুরি হয়ে গেছে তার কি আর হিসেব রেখেছি। লোকটি পরমানন্দে অনুকূলকে জানাল কথাগুলি।

তার যে আজ কত আনন্দ সে কথা আর কে জানে ? দাদাঠাকুরের মত বিচক্ষণ, শিক্ষিত লোক তার সহায় হয়ে আজকের এই নৈশ-অভিযানকে সার্থক করতে যাচ্ছে। এ যে তার জীবনের কত বড় সৌভাগ্য সে ছাড়া কে আর বুঝবে। এ যে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা। সে তো ইহজীবনেই ভাবতে পারেনি যে দাদাঠাকুরের মত লোক তার কাজে সহায়ক হতে পারে। সে আনন্দে ডগমগ হয়ে বড়-বড় পা ফেলে পরম নিশ্চিন্তে চলতে লাগল। একটু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তা করবার তার অবকাশ থাকলে সে বুঝতে পারত আজকের অভিযানের মত ঘটনা যদিও তার জীবনে কোনদিন ঘটেনি ভবিষ্যতে আর কোনদিন ঘটবে কি না সন্দেহ। কিন্তু সে-সব চিন্তা করবার সময় তার কোথায়? তার বুদ্ধিই বা কতটুকু যে এইসব চিন্তা করবে। সে চলতে লাগল। কিন্তু সঙ্গে যে যাচ্ছে তার কিন্তু কোন প্রশ্ন নেই। কোথায় যাবে, কি করে কি হবে বা কোন বাড়ীতে সর্ব্ব-প্রথম কাজ সমাধা হবে কিছুই তার মাথায় নেই। পথে চলতে-চলতে সে শুধু একবার বলল—ছাখ্, এ পর্য্যন্ত তুই যত চুরি করেছিস তা সব একত্র করলে কোন লোকের আর চুরি করতে হতো না। তোর হাঁড়িতে কিন্তু কোন দিনই চাল থাকে না। কত লোকের মনে ব্যথা, কত লোকের সর্ব্বনাশ এক লহমায় তুই করে চলেছিস। এইজন্যই পরমপিতা তোর ভাগ্যে কখনও সম্পদ্ লিখেননি। তোরও হাহাকার ঘোচে না।

লোকটি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বলল—তা যা বলেছ দাদা-ঠাকুর। সে কথা খুবই ঠিক। আমি চুরি করে যেদিন যা আনি সেই দিনই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চয় করতে পারিনে। যেদিন চুরি করতে গিয়ে কিছু মেলে না, তার পরের দিন প্রায়ই উপোস থাকতে হয়।

লোকটির দাদাঠাকুর বলল—তবেই ছাখ, এতে এগোলো কি! অথচ শুধু দু'বেলা দু' মুঠো ভাতের জন্য জীবন-মরণ সমস্যা করে প্রতিদিন এই করে যাচ্ছিস। কত জেল খেটেছিস। কত রাত না ঘুমিয়ে কেটে গেছে। অথচ তোর যে অবস্থা সেই অবস্থাই আছে। এতটুকু তোর পরিবর্ত্তন হয়নি। কিন্তু যাদের জন্য তুই করছিস তারা কি তোর কাছে সকলেই বিশ্বাসী? তুই যে এসেছিস আসবার সময় তোর ঘরের দরজা-জানালা বেশ ভাল করে বন্ধ করে এসেছিস তো? খালি বাড়ী জেনে যদি তোরই মত আর কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্ব্বৃত্ত, সেই নাপিত বেটা ঘরে ঢুকে তোর জিনিষপত্র সব নিয়ে যায়, এমন কি তোর ঘুমন্ত বউকে, যার জন্য তুই এত সব অপকর্ম করছিস্, তাকেই যদি নিয়ে যায়। তবে পরমপিতার দরবারে তোর বলবার কী থাকতে পারে ?

লোকটা চলতে-চলতে কেন জানি থমকে দাঁড়াল। মনে হলো সহসা তাকে কিসে দংশন করল। আর এই দংশনটায় প্রথমে ততটা জ্বালা না করলেও কিছুক্ষণ পরেই সেটা এমনই তীব্র ও কষ্টকর হয়ে তাকে জ্বালা দিতে লাগল যে আর-এক পাও সেখান থেকে সে অগ্রসর হতে পারল না। তার মাথার মধ্যে ঝিম-ঝিম করতে লাগল। সে বসে পড়ল। মনের জ্বালা সামলে নিতে বোধহয় সে কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে নির্ব্বাক হয়ে বসে রইল। অনুকূলের কথাটা যে তার কোথায় গিয়ে আঘাত করেছে সেটা সে ছাড়া আর কেউ জানতে পারল না। অনেকক্ষণ বসে থেকে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল। অনুকূলের দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভেবে নিল। তারপর উন্মাদের মত ছুটে গিয়ে চৌর্য্য উপকরণগুলি পদ্মার জলে ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে তার বন্ধুর কাছে এসে দাঁড়াল। ক্লান্তস্বরে বলল—দাদাঠাকুর, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করলে। আমার আর চুরি করা হলো না।

চতুর চূড়ামণি অনুকূল তার অবস্থা দেখে এতক্ষণ মৃদু-মৃদু হাসছিল। তার এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে তাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করতে-করতে বলল—যদি না-ই করতে চাস পরমপিতা তোকে কোনদিন না খাইয়ে রাখবেন না, মনে রাখিস্।

দাদাঠাকুর তুমি এ কি কথা শুধালে আমায় ?

অনুকূল আলিঙ্গন অবস্থায় বলল—ঠিকই বলেছি। ভেবে ছাখ্, সত্যি কি না।

লোকটা চুপ করে রইল। এত বড় সত্যি কথা তার এই দীর্ঘ জীবনের মধ্যে একদিনের জন্যও মনে আসেনি। মাঝে-মাঝে মনটা সংশয়পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এমন করে কোনদিনই ভেবে দেখবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুযোগ হয়নি। আজ তার পরম সাথী, পরম হিতৈষী বন্ধু চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতেই তার যেন চোখ দুটো স্পষ্ট হয়ে খুলে গেল।

অনুকূল বলল—বিমর্ষ হবার কিছু নেই ভাই। প্রতিজ্ঞা যা করলি তাই মেনে চলবার চেষ্টা কর। দেখবি বিধাতা তোর জন্যে মঙ্গলের পথ রেখে দিয়েছেন।

লোকটি বলল—বিমর্ষ এ-জন্যে আমি এতটুকু হইনি দাদাঠাকুর। শুধু ভাবছিলাম—এতদিন এ-কথা মনে আসেনি কেন?

অনুকূল এ-কথার জবাব দিল না। বলল—চল যাই। রাত অনেক হয়ে গেছে। বাকী রাতটুকু পদ্মার কিনারে ঘুরে বেড়াই। এখন তো আর ঘুম হবে না।

লোকটি অনুকূলের সাথে-সাথে অগ্রসর হ'তে লাগল। অন্ধকার রজনী। চারদিক নীরব-নিস্তব্ধ। বাদুড়গুলো নিঃশব্দে কোথায় উড়ে যাচ্ছিল। অনুকূল তার বন্ধুটিকে নিয়ে অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াল। তারপর বলল—টাকা ক'টা তুই কাছে রাখ। দুটো খেতে হবে তো। তোর জন্যই নিয়ে এসেছিলাম।

লোকটি অনুকূলের কথায় সহসা বিস্মিত হয়ে গেল। তুমি সঙ্গে করে টাকা নিয়েই এসেছিলে?

অনুকূল বলল—মনে হলো কি জানি কিছু যদি একটা দুর্ঘটনা হয়ে পড়ে। টাকাটা সঙ্গেই নিয়ে যাই কাজে লাগবে। এই নে।

দাদাঠাকুর সত্যি তুমি অদ্ভুত। লোকটি হাত পেতে টাকাটা নিতে-নিতে গদগদকণ্ঠে জানাল তার বন্ধুকে। তারপর দুজনেই অগ্রসর হতে লাগল। প্রভাতের আলো এখনও ফুটে ওঠেনি। শুধু পাখীর কলরবে গ্রামের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গেছে।

বাড়ীতে ফিরে এসে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপ্ত করে নিতে অনুকূলের একটু বেলা হয়ে গেল। ভাবল—এখন আর বিশ্রাম নেব না। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর না হয় তখন বিশ্রাম নেওয়া যাবে। সে ওষুধের ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিন-দুই পর। অনুকূল কি-একটা কথা মনে করে একটা গান লিখতে বসল।

এত ডেকে গেল তোরা ফিরে চাইলি না
ভীষণ মোহের ঘোরে আঁধারে অবশ রলি
জ্যোতিঃ এল চেয়ে দেখলি না।
আসিল গো সে আমার লয়ে প্রেম-প্রীতিহার
পরাতে গলায় আহা মুছে অশ্রুজল
কি ঘোর আবেশে রলি! দিলি না'ক কোলাকুলি
প্রিয়তমে বুঝেও বুঝলি না।

* * *

আহা! কেঁদে পায় ধরে
দিল প্রেম ঘরে-ঘরে
আর তোরা প্রেম করলি না।

লেখাটা শেষ করে কাগজখানা পকেটের মধ্যে রেখে দিল। গানটা দুর্গানাথকে দিতে হবে। দিন চার-পাঁচ পূর্ব্বে তিনি এসে অনেক করে বলে গেছেন। কীর্ত্তনের গান না লিখে দিলেই নয়। দুর্গানাথ পুনরায় নিজের দলটাকে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করছেন। কোন-মতেই কিশোরীর দলের সঙ্গে পেরে উঠছেন না, এই জন্যে তাঁর মনে খুবই দুঃখ। তাই অনেক করে অনুকূলকে বলে-কয়ে গেছেন, নতুন একটা গান রচনা করে দিতেই হবে। অনুকূল গানটা নিয়ে দুর্গানাথের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

এরপর এক সপ্তাহ কেটে গেছে।

সেদিন রাতও হয়ে গেছে অনেক। অনুকূল ক্লান্ত শরীরখানা হেলিয়ে দিল বিছানার ওপর, হোমিওপ্যাথী 'মেটেরিয়া মেডিকা'খানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে ঘুমিয়ে পড়ল অল্পক্ষণের মধ্যেই। ঘুম বোধহয় তার বেশীক্ষণ হয়নি—এরই মধ্যে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল কার কণ্ঠস্বরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কে যেন তাকে আস্তে-আস্তে ডাকছে—দাদাঠাকুর, দাদাঠাকুর।

অনুকূল বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। বাইরে এসে তাকে বলল—তুই? এই সময়ে?

লোকটি অপরাধীর মত মুখটা কাচুমাচু করে বলল—তোমার ঘুম ভাঙ্গালাম দাদাঠাকুর?

ঠিক আছে। অনুকূল একটা হাই তুলে বলল—কোন অসুবিধা হয়নি। যতটুকু আমার বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন ছিল ততটুকু আমার হয়ে গেছে। চল যাই পদ্মার ধারে ফাঁকা জায়গায় বসিগে।

লোকটি চলতে-চলতে বলল—কোনমতেই ঘরে মন বসছিল না। ঘুমও আসছিল না। কি করি! এতোদিনের অভ্যেস ত্যাগ করতে যেন আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে দাদাঠাকুর। রাতের অন্ধকার হলেই যেন নেশার মত পেয়ে বসে। আর মনে হয় কোথায়ও বেরিয়ে যাই। যন্ত্রপাতি কিছুই নেই ঘরে। সাবলটা আছে, মনে হয় তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। তখনই তোমার কথা মনে পড়ে। মনটা যখন কোনমতেই মানাতে পারিনে—ছুটে আসি তোমার কাছে।

অনুকূল তাকে সহানুভূতির স্বরে বলল—ভালই করেছিস ভাই। নিশ্চয় আসবি, আসবিনে কেন? আমার কোন অসুবিধা হবে না।

লোকটি চুপ করে রইল। রাত জেগে দু'জনে জীবনের কত গল্প করতে লাগল। সবচেয়ে অনুকূলের বন্ধুই গল্প করল বেশী। অনুকূল কান পেতে শুনে যেতে লাগল।

নিশি অবসান হলে উভয়ে যে যার বাড়ী চলে গেল।

পরদিন আবার লোকটি এসে বলল—কতোদিন তোমার কাছ থেকে যে এভাবে টাকা নিয়ে সংসার চালাবো দাদাঠাকুর, একটা-কিছু না করলে যে কিছুই হচ্ছে না।

অনুকূল বলল—তাতে আর কি হয়েছে রে? যতদিন একটা-কিছু না করতে পারিস ততদিন নিশ্চয়ই আসবি আমার কাছে। না খেয়ে থাকবিনে বা কোন লজ্জা করবিনে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকটি চুপ করে রইল। অনুকূলের কাছে তার কোন লজ্জাই নেই। যে তাকে জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিতে পারে তার কাছে আর লজ্জা কিসের। শুধু তার কষ্ট হয় মনে। এত বুঝেও এই পাপ কার্য্যের নেশা কোনমতেই কমাতে পারে না। একবেলা আহার জুটবে কি জুটবে না এই নিয়েও আজকাল তার ভাবনা হয় না। শুধু ভাবে এতোদিনের অভ্যাস যে কোনমতেই ত্যাগ করতে পারছে না, তার উপায় কি? এ জ্বালা যে আজকাল সব-চেয়ে বেশী জ্বালা হয়ে উঠেছে।

অনুকূল বলল—যাবে রে, যাবে। আমারও ছোটবেলা এক নেশা ছিল রসগোল্লা খাবার। দেখলেই খেতে ইচ্ছে করত। একদিন ময়রা অপমান করল পয়সার জন্যে, ঠিকমত দিতে পারিনি বলে। কিন্তু তবুও রসগোল্লার নেশা আমি ছাড়তে পারিনি। একদিন পথে যেতে-যেতে ময়রার দোকানে রসগোল্লা দেখে সেদিন খুবই লোভ হলো। কি করি? লোভ সামলাতে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। অথচ মনে-মনে জেদ আছে রসগোল্লা আর খাবো না। কিন্তু লোভ আর সামলাতে পারছিলাম না। সামনে একটা অড়হর ক্ষেত দেখ-লাম, শুয়ে পড়লাম সেখানে। অড়হরের গাছগুলি খুব শক্ত করে ধরে থাকলাম আর মনে-মনে বলতে লাগলাম কে আমাকে নিয়ে যায় দেখি। আমি কখনও যাবো না। মনে-মনে যুদ্ধ করলাম বুঝি ঘণ্টাখানেক, তারপরে লক্ষ্য করলাম সে লোভ আমার কোথায় পালিয়ে গেছে। সেই থেকে আর আমার রসগোল্লা খাওয়ার নেশা তেমন হয় না। তুই ভাবিসনে, তোরও যাবে।

লোকটি বলল—আমি তা করি না দাদাঠাকুর, তোমার কাছে ছুটে চলে আসি। তোমার কাছে না এলে ভালই লাগে না।

অনুকূল বলল—ভালই করিস। তোর জন্যে চিন্তা আমারও হয়।

রাত্রির অন্ধকার ফিকে হয়ে এলে লোকটি বিদায় নিয়ে বাড়ী চলে গেল। অনুকূলও বাড়ীতে ফিরে এলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুকূল আজকাল লোকটির জন্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে রোজই জেগে থাকে। পাছে লোকটি এসে ফিরে না যায়। লোকটি রোজই আসে, ডাকে—দাদাঠাকুর।

অনুকূল বেরিয়ে আসে। গল্প করে তার সাথে। তারপর তাকে টাকা দিয়ে বিদায় করে দেয়।

কিন্তু কিছুদিন হলো লোকটি আর তাকে সেই সময় ডাকে না। অনুকূল নিয়মিত সেই সময় জেগে থাকে কিন্তু কোন ডাকই বাইরে থেকে শোনা যায় না। অনুকূল মনে-মনে কি চিন্তা করে অনেকক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ে। পোনর-ষোল দিন পর লোকটা এক-দিন অনুকূলের কাছে সাহায্যের জন্যে এলে অনুকূল বলল—আজকাল রাত্রে আসিসনে কেন রে ?

লোকটি উত্তর করল—রোজই আসি দাদাঠাকুর। কিন্তু আজ-কাল আর জোরে ডাকি না। মন যেদিন নিতান্ত মানতে চায় না, মনে কোন সোয়াস্তি পাইনে, তোমায় খুব আস্তে-আস্তে ডাকি। তুমি শুনতে পাও না।

জোরে ডাকিসনে কেন ?

তোমায় আর কষ্ট দিতে ইচ্ছে হয় না দাদাঠাকুর। রাতের পর রাত তুমি আমার জন্যে জেগে কাটাও। আমি একজন চোর। সমাজের কত হীন ও ঘৃণ্য, আমার জন্যে তুমি এত কষ্ট কর ভেবে আর ইচ্ছে হয় না যে তোমায় ডাকি। টাকাটা না পেলে ছেলে-পুলে নিয়ে না-খেয়ে মরব সেই জন্যে আসি। দাদাঠাকুর, এই থালাটা ও পাথরের বাসনগুলো তোমাদের। আমি ব্যবহার করিনি। অনেক দিন আগে আমি তোমাদের ঘর থেকে চুরি করেছিলাম।

অনুকূল তার হাতের থালাগুলো দেখে চিনতে পারল।

বলল, ওগুলো তোর দিতে হবে না রে। তুই নিয়ে যা। তোর কাজে লাগবে।

লোকটি কোনমতেই নিতে চাইল না। বলল—তা হয় না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাদাঠাকুর। আর যা নিয়েছি কিছুই তো রাখিনি। নষ্ট করে ফেলেছি। শুধু এইগুলো ছিল। ব্যবহার করিনি। এগুলো না দিতে পারলে যেন মনে সোয়াস্তি পাচ্ছিনে।

অনুকূল বলল—আমি তোকে ফেরৎ দিলাম। মনে কিছু করিসনে ভাই! তুই যদি নিস তাহলে আমিও খুব সন্তুষ্ট হবো।

লোকটি বাসনগুলো ফেরৎ নেবার জন্যে আর তাকে পীড়াপীড়ি করল না।

বলল, তাই হোক। তোমারটা নিয়েই যখন বেঁচে আছি, তখন এগুলো নিলে আর কি হবে।

অনুকূল বন্ধুটিকে সস্নেহে বলল—তোকে টাকা দিতে আমার কোন কষ্টই হয় না রে। তোকে তো আমি চিনি।

কিন্তু দাদাঠাকুর আমি যে তোমার জন্যে কিছুই করতে পারিনে।

অনুকূল তাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে বলল—তার জন্যে হয়েছে কি রে? আজ পারছিসনে, প্রয়োজন হলেই করবি। তাতে কি?

জান দাদাঠাকুর? মনে-মনে কি ঠিক করেছি। তুমি যে টাকা দাও, সব টাকা না খেয়ে কিছুটা দিয়ে একটা ব্যবসা করবো। সব টাকা সংসারে খরচ করবো না।

অনুকূল তার কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বলল, ভালই তো হয়। এর চেয়ে সুবুদ্ধি আর কি আছে?

লোকটি চলে গেল। অনুকূল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটিকে প্রথম যেদিন দেখেছিল, সেদিনকার সাথে তুলনা করতে গিয়ে আজ যেন তাকে পৃথক মানুষ বলে মনে হলো। সে ভাবতে লাগল সকলেই পৃথিবীতে ভালভাবে বাঁচতে চায়। শুধু নিজের বুদ্ধির দোষেই হয়তো মানুষ তা পেরে ওঠে না। লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেলে অনুকূলও ঘরে চলে এলো।

রামগোপালবাবু আজকাল অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। অনুকূল রোজই তাঁর খোঁজ-খবর নেয়। আজ অনুকূল তাঁর ঘরে এসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাঁড়াতেই তিনি বললেন—ভালই আছি বাবা। তোমার ধন্বন্তরি ওষুধে আর আমার মার সেবায় আজ আমি রোগমুক্ত হয়ে উঠেছি। পরমপিতা তোমার মঙ্গল করুন।

অনুকূল বলল—কিন্তু বাবা আপনি তো এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেননি। আরও কিছুদিন আপনাকে বিশ্রাম নিতে হবে।

রামগোপালবাবু বললেন—তা হবে বাবা। অনেক দিন হয়ে গেল এখানে আছি। এখন বাড়ী ফিরে শরীরটা ঠিক করে নিতে পারবো। আর তুমি বারণ করো না। একটা দিন দেখে দাও। আমি বাড়ী চলে যাই।

অনুকূল আর অনুরোধ করল না। কয়েক পুরিয়া ওষুধ দিয়ে বলল—দেখি মা কি বলেন। সেই মতই হবে।

তারপর রোগীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যাবেলা অনুকূল মনোমোহিনীর কাছে বসেছিল। কিছুক্ষণ পরে উঠে যাবার উপক্রম করতেই মনোমোহিনী জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় আবার বেরুচ্ছিস এখন ?

অনুকূল জামাটা গায় দিতে-দিতে বলল—কিশোরীর ওখানে। কীর্ত্তনের সময় হয়ে গেছে। মনোমোহিনী কিশোরীর কথা শুনেই চট্ করে রেগে উঠলেন। একটু তিরস্কারের সুরে বললেন—তোর তো আজকাল ঐ সব চোর, বদমায়েস, ছোট জাতের সঙ্গে মেলা-মেশা। আর তো কোন কাজ নেই। লোকে তো ছি-ছিতে কান ভারি করে ফেলল। শেষে কি তুই কিশোরীর পাল্লায় পড়লি।

মা, বলল অনুকূল, তোর ছেলে যদি ওজনে কম হয় তবে সে কিশোরীর দিকে ঢলে পড়বে। আর কিশোরীর ওজন যদি কম হয় তাহলে সে আমার দিকে ঢলে পড়বে।

তাই তো দেখছি, মনোমোহিনী সেই সুরেই বললেন, ডাক্তারি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তো ছেড়েই দিয়েছিস। দিনরাত ওদের নিয়ে মেতে আছিস। এ
করলে কি সংসার চলে ?

অনুকূল মাতাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিকটে গিয়ে আব্দারে
সুরে বলল—তুই যখন আছিস মা আর ভাবনা কি ? তুই যে
আমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।

মনোমোহিনী পুত্রের কথার জবাব দিলেন না। ওদিকে ঘুম
শিশুদের মধ্যে কে মশার কামড়ে কেঁদে উঠল। মনোমোহিনী সেই
দিকে চলে গেলেন।

অনুকূল যাত্রা করল প্রতাপপুরের দিকে। তার যে কীর্ত্তনে
নাম শুনলে আজকাল কোন কাজই আর ভাল লাগে না। কি
সংসার, কি ডাক্তারিতে। কিছুই ভাল লাগে না। কিন্তু সেই
সে অন্যকে বুঝাবে কি করে ? শুধু মনে-মনে বলে—মা, তুই ছাড়া
আমার এ-সব বুঝবে কে বল ? মন যে আমার কীর্ত্তনে পাগল
হয়ে ওঠে।

অনুকূল যখন প্রতাপপুরে গিয়ে উপস্থিত হলো তখন খোলে
ঝুমুর পড়ে গেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ অধ্যায়

কীর্ত্তন—তুমুল কীর্ত্তন। অনুকূল এবার নিজেই দলের দলপতি হয়ে কীর্ত্তন সুরু করে দিল। নিজে না মজলে পরকে মজান যায় না। গ্রামে-গ্রামে ঢ্যাঁরা পিটিয়ে দেওয়া হল।

কীর্ত্তন হবে। রোজই হয়, আজও হবে। দলে-দলে যোগ-দান করুন।

অনেকেই জেনেছিল, এখন আরও অনেকে জানল। যোগ-দানও করল অনেকে। পদ্মার তীরবর্ত্তী লোকালয়, বনভূমি, পথ-ঘাট সমবেত লোকের তাণ্ডব নৃত্যে মুখরিত হয়ে উঠল।

অনুকূল গাইতে লাগল—

মহাশক্তি ঘুমায় তোর হৃদয়ে
তুই কেন রে মরার মত
একবার রাধা নামের ধ্বনি দিয়ে
শক্তিটাকে জাগিয়ে নে তো।
(আমার) মন্দাদৃষ্ট বলে কেন
(তুই) থাকিস ওরে বসে হেন
(ও তুই) রাধা বলে ডাকতিস যদি
ভাগ্যলিপি বদলে যেত।

* * * *

হরনাথ বলে কিশোরী
থাকিসনে আর ঘুমের ঘোরে
সবার অনুকূল সেই শক্তি
জাগলে ভয় থাকে না তো।

একবার, দুইবার, তিনবার। একই গান বিভিন্ন সুরে, বিভিন্ন তালে, বিভিন্ন ঠমকে—তাঁর অপূর্ব্ব কণ্ঠে। সঙ্গে-সঙ্গে মেতে উঠল সকলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃদঙ্গের করতালধ্বনি প্রচণ্ড হয়ে বেজে উঠল আজ দিগন্ত মুখরিত করে। প্রাণের রুদ্ধ আগলকে যেন লাথি মেরে ভেঙ্গে দিয়ে গেল সকলে আজ মাতোয়ারা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, ক্লান্তিহীন, বিরামহীন। কীর্ত্তন যেন নেশার মত পেয়ে বসেছে সকলকে। আহার-নিদ্রা তারা ভুলে যেতে বসেছে। ভুলে যেতে বসেছে সকলে তাদের প্রবৃত্তির টান।

এক সময় কীর্ত্তন এমনই জমে উঠেছে যে সহসা দেখা গেল অনুকূল কারও কাঁধের উপর চেপে কীর্ত্তনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার পরমুহূর্ত্তেই দেখা গেল অন্য একজনকে কাঁধে তুলে নিজেও তেমনি তালে-তালে নেচে বেড়াচ্ছে। এতটুকু ক্লান্তি নেই, তালেরও কোন ছন্দপতন নেই। যে না দেখেছে, তাকে বুঝিয়ে বলবো কি করে। আবার যে দেখেছে সে বলবে মরি-মরি এমন পাগলপারা হয়ে কে কাউকে এমন প্রাণমাতান গান গাইতে শুনিনি। এমনও কীর্ত্তন হয় তা তো জন্মে দেখিনি।

অনুকূল নেচে চলেছে অবিরাম। তার ঊর্দ্ধোত্থিত নবনীত কোমল বাহুযুগল, দিব্যদেহের সুঠাম ভঙ্গিমা, চরণদ্বয়ের ললিত গতি, তার আরক্তিম বদনমণ্ডলে আকর্ণবিস্তৃত নেত্রযুগলের দরবিগলিত ধারা যে না দেখেছে তাকে বুঝান যাবে না। যে দেখেছে, সে মজেছে। বলেছে—এমন প্রেমিক-পুরুষ কোথায় পাব। যারা পাষণ্ড, কীর্ত্তনে ইতিপূর্ব্বে কোনদিন যোগদান করেনি, তারা দেখতে এসে বলেছে—কি যেন হারিয়েছিলাম। এবার দেখতে পেলাম। নয়ন সার্থক হলো। আর ভুলবো নাকো।

কয়েক দিন পর।

সেদিন কীর্ত্তন খুবই জমে উঠেছিল। কীর্ত্তন শেষ হলো শেষ রাত্রির দিকে। সকলেই পরিশ্রান্ত, ঘামে ভিজে গেছে। অনুকূলও ঘামে ভিজে গেছে খুব। দরদর করে মাটিতে পড়ছে ঘাম। যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন পরিশ্রান্ত বেশী। কিন্তু মুখে তাঁর কোন ক্লান্তির ছাপ নেই। মুখখানা সদা হাসি-হাসি। দেখে কে-একজন দয়াপরবশ হয়ে ছুটে এলো তার গায়ের ঘাম মুছে দিতে। কিন্তু সে মুছে দিতে গিয়েই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সকলকেও দেখাল—এ কি!

কাপড়ে লাল দাগ আসে কোত্থেকে। এ যে রক্তের দাগ।

সে আর-একবার অনুকূলের ঘাম মুছে ফেলল।

এ দেখছি ঘামের সঙ্গে বেরুচ্ছে।

সকলে দেখে অবাক্ হয়ে যেতে লাগল। বুঝতে পারল না অনুকূলের শরীরের লোমকূপের ধারা দিয়ে রক্তের মত একপ্রকার পদার্থ নিঃসরণ হচ্ছে।

তারা বলল—নিশ্চয়ই রক্ত। তারা জীবনে এই প্রথম মানুষের গা থেকে এ-হেন বস্তু বের হতে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। তারা বলাবলি করতে লাগল অনেক। কিন্তু বিস্ময় তাদের মন থেকে সরে গেল না। এবং এই বিস্ময় দিনের পর দিন তাদের কোথায় যে টেনে নিয়ে যেতে লাগল তা তারা ঠিক করতে না পেরে বলতে লাগল, অনুকূল নিশ্চয়ই একজন ঐশ্বরিক ব্যক্তি। নইলে এমন হবে কেন?

আজকাল আর তারা তাকে ডাক্তারবাবু বা নাম ধরে ডাকতে চায় না।

বলে—এতে যেন তৃপ্তি নেই। আপনাকে আমরা ডাকবো ঠাকুর বলে।

অনুকূল বাধা দিয়ে বলল—ভাল লাগে না আমার ও ডাকে। আমি যে ঠাকুর নই। ঠাকুর থাকেন মন্দিরে।

কিন্তু লোকেরাও তা শুনতে চাইল না। বলল—কিন্তু নাম ধরে ডেকেও যে মনে সাড়া পাইনে। যতটা পাই ঠাকুর বলে ডেকে।

অনুকূল আর কিছু বলল না। মনে-মনে ভাবল—পাচক ব্রাহ্মণ-কেও তো লোকে ঠাকুর বলে ডাকে। ওরা যদি এই নামে ডেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরাম পায় তাতেই বা তার আপত্তি করবার কি থাকতে পারে। আমি যে অনুকূল, সেই অনুকূলই।

এখন থেকে লোকেরা তাকে ঠাকুর বলে ডাকতে লাগল।

বিভিন্ন গ্রাম থেকে আজকাল বহু লোক ছুটে আসতে লাগল ঠাকুরকে দেখতে। এদিকে গ্রামের লোকেরা তাকে না দেখে, তার সঙ্গ না করে তৃপ্তি পায় না। লোকেরা ভাবে—এমন প্রাণ-মাতান বস্তু দিতে পারেন ঠাকুর এ তো পূর্ব্বে বুঝতে পারিনি। লোক-জন তাকে আপন করে নিতে লাগল। তাকে ভালবাসতে লাগল।

মনোমোহিনী ছেলের কথা শুনে ভাবেন, এ হলো কি? কীর্ত্তন শুনে তিনিও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। এমন কীর্ত্তন, এমন ভাব তো কোনদিনই কারও দেখেননি। কখনও-কখনও পুত্রের কথা ভাবতে গিয়ে তাঁর ভাল লাগে। কখনও-কখনও বা এই সবের শেষ কোথায় স্থির করতে না পেরে মনে-মনে খুবই চঞ্চলা হয়ে ওঠেন। আজকাল আর যখন-তখন পুত্রের প্রতি তেমন আচরণ করেন না। অনুকূলের অবস্থা দেখে তাঁর মনটা যেন কেমন হয়ে ওঠে। গুরুদেবের ফটোর কাছে ধ্যান করতে বসে ভাবতে থাকেন অনুকূলের কথা। ছোটবেলা থেকে এ পর্য্যন্ত সবগুলি কথাই তাঁর মনে ভেসে উঠতে থাকে। কিন্তু এভাবে চিন্তা করতে গিয়ে তাঁর মনটা যেন কেমন ঝাপসা হয়ে আসে। বেশীক্ষণ সেখানে মন রাখতে পারেন না। তাঁর মনের চিন্তাধারা চলে আসে অতি বাস্তবের দিকে, অনুকূল তাঁর ছেলে। এ ছাড়া অন্য কোন সহজ-ভাবে তাকে ভাবতেই পারেন না।

সেদিন তিনি পূজা সমাপ্ত করে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

অনুকূল কোথায় মাসীমা?

কে রে? অনন্ত, কবে এলি।

অনন্ত অগ্রসর হয়ে মনোমোহিনীকে প্রণাম জানালেন।

গতকাল এসেছি। অনুকূল কোথায়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বোধহয় ঐ পাড়ার দিকে গেছে। আজকাল আর কি ও বেশীক্ষণ বাড়ীতে থাকে। বোস্ না। হয়তো এক্ষুণি এসে পড়বে। ভাল আছিস তো বাবা? কতোদিন ঘুরলি বাইরে?

অনন্ত জানালেন ভগবানের ইচ্ছায় এখন সবই মঙ্গল। তার-পর আসন গ্রহণ করতে-করতে বললেন—তা প্রায় বৎসর দুই তো তীর্থ করলাম মাসীমা। কিন্তু তীর্থ করে মনস্কামনা পূর্ণ হলো না। গুরু খুঁজেছি, কিন্তু মনের মত কাউকে পেলাম না। শুধু ভোলানন্দ গিরিকে যা' একটু ভাল লেগেছিল, নইলে দীক্ষা নেবার মত তেমন গুরু পাইনি। সর্ব্বশেষে রংপুরে গিয়ে ভগ্নিপতির কাছে বৈষ্ণবমতে দীক্ষা নিয়েছি। এই-ই ভাল লাগছে। আপনাদের বাড়ীর সব সংবাদ ভাল তো এখন?

মনোমোহিনী চিন্তিত মনে কণ্ঠস্বরটা একটু টেনে-টেনে বললেন—তেমন আর ভাল কি বাবা? তোর মেসোমশায়ের শরীর তো তেমন ভালই থাকে না। আজ এটা, কাল ওটা, একটা না একটা উপদ্রব শরীরে লেগেই থাকে। বড় বৌমার ছেলেপুলে হবে। শরীরটাও তার বিশেষ সুবিধে নয়। বড় নাতিটার শরীর ভালই আছে, তবে ভীষণ দুষ্টু। আমার হাঙ্গামা কি কম বাবা। কি আর বলবো?

রামদুলালবাবুও নাকি এখানে কিছুদিন ছিলেন, বাড়ীতে বৌদি বলছিলেন।

মনোমোহিনী তার কথায় সায় দিয়ে বললেন—হ্যাঁ, অল্প কয়েকদিন হলো তাঁরা চলে গেছেন। অসুস্থ ছিলেন। এখন ভাল আছেন। অনুকূলই তাকে ভাল করে তুলেছে।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণসুন্দরী বাইরে কার পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে ধীরে-ধীরে এসে সেখানে দাঁড়ালেন। আগন্তুককে চিনতে পেরে উৎফুল্ল হয়ে বললেন—অনন্ত, না রে? কবে এলি?

অনন্ত কৃষ্ণসুন্দরীকে প্রণাম করে উঠে বললেন—গতকাল এসেছি কর্ত্তামা। তোমার শরীর ভাল তো?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা রাধা-মদনমোহন ভালই রেখেছেন। তুই ভাল আছিস তো। তোর শরীর তো তেমন সুবিধে দেখছিনে।

অনন্ত কৃষ্ণসুন্দরীর কথা শুনে হাসলেন। বললেন, এর চেয়ে আর ভাল কি থাকবো কর্ত্তামা। ভালই তো আছি।

কিছুক্ষণ কেটে গেলে ঠাকুর ফিরলেন বাড়ীতে। তাঁর সঙ্গে বহু লোকজন। অনন্তকে বারান্দায় লক্ষ্য করে লাফিয়ে উঠলেন—কি রে, তুই? কখন এসেছিস?

অনন্ত বন্ধুকে সব খবর জানালেন। ঠাকুর শুনে খুবই উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বললেন, সেই যে গেলি আর কোন খোঁজ-খবরই নেই। তোদের বাড়ীতে প্রায়ই খোঁজ নিতে যেতাম। আর ভাবতাম কবে আসবি। রোজই তোর জন্যে আশা-পথে চেয়ে থাকি। মার সঙ্গে দেখা হয়নি? ও মা, মা, ছাখ কে এসেছে।

অনন্ত তাকে বাধা দিয়ে বললেন—ব্যস্ত হচ্ছো কেন? মাসীমার সাথে দেখা হয়েছে সকলের আগে।

বাড়ীর ভিতরে যাস্‌নি?

অনন্ত জানালেন—ভিতরে গিয়ে গুরুজনদের সকলকে প্রণাম করে এসেছি।

ঠাকুর এতক্ষণে একটু শান্ত হলেন। সম্মুখে একটা লোককে লক্ষ্য করে বললেন—ও দুর্গানাথদা, অনন্ত এসেছে ভালই হয়েছে। কীর্ত্তন জমবে এবার। জানিস অনন্ত এঁরা প্রকাণ্ড একটা কীর্ত্তনের দল করেছেন। কীর্ত্তন করে এঁরা আজকাল গ্রামের পর গ্রাম মাতিয়ে তুলেছেন। আমি ভাবতাম এই সময়ে অনন্ত থাকলে কি না ভাল হতো। এসেছিস খুবই ভাল হয়েছে, সন্ধ্যাবেলা যাওয়া যাবে কীর্ত্তনে, কি বলিস?

অনন্ত বন্ধুর কথায় রাজী হলেন। সকলে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ঠাকুর বন্ধুকে নিয়ে ঘরে গেলেন। সেখানে দু'জনের বহু আলাপ হলো। এতদিন পর দু'জনের গল্প যেন শেষ হয় না। অনন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বললো—তুমি তো সবই জান ভাই। বউ মরে যাবার পর মনের অবস্থা কি হয়েছিল। মনে হচ্ছিল এ সংসারে কোথায়ও সুখ নেই। তাই তো ভেবে বেরিয়ে পড়লুম। এই এতকাল ঘুরে বেড়ালাম। তীর্থে আমার ভালই লেগেছে। কিন্তু প্রাণ যেন পাইনি।

ঠাকুর বললেন—এখন মন তোর কেমন আছে?

খারাপ তেমন কিছুই নেই। তবে মনে হয় আগের মত যেন সব-কিছু ফিরে পাইনি।

ঠাকুর বন্ধুকে অভয় দিয়ে বললেন—ঠিক আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। সন্ধ্যাবেলা কীর্ত্তনে আসছিস তো?

অনন্ত মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তারপর বেলা হয়ে গেছে বলে উঠে পড়লেন।

সন্ধ্যাবেলা অনন্ত কীর্ত্তনে যোগদান করে যেন বহুদিন পর একটা প্রাণ পেলেন। কীর্ত্তনে ঠাকুরের কণ্ঠস্বর শুনে, তাঁর অঙ্গভঙ্গী, তার প্রাণের উচ্ছ্বাস দেখে অনন্তের প্রাণে যেন নূতনের এক ডাক দিয়ে গেল। তাঁর মনে হলো এমন প্রাণমাতান বস্তুর সাথে যোগা-যোগ হয়নি বুঝি তাঁর জীবনে বহুদিনের মধ্যে। আজ তাঁর মনের অবসাদ কেটে গেল। নিজে মেতে গেল কীর্ত্তনে। কীর্ত্তন করল অনেকক্ষণ। ঠাকুর আজ তার প্রিয়তম বন্ধুকে কীর্ত্তনের মাঝখানে বার-বার জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। সে কি স্পর্শ! বহুদিনের গ্লানি যেন নিমেষে ধুয়ে-মুছে গেল।

গান হচ্ছে—

(ওরে) যেতে হবে আর দেরী নাই।

সঙ্গে-সঙ্গে বেজে উঠল মৃদঙ্গ ঘুম্-ঘুমা-ঘুম্। করতালও ঝঙ্কার দিল সেই সঙ্গে। আর কীর্ত্তনীয়ারা মেতে উঠল সেই তালে।

পিছিয়ে পড়ে রইবি কত সঙ্গীরা তোর গেল সবাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আয় রে ভবের খেলা সেরে
আঁধার করে এসেছে রে
পিছন ফিরে বারে-বারে কাহার পানে চাহিস রে ভাই।
খেলতে এলে ভবের হাটে
নূতন লোকের নূতন খেলা
হেথা হ'তে আয় রে সরে
নইলে তোরে মারবে ঢেলা।
নাবিয়ে দেবে প্রাণের বোঝা
আর এক দেশে চলবে সোজা
সেথা নূতন করে বাঁধবি বাসা
নূতন খেলা খেলবি সে ঠাঁই।

কীর্ত্তন করার সঙ্গে-সঙ্গে অনন্তের মনটা যেন কোথায় চলে যেতে লাগল। গান থেমে গেলে বললেন—এ যে অপূর্ব্ব অনুকূল!

ঠাকুর বললেন—এ কিশোরীর দেওয়া সুর, অনন্ত!

অনন্ত বন্ধুকে আলিঙ্গন করে বললেন—আমার কিন্তু অপূর্ব্ব লেগেছে বন্ধু। মনে হচ্ছে এ সুরে, এ তালে, এ গানের ছন্দে বহুদূর ভেসে যেতে পারি।

ঠাকুর বন্ধুর ভাবের কথা শুনে হাসলেন। দুই বন্ধু অনেক রাত্রিতে বাড়ীতে ফিরে এলেন। অনন্ত নূতন পরিবেশের মধ্যে নিজেকে পূর্ণভাবে পেতে চাইলেন। তাঁর মনে হলো যা পাইনি এই দীর্ঘ-কাল, তীর্থে-তীর্থে, এইখানেই তার পূর্ণতা মিলবে।

অনন্ত চলে আসেন প্রতিদিন বন্ধুর কাছে। অনুকূল শোনায় তাকে ধর্ম্মের কথা, শাস্ত্রের কথা, ব্যবহারিক জীবনের কথা। অনন্ত কান পেতে শোনেন। আঘাতে জর্জ্জরিত তাঁর হৃদয়খানা কোমল স্নিগ্ধ হয়ে আসে। আর ভাবেন, এমন সুন্দর বলা তো আর কারও মুখে শুনিনি। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা যে এমন মিষ্টি হতে পারে তা তো কোনদিন উপলব্ধি করিনি। অনুকূল এগুলো পেল কোথায়? অনন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরকে ছাড়েন না। জানতে চান আরও। নিজেকে কীর্ত্তনে ভাসিয়ে দিতে চান আরও, আরও। ঠাকুর তাঁকে পরিচালনা করতে লাগলেন ধীরে-ধীরে। দিন যেতে থাকে। অতীতের স্মৃতি ধীরে-ধীরে আবছা হয়ে আসে অনন্তের মনে। শুধু ভাবতে থাকেন—তাহলে হলো কি? কিছুই তো হলো না। ভগবান্-প্রাপ্তি না হলে তো জীবনটা অসাড়। তিনি ছুটে আসেন আবার ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর তাঁকে বুঝিয়ে বললেন—সত্যি তো তিনি ছাড়া আর আছে কে?

অনন্তের মন উদগ্র হয়ে উঠে ভগবান্-প্রাপ্তির জন্য। তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে তপস্যার জন্য। তিনি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। সেই মন্ত্রেই তিনি সাধনা করবেন। "হয় মন্ত্রের সাধন নয় শরীর পাতন।" ঠাকুর চুপ করে থাকেন তার মনের কথা বুঝে।

অনন্ত একটা ঘরের মধ্যে সাধনা সুরু করে দিলেন। নিজ হাতে রান্না করে খেতে লাগলেন। শুধু স্নানাহারের সময়টুকু ব্যয় করে বাকী সময়গুলো আসনে চোখ বুজে ধ্যানে বসে গেলেন। দিনের পর দিন। কিন্তু বাড়ীতে নির্জ্জনতার অভাবে সাধন-ভজন তেমন সুবিধা হচ্ছিল না।

কাশীপুরে নিজের বাড়ীর সামনে বিস্তৃত মাঠ। একান্ত নির্জ্জন। সেইখানে অনন্ত একটা কুটির তৈরী করতে লাগলেন। এইখানে বসে সাধনা করবেন ভগবান্-প্রাপ্তির জন্যে। দেখি ভগবান্ পাওয়া যায় কি না, এই হলো তাঁর একান্ত ইচ্ছা। মনটা আজকাল তাঁর সদা-সর্ব্বদা চিন্তায় ভরে থাকে। কি যেন ভাবেন। লোকজনের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্ত্তা বলতে চান না। বাড়ীর লোকেরা ভাবেন তীর্থ করে এসে মন এখনও তাঁর সুস্থ হয়নি। হয়তো স্ত্রী-বিয়োগের ব্যথা এখনও তাঁর অন্তরে গুমরে-গুমরে মরছে।

কিন্তু অনন্ত কাউকে কিছু বললেন না।

ঠাকুরের কাছে ছুটে এলেন। তিনি ছোটবেলার বন্ধু, কৈশোরের সাথী। ঠাকুরকে ছাড়া তাঁর চলে না। তিনিই তো অনন্তের প্রাণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্-প্রাপ্তির নেশা বেশী করে জাগিয়ে তুলেছেন। তিনি ছাড়া কে আছে আর তাঁর নিজের মনের কথা ব্যক্ত করতে।

দিন পাঁচ-সাত পর। ঠাকুর বললেন—কয়েক দিন তোকে দেখিনে অনন্ত।

অনন্ত তাঁকে জানালেন—কাশীপুরের মাঠে একটা ঘর তোলবার ব্যবস্থা করছি কি না, তাই ঝামেলায় আসতে পারিনি।

ঠাকুর শুনে হাসলেন। মনে-মনে বোধহয় কি একটা চিন্তাও করলেন, তারপর বললেন—সন্ধ্যাবেলা কীর্ত্তনে যাচ্ছিস তো? আমার বাড়ী হয়ে যাবি তাহলে, দু'জনেই একসঙ্গে যাবো।

অনন্ত রাজী হলেন।

কিন্তু কয়েক দিন পর অনন্তকে আর কোথায়ও বিশেষ দেখা গেল না। ঠাকুর অবসর সময়ে একদিন খোঁজ নিতে গেলেন। বাড়ীর লোকে তাঁকে চুপি-চুপি বললেন—অনন্ত পাশের ঘরে জোড়াসনে বসে ধ্যান করছে।

ঠাকুর বুঝতে পারলেন। তবুও একবার জানালার ছোট্ট ফাঁক দিয়ে তাকে লক্ষ্য করলেন—কিন্তু কোন সাড়াশব্দ করলেন না। কিছুক্ষণ পর ধীরে-ধীরে বাড়ী চলে এলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এলো। মন্দিরে-মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বেজে উঠেছে। ঘরে-ঘরে শঙ্খধ্বনি অপূর্ব্ব সুরে একটা শুভ ইঙ্গিত জানিয়ে যাচ্ছিল। ঠাকুর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। তার মনে পড়ে গেল কিশোরীর বাড়ীর আমগাছতলার কথা। সেখানে এতক্ষণে বুঝি মৃদঙ্গ বেজে উঠেছে। করতালের ঝন-ঝনানিতে সেখানকার আকাশ-বাতাস বুঝি মুখরিত হয়ে উঠেছে আর তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে—আয় ছুটে আয়, তুই না এলে যে এ-আসর মধুর হবে না।

ঠাকুর বেরিয়ে পড়লেন প্রতাপপুরের দিকে। তাঁর যেন এটা নেশার মত। না করলেই নয়। তিনি ধীর-মন্থর গতিতে চলতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগলেন। আর-একজন যোগাসনে বসে ভগবান্-প্রাপ্তির জন্য কোন্ স্তরে-স্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

কয়েক দিন কেটে গেছে।

একদিন ঠাকুরের মন কেন জানি অনন্তের জন্য সহসা উদ্বেলিত হয়ে উঠল। অনন্তের সাথে যোগসূত্র নেই বেশ কয়েক দিন হয়েছে। মাঝে মাত্র দুই-একদিন আগে কিছুক্ষণের জন্য সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিন্তু আজ তিন-চার দিন হলো আর মোটেই দেখা হয়নি। কি হলো?

ঠাকুর ভাবতে-ভাবতে কাশীপুরের দিকে রওনা হলেন। অনন্তকে বাড়ীতে পেলেন না। সন্ধান নিয়ে কুটিরের দিকে চললেন। সম্মুখে বিরাট্ মাঠ। নীরব নির্জ্জন। কোথায়ও কিছুর সাড়াশব্দ নেই। শুধু বিরাট্ একটা শূন্যতা সমস্ত আকাশ-মর্ত্ত্য জুড়ে শান্তভাব সৃষ্টি করে রেখেছে। ঠাকুর ভাবতে লাগলেন—ব্যাপারটি কি? বাড়ীতে সকলে বলে দিলেন অনন্ত নাকি তিন-চার দিন ঘর ছেড়ে বের হয়নি। সেখানে সে করছে কি? ঠাকুর ভাবতে-ভাবতে কুটিরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। কুটিরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তিনি প্রথমে কি করবেন স্থির করতে না পেরে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তারপর ভিতরে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজাটা জোরে ধাক্কা দিয়ে ভেঙ্গে ফেলে ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করে প্রথমে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। একি মানুষ না মূর্ত্তি? পাথরের মত নিশ্চল হয়ে যোগাসনে বসে আছেন অনন্ত। সমস্ত শরীরে লাল পিঁপড়ে ছেয়ে আছে। মাছি ভ্যান্-ভ্যান্ করছে চারধারে। ঠাকুরের সন্দেহ হলো—মরেনি তো? তাড়াতাড়ি তাঁকে স্পর্শ করে দেখলেন তাঁর সমস্ত শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বুকে এতটুকু স্পন্দন নেই। নাড়ী লুপ্ত। সত্যি, কি হলো?

ঠাকুর ধীরে-ধীরে গায়ের পিঁপড়েগুলো ছাড়িয়ে দিলেন। মাছি-গুলো কোন রকমে তাড়িয়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কিছু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষণ অপেক্ষা করলেন। তারপর তাঁর মনে হলো যোগী বোধহয় তাঁর দেহে পুনরায় ফিরে এসেছেন। অনন্তের চেতনা ফিরে এলো। ঠাকুর একটু নিশ্চিন্ত হলেন।

দিন দুই পর অনন্তকে বললেন—তোর শরীর দিন-দিন যা হচ্ছে, মনে হয় না তুই আর বেশী দিন বাঁচবি ?

অনন্ত এ কথার কোন জবাব দিলেন না। শুধু মনে-মনে বললেন—শরীরের জন্য তো ভাবিনে। ভাবছি যাঁকে পাবো বলে সাধনা করছি, তাঁকে পাচ্ছি কোথায় ?

বোধহয় ঠাকুরের মুখে একটা অস্ফুট হাসি বেরিয়ে এলো বন্ধুর মনোভাব লক্ষ্য করে। কিন্তু সেটা সত্যি কি না বোঝা গেল না। ঠাকুর চলে এলেন। অনন্ত পুনরায় বসে গেলেন সাধনা করতে।

তাঁকে যে পেতেই হবে নইলে শান্তি কোথায় ?

দিন যায়। মাসও শেষ হতে চলল। এমনি করে বেশ কিছুদিন আরও কেটে গেল। অনন্ত নিরন্তর চলেছেন তাঁর সাধনা নিয়ে। বহু-কিছু তাঁর অনুভূতি হলো। অদ্বৈতানুভূতি, শব্দশ্রবণ, জ্যোতিঃ-দর্শন, সাধন-জগতের আরও কত কি ? লিখে বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু তাতে হলো কি ? দীর্ঘকাল সাধনা করে অনন্তের মনে এই প্রশ্নই বার-বার হতে লাগল। তাঁকে পেলাম কোথায় ? মন যে তাঁকে ছেড়ে আর কিছুই চায় না।

সাধনার গতি রুদ্ধ হলো না তাঁর। দুশ্চর্য্য তপস্যায় দিন কেটে যেতে লাগল—বেশ কিছুদিন আরও। তবুও মন তাঁর ভরল না। মনে হতে লাগল কত দূরে তুমি ? তোমায় যদি সসীমের মধ্যে না পেলাম ; নরদেহরূপে পেয়ে ভোগ করতে না পারলাম তাহলে লাভ কি হলো ? চিন্তায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। শুধু ভাবতে লাগলেন—কোথায় তুমি ? সাধকের প্রশ্ন অনন্তের মাঝে মিলিয়ে গেল। কোন উত্তর এলো না। মনে হতে লাগল অন্য কথা। এ দেহ বুঝি তাঁকে পাবার উপযুক্ত নয়। নইলে এতোদিনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু-একটা হতো। মনটা আরও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল তাঁর। খুঁজে বেড়াতে লাগলো এর মীমাংসা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তাঁর ভগবান্ তাঁকে কোন বুদ্ধিই দিলেন না। অনন্ত মনে-মনে নিজেই স্থির করে ফেললেন। ঠিক আছে। এই জন্মে যখন কিছুই হলো না, পরজন্মে নূতন উদ্দীপনা নিয়ে তোমার সাধনা করব। দেখি তবুও তোমায় পাই কি না। তোমাকে আমার পেতেই হবে। চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মন দৃঢ় হয়ে উঠল। এই দেহ তাঁর শেষ করেই ফেলতে হবে।

* * * *

রাত্রির অন্ধকার ঘোর হয়ে সমস্ত ধরণীকে গ্রাস করে ফেলেছে। বাইরে তুমুল বৃষ্টি, ঝম-ঝম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে শুধু।

অনন্ত ভাবলেন এই হলো উপযুক্ত সময়। মনস্কামনা পূর্ণ করবার একমাত্র সুবর্ণ সুযোগ। ধীরে-ধীরে তিনি সাধন-গৃহের ভিতরে প্রবেশ করলেন।

এদিকে ঠাকুর নিজের বাড়ীতে নূতন ডিসপেন্সারীতে বসে রোগী ও বন্ধুদের সঙ্গে গল্পে মেতে উঠেছিলেন। রাত অনেক হয়ে গেছে। বৃষ্টির জন্য কেউ বেরুতে পারছিলেন না। তা ছাড়া এই সময়ে গল্পও জমে উঠেছে খুব। এমনি সময় ঠাকুর কি মনে করে সহসা নিজের আসন ত্যাগ করে এই দুর্য্যোগের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেলেন কিসের উদ্দেশ্যে। কাউকে কিছু জানালেন না। সকলে তো তাঁর এই ভাব দেখে অবাক্। কি হলো? এই সময় এমন করে তিনি ছুটে গেলেন কোথায়? মোটেই বলা নেই, কওয়া নেই, ব্যাপার কি? সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিন্তু প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারলেন না। কিছুক্ষণ বসে থেকে অনেক কিছু জল্পনা-কল্পনা করে শেষে সভা ভেঙ্গে যে-যার বাড়ীর দিকে রওনা হলেন।

এদিকে ঠাকুর এই অন্ধকারের মধ্যেই খুব বেগে ছুটতে লাগলেন কাশীপুরের দিকে। তারপর হাঁপাতে-হাঁপাতে মাঠে অনন্তনাথের সাধন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহের দরজার কাছে উপস্থিত হয়ে সজোরে আঘাত করে ডাকতে লাগলেন—অনন্ত রে দরজা খোল! দরজা খোল। ভিজে গেলাম। শিগ্‌গীর দরজা খোল।

অনন্তনাথ আত্মহত্যা করবার জন্য সবেমাত্র কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এমন সময় বাইরে কার কণ্ঠস্বর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কে এই সময় এখানে? বাইরে থেকে চীৎকার আরও প্রবল হয়ে তাঁর কানে বাজতে লাগল।

দরজা খোল রে অনন্ত, দরজা খোল।

অনন্ত দড়ি হাতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময় ঠাকুর তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করলেন। ঠাকুরকে দেখে তাঁর বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। কোন কথা বলতে পারলেন না। একবিন্দু নড়তেও পারলেন না। যেমন দাঁড়িয়েছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠাকুর বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সেই অবস্থায়ই ছুটে গিয়ে অনন্তকে আলিঙ্গন করে বললেন—ভাই, তুই আমায় ফেলে কোথায় চলে যাচ্ছিলি? ভগবান্-ভগবান্ বলে পাগল, ভগবান্ যে তোর পেছনে-পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

অনন্ত তবুও কোন কথা বলতে পারলেন না। তখনও চিন্তা করছিলেন আর বিস্মিত হয়ে যাচ্ছিলেন। একি? ঠাকুর? তাঁর বন্ধু! কিন্তু কি করে এলো? কেউ তো জানে না তাঁর মনের কথা। তবে?

ঠাকুর বলতে লাগলেন—ডিসপেন্সারীতে বসে গল্প করছিলাম ভাই। তোর কথা কেন জানি বার-বার মনে পড়ছিল। ভাবলুম নিশ্চয়ই তোর কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। নইলে মনটা এমন হয়ে উঠবে কেন? তাই বসে থাকতে পারলুম না। অন্ধকারেই ছুটে এলাম। ভাই কোথায় যাচ্ছিলি?

ঠাকুর পুনরায় তাঁকে আবেগে আলিঙ্গন করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্তর অন্তরে কি হচ্ছিল জানি না। তিনি নির্ব্বাক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনুকূলের ভাব দেখে তাঁর হৃদয়ে ভাবের ঝড় বয়ে যেতে লাগল। কোন কথা বলতে পারলেন না। শুধু টপ-টপ করে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তারপর কিছু-ক্ষণ কেটে গেলে অশ্রু-গদ-গদ কণ্ঠে বন্ধুর পায়ের নীচে পড়ে বললেন—হতে পার তুমি আমার বাল্যবন্ধু। কিন্তু তুমি আমাকে তুলে নাও। তুমি ছাড়া যে আমার কেউ নেই বন্ধু। তুমি আমার হাত ধরে নিয়ে চল।

ঠাকুর একটু হেসে বললেন—আমি তো তোরই আছি অনন্ত। ভয় কি ?

অনন্ত বললেন—আজ হতে তুমি হলে আমার গুরু।

ঠাকুর তাঁর হাত ধরে তুলে ধরে বললেন—ওঠ ভাই, সবই ঠিক হয়ে যাবে।

অনন্ত উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর এই গুরুদেবের নিকট হতে এমন একটা সুনিশ্চিত ভরসার বাণী এতদিনেও ভগবান্ না পাওয়ার ব্যর্থতাভরা বুকখানকে যেন আশায় ভরে দিয়ে গেল। তাহলে জীবন ধ্বংস না করেও নরদেহধারী ভগবান্‌কে পূজা করা যাবে ? একটা অপরিসীম আনন্দে তাঁর বুকখানা অজানিত ভাবেই ভরে উঠতে লাগল।

দু'জনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। এতক্ষণে দুর্য্যোগ একেবারে কমে গেছে। আকাশ স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। অনন্ত বললেন—চল যাই, বাড়ী থেকে হ্যারিকেনটা নিয়ে তোমায় পৌঁছে দিই।

ঠাকুর কোন কথা বললেন না। ছোট-ছোট অসংখ্য নক্ষত্রে আকাশ ছেয়ে গেছে। তারই অস্পষ্ট আলোকে পথ দেখে দুইজনে চলতে লাগলেন। ঠাকুর তাঁর কাপড়ের খুঁট দিয়ে বৃষ্টিতে ভেজা মাথাটা একবার মুছে নিলেন। অনন্ত কি একটা আবেশে তাঁর জীবন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মরণ-সর্ব্বস্ব প্রিয়-পরমের সাথে-সাথে চলতে লাগলেন। পথ কর্দ্দমাক্ত হলেও অনন্তর চলতে কোন কষ্ট হলো না।

কিছুদিন পর।

অনন্ত রংপুর থেকে ফিরে এসে মনোমোহিনীর কাছে দীক্ষা নিলেন।

তারপর বেশ কিছুদিন আরও কেটে গেল।

অনন্ত কীর্ত্তনে মেতে উঠলেন। ঠাকুরকে কেন্দ্র করে জীবনটা গড়ে তুলতে লাগলেন। ভাল লাগল তাঁর এ জীবন। পূর্ব্বের নেশা কেটে গিয়ে এখন ঠাকুরের নেশা ঠাঁই পেল তাঁর অন্তরে। ঠাকুরকে ছেড়ে তাঁর চলে না আর। ঠাকুরের সাথে কিশোরীর বাড়ীতে কীর্ত্তন করতে গেলেন। কীর্ত্তনে মেতে উঠলেন। ঠাকুরও ভাবাবেশে কীর্ত্তনে নাচতে লাগলেন। আজ যেন কেমন একটা বিশেষ ভাবাবেগ তাঁর মধ্যে দেখা গেল। কিন্তু সেটা বুঝেও যেন কেউ বুঝতে পারলেন না।

জ্যৈষ্ঠ মাস। গরম পড়েছে। আকাশে মেঘের ভাব দেখা যাচ্ছিল। কিংবা অন্য কারণেই হোক আজ কীর্ত্তন সুরু হলো কিশোরীর ঘরে। কিশোরীর ঘর তেমন বড় নয়। তবুও কোনমতে সকলের স্থান সঙ্কুলান হয়ে গেল।

কীর্ত্তন খুবই জমে উঠেছে। এমন সময় ঠাকুর নাচতে-নাচতে কেমন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সকলে তাঁর ভাব দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন না কিছুই। কীর্ত্তন থামিয়ে ছুটে গেলেন সকলে তাঁকে ধরতে। ঠাকুর মাটিতে পড়েই অচেতন অবস্থায় কি যেন অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। তাঁর ঐ অনর্গল ভাষা কেউ বুঝতে পারলেন না। ঠাকুর সুস্থ হয়ে উঠলেন।

কিন্তু কীর্ত্তনীয়ারা মনে-মনে যেন কি ভাবতে লাগলেন। মন যেন তাঁদের কেমন একটা রহস্যে রহস্যাবৃত হয়ে রইল। পথে চলতে-চলতে তাঁরা এই নিয়ে নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনাও করতে.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগলেন। কিন্তু বাস্তবে কি হলো কেউ কিছুই ঠাহর করতে পারলেন না।

পরদিন।

কিশোরীর আমগাছতলায় তুমুলভাবে কীর্ত্তন সুরু হয়ে গেছে। ঠাকুর ভাবাবেশে নেচে চলেছেন তালে-তালে। অনেকক্ষণ পর নাচতে-নাচতে তাঁর বুড়ো আঙ্গুলের উপর নিজের সমস্ত শরীরখানার ভার রেখে খাড়া হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। লোকজন তাঁর এই অবস্থা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এমন চমৎকার ভঙ্গিমা তো তাঁরা কখনও দেখেননি। ঠাকুর কিছুক্ষণ পর এই অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁকে পড়ে যেতে দেখে সকলে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কীর্ত্তন থেমে গেল। সকলেই আতঙ্কিত হয়ে ভাবলেন—হায় রে ঠাকুরের বুঝি ভীষণ আঘাত লাগল রে। কিন্তু ঠাকুরের কিছুই হলো না। তিনি পরক্ষণে উঠে চাকার মত ঘুরে-ঘুরে মাটিতে গড়াগড়ি যেতে লাগলেন। সকলে বিস্মিত হয়ে দেখতে লাগলেন। এমন ভাব তো তাঁরা তাঁদের ঠাকুরের কখনও দেখেননি।

অনন্ত আর কিশোরী বন্ধুর এইভাব দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন আরও বেশী। তাঁরা ভাবতে লাগলেন এ-সব কি! কোথা থেকে কি করে এ-সব আসন তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেল? তাঁরা ভেবে কোন কুল-কিনারা করতে পারলেন না। ঠাকুরের আসন করা শেষ হয়ে গেলে ঐ অচৈতন্যাবস্থায় কত কি বলে যেতে লাগলেন।

বোধহয় এর পর আরও কিছুদিন কেটে গেছে। সেদিন মাঝিপাড়ায় যদুনাথ পালের বাড়ীতে কীর্ত্তনের আয়োজন করা হয়েছে। লোকের যেমন ভীড় হয়েছে, কীর্ত্তনও জমে উঠেছে তেমনি। ঠাকুর আজ প্রথম থেকেই ভাবাবেশে মত্ত ছিলেন। কীর্ত্তনের মাঝামাঝি তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে আসন-মুদ্রা করতে লাগলেন। কখনও বীরাসন, কখনও পদ্মাসন, কখনও কূর্ম্মাসন এবং এর পরও কত কি যে করতে লাগলেন তার ইয়ত্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেই। আর এই সব অনুষ্ঠান এত সহজে ও দ্রুত গতিতে করে গেলেন যে সকলে দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন। যাঁরা কীর্ত্তনে যোগ-দান করেছেন তাঁরা অনেকেই বোধহয় এইসব যৌগিক ক্রিয়া কাউকে করতে দেখেননি এবং এগুলো যে যোগশাস্ত্রোক্ত বিভিন্ন প্রকারের আসন-মুদ্রা তা কেউ জীবনে শোনেনওনি। তাঁরা হতবাক হয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। ঠাকুর আসন করা শেষ করে চৈতন্যহীনাবস্থায় আজও আগের দিনের মত কত কি অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। সকলেই কান পেতে শুনলেন কিন্তু মনে রাখবার মত ব্যবস্থা কেউ কিছু করলেন না।

কীর্ত্তন সমাপ্ত হয়ে গেল। অনন্ত কিশোরীর সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন—ঠাকুরের বাণীগুলো না লিখে রাখলে তো চলছে না কিশোরী। তিনটে দিন তো এমনি গেল, বুঝতে পারিনি বলে। কিন্তু এখন বাদ দিলে তো চলছে না। আমি ঠিক বলতে পারি এগুলো সমাধিস্থ কথা মুখ দিয়ে প্রকাশ হচ্ছে। আর কত রকমের ভাষায়।

কিশোরী অনন্তর কথায় সায় দিয়ে বললেন—ঠিকই বলেছ অনন্ত। আমি তো অবাক্ হয়ে যাই। এ রকম তো পূর্ব্বে এই ভদ্রলোককে কখনও দেখিনি। আজকাল এ-সব ভাব কেমন করে হচ্ছে কে জানে? তারপর একটু চুপ থেকে বললেন—যাক্‌গে, এখন থেকে আমাদের হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে। যাতে বাণীগুলো সব লিখে রাখা যায়।

চলে গেল পুরাতন বৎসর। এলো তের শ' একুশ সাল। ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেল। জার্ম্মাণীর রণ-হুঙ্কারে সারা পৃথিবী আতঙ্কিত হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে চারদিকে উঠল 'সাজ' 'সাজ' রব। ভারতবাসিগণ শুধু অপেক্ষায় রইলেন কখন কোথায় কি করতে হবে, মিত্রপক্ষ কি আদেশ করবেন সেই মনে করে।

যুদ্ধের ঝন-ঝনানি সুদূর ইউরোপ থেকে ভারতের অখ্যাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পল্লীগ্রামেও একটু-আধটু শোনা গেল। কিন্তু তাতে পল্লীবাসীদের মনে কোনপ্রকার আতঙ্ক সৃষ্টি হলো না। কিংবা তাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম্মেও এতটুকু ব্যাঘাত ঘটল না। যে যেমন ছিল ঠিক তেমনি ভাবেই স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে লাগল। শুধু হিমাইতপুর ও অন্যান্য আশে-পাশে গ্রামের লোকজনদের মধ্যে আজকাল যে নূতন একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে এখানকার সকলে তাই নিয়ে একটু আলাপ-আলোচনা করতে লাগল। অনেকেই বলতে লাগল—সবই ভণ্ডামি। আবার অনেকেই, যারা একান্ত কৌতূহল নিবারণ করতে পারল না, তারা ছুটে এলো ঠাকুরকে দেখতে। তারা দেখে কি বুঝল জানিনে, তারা ফিরে চলে গেল।

ঠাকুর চলতে লাগলেন নিজের মত করে। লোকের কথায় কান দিলেন না এতটুকু। যে আলোড়ন তিনি গ্রামের যুবা-বৃদ্ধ সকলের অন্তরে জাগিয়ে তুলেছেন সেটাকে তিনি প্রবলভাবে জাগিয়ে তুলতে মনে-মনে আরও বদ্ধপরিকর হলেন।

কীর্ত্তনের পর কীর্ত্তন চলতে লাগল। রাত্রি দিন। একবার সুরু হলে কখন যে শেষ হবে কেউ জানে না। চলেছে তো চলেছেই। সেখানেই আহার, সেখানেই সকলের নিদ্রা।

সেদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের একুশে তারিখ। সন্ধ্যা হয়ে আসে-আসে। কীর্ত্তন তখনও সুরু হয়নি। ঠাকুরকে কেন্দ্র করে লোক-জন আসর জমিয়ে তুলেছেন। কত কথা হচ্ছে, কত সুন্দর-সুন্দর আলোচনা সকলেই মনোযোগ সহকারে শুনছেন। ঠাকুর সহসা আলোচনা বন্ধ করে মুকুন্দর দিকে তাকিয়ে বললেন—মুকুন্দ, এক-বার ষ্টীমারঘাটে যা তো, গোসাঁই বুঝি আজ এসেছেন। ঘাটে এসে নেমেছেন। যা তো তাঁকে ধরে নিয়ে আয়। বলবি—আমার সঙ্গে দেখা না করে যেন না যান। কথা ছিল তাঁর আমার সঙ্গে দেখা করে বাড়ী ফিরবেন।

মুকুন্দ ঠাকুরের কথা শুনে বাজিতপুরের ঘাটে উপস্থিত হলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষ্টীমার তখন সবেমাত্র ঘাটে লেগেছে। একে-একে যাত্রীরা নামছেন। মুকুন্দ ঘাটে একটা পাল্কী ও জন-কয়েক বেহারাকে দেখতে পেল। তারা বিশিষ্ট কোন এক যাত্রীর জন্যে অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ পর গোসাঁই সপরিবারে নামলেন। এবং ধীরে-ধীরে পাল্কীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। মুকুন্দ তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। সত্যি তো তিনি এসেছেন। মুকুন্দ ছুটে গেল তাঁর কাছে। প্রণাম জানাল। তারপর বলল ঠাকুরের কথা।

প্রভু! আপনার যে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে যাবার কথা ছিল তাই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। আপনার আজ বাড়ী যাওয়া হবে না।

সত্যি তো! মনে পড়ে গেল সতীশচন্দ্রের দেড় বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। মনে-মনে বললেন—এ যে বেমালুম ভুলে গেছি।

জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি পাঠালেন তোকে আমার কাছে? কোথায় তিনি?

কিশোরীর বাড়ীতে। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন! সতীশচন্দ্র তাঁর শিষ্যের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে গেলেন।

তিনি তো জানেন না যে আজ আমি ফিরবো। তোমাকে পাঠালেন কি করে? একমাত্র বাড়ীর লোক ছাড়া তো কেউ জানে না যে আমি আজ দেশে ফিরছি। কি আশ্চর্য্য! তিনি জানলেন কি করে?

মুকুন্দ বলল—সে কথা তো আমিও বলছি? ঠাকুর এ কথা জানলেন কি করে? আমরা সকলে আসর জমিয়ে গল্পে মেতে আছি এমন সময় তিনি আমায় ডেকে বললেন—যা তো মুকুন্দ, গোসাঁই বুঝি এই ষ্টীমারে এসে গেছেন, ডেকে নিয়ে আয় তাঁকে। আমার সঙ্গে দেখা না করে যেন না যান। আমিও জানতাম না। তাঁর কথায় বিশ্বাস করে ছুটে এলাম। এসে দেখি সত্যি তো আপনি এসে গেছেন। আপনার পাল্কী দেখে চিনতে পারলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সতীশচন্দ্র মুকুন্দর কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলেন। কি বলবেন ভেবে পেলেন না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন—চল তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা করেই যাই। যা হয় হবে।

পাল্কী ফিরে গেল মুকুন্দর বাড়ীতে। সতীশচন্দ্র বাড়ীতে এসে বিশ্রামও করলেন না। স্ত্রী ও পুত্রকে রেখে চলে গেলেন মুকুন্দর সঙ্গে কিশোরীর বাড়ীতে। ঠাকুর তখনও তেমনি আসর জমিয়ে বসেছিলেন। সতীশচন্দ্রকে দেখে সকলে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। উঠে প্রণাম জানালেন সকলে। ঠাকুরও উঠে দাঁড়ালেন।

এই যে আসুন। কি খবর। আমাকে না জানিয়েই চলে যাচ্ছিলেন ঘরে? এসেছেন, ভালই হয়েছে, বসুন। বলে তাঁর হাত ধরে টেনে নিজেও বসলেন গোসাঁইকেও পাশে বসালেন।

সতীশচন্দ্র নীরবে আসন গ্রহণ করলেন। শরীর ভাল তো? এসেছেন যখন তখন নাম-কীর্ত্তনে ডুবে পড়ুন। কিশোরী কীর্ত্তন লাগাও।

সতীশচন্দ্র এর কোন জবাবই দিতে পারলেন না। শুধু বোকার মত ঠাকুরের পাশে বসে যন্ত্রচালিতের মত সব লক্ষ্য করতে লাগলেন।

মিনিট তিন-চার পর—

কিশোরী ঝাঁকড়া চুলে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—কীর্ত্তন চালাও।

খোল-করতাল সঙ্গে-সঙ্গে বেজে উঠল। সকলে কীর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়লেন। কীর্ত্তন সুরু হল।

দুনিয়াদারীর খেলা ভাবলে পাগল হয়ে যাবে
আজ যে নেশায় বিভোর হয়ে আপন ভুলে রবে
কাল সে নেশা ছুটে গিয়ে অকূলে ভাসিবে।
আজ যে খাটে ফুলরাণী কোলে নিয়ে ঘুমাবে
কাল হয়ত সে কোলের কাছে শ্মশান দেখতে পাবে। ইত্যাদি।

ধীরে-ধীরে কীর্ত্তন জমে উঠতে লাগল। ঠাকুর কিছুক্ষণ পর হাতে তালি দিতে লাগলেন। বেশ জমে উঠেছে। কীর্ত্তন করতে-করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘর থেকে সকলে বেরিয়ে আমগাছতলায় এসে দাঁড়ালেন। গরম পড়েছিল খুব। সতীশচন্দ্রও সকলের সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়ালেন, কীর্ত্তন তাঁর খুবই ভাল লাগছে। বিশেষ করে ভাল লাগছে ঠাকুরের নাচ। কি সুন্দর! তালে-তালে কেমন নেচে চলেছেন তিনি। তন্ময় হয়ে গেলেন দেখতে-দেখতে। তাঁরও কীর্ত্তন করবার সখ হলো। কিন্তু ঠাকুরের অঙ্গভঙ্গী যেন তাঁকে বিমোহিত করে ফেলল। তিনি কীর্ত্তনে যোগদান না করে তাকিয়ে-তাকিয়ে ঠাকুরের সব-কিছু উপভোগ করতে লাগলেন। ঠাকুর নেচে-নেচে চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। একবার তিনি সতীশচন্দ্রের গায়ে এসে ঢলে পড়লেন। সতীশচন্দ্র তাতে বিরক্ত প্রকাশ করলেন না। বরং তাঁর স্পর্শটা বেশ মধুর লাগল তাঁর। ঠাকুর তাঁকে টেনে নিয়ে কীর্ত্তনে নামিয়ে দিলেন। সতীশচন্দ্রও নাচতে লাগলেন। ঠাকুর তাঁর হাতখানা ধরলেন। তারপর দু'জনেই একসঙ্গে নাচতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। সতীশচন্দ্র বেশ মেতে উঠলেন। এমনভাবে বুঝি কীর্ত্তন করতে গিয়ে কখনও মেতে উঠেননি। কতক্ষণ যে কীর্ত্তন করলেন নিজেও বুঝে উঠতে পারলেন না। কীর্ত্তন থেমে গেল। ভালই বোধ হতে লাগল তাঁর। মনে হলো শরীরটা বেশ হাল্কা হয়ে উঠেছে। তিনি মুখে প্রকাশও করলেন—ভাল লেগেছে তাঁর। এমন কীর্ত্তন বুঝি এই প্রথম করলেন।

ঠাকুর শুনে হাসলেন। তারপর বললেন—গোসাঁইদা, এখন থেকে কিশোরীর সঙ্গে কীর্ত্তনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। মাতিয়ে তুলুন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে। পারবেন না? গোসাঁই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মাতিয়ে তুলতে পারবেন কি না বলতে পারলেন না। কীর্ত্তন যে করতে পারবেন সেটা তিনি সহস্রবার স্বীকার করলেন। তিনি ঝাঁকড়া-চুল-মাথায় সায় দিয়ে বললেন—পারবেন।

সতীশচন্দ্র বাড়ী চলে এলেন। শুধু পথে চলতে-চলতে ভাবতে লাগলেন—কে এই লোকটা। এতকাল তো এর কোন কথা শুনিনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতকাল তো শুনেছি তিনি একজন সাধারণ মানুষ। ডাক্তারী করেন। আজ যা দেখলাম, সে তো সম্পূর্ণ আলাদা।

সতীশচন্দ্রের মনের প্রশ্ন মীমাংসা না হলেও দিন যেতে লাগল। এরপর সপ্তাহখানেক কেটে গেছে। সেদিন বোধহয় একুশে জ্যৈষ্ঠ। ঠিক হয়েছে আজ কাশীপুরে অনন্ত রায়ের বাড়ীতে কীর্ত্তন হবে। সময়মত লোকজন এসে উপস্থিত হলেন। তার মধ্যে ছিলেন নাজির-পুরের বৃন্দাবন অধিকারী, যোগেন, কোকন, তরণী, দুর্গানাথ সান্ন্যাল, কৃষ্ণচন্দ্র দাস, জ্যোতিষ ঘোষ, অনন্ত, কিশোরী, সতীশচন্দ্র গোস্বামী ও আরও অনেকে। কীর্ত্তন সুরু হয়েছে। আজ গান হচ্ছিল—"নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক, সুন্দর ভাসে ব্যোম ছায়া সম বিশ্ব চরাচর.....। তখন রাত্রি প্রায় দুটো। একটা চেয়ারে বসে ঠাকুর গান গাচ্ছিলেন। আর অন্যান্য সকলে গান করছিলেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। গান খুবই জমে উঠল। কিছুক্ষণ পর ঠাকুর সহসা মাটিতে পড়ে যাবার উপক্রম হলেন। কয়েক জন ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললেন। তারপর অতি সাবধানে তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। অনন্ত, কিশোরী, বৃন্দাবন আজ পূর্ব্বেই খাতা, কলম ও একঘটি জল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। ঠাকুরের আসন-মুদ্রাদি শেষ হয়ে গেল। তারপর ত্বড়িৎবেগে মুখ দিয়ে তাঁর বহু বাণী নির্গত হতে লাগল। এতই দ্রুতবেগে দুই-তিনটে লাইন বেরিয়ে গেল যে লেখকেরা সতর্ক থাকা সত্ত্বেও লিখতে পারলেন না। দুই-তিন লাইন সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গেল। প্রথম লাইন লিখলেন—

আমি চাই শুদ্ধ আত্মা। ১

তাণ্ডব স্তোত্র মুখস্থ করিস, তাহলে এজমা সারবে। ২

কীর্ত্তনের একটা শক্তি আছে, জোর করে মনকে উচ্চে নিয়ে যায়—তাই মহাপ্রভুর কীর্ত্তন প্রচার। ৩

অনন্ত একা সম্পূর্ণ লিখতে পারছিলেন না। কিশোরী ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দাবন পাশে বসে গেলেন। প্রথম-প্রথম হাত চলে না, তবুও দ্রুতবেগে লিখে যেতে লাগলেন।

জ্ঞান না থাকলে পোকা মাকড় যদি মধুর হাঁড়িতে রাখা যায়, তাহলে খেয়ে মরে যায়। ৪

অস্থির আর স্বাদ পায় না। অস্থির এখানে এক টুকরা। ওখানে এক টুকরা এমনি করে বেড়ায়। ৫

ছাখ, যারা কয় আমার বিশ্বাস হয় না তারা বোকা। বিশ্বাস না করলে কি বিশ্বাস হয়? ৭

মাছি মলে ভাপ দিলে বেঁচে ওঠে—মুখের ভাপ দিতে হয়! Constant heat! ৯

শুদ্ধাত্মা চায় মা। ১৬

সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ভেঙ্গে মাকে ধর! ১৯

মহাপ্রভু মার শক্তি না পেলে কিছুই করতে পারত না। ২০

সংকীর্ত্তন কর, সংকীর্ত্তন প্রচার কর। কীর্ত্তন বড় ভাল জিনিষ, কীর্ত্তন মৃগনাভি, পিক্রিক এসিড……নাশ করে অজ্ঞান। অবিদ্যা! ২৬

নাম, নাম, নাম। ২৭

মনের শক্তি যেখানে, বল সেখানে। চাই মন, মন হলে প্রাণ, প্রাণ হলে আমি। যত দেরী করবি তত আবরণ একবার পাগলের সঙ্গে মিশে পাগল হয়ে যা—আর ফিরবিনে! ৪৪

ছাখ মানুষ দেখা লাগে ইষ্ট ভেবে। ৫৩

এই রকম বহু বাণী নির্গত হলো। তারপর প্রকাশ হতে লাগল ইংরাজীতে।

Where there is spirit, there is Heaven. Without spirit matter is nothing, but matter is matter with spirit. Yes! 61

I=We. We=I. When the Universe is equal

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

to I everything is equal to I. There is one I—the Truth ! 62

Sound is expression of life, without sound everything is lifeless ! 63

There is no truth no lie. Everything may be true, everything may be lie. 64

Seek everything in Me. Me is I. What shall I do now ? Medium may die. 65

অনেকক্ষণ পর বাণী শেষ হলো। লেখকেরা প্রাণপণে চেষ্টা করে বাণীগুলো লিখে রাখলেন। এই হলো প্রথম দিনের বাণী। বাণী শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুর নীরবে পড়ে রইলেন মাটিতে কিছুক্ষণ। তারপর 'জল' 'জল' বলে চীৎকার করে উঠলেন। অনন্ত-নাথ প্রস্তুতই ছিলেন। ঠাকুরকে জল দিলেন। ঠাকুর জল পান করে সুস্থ হয়ে উঠে পড়লেন। তখন নিশি অবসানের বিশেষ বিলম্ব ছিল না। ভোগও ইতিমধ্যে রান্না হয়ে গিয়েছিল। সকলে বসে গেলেন প্রসাদ পাবার জন্যে। খাওয়া যখন সকলের শেষ হলো তখন ভোরের পাখী গান গেয়ে উঠেছে। লোকজন সকলে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। প্রভাত না হতেই ঠাকুরের কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল চারদিকে।

প্রতিবেশীরা শুনে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলো। কেউ-কেউ বললেন—সব বুজরুকি। ছেড়ে দে।

কিন্তু ঠাকুর এই বুজরুকি ছেড়ে দিতে পারলেন না। কীর্ত্তনের তান শুনলেই তিনি যেন কেমন হয়ে পড়তে লাগলেন। কে যেন তাঁকে উন্মাদ করে ফেলে। তিনি ভাবাবেশে প্রায়ই চৈতন্যহীন হয়ে পড়তে লাগলেন।

দ্বিতীয় দিন। সেদিন দোসরা আষাঢ়। ঠাকুর কীর্ত্তন করতে-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে চৈতন্যহীন হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর ভাববাণী বেরুতে লাগল। অনন্ত, কিশোরী, বৃন্দাবন বসে গেলেন লিখতে।

বনের চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল বেশী। ২

আগুনে ঝাঁপ দিলে পোড়াও কহা যায়, মিশে যাওয়াও কহা যায়—যার যেমন তাপ। ৩

সংসারী সন্ন্যাসী চাই, জঙ্গলের সন্ন্যাসী আর চাই না। নিতাই চাই। ৫

শক্তি ধরে, বুকভরা ভালবাসা নিয়ে, সব ঠেসে ধর।.....

আকাঙ্ক্ষাই সর্ব্বনাশের মূল।

Be, sure, steady, silent, full-steamed!

ছাখ ভয় নাই, সবই তো তুই রে। ২০

কৃষ্ণচন্দ্র দাস ভাববাণীগুলি শুনে অবাক্ হয়ে যাচ্ছিলেন। সহসা তার মনে হলো—একি ঈশ্বর কথা বলছেন।

ঠাকুর সঙ্গে-সঙ্গে বাণীতে বলে ফেললেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়। মনে করলেই পারবি তোরা। ২৬

ভাববাণী শেষ হয়ে গেলে ঠাকুরের চৈতন্য ফিরে এলো। তিনি জল পান করে উঠে পড়লেন। ঠাকুরের এই সমাধিবস্থার কথা মনোমোহিনীরও কানে গেল। তিনি শুনে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। না জানি কত কষ্ট হয় ওর।

সেদিন চৌঠা আষাঢ়। হিমাইতপুরে কীর্ত্তন হচ্ছে। মনোমোহিনীর মনে প্রবল ইচ্ছা হলো কীর্ত্তনে উপস্থিত থেকে পুত্রের অবস্থা লক্ষ্য করবেন। মনোমোহিনী অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কীর্ত্তন শুরু হয়ে গেল। ঠাকুর তালে-তালে নাচতে সুরু করে দিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর ভাবের উদয় হলো। তাঁর অবস্থা দেখে কয়েকজন হুঁশিয়ার হয়ে রইলেন। যাতে তিনি মাটিতে পড়ে না যান। সকলেই মেতে উঠেছেন কীর্ত্তনে। অনন্ত, কিশোরী, বৃন্দাবন অধিকারী, কৃষ্ণদাস, কোকন, মুকুন্দ, তরণী, জ্যোতিষ ঘোষ আরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কতজনে। তাঁরাও ঠাকুরের সঙ্গে-সঙ্গে নেচে চলেছেন। কিছুক্ষণ পর ঠাকুরের ভাবসমাধি হলো। তিনি নীচে পড়ে যেতে লাগলেন। সকলে তাঁকে সন্তর্পণে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। মনোমোহিনী সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন। ঠাকুর কিছুক্ষণ চৈতন্যহীন অবস্থায় থেকে আসন ও মুদ্রাদি যথানিয়মে করতে লাগলেন। তারপর সব ক্রিয়াদি সমাপ্ত হয়ে গেলে তিনি আবার নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। মনোমোহিনী পুত্রের এই অবস্থা দেখে তাঁর বুকের ভিতর কেমন ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল। এ কি অবস্থা! মুখখানা কেমন নীলাকার ধারণ করেছে! মনে হয় সদ্য প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। সমস্ত শরীর শীতল ও অসাড় হয়ে গেছে। মনোমোহিনী বিচলিত হয়ে বললেন—ওই অনন্ত, ছাখ্ তো বুকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে কি না।

অনন্ত ঠাকুরের বুকের মধ্যে কানটা পেতে দিলেন। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের কোন সাড়াশব্দ পেলেন না। ডিসপেন্সারী থেকে স্টেথেস্‌কোপটা নিয়ে এসে ঠাকুরের বুকে লাগালেন। তাতেও কোন কিছু টের পেলেন না। মনোমোহিনী অনন্তের অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন—কি রে? কি দেখলি?

না মাসিমা, কোন সাড়াশব্দই নেই।

মনোমোহিনীর মনে কেমন একটা ভয়ের সৃষ্টি হলো। অনন্ত তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—ভয় নেই মাসিমা। আমি সেদিন একবার লক্ষ্য করেছিলাম। ঠিক এমনি ভাব হয়েছিল। প্রায় দুই-তিন ঘণ্টা হৃৎপিণ্ডের কোন সাড়াশব্দই পাইনি। পরে ঠিক হয়ে গেল।

মনোমোহিনীর চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়তে লাগল। তিনি আঁচলে মুছে ফেললেন। অনন্ত একবার চোখের পুত্তলির উপর আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করলেন। কিন্তু কোন সাড়া পেলেন না।

অনন্ত মনোমোহিনীকে কাঁদতে দেখে বললেন—মাসিমা, কিছু চিন্তা করবার নেই। আমি বলছি—ঠিক হয়ে যাবে। আমরা তো লক্ষ্য করছি তিন-চারদিন ধরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণসুন্দরীও দৌহিত্রের কথা শুনে ছুটে এলেন দেখতে। তিনি দেখে তো আরও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ভয়ে কোন কথা তাঁর মুখ দিয়ে বের হলো না। মনে-মনে রাধা-মদনমোহনকে ডাকতে লাগলেন।

কি সর্ব্বনাশ! কিছু-একটা হলো না তো ওর?

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল এইভাবে। মনোমোহিনা চোখের জল মুছতে-মুছতে বললেন—অনন্ত, ওর অবস্থা দেখে তো সহ্য করতে পারছিনে আর।

অনন্ত তাঁকে বুঝাতে লাগলেন। কিন্তু মায়াপূর্ণ নারীর মন সহজেই তা বুঝতে চায় না। ঠাকুর সমাধিবস্থায় বলতে লাগলেন—

কম্বলের লোমা বাছলে কি থাকবে? ব্রহ্ম মুখে কহা যায় না। ব্রহ্ম জড়ের ভিতর নিহিত আছে। জড় বাদে আত্মা অবাঙ্-মনসগোচর। ১

.....ওঁম ছাড়িয়ে যেতে হবে। ওঁম তো কাছেই। ঐ পার হলেই ক্রমে-ক্রমে রাধাস্বামী। আস্তে-আস্তে। ২

হবেনে বল্লে কাজ হয় না, করলে কাজ হয়। কাজে পাগল হওয়া লাগে। প্রচার কর, সকলকে তুলে দে, প্রচারে পাগল হ। শুধু কীর্ত্তন কর, সব হবে.....। ৯

জাগা, জাগা, জাগিয়ে তোল্, পাপীকে সান্ত্বনা কর, পাপীকে আশ্রয় দে আর বল "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিতাজ্য মামেকং শরণম্ ব্রজ। ....মা শুচঃ।" সুই হয়ে ঢুকবি, বোমা হয়ে বারাবি। সব গেল, সব গেল,—উঃ উঃ এত বড় এত বড়—সব গেল যে রে! ২০

Trust me and give me everything. Sure, be glad, everything will make you glad. Spit on and spurn the sin, not the man—the sinner! 21

When I was before, He was latent in me! When I was before, You were latent in me! When I was you, you were I, I was the only One—I was

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

latent in me. Think yourselves. You were latent in me. Whole creation is you—no doubt the spirit. I was the sound, Sound is my creation ; therefore you are created by me. Only sound is your spirit, no doubt ! 22

Name and love can own everyone ! Love can gain everything in this world ! Love can gain I and Love can gain you, and everyone will be loved ! Love and Name can conquer the Universe ! Because Universe is I ! Declare Name and Love. Give heart to heart and own heart.

Make everyone declare Name and Love. Love is Heaven and Heaven is Love.

Peaceful heart can make everyone peaceful. Come to me, I will give you everything, no doubt ! Be fearless and proceed on and on !

Check your tongue and kiss the feet. Draw the heart fast. Atom can feel atom ! 23

Leave everything and come to me ! I will give you everything ! 26

Declare Name ! 27

ঠাকুর অনর্গল কথাগুলো বলে গেলেন। তারপর ঘণ্টাখানেক চৈতন্যহীন অবস্থায় মাটিতে পড়ে থেকে ধীরে-ধীরে উঠে পড়লেন। মনোমোহিনী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যাঁরা নিকটে বসেছিলেন তাঁদের সকলের বুক চিরে তখন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। ঠাকুর তৃষ্ণায় 'জল' 'জল' করে চীৎকার করে উঠলেন। কে যেন ঠাকুরকে জল এনে দিল। ঠাকুর জল পান করে উঠে দাঁড়ালেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোমোহিনী তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর তাঁর অঙ্গ-প্রতঙ্গ ভাল করে লক্ষ্য করলেন।

তোর কোথায়ও লাগেনি তো রে?

কিছুই হয়নি দেখে মনোমোহিনী নিশ্চিত হলেন। আর, কিশোরী ও অনন্ত?

কয়েক দিন ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থা দেখেও কিশোরীর মন থেকে সন্দেহ একেবারে দূরীভূত হলো না। তার মনে মাঝে-মাঝে কি যেন একটা চিন্তা খেলে যেতে লাগল। ঠাকুরকে চৈতন্যহীন অবস্থায় পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর মন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

সেদিন ঠাকুর কীর্ত্তন করতে-করতে ভাবস্থ হয়ে পড়লেন। আজকাল অতি সহজেই তিনি ভাবস্থ হয়ে পড়েন। সামান্য একটু গীতধ্বনি শুনেই তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না। এমন-কি নৃত্যপরায়ণ অবস্থায়ই বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বাণী বলতে থাকেন।

আজও ঠাকুরের এমনি ভাব হলো। নৃত্যপরায়ণ অবস্থায় তিনি ভাবস্থ হয়ে মুদ্রাসন করতে লাগলেন। এবং মুদ্রাসনাদি শেষ করে কিছুক্ষণ পর প্রকাণ্ড একটা ডিগবাজি খেয়ে অনেক দূরে মাটিতে পড়ে গেলেন। কীর্ত্তন হচ্ছিল তখনও। ঠাকুরের এই ভাব দেখে কীর্ত্তন থামিয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলেন সকলে। ঠাকুর মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলেন—কে একজন তাঁকে ধরে নীচে শুইয়ে দিতে গেলেন। ঠাকুর তার স্পর্শ সহ্য করতে না পেরে চীৎকার করে বলে উঠলেন। উঃ দাউ-দাউ করে জ্বলে গেল।

ঠাকুরের চীৎকার শুনে সকলে বারণ করলেন তাঁকে ছুঁতে। তিনি আর ঠাকুরের কাছে গেলেন না। কিন্তু ঠাকুর যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কিশোরী বুঝতে পারলেন বোধ-হয়। মনে-মনে কি চিন্তা করে বললেন—তোরা কীর্ত্তন থামাসনে রে। ঠাকুরের খুবই কষ্ট হচ্ছে, কীর্ত্তন চালিয়ে যা।

কীর্ত্তন সুরু হলো আবার। ঠাকুর পূর্ণ সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়ে রইলেন চৈতন্যহীন অবস্থায় অনেকক্ষণ। কিশোরী ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। লক্ষ্য করলেন মুখখানা কেমন জ্বল-জ্বল করছে। তাঁর হাসি-হাসি মুখখানা কেমন দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে। শুধু দেহ-খানা পড়ে আছে নিথর, স্পন্দনহীন অবস্থায়।

কিশোরী মনে-মনে ভাবতে লাগলেন সত্যি কি এই অবস্থায় ঠাকুরের দেহে কোন অনুভূতি থাকে না? তাঁর পরীক্ষা করবার ইচ্ছে হলো। আগুনে পুড়িয়ে একটা টিকে নিয়ে এসে ঠাকুরের উরুতে ধরলেন। সেই স্থানটা সঙ্গে-সঙ্গে পুড়ে গেল। টিকে তুলতে গিয়ে কিছুটা তাজা চামড়াও উঠে এল। লাল হয়ে ঘা হয়ে গেল। কিন্তু ঠাকুরের এতটুকু সাড়া পাওয়া গেল না। যেমনটি ছিলেন তেমনি অসাড় হয়ে পড়ে রইলেন। তাঁর চৈতন্য ফিরে এলো ঘণ্টা দেড়েক পরে। এর মধ্যে তাঁর মুখ দিয়ে কত বাণী বেরিয়ে গেল। নাকী-নাকী সুরে মাঝখানে এমন কতকগুলি বাণী প্রকাশ হলো—বুঝা গেল না কোন্ ভাষা। অনেকেই বললেন বোধহয় ফরাসী ভাষা। কেউ জানেন না বলে লিখতেও পারলেন না। জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে এলে ঠাকুর জল পান করলেন। তারপর একটু সুস্থ হয়ে সহজভাবে বসলেন। কিছুক্ষণ কেটে গেলে, কিশোরীকে ডেকে পোড়া স্থানটা দেখিয়ে বললেন—ডাক্তার বড্ড জ্বালা করছে, একটু ওষুধ লাগিয়ে দিতে পার।

কিশোরী তাঁর এই অন্যায় কর্ম্মের জন্য মনে-মনে খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন। ছুটে গিয়ে ওষুধ নিয়ে এলেন এবং ভাল করে সব জায়গা পরীক্ষা করে তা লাগিয়ে দিলেন। ওষুধ লাগাতে গিয়ে দুঃখ করে বললেন—খুবই অন্যায় হয়েছে, এভাবে পরীক্ষা করা উচিত হয়নি।

ঠাকুর এ কথার কোন জবাব দিলেন না। শুধু মুখে এমন ভাব প্রকাশ করলেন যেন, মনে হলো, তোদের সব অন্যায়ই ক্ষমা করবার শক্তি আমার আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর অনন্তের মনে জাগতে লাগল—ঠাকুর এ সব বলেন কি করে? কি ভাব জাগে তখন যে তিনি সমাধিস্থ হয়ে অনর্গল বাণী বলে যেতে থাকেন?

দিন চার-পাঁচ পর একদিন ঠাকুরকে মনের কথা জানালেন। ঠাকুর শান্ত কণ্ঠে উত্তর করলেন—বাণীর সময় কখনও-কখনও মনে হয় যেন কতকগুলি idea-র ঢেউ আমার অস্তিত্বের মধ্য-দিয়ে ফক্-ফক্ করে বেরিয়ে আসছে। আর বায়স্কোপের ফিল্মের মত idea-গুলি দেখা দেয় মূর্ত্ত জীবন্ত হয়ে। সে কী ভীষণ! যেন উল্কাটা এসে সামনে দাঁড়ালে তাই দেখে সব বেরোয়।

তুমি ধ্যানস্থ অবস্থায় যা বল পরে কি সব মনে থাকে? অনন্ত জিজ্ঞাসা করলেন আবার। সেদিন ধ্যানস্থ অবস্থায় কত রকম ভাষায় কত কি বলছিলে আমরা কেউ ঠিক মত follow করতে পারিনি বলে লিখতেও পারিনি। সে-সব তোমার মনে আছে?

ঠাকুর বললেন—কিছুই মনে নেই। যা বলি প্রায়ই ভুলে যাই। মনে থাকে না কিছুই। মাঝে-মাঝে সচেতন থাকি তাও আবছা-আবছা মনে থাকে।

অনন্ত আর কোন প্রশ্ন করলেন না। কি যেন মনে-মনে চিন্তা করে চুপ করে গেলেন। মনে হলো এ-ও যেন তাঁর কাছে রহস্যময় হয়ে রইল।

ডিসপেন্সারী ঘরে কয়েক জন রোগী এতক্ষণ এসে বসেছিলেন। অনন্ত সেইখানে গেলেন। ঠাকুর কি একটা কাজে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলেন।

আষাঢ় মাস পড়ে গেল। ঝির-ঝির বৃষ্টি সুরু হয়ে গেছে। পথ-ঘাট কর্দ্দমাক্ত হয়ে উঠেছে। বাইরে কোন কাজই আরামে করা যাচ্ছে না। এই সময়ে পল্লীমায়ের লোকেরা কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে প্রায়ই অবসর জীবন কাটায়। কোন উপায় নেই। আজকাল তবুও ঠাকুরের বাড়ীতে এইসব গ্রামের লোকদের একটা বিরাট্ আলোচনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জমে উঠেছে। সন্ধ্যাবেলা কীর্ত্তন করতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়। একটা ব্যস্ততার মধ্য-দিয়ে দিনগুলি পরমানন্দেই কাটে। বর্ষার জল আর তাদের মনটাকে ক্লান্ত করে তোলে না, জীবনটাকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য করে রাখে না।

ঠাকুর তাদের নিয়ে কত আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন। তাদের জীবনটা যাতে সুখের হয়ে ওঠে, তাই তিনি বুদ্ধি-পরামর্শ দেন। মনোমোহিনী মাঝে-মাঝে পুত্রের কথা কান পেতে শোনেন। ভাল লাগে তাঁর। আজকাল আর তিনি তেমন কিছু বলেন না। পুত্রের সমাধিস্থ অবস্থা দেখে তাঁরও মনোভাব অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়েছে। পূর্ব্বে যেমন পুত্রের সমাধিস্থ অবস্থা দেখে বেদনায় ছটফট করতে থাকতেন, চোখে জল এসে যেত, আজকাল আর তা হয় না। তিনি সহ্য করে নিয়েছেন। শুধু বাড়ীতে অর্থের অনটন হলে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। এত বড় সংসার কি করে যে চলবে সেই ভাবনাই হয় বেশী। অনুকূল তো ডাক্তারী করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। ওকে বলে আর লাভ নেই। ক্ষেপা তো পড়াশুনা করে। সে সংসারের জন্য কিছুই করতে পারছে না। বাদল বাড়ীর জমি-জমা একটু-আধটু দেখাশোনা করছে। সেও বা কি করবে। এই বিরাট্ সংসার নিয়েই তাঁর যত চিন্তা।

তা ছাড়া বড় বৌমার শরীরটা তেমন ভাল নেই। সে আবার অন্তঃসত্ত্বা। এই আষাঢ়েই তার সন্তান হবার সম্ভাবনা। বাড়ীতে মেজ বৌমাই সব কাজকর্ম্ম-রান্নাবাড়ি করছে। খুকী এখন মাত্র পাঁচ বৎসরের। সে-ই বা কি করবে। তবুও তার বৌদিদের ছোট-খাট কাজ করে দেয়। মনোমোহিনীর সব দিকে তাল রাখতে হয়। চিন্তা করতে গিয়ে মাথাটা মাঝে-মাঝে ঝিম-ঝিম করে ওঠে। কিন্তু তাতে বিরক্ত হয়ে ওঠেন না। ঠাকুর তা বুঝতে পেরে মাকে মাঝে-মাঝে প্রেরণা দিয়ে বলেন—তুই আছিস মা, আমার আর ভাবনা কি?

মনোমোহিনী পুত্রের এ-কথায় কোন জবাব দেন না। তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত কাজ। ভোর সকাল থেকে অনেক রাত পর্য্যন্ত সংসারের যাবতীয় কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। তিনি সেইখানে চলে গেলেন।

আষাঢ় প্রায় শেষ হয়ে এলো। কিন্তু বাদলধারা কমল না এতটুকু। এই বৃষ্টির মধ্যেই ঘুরে-ঘুরে এ-ঘর ও-ঘর করে মনোমোহিনী কাজ করতে লাগলেন। বেলা হয়ে গিয়েছিল। মনোমোহিনী রান্না-ঘরের দরজার কাছে গিয়ে বললেন—মেজবৌমা, বেলা হয়ে গেছে, আর দেরী করো না—হাতের কাজটা সেরে নিয়ে সকলকে ভাত দিয়ে দাও। প্রসাদী এক্ষুণি চান করে এসে পড়বে।

শাশুড়ীর আদেশ পেয়ে মেজবৌমা ভাত দিতে চলে গেলেন। মনোমোহিনী গেলেন ও-দিকে আঁতুড়-ঘরের খোঁজ নিতে। বড় বৌমার প্রসব-বেদনা সুরু হয়েছে, কি হবে মনোমোহিনী সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন। এবং বার-বার আঁতুড়-ঘরের খোঁজ নিতে লাগলেন। কিন্তু তখনও কিছু হয়নি। মনোমোহিনী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলেন এদিকে।

একটা দিন কেটে গেল এমনি, সেদিন বোধহয় ছাব্বিশ তারিখ। বৃহস্পতিবার। মনোমোহিনী একটা হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলেন। যাক ভালয়-ভালয় সব হয়ে গেছে। বাঁচা গেল! আঁতুড়-ঘর থেকে সংবাদ এলো প্রসবিনী ভালই আছেন। নবজাতকও ভাল আছে।

মনোমোহিনী শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। কর্ত্তার ঘরে গিয়ে জানালেন তাঁর নবজাত পৌত্রের কথা। কর্ত্তা শুনে খুবই খুশী হলেন।

বেশী আনন্দ প্রকাশ করলেন ঠাকুরের বন্ধুরা। সেদিন ডিসপেন্সারী ঘরে বসে সকলে এই নিয়ে বেশ জমে গেলেন। অনন্ত আজকাল এই বাড়ীতেই বেশীর ভাগ সময় থাকেন। তাঁর কথা বলে লাভ নেই। কিশোরী, দুর্গানাথ সান্ন্যাল, কোকন, তরণী সকলেই আনন্দ প্রকাশ করলেন। ঠাকুরও এই ব্যাপারে তাদের সকলকে নানাভাবে আপ্যায়িত করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর কাজ শেষ হয়ে গেলে একে-একে সকলে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ঠাকুর ক্ষণকালের জন্য বসে রইলেন এই শূন্য ঘরে একাকী। কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন। দিনরাত মানুষকে এত আনন্দ, স্ফূর্ত্তি, উপদেশ দেন কিন্তু মাঝে-মাঝে নিজেও যেন নিজেকে কোথায় হারিয়ে ফেলেন। কেউ বুঝতে পারে না। তাঁকে খুবই আনমনা বলে মনে হয়। কোথায় তিনি চলে যান। বোধহয় এই লোক ছেড়ে অন্য কোন লোকে। কতক্ষণ এই মন নিয়ে বসে থাকেন কে জানে। তাঁর সম্বিৎ ফিরে আসে মফিজের বাউলের সুরে।

মাসখানেক পর। ঠাকুর তাঁর পাঁচ-চালার ঘরে নির্জ্জনে একা বসেছিলেন। ভাবছিলেন বোধহয় তাঁর ঐ অসীমের প্রিয়র কথা। সেই সঙ্গে ভেসে আসছিল মনে বিশ্বের এই যা-কিছু সৃষ্টি-চরাচর তাদের কথা। কেমন মোহান্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পঙ্কিল আবর্ত্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। ভাবতে গিয়ে বেদনায় ভরে উঠছিল তাঁর মন। হয়তো সেই পরমকারুণিকের কাছে জানাচ্ছিলেন এদেরই শুভ-কামনার কথা। নামে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। সহসা মফিজের বাউলের সুর তাঁকে চেতনা ফিরিয়ে দিল। মফিজ বড় ভাল গায়। বড় আত্মভোলা। সে হিন্দু কি মুসলমান কেউ বলতে পারে না। তার গান ঠাকুরের মনটাকে কেড়ে নেয়। বহু দূরের মনটাকে টেনে নিয়ে আসে এই পৃথিবীর বুকে। মফিজ দূর থেকে গান গেয়ে আসতে থাকে—

মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি যে আর বাইতে পারলাম না।

বড় মিঠে সুর। বড় প্রাণমাতান কণ্ঠস্বর তার। গাইতে-গাইতে সে এলো ঠাকুরের ঘরের কাছে। ঠাকুর তাকে আদর করে ডেকে বললেন, এখন কোত্থেকে এলে মফিজ ?

মফিজের মুখে হাসি। ঠাকুরের ডাকে তার মন আরও উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বলল, এই আশে-পাশেই ঘুরছিলাম বামুন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাই। তোমার কথা মনে উঠতেই চলে এলাম। অমন করে বসে-বসে কি ভাবছ ?

ঠাকুর বললেন—তোমারই গান শুনছিলাম।

মফিজ ঠাকুরের কথা শুনে হাসল। তারপর একটু চুপ থেকে বলল—আমার গান তুমি যতটা ভালবাস বামুন-ভাই—এমন আর কেউ বাসে কি না জানিনে। তোমাকে গান শুনিয়ে আমার আনন্দই হয়। তোমার কীর্ত্তন আমারও এত ভাল লাগে কি আর বলবো। শুনলাম তুমি নাকি কুষ্টিয়ায় যাচ্ছ ? আমায় নিয়ে যাবে ? তোমার সঙ্গে যেতে বড় ইচ্ছে করছে।

ঠাকুর সঙ্গে-সঙ্গে রাজী হয়ে বললেন—তুমি যাবে তাতে আর অসুবিধে কি মফিজ। ভালই হবে তুমি যদি যাও।

মফিজ শুনে আনন্দিত হয়ে উঠল। এই বামুন-ভাইটিকে এত ভাল লাগে যে সে আর কি বলবে। সারাদিন কোথায় সে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। রাত হলেই এই বামুন-ভাইয়ের ঘরের বারান্দায় আসে শুতে। ঠাকুর সেই সময় তার সঙ্গে সামান্য একটু গল্প-গুজব করেন। মফিজ মহা খুশী হয়ে ওঠে। বামুন-ভাইকে তার অন্তরের একজন বলে মনে হয়। তাই সে মাঝে-মাঝে আব্দার করে তার আপন-জনের কাছে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল—কবে যাবে বামুন-ভাই ?

ঠাকুর তাকে জানালেন, তাঁদের এখনও দিন ঠিক হয়নি। তবে শিগ্‌গীরই হয়তো সেখানে যাবেন। দিন ঠিক হলেই তাকে জানাবেন এবং সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

মফিজ মাথা নেড়ে সায় দিল। তারপর সে উঠে পড়ল তার পথের উদ্দেশ্যে।

কোথায় যাচ্ছ মফিজ ?

যাই, যেখানে লোকে তোমার কথা কয়। তোমাকে যারা ভালবাসে তাদের কাছেই যাই। আর কোথায় যাব বল ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর শুনে হাসলেন। আর কোন কথা বললেন না। মফিজ উঠে বিদায় নিল। গাইতে-গাইতে চলল—

যে খোদা সেই খোদাকারি করে,
নাম যা-হোক রাম-রসুল একই।
অবতার-পয়গম্বরে ভেদ,
যে করে তার ভাবটা মেকি।

বহু দূর থেকে গানটা ঠাকুরের কানে ভেসে আসতে লাগল। ঠাকুর মনে-মনে বললেন—গান খুবই ভাল লাগল রে।

দিন চার-পাঁচ হলো সতীশ গোসাঁই এসেছেন কুষ্টিয়া থেকে। তিনি এসেছেন কীর্ত্তনের দল-বল-সহ ঠাকুরকে নিয়ে যেতে। তাঁর শিষ্য খোকা ডাক্তারের একান্ত ইচ্ছে। এবং তিনি গোসাঁইকে বলে-কয়ে রাজী করিয়ে ঠাকুরের কাছে পাঠিয়েছেন। খোকা ডাক্তারের বড় সাধ, তার বাবার শ্রাদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, এখন ঠাকুর যদি এই সময় তার বাড়ীতে চরণধূলো দেন, তাহলে তাদের জীবন পুণ্যময় হয়ে উঠবে। গোসাঁইয়ের আবেদন শুনে ঠাকুর মত দিলেন।

বললেন, ঠিক আছে। যাওয়া যাবে। তবে অনন্ত না এলে যে যেতে পারছিনে। সে রংপুরে গেছে, এলেই আমরা যাবো। তার পূর্ব্বে আপনি, দুর্গানাথদা আর কিশোরী কীর্ত্তনের পার্টি নিয়ে সেখানে গিয়ে কাজ সুরু করে দিন। তাতে ভালো হবে। আমরা পরে যাচ্ছি।

সতীশ গোস্বামী ঠাকুরের কথায় রাজী হলেন এবং সমস্ত কিছু আয়োজন করে পরদিনই কুষ্টিয়াতে রওনা হলেন।

শ্রাবণের ধারা শেষ নেমে বিদায় নিয়ে চলে গেল। শরতের স্বচ্ছাকাশে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা মেঘগুলি সহসা কখন যে বৃষ্টি বর্ষণ করে অন্য আকাশে চলে গেল কেউ তা টের পেল না।

মফিজ যত রাতই হোক তার আস্তানায় ফিরতে ত্রুটি করে না। ঠাকুর ততক্ষণ পর্য্যন্ত জেগে থাকেন। সাড়া পেয়ে জিজ্ঞেস করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার কুশলাদি। মফিজ সানন্দে তার বামুন-ভাইকে ছোট্ট একটা কথায় জানিয়ে দেয় তার কথা। আজ মফিজ শুতে এলে ঠাকুর বললেন—মফিজ ভাই, দুর্গানাথদা কাল কুষ্টে যাচ্ছেন। তুমি সঙ্গে চলে যাও। আমরা দু'দিন পরে যাচ্ছি।

মফিজ তার দুর্গন্ধময় কাঁথাটা পেতে শোবার আয়োজন করছিল। বলল, ঠিক আছে বামুন-ভাই, তুমি যা বলবে তাতেই রাজী। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল, মফিজ শুয়ে পড়ল।

দুর্গানাথ সান্ন্যাল পরদিন তার দলবল-সহ কুষ্টিয়া যাত্রা করলেন। মফিজও তার সঙ্গে গেল। দিন কয়েক পর অনন্ত ফিরে এলেন রংপুর থেকে। ঠাকুর তাঁকে নিয়ে কুষ্টিয়ায় রওনা হলেন।

* * * *

বারাদি গ্রাম কীর্ত্তনে কেঁপে উঠল। কিশোরী, গোসাঁই গানে কি যে সুর দিয়েছেন লোকজন শুনে তো অবাক্ হয়ে যেতে লাগল। কীর্ত্তনে এতো উন্মাদনা! কীর্ত্তনের কথা শুনে দূর থেকে দলে-দলে লোক আসতে লাগল কীর্ত্তন শুনতে, কীর্ত্তনীয়াদের হাবভাব দেখতে। কীর্ত্তনে এমন নাচ তো তারা জীবনেই দেখেনি। এ কয়দিন কিশোরী আর গোসাঁই কোনরকমে কীর্ত্তন চালাতে লাগলেন। অনন্ত আর ঠাকুর উপস্থিত হলে কীর্ত্তন আরও মুখরিত হয়ে উঠল। ঝঙ্কার যেন আরও চতুর্গুণ বেড়ে গেল আগের চেয়ে। ঠাকুর কীর্ত্তনে নাচতে লাগলেন। তাঁর সমাধি হলো। সমাধিস্থাবস্থায় তাঁর পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা থর-থর করে কাঁপতে লাগল। তারপর কিছুক্ষণ পর সেই কম্পন থেমে গেল। তিনি এই অবস্থায়ই বলতে লাগলেন কত কি? উপস্থিত সকলে অবাক্ হয়ে গেল ঠাকুরের এই অবস্থা দেখে।

খোকা ডাক্তার ঠাকুরকে দেখে ভেবে নিলেন তিনি নিশ্চয়ই মহাপুরুষ, নইলে এমন হতে পারে না। আজ তাঁর জীবন ধন্য এই হেন মহাপুরুষের পায়ের ধূলো তাঁর বাড়ীতে পড়েছে। তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত ভাগ্যবান এই পৃথিবীতে কে আছে। শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে ঠাকুরকে সহস্রবার প্রণাম জানালেন। তারপর ছুটে গেলেন তাঁর পরমাত্মীয় গোকুল মণ্ডলের কাছে। তিনি কুষ্টিয়ার নাম করা ডাক্তার। তিনি পাশের গ্রামে এসেছেন রুগী দেখতে। খোকা ডাক্তার জানেন তাই ছুটে গেলেন তাঁকে এই সংবাদ জানাতে।

মামা, চল যাই, ঠাকুর এসেছেন আমাদের বাড়ীতে। আমাদের ছোট গোসাঁইর গুরুদেব। কি বলবো তাঁর কথা মামা, বলে শেষ করা যায় না। চল না, দেখলে বুঝতে পারবে।

গোকুল মণ্ডল তাঁর একটা রোগীর জন্য খুবই চিন্তিত ছিলেন। বললেন, রোগীটা না দেখে তো যেতে পারিনে ভাগ্নে। তুমি যাও, রোগীটা দেখেই তোমাদের বাড়ীতে যাচ্ছি।

খোকা ডাক্তার চলে গেলেন। ঠাকুর তখন সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। ডাক্তার গোকুল মণ্ডল পাল্কী থেকে নেমে অন্দরে প্রবেশ করছিলেন, ঠাকুর উঠে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

এই যে আসুন দাদা, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। ওদের মুখে শুনলাম আপনি আসবেন, তাই অপেক্ষা করছিলাম। আসুন!

গোকুল মণ্ডল নিতান্ত অপরিচিত অল্পবয়স্ক একজন যুবকের মুখে এমন মিষ্টি সুরে অভ্যর্থনা পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন। সহসা তাঁর মুখ থেকে কোন কথা বের হলো না। তিনি বিস্মিত নয়নে এই সুন্দর যুবকটিকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

কয়েক মিনিট কেটে গেল। ঠাকুর কি একটা কথা বলতেই গোকুল ডাক্তারের হুঁস হলো। মনে পড়ে গেল তাই তো ঠাকুরকে তো প্রণাম করা হয়নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি প্রণাম করলেন। শুধু প্রণাম করলেন না, ঠাকুরের কথায় ও ব্যবহারে মজে গেলেন।

এর পর ডাক্তারের জীবনের বহু ঘটনা বলা সুরু হলো।

ঠাকুর বললেন—প্রিয়জন মারা গেলে বড় কষ্ট লাগে, না গোকুলদা ?

গোকুল মণ্ডলের চোখ বেয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর প্রিয় সন্তান মারা গেছে। সেই ব্যথায় বুকখানা তাঁর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

ঠাকুর বললেন, আমাকে আপনার ছেলে মনে করে ভালবাসতে পারেন না গোকুলদা ?

গোকুল মণ্ডল মনে সান্ত্বনা পেলেন। ঠাকুরকে পেয়ে বেদনার স্মৃতি হারাতে বসলেন। ঠাকুরকে ডাকলেন বাবা, ছেলেকে যে-নামে সম্বোধন করতেন সেই নামে। গোকুল মণ্ডলের জীবনে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন এসে গেল। ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিলেন। যিনি কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন সেখানে পাঁচ-সাত দিন কাটিয়ে দিলেন।

ঠাকুর কয়েকদিন থেকে হিমাইতপুরে চলে গেলেন। কিন্তু গোকুল মণ্ডলের মন যে তাঁকে এতটুকু ভুলতে পারল না। ডাক্তারি করতে লাগলেন আর বন্ধুদের কাছে বলতে লাগলেন তাঁর গুরুদেবের কথা।

কুষ্টিয়ায় আমলাপাড়ায় থাকেন প্রফুল্ল রায়। গোকুল ডাক্তারের বিশেষ পরিচিত লোক। তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই মনের আনন্দে গল্প করতে লাগলেন ঠাকুর-সম্বন্ধে। প্রফুল্ল রায় ভাল লোক।

বন্ধুর কথা শুনে একদিন বললেন—দেখাতে পারেন দাদা, আপনার গুরুদেবকে ? আমরা কিছু-কিছু শুনেছি তাঁর কথা। এখন দেখতে পারলে হতো।

গোকুল ডাক্তার বন্ধুর কথায় মনে-মনে কি চিন্তা করলেন। তারপর বললেন—ঠিক আছে, দেখাবার চেষ্টা করবো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোকুল ডাক্তার ঠাকুরের চিন্তায় তন্ময় হয়ে রইলেন। দিন যেতে লাগল। ক্যালেণ্ডারের পাতা শেষ হতে-হতে শেষের পাতায় এসে হাজির হলো।

গোকুল ডাক্তার একদিন ছুটে গেলেন হিমাইতপুরে। বললেন—বাবা, ভাল লাগছিল না আপনাকে অনেক দিন না দেখে, তাই ছুটে এলাম। কুষ্টিয়ায় আমার বন্ধু-বান্ধবরা প্রায়ই আজকাল বলেন—কি, তোমাদের ঠাকুর আর এলেন না? আমি বলেছি তিনি আসবেন।

তাই বলছিলাম, আপনি সেখানে না গেলে আর লোকের জন্য টিকতে পারছিনে। আপনি যদি দয়া করে যেতেন তাহলে ভালই হতো।

ঠাকুর ভক্তের কথায় রাজী হলেন।

বেশ, তাই হবে। যাত্রার আয়োজন করলেন। গোকুল ডাক্তার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। ঠাকুর যাবেন। তাঁর আর চিন্তা নেই। গোকুল ডাক্তার ঠাকুরকে ও আর-কয়েকজন ভক্তদের নিয়ে কুষ্টিয়ায় চলে এলেন। কুষ্টিয়ায় এসে উঠলেন প্রফুল্ল রায়ের বাড়ীতে। প্রফুল্ল রায় ঠাকুরকে পেয়ে নিজেকে খুবই কৃতার্থ বোধ করলেন। এমন ভাব প্রকাশ করলেন যেন তাঁর সাতপুরুষের মহাভাগ্য,—ঠাকুর তাঁর বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিয়েছেন। এ যেন নিতান্ত অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয়। তিনি ছুটোছুটি করে বাড়ীতে সব আয়োজন করতে লাগলেন। সংবাদ শুনে শহর ভেঙ্গে লোক আসতে লাগল। ঠাকুর তাঁর মধুর ব্যবহারে সকলকে স্বাগত জানালেন। লোকজন তৃপ্ত হলো। সব চেয়ে বিস্ময়কর বস্তু হলো তাদের কোন প্রশ্নই ঠাকুরের কাছে অমীমাংসিত রইল না। এই দেখে চারদিকে মহা হুলুস্থূল পড়ে গেল। কয়েকটা দিন কেটে গেল বেশ মহানন্দে। দিন এলো। ঠাকুর এইবার হিমাইতপুরে ফিরে যাবার অনুমতি চাইলেন। শুনে সকলের মন খারাপ হয়ে গেল। বিশেষ করে প্রফুল্ল রায়ের। বিদায়ের সময় তিনি ছল-ছল আঁখিতে ঠাকুরকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদায় দিলেন। এমন করে বুঝি জীবনে কোন প্রিয়জনকে বিদায় দেননি।

ঠাকুর চলে এলেন হিমাইতপুরে। ইতিমধ্যে বহু স্থানে তাঁর ভাব সমাধি হলো। পর-পর একত্রিশ দিন।

আর এ-দিকে, প্রফুল্ল রায়ের ঠাকুরের সঙ্গ বিনে আর কিছুই যেন ভাল লাগে না। মনে হয়, সবই যেন মিথ্যে, ঠাকুরকে দেখতে না পেলে যেন কিছুতেই মন স্থির হচ্ছে না। একদিন ভাইপোকে ডেকে বললেন—বীরু, যাবি আশ্রমে? চল না, ঠাকুরকে দেখে আসবি।

বীরেন রায় প্রতিদিন আসেন তাঁর কাকাকে গান শোনাতে। তিনি কাকার কথার উত্তর দিতে গিয়ে বললেন—কি হবে ঠাকুর-ঠুকুর ভজে? তাতে কি দেশমাতার উদ্ধারের কোন কাজ হবে। তবে, যেতে পারি তুমি যখন অতো করে বলছ। সেখানে বেশী দিন থাকতে পারবো না কিন্তু বলে রাখছি। আর গিয়ে প্রণাম করতে পারবো না।

প্রফুল্ল রায় বললেন—তা না-হয় না করলি, দেখতে তো আপত্তি নেই। কথা বলতে তো কোন দোষ নেই।

বীরেন রায় বললেন—তা নেই। তবে আর কিছু আমার দ্বারা হবে না, সেটা জেনে রেখো।

প্রফুল্ল রায় ভাইপোর কথাতেই রাজী হলেন।

শনিবার অর্দ্ধেক কাছারী করে প্রফুল্ল রায় ছুটলেন আশ্রমে, সঙ্গে ভাইপোকে নিয়ে।

ঠাকুর! তুমি বীরুর মনটাকে জয় করে নিও। পথে মনে-মনে প্রার্থনা জানালেন একবার।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ষ্টীমার এসে লাগল প্রতাপপুরের ঘাটে। তারপর সামান্য পথ। হেঁটে চললেন দুজনে আশ্রমের দিকে।

বীরু রায় চললেন তাঁর কাকার হাবভাব লক্ষ্য করে। তাঁর ভাবোচ্ছ্বাস দেখে একবার ভাবলেন—এই সব ভাবোন্মাদ লোকদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্যেই বুঝি দেশটা উচ্ছন্ন গেল। কিছু হবে না এঁদের দিয়ে। এই সব চিন্তা করতে-করতে একবার অন্য দিকে মন দিলেন। স্রোতস্বিনী পদ্মার বিস্তৃত বক্ষ লক্ষ্য করে তাঁর ভাল লাগল। সহসা মাঝ পথে কার কণ্ঠস্বরে বাধা পেলেন। এই যে দাদা এসেছেন?

প্রফুল্ল রায়ও থমকে দাঁড়ালেন। ঠাকুর যে? এখানে? এতদূরে? মাঝ পথে কেন?

কিন্তু চিন্তা করবার অবকাশ পেলেন না বেশীক্ষণ। ঠাকুর তাঁকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন। আলিঙ্গন শেষ হলে প্রফুল্ল রায় সেইখানেই ঠাকুরকে প্রণাম জানালেন। তারপর আশ্রমের দিকে অগ্রসর হতে-হতে বললেন—ও আমার ভাইপো, বীরু। বড় ভাল ছেলে। রাজনীতি করে বেড়ায়। বড় বেশী ধর্ম্মটর্ম্ম মানে না। বলে, দেশ উদ্ধার না হলে কিছুই হবে না।

ঠাকুর একটু হেসে সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর করলেন—ঠিকই তো। পরাধীন মানুষ কী করতে পারে। তারপর তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে টেনে নিলেন নিজের আলিঙ্গনপাশে। তারপর বললেন, ঠিকই বলেছেন আপনি। পরাধীনতার বড় জ্বালা।

বীরু রায় এ-কথার কোন জবাব দিতে পারলেন না। ঠাকুরের মিষ্ট ব্যবহারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এত মিষ্টি লোক তো কোথায়ও দেখেননি। ব্যবহারও অপূর্ব্ব! কে ইনি?

কয়েকদিন আশ্রমে ঘুরে বেড়ালেন বীরেন রায়। পরিবেশটা ভাল লাগল তাঁর। সুবিস্তীর্ণ পদ্মাতীরে বাবলা বনে ঘেরা তিন-খানি ছোট্ট-ছোট্ট ঘর। দক্ষিণে পদ্মার দিকে মুখ করে যে ঘরখানা সেখানে থাকেন ঠাকুর আর অনন্ত মহারাজ। ঘরটা যেমনই ছোট তেমনি অতি সাধারণ। খড়ের ছাউনি। ছেঁচা-বাঁশের বেড়া। মেঝেটা মাটির। আর পশ্চিমমুখো ঘরটা ডিসপেন্সারী। সেটা আরও সাধারণ। কেরোসিন টিনের ছাউনি। লেপা মাটির মেঝে। দক্ষিণমুখো ঘরটা পদ্মার কুল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, সবচেয়ে আরাম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দায়ক ঘর হলো সেইটে। সবগুলি ঘরই লেপাপোঁছা, যেন শুকনো তক্-তক্ করছে। যেমন সুন্দর পরিবেশ তেমনি সুন্দর তার পারিপার্শ্বিক।

ডাক পড়ল তাঁর আহারের জন্য। প্রফুল্ল রায়ও সঙ্গে চললেন ঠাকুরের বাড়ীতে আহার করতে। তাঁরা আশ্রম-প্রাঙ্গণ থেকে সোজা পথ ধরে পূর্ব্ব দিকে চললেন হেম চৌধুরীর বাগান বাড়ী ঘুরে ঠাকুরের বসতবাটিতে। বীরেন বাড়ীর ভিতরে ঢুকেই লক্ষ্য করলেন—বাড়ীর চারপাশে চারটি ঘর। মাঝখানে ছোট্ট একটা উঠান। দক্ষিণ ভিটের ঘরটা কাঠের তৈরী দোতালা। উপরে করগেটের চাল। ঠাকুরের কম্পাউণ্ডার যতীন্দ্রনাথ সরকার তাঁকে দেখিয়ে বললেন—ঐ দোতালায় থাকেন আমাদের মা। মানে ঠাকুরের স্ত্রী, নীচে থাকেন কর্ত্তামা। তিনি এখন বুড়ো হয়ে গেছেন। আর ঐ যে পূব দিকের টিনের ঘরটা দেখছেন, সেখানে থাকেন ঠাকুরের মা, মানে মাতা মনোমোহিনী দেবী। বেলগাছের নীচে টিনের ঘরে থাকেন ঠাকুরের বাবা। আর ওটা তো রান্নাঘর বুঝতেই পারছেন। সেখানে খাওয়া-দাওয়া হয়। চলুন, ঐ ঘরের বারান্দায় চলুন।

যতীন্দ্রনাথ সকলকে আদর করে ডেকে বারান্দায় নিয়ে এসে বসালেন।

সকলেই এক সঙ্গে আহারে বসলেন। ঠাকুর, অনন্ত, প্রফুল্ল রায়, বীরেন আরও দুই-একজনে। ষোড়শী দেবী সকলকে পরিবেশন করলেন। সকলে আকণ্ঠ ভোজন করে পরম তৃপ্তিতে উঠে পড়লেন।

বীরেনের সবই অপূর্ব্ব লাগল। রাজনৈতিক দলে ঢুকে কত লোকের সংস্পর্শে এসেছেন। কিন্তু এঁদের কাউকে যেন সেখানকার একজনের মত মনে হলো না। এঁদের জীবন-চলনা, এঁদের আদর্শ যেন সম্পূর্ণ আলাদা। রাজনীতিতে যেমন উন্মাদনা আছে, এখানে আছে শুধু প্রেরণা। সেখানে মন ও চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে তোলে—এখানে আত্মবিশ্লেষণের চরম পথে মন ও চরিত্রকে মধুর করে তোলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীরেন কি আর প্রশ্ন করবেন, কি আর উত্তর দেবেন। ঠাকুরকে দেখেই তাঁর জীবনের সুর পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। আরও কয়েক-দিন আশ্রমে থেকে সেটা আরও মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করতে পারলেন। তাই বিদায় নেবার দিন ঠাকুর যখন হাসি মুখে তাঁকে বললেন—আবার কিন্তু আসা চাই দাদা। তখন তিনি না করতে পারলেন না। মাথা নেড়ে জানালেন—আবার আসবো।

ভাবে মজে গেলে মন যা হয়।

* * * *

এইখানে ফেলে আসা আমাদের একটা গল্প বলে রাখি। নানান কথার মাঝখানে সে-কাহিনী লিখতে প্রায় ভুলেই গেছি। অথচ না বললেও ঠাকুরের জীবন-কাহিনীর একটা দিক বলা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

কৃষ্ণচন্দ্র দাসকে আমরা বহুবার কীর্ত্তনে পেয়েছি। এবং আরও তাকে পাবো সেখানে।

তার বাড়ী হলো কাশীপুর। অনন্ত রায়ের বাড়ীর নিকটে। তার বাবা বঙ্কু দাস, অতি কষ্টে জীবনযাপন করেন। তিনি ছিলেন কর্ম্মকার। এতে যা' আয় হয়, তাই দিয়ে অতি কষ্টে তিনি সংসার চালান। আর একমাত্র আদুরে পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে মানুষ করে তুলতে লাগলেন। ছেলে পড়াশুনো করে পাশ করতে পারলে ভবিষ্যতে তাঁদের আর কোন দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। এই আশায় বহু কষ্ট করেও তাকে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। কৃষ্ণচন্দ্র খুবই বুদ্ধি-মান, কিন্তু বি-এ পাশ করতে গিয়ে যেন কেমন গোলমাল করে ফেলল। পাশ করতে পারল না।

বাড়ীতে তার বাপ-মা হতাশ হয়ে পড়লেন। দুঃখে তাকে তিরস্কার করলেন খুব। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁদের এই লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে পারল না। মন খারাপ করে নিজের জীবনটাকে অভিশপ্তময় বলে ভাবতে লাগল। মনের অবস্থা যখন খুবই খারাপ, বাইরের কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুতেই জীবনের স্বাদ খুঁজে পাচ্ছিল না, এমনি সময় সে ছুটে এলো ছোটবেলার বন্ধু ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর তাকে বরাবরই প্রীতির চক্ষে দেখতেন, আজও তাকে সান্ত্বনা দিলেন।

বললেন, ভয় কি? আমি তো আছি। ফেল করেছিস আবার পড়বি। ভাবনার কি আছে। আবার পড়। যা খরচ লাগে আমি দেব, পাশ করাই চাই।

কৃষ্ণচন্দ্র একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। এমন দরদী বুঝি তার জীবনে কেউ-ই নেই। ঠাকুর তাকে নিয়মিতভাবে টাকা সাহায্য করতে লাগলেন। কৃষ্ণচন্দ্র আবার কলেজে ভর্ত্তি হলো। বঙ্কু দাস আর কিছু বললেন না।

কিছু দিনের মধ্যেই ঠাকুরের সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের খুবই ভাব হয়ে গেল। আসা-যাওয়া চলতে লাগল তেমনি। বন্ধুর কাছে বন্ধু প্রাণের কথা বলে। একদিন কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুরকে জানাল তার মনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা। বলল—ইচ্ছে হয়, বড় একজন দার্শনিক হই।

ঠাকুর তাকে ভরসা দিয়ে বললেন—ভাবিস কেন? তুই নিশ্চয়ই একদিন দার্শনিক হতে পারবি।

কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুরের কথায় খুবই আশান্বিত হয়ে উঠল। এত বড় আশার বাণী বুঝি তাকে জীবনে কেউ দেয়নি। কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুরের অনুগত হয়ে পড়ল আরও। ঠাকুর তাকে দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু-কিছু শেখাতে লাগলেন।

দিন যেতে লাগল। টাকার প্রয়োজন হলেই কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুরের কাছে এসে হাত পাততে লাগল। ঠাকুর অতি কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে দিতে লাগলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের অবস্থা আজকাল একটু ফিরে গেল। দর্শনশাস্ত্র কিছু-কিছু শিখেও বোধহয় একটু পাণ্ডিত্য লাভ করল। ফলে এই হলো, কৃষ্ণচন্দ্র যেন ভুলে গেল নিজের অবস্থার কথা। ভুলে গেল গ্রাম্য-সমাজ ও ঠাকুরের মান-মর্য্যাদার কথা। ঠাকুর তাতে কোন আপত্তি করলেন না। কিন্তু আপত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানালেন এই গ্রামেরই এক ব্রাহ্মণ। জমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। রোষ কণ্ঠে জানালেন—এত বড় আস্পর্ধা তোমার। জাতে কামারের ছেলে হয়ে বামুনের সঙ্গে একাসনে বসেছ। কি ভেবেছো? দু'-পাতা ইংরেজী পড়ে সকলের সমান হতে চাচ্ছ? সমাজের রীতি-নীতি বা ছোট-বড় জ্ঞান রাখ না। রাজেন্দ্রবাবু কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যবহারে এতই ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েছিলেন যে নিজেকে সংযত করতে না পেরে বলতে-বলতে পায়ের খড়ম খুলে পটাপট দুই-চার ঘা কৃষ্ণচন্দ্রকে লাগিয়ে দিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র অপমানে খুবই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ল। ব্যথায় চোখের জল মুছতে লাগল। সবচেয়ে ব্যথা পেলেন ঠাকুর। তিনি এতই মর্ম্মাহত হয়ে পড়লেন যে রাজেন্দ্র-বাবু চলে গেলে বললেন—তুই মোটেই দুঃখ করিসনে কেষ্ট। চেষ্টা করলে তুইও একদিন ব্রাহ্মণের মত হতে পারবি।

কৃষ্ণচন্দ্র চলে গেল। কিন্তু তার দরদী লোকটাকে ছাড়তে পারল না। প্রতিদিন ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতে লাগল। দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে লাগল। কিন্তু বি-এ পরীক্ষা তিনবার চেষ্টা করেও পাশ করতে পারল না। কৃষ্ণচন্দ্র দার্শনিক হবার সাধনায় মন দিল এবং বহু দিন পর কুষ্টিয়ায় যখন তপোবন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হল তখন সে কিছুদিন খোকসা-জানিপুর হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতে গেল। তারপর সে দেশে ফিরে এলো। এই ভদ্রলোক সম্বন্ধে এখন শেষ করি। তার গল্প করব তের শ' চবিবশ সালের শেষে। এখন আমাদের পূর্ব্বের কথাই বলি।

* * *

প্রফুল্ল ও বীরেন রায় আজ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। বিদায় দিতে গিয়ে ঠাকুরের মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। লোকজন এলে যেমন তাঁর আনন্দ হয়, চলে গেলে তিনি তেমনি বিমর্ষ হয়ে পড়েন। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন উপায় থাকে না। এই ব্যথা তাঁর ভোগ করতেই হয়। কৃষ্ণচন্দ্র এলে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন। নইলে কীর্ত্তন করতে চলে যান। জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরের সমাধিবস্থায় ভাব বাণী হলো।

Emotion is nothing but the thick vibration of sound. ১

সত্যের মধ্যে আমি, আর মিথ্যের মধ্যে বিষয়। মিথ্যাও এই সত্যের উপর। ৩

শব্দটা আমি। ৪

শরীরের সাথে শরীরের, মনের সাথে মনের। আত্মার সাথে আত্মার সম্বন্ধ। যা ভাববি তাই হবে। ৬

সংসারটা কি জানিস? মনেরই খেলা। প্রাণটাকে ছিটিয়ে দিতে হবে। বিশ্বপ্রাণ করতে হবে। ভালবাসা, কেবল ভালবাসা। ভালবেসে মরে যাস সেও ভাল। ৭

ভালবাসলেই শম দম সব হয়। যতই ভাবের বুদ্ধি ততই উচ্চ গতি। ১০

নামটাকে ভাবময় করে ফেলবি। ছাখ এ গোড়াটা যদি পাকা বিশ্বাস দিয়ে বাঁধা না হয়, তবে এগুলি কিছু টিকতে পারে না। ১১

বিশ্বাস রাখ মূলে, তবে যাবি কুলে। ১২

ছাখ, অধঃপাতে যাওয়ার প্রধান সহায় কি জানিস? পরনিন্দা। ১৮

দ্বাত্রিংশৎ দিবসের বাণী এইখানে শেষ হলো।

তের শ' বাইশ সাল প্রায় কাটল এইভাবে—স্থানে-স্থানে কীর্ত্তন করে ও সমাধিস্থ অবস্থায়।

চৈত্র মাস পড়ে গেল। ঠাকুর কুষ্টিয়ায় চলে এলেন। এবারও উঠলেন প্রফুল্ল রায়ের বাড়ীতে। খবর পেয়ে লোকজন ছুটে আসতে লাগলেন। পাশের বাড়ীতে থাকেন অশ্বিনী বিশ্বাস। মোক্তারি করেন আর বীরেন রায়ের সঙ্গে রাজনীতি করে বেড়ান। খুবই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সজ্জন লোক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত। রাজনীতি ও মোক্তারির ফাঁকে-ফাঁকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে আরাধনা করেন। ঠাকুরের আসার সংবাদ তাঁর কানে গিয়েও পৌঁছাল। কাছারি থেকে ফিরে এসে সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর রামকৃষ্ণকে একটু ভজনা করে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হলেন প্রফুল্ল রায়ের বাড়ীর দিকে। সেখানে তুমুল কীর্ত্তন হচ্ছিল। ঠাকুর কীর্ত্তনে যোগদান করেননি, লোকজনদের সাথে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। সেদিন আঠারই চৈত্র। অশ্বিনী বিশ্বাস বাড়ীতে ঢুকেই প্রফুল্ল রায়কে সামনে দেখতে পেলেন। ডাক্তার গোকুল মণ্ডল ও বীরু রায় ঠাকুরের সামনে বসে আছেন। অশ্বিনী বিশ্বাস একটু অগ্রসর হতেই ঠাকুর তাকে সানন্দে দাদা আসুন বলে সম্ভাষণ জানালেন। অশ্বিনী বিশ্বাস একান্ত অপরিচিত একজন যুবকের কাছ থেকে এই হেন মধুর সম্ভাষণ পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন। ঠাকুর উঠে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বসালেন। অশ্বিনী বিশ্বাস মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁকে অনুসরণ করলেন, কোন কথাই বলতে পারলেন না। তিনি তাকিয়ে রইলেন এই গৌরকান্তি সুন্দর যুবকের দিকে। মুখখানার মধ্যে যেন কেমন ভালবাসার প্রতিচ্ছবি জেগে উঠেছে। তিনি এই দেখে আরও বিমোহিত হয়ে গেলেন। তিনি কথা না বলতে পারলেও ঠাকুর তাঁকে কথা দিয়ে আপন করে নিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হল। কথা হতে-হতে ঠাকুর এক সময় বললেন—বহু পাপ করেছি, আমার দ্বারা আর কি হবে—এ বলে হতাশ হয়ে বসে থাকা ভাল না। পাপ করেছেন তাতে হয়েছে কি? চেষ্টা করলে সহজেই পাপরাশি ধ্বংস করে উন্নতি করতে পারবেন। খুব নাম জপ করবেন, সর্ব্বক্ষণ ভগবান্‌কে স্মরণ রাখতে চেষ্টা করবেন। কাম ভাব মনে এলে 'মা' 'মা' করবেন। নিজের মায়ের কথা স্মরণ করবেন। আর সব স্ত্রীই 'আমার মা' এই ভাববেন। কিছুই শক্ত নয়। একটু চেষ্টা করবেন, সহজেই আপনার সমস্ত বাধা কেটে যাবে এবং উন্নতি করতে পারবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশ্বিনী বিশ্বাস শুনে চুপ করে রইলেন। এ-সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করলেন না। রামকৃষ্ণদেবের কথামত কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে তাঁর এতই কষ্ট হচ্ছিল যে কোনমতেই তিনি সেটা আয়ত্তে আনতে পারছিলেন না। ঠাকুরের কথা শুনে তাঁর মনের একটা আগল যেন খুলে গেল। তাঁর মনে হল এভাবে যদি অভ্যাস করা যায় তাহলে বুঝি কামিনী থেকে দূরে থাকা নিতান্ত অসম্ভব হবে না। সেদিন রাত একটা পর্য্যন্ত আলাপ-আলোচনা হল।

তারপর অশ্বিনী বিশ্বাস ঘরে চলে এলেন। কিন্তু রাত্রে তাঁর ঘুম হলো না। শুধু ঠাকুরের কথাগুলি একটার পর একটা মনে উঠে তাঁর মস্তিষ্কটাকে উত্তপ্ত করে দিতে লাগল আর সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়তে লাগল ঠাকুরের সুন্দর মুখখানা। কত মোহনীয়! কেমন আপন করা।

ঠাকুর দিন কয়েক পর হিমাইতপুরে চলে এলেন।

এর পর সাতটি মাস কেটে গেছে। অশ্বিনী বিশ্বাস ঠাকুরের সংস্পর্শে আর আসেননি। কিন্তু এ ক'টি মাস তাঁর মনে নানা প্রকার সমস্যা এসে তাঁকে অসংখ্য প্রশ্ন করে চলে গেছে। মীমাংসা তো হয়নি বরঞ্চ চিন্তা করতে গিয়ে সেই সমস্যা আরও দ্বিগুণ বেড়ে উঠেছে। চিন্তা করতে-করতে একদিন স্বপ্ন দেখলেন। সেদিন ঊনত্রিশে কার্ত্তিক। তাঁর মনে সন্দেহ হতে লাগল। যুক্তি দিয়ে স্বপ্নটাকে প্রামাণ্য বলে বোধ হলো না। তিনি রামকৃষ্ণমিশনে স্বামী সারদানন্দের কাছে জানালেন—তাঁর এই স্বপ্নে দীক্ষা ঠিক কি না। স্বামীজি উত্তর দিতে বিলম্ব করছিলেন। এমন সময় ঠাকুর হিমাইতপুর থেকে প্রফুল্ল রায়ের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন।

সেদিন আটই অগ্রহায়ণ। অশ্বিনী বিশ্বাস শুনে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সামনেই গৌরী নদী। ঠাকুর এই নদীর পাড়ে বসেছিলেন। অশ্বিনী বিশ্বাসকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—আসুন দাদা, বসুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশ্বিনী বিশ্বাস ঠাকুরের পাশেই বসে পড়লেন। অনেক আলাপ-আলোচনা হতে লাগল। ঠাকুর বললেন—ভালই হয়েছে, সন্দেহ দূর করে কাজ করা ভাল।

অশ্বিনী বিশ্বাস ঠাকুরকে জানালেন তাঁর স্বপ্নে দীক্ষা হওয়ার কথা।

ঠাকুর বললেন—স্বপ্ন যে সব-সময় মিথ্যে বা সব-সময় সত্যি তা কি করে বলা যায়। করে দেখতে দোষ কি ?

অশ্বিনী বিশ্বাস এ-কথার কোন জবাব দিলেন না। শুধু মনে-মনে বললেন—তাই হবে। কেন না ইতিমধ্যে তাঁর পরম বন্ধু বীরেন রায় দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। ডাঃ গোকুল মণ্ডল, প্রফুল্ল রায় তো ইতিপূর্ব্বেই দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি আপত্তি করলেন না।

বহু লোকজন এবারও ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতে লাগল। কুষ্টিয়ার ডি, এস্, পি প্রায়ই ঠাকুরের কাছে আনাগোনা করতে লাগলেন। তিনি আনাগোনা করছিলেন অন্য এক উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু যাতায়াতের ফলে ঠাকুরকে তাঁর খুবই ভাল লেগে গেল। ঠাকুরের কাছ থেকে নিজের বহু প্রশ্নের মীমাংসা করে নিলেন। একদিন কথায়-কথায় বললেন—আপনাকে দেখে তো ভাল লাগে। কিন্তু আপনার এখানে কয়েকজন লোক আসেন তাঁরা গভর্ণমেণ্ট-বিরোধী কাজ করেন। তাঁদের আপনি আসতে দেবেন না। আপনার বদনাম হবে।

ঠাকুর তাঁর কথা শুনে হাসলেন। বললেন,—এখানে কত রকমের লোক আসছেন, যাচ্ছেন, তাঁদের জানবোই বা কি করে আর বারণই বা করবো কি করে। বদনাম যদি হয়ই তাতে আর কি করবো ?

ডি, এস্, পি সাহেব আর কিছু না বলে চলে গেলেন। রাজনৈতিক দলের অশ্বিনী বিশ্বাস ও বীরেন রায় ঠাকুরকে ত্যাগ করে এক পাও নড়লেন না।

* * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধ্যাবেলা কীর্ত্তন হচ্ছিল। তুমুল কীর্ত্তন। ড্রাম, করতাল, ঘণ্টা, জয়ঢাক সমতালে বেজে চলছিল। আর সমবেত কণ্ঠে কীর্ত্তনের সুর সপ্তমে চড়ে আকাশ-মর্ত্ত্য স্তম্ভিত করে দিচ্ছিল, মানুষের মনে মাদকতা সৃষ্টি করে দিচ্ছিল, তাতে ইতিপূর্ব্বে যারা জগদ্বন্ধুর শিষ্যদের কীর্ত্তন শুনেছিলেন, এই কীর্ত্তন শুনে বললেন—এমন কীর্ত্তন তো কোনদিন শুনিনি। ঠাকুরও কীর্ত্তনে যোগদান করলেন। তিনি নেচে-নেচে ভাবোন্মত্ত হয়ে কীর্ত্তন গাইতে সুরু করে দিলেন। যেমন ভাব তেমনই ভঙ্গিমা, তেমনি আলোড়ন। প্রথম থেকে যা আমরা দেখে এসেছি। কীর্ত্তন করতে-করতে ভাবোন্মত্তাবস্থায় একবার একটু থেমে গেলেন। তারপর টলতে-টলতে মাটিতে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ঠাকুরের ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা থর-থর করে কেঁপে উঠল। আজকের এই কীর্ত্তনে নূতন লোক অনেকেই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সতীশ জোয়ারদার, সত্য দত্ত ইত্যাদি অনেকে। সতীশ জোয়ারদার ঠাকুরের এই অবস্থা দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে কি চিন্তা করে, তিনি বুড়ো আঙ্গুলটা চেপে ধরতে গেলেন। কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়েও আঙ্গুলের কম্পনটা রোধ করতে পারলেন না। এই কম্পনটা থেমে গেল অল্পক্ষণ পরেই। নিজে থেকেই। ঠাকুরের বাণী হতে লাগল।

ঐ····কম্পনটার যখন···বহিঃপ্রবাহ হল, তখন হল ওম (ওঁ)। ওটা তিনটা···ধারায় ভাগ হল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ত্রিকূটি। একটি শান্তের পর যখন একটি রং আসে তখন লাল। যেমন অন্ধকারের পর লাল। ওর প্রকাশ লাল। ত্রিকূটির অবস্থা কি ?·····নীল আকাশ প্রকাশ হলে লালসূর্য্য—প্রাতঃসূর্য্য। ওর ছায়াটা হল "নাভ"···গুপ্ত··· পিনিয়াল গ্লাণ্ড··· জ্যোতিঃ···just be or sun rise dazzling mild. ১

এক-আধ দিন চেষ্টা কর, আর্-এস্ নাম। বাস্তবের যতদূর নকল হতে পারে ও তাই। এখন এই মুহূর্ত্ত থেকে কর না ? ২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীরুদা! মাকে বলে দিও করতে। ৪

আগুন আসছে; সইতে হবে রে, ভয় কি? ৫

অবিনাশ! ও সব ছেড়ে দাও. ভাল হবে না, বুঝবে বাবা। গোলমাল করো না। একটি খাতা করে যা তা সৃষ্টি করো না।

সত্যদা! আয় না? ৭

বাণী শেষ হয়ে গেলে কিছুক্ষণ পর ঠাকুরের চৈতন্য হল। তিনি জল চেয়ে পান করে উঠলেন। যেমন সহজ ব্যক্তি ছিলেন তেমনিভাবে আবার ফুটে উঠল তাঁর সদা হাস্যময় মুখ। কীর্ত্তন থামল অনেক রাত্রে। তারপর প্রসাদাদি বিতরণের পর সকলে বিদায় গ্রহণ করলেন।

পরদিনও ঠাকুরের ভাব-সমাধি হল। এই নিয়ে হলো তাঁর সাঁইত্রিশ দিন ভাব-সমাধি। ভাব-বাণীতে বললেন—

দেখা এক, বোঝা এক, আর শুনে-শুনে ভেসে বেড়ান এক। তাদের চেয়ে কি বেকুব আছে—যারা দেখা কথা বিশ্বাস করে না? ২

চরম সম্প্রসারণও যা, চরম সঙ্কোচনও তাই। ৩

এমন একটা জায়গায় দাঁড়াতে হবে যেখানে কাল নেই মহাপ্রলয় নেই। ৪

সব তারা স্থান ভ্রষ্ট হয়—ধ্রুব একস্থানে। একটু বিশ্বাস, একটু ভক্তি। একটু ভালবাসা সব হয়ে গেল। মনটাকে খুলে দাও; আর উপর দিকে টেনে নিয়ে যাও। ৭

দুঃখটা অবসাদ। দুঃখেও হয় না; আনন্দেও হয় না। ৮

কুকুরকে যত ভাল করেই রাখিস না, ছেড়ে দিলেই গু খাবেই খাবে। দু'-একটা ছুটে আসে হরির লুট খেতে। ৯

দু'-একজন করে লোক ছুটে আসতে লাগল হিমাইতপুরে। পদ্মাতীরে ছোট-ছোট ঘরগুলি লোকজনদের আবাসস্থল হয়ে উঠল। লোকে বলতে লাগল আশ্রম। ঠাকুর তাদের সকলকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাদের জীবনের সমস্যা সমাধান করে দিতে লাগলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেই মনে শান্তি পেলো। ঠাকুরকে তাদের বড় আপন বলে বোধ হতে লাগল। ঠাকুরও লোকদের নিয়ে মেতে উঠলেন। কত কথা বলতে লাগলেন তাদের কাছে। অতীতের কথা, বর্ত্তমানের সমস্যা, ভবিষ্যতের কল্পনা তাদের কাছে ব্যক্ত করতে লাগলেন। একদিন কথায়-কথায় নিজের সাধন-কালের কথা বলতে গিয়ে বলতে লাগলেন। সেদিন ছিল তের শ' তেইশ সালের তেরই মাঘ, শুক্রবার। পদ্মার তীর।

বলতে লাগলেন—সাধনাবস্থায় যা ধ্যেয় ছিল কিছুদিন—সর্ব্ব-স্থানে। সর্ব্ব বস্তুতে সেই ধ্যেয় দর্শন হত। তারপর হলো কি ধ্যান করতে গেলে নিজের মূর্ত্তিই কেবল ধ্যানে এসে পড়ে। সর্ব্বত্র নিজেকেই যেন দেখি। নিজেকেই যেন অনুভব করি। আর কিছু ধ্যেয়-টেয় থাকল না। সাকার ধ্যান করতে গেলে নিজের মূর্ত্তি নিজে ধ্যান করা হত। একা-একা বসে নিজের পায়েই নিজে প্রণাম কর-তাম। ঐ রকম করতে ইচ্ছে করত।

আর-একদিন। সেদিন পাঁচই ফাল্গুন। আশ্রমে অশ্বিনী বিশ্বাস, অনন্ত মহারাজ, নফর ঘোষ, কৃষ্ণ দাস আরও কয়েক জনে বসেছিলেন। ঠাকুর তাঁর ভবিষ্যৎ কল্পনা-সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন—দেখুন, আমার মাথায় এরূপ কল্পনা আসে যে, এইখানে সৎসঙ্গ বিল্ডিং, গরীবদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়, অন্নসত্র, ছেলেমেয়েদের আদর্শ শিক্ষালয়, যন্ত্রাগার, নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান এইসব হবে। আপ-নারা চেষ্টা করে যাতে শীঘ্র হয়, করতে পারেন? দেখে তাহলে প্রাণটা জুড়ায়। কিন্তু দেখুন, আমার আশ্রম না বলে বা আমার নাম পর্য্যন্ত কাউকে না জানিয়ে করতে পারলে তবে খুব সুখী হব। আমাকে ঠাকুর খাড়া করে ওসব করলে তত সুখের হবে না। কারণ, কিছুকে ভোগ করতে হলেই তার উপরে দাঁড়িয়ে তাকে আমার না করলে তাই কি ভোগ করা যায়? যা ভোগ করছি, সেই ভোগ-টাই যদি যে-কোন রকমেই হোক কাউকে পেয়ে বসে, সে-ভোগ আর দুর্ভোগই হয়ে ওঠে,—তা নয় কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু তা কি করে হবে, বললেন অশ্বিনীদা, লোকে যে এ সকলের source কোথায় তা খোঁজ করবেই।

ঠাকুর বললেন— Source আপাততঃ চেপেই না হয় রাখলেন। আপনারাই প্রতিনিধি-স্বরূপ সব চালাবেন। আমি কিছুর ভেতর না থেকে কেবল বাইরে থেকে আপনাদের ঐ সব দেখে সুখী হব।

অশ্বিনীদা বললেন—তা হয় না ঠাকুর। আর হবেও না। আগুন ছাই চাপা বেশীক্ষণ রাখা যায় না·····।

এরপর ঠাকুর আর কিছু বললেন না।

দিন যেতে লাগল।

আশ্রমে লোকজন আসতে লাগল। ঠাকুর তাঁর আপন-করা স্বভাব দিয়ে মানুষকে আপন করে নিতে লাগলেন। কত উপদেশ, অভয় বাণী, যারা ইতিমধ্যে একান্ত আপনার জন হয়ে গেছে, তাদেরও দিতে লাগলেন। আশ্রমের সম্মুখে খোলা প্রান্তর। ফাগুনের হাওয়া ঝির-ঝির করে বয়ে যাচ্ছে। সেইখানে বসে ঠাকুর বলতে লাগলেন। সেদিন শনিবার, বারই ফাল্গুন। ঠাকুর কথা-প্রসঙ্গে আজ অভয়বাণী শোনালেন। বললেন, এখানে যারা আসবে, এখানকার সঙ্গ যারা করবে তাদের তা কখনই বৃথা যাবে না। তারা পরমপিতার প্রসাদী। তারা good will এবং good spirit দিয়ে ঘেরা রয়েছে।

এইটুকু বলা শেষ হলে নফর ঘোষ তামাক সেজে দিয়ে গেলেন। ঠাকুর তামাক খেতে লাগলেন। তামাক খাওয়া শেষ হলে তারপর পুনরায় বলতে লাগলেন—আমি নিশ্চয় করে বলছি যে some realisation is guranteed to everybody who has come within the sight of super-soul.

* * * *

যারা good will নিয়ে আসবে সেইটেই এখানকার সঙ্গে বেড়ে যাবে। যারা bad will নিয়ে আসবে, তাদের সেইটেই বেড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাবে। কিন্তু তাই বলে bad will নিয়ে যারা আসবে, তারা ধ্বংস হবে না। তাদের ওটা বেড়ে গিয়ে যা বহু দিন ধরে ভোগ হতো তা শীঘ্র-শীঘ্র ভোগ হয়ে যাবে এবং চরমে তাদেরও উপকারই হবে। আমার ভাইয়েরা কখনও অন্ধকারে ঘুরে বেড়াবে না। They shall not be ruined.

চৈত্র মাসে ঠাকুরের ভাব-সমাধি হলো। বাণীতে বলতে লাগলেন.....সতীশদা! টেনে আনবি—যে-যে অসত্য ধরে আছে, তাকে ছলে-বলে-কৌশলে টেনে আনবি। তেজোময় দেবতা হবি, ক্রোধময় রাক্ষস সাজিসনে। চব্বিশ ঘণ্টায় চার ঘণ্টা আধ্যাত্মিক কাজ করবি। মনে-মনে বলবি "সব তুমি, সব তুমি, সব তুমি।" এমনি করে তাঁর দিকে চেয়ে থাকবি। অবশ হয়ে নাম করবি। ৫

বৎসর ঘুরে গেল। এল বাংলা তের শ' চব্বিশ সাল। সেদিন চব্বিশে বৈশাখ। ঠাকুর অশ্বিনীদার বাড়ীতে এলেন। বাড়ীতে লোকজন কেউ নেই। ফাঁকা বাড়ী। লোকজন ও কীর্ত্তন বাড়ীর শূন্যস্থান গম-গম করে ভরে দিল। ভক্তরা সকলেই সেখানে উপস্থিত হলেন। বাইরে লোকদের তো আসা-যাওয়ার অন্ত নেই। অহোরাত্র তাদের আনাগোনা চলছে। সেই সঙ্গে আহারাদির বিরাট ব্যবস্থা। প্রফুল্লদার বাড়ীতেই সম্পূর্ণ আয়োজন হয়েছে। আহারের তখনও অনেক বিলম্ব ছিল। ঠাকুর কথা-প্রসঙ্গে গোসাঁইদাকে লক্ষ্য করে বললেন—আপনি একটা স্থায়ী আড্ডা কুষ্টিয়ায় করতে পারলে ভাল হতো।

সতীশ জোয়ারদার তখন সেইখানে বসেছিলেন। বললেন—বেশ তো, অসুবিধা কি? আমার কলাবাগান বাড়ীতেই তো জায়গা আছে। সেইখানে ঘর তুলে নিলেই তো আশ্রমের মত হয়ে যাবে। আর অন্য জায়গায় বাসা ভাড়া করে লাভ কি?

ঠাকুর তাঁর কথায় সায় দিলেন। কলাবাগান-বাড়ীতেই একটা আশ্রমের মত গড়ে উঠল। সেইখানে গোসাঁইদা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসবাস করতে লাগলেন। এবং রাত্রি-দিন কীর্ত্তন ও সদালোচনা করতে লাগলেন।

ঠাকুর কুষ্টিয়া আসার পর কয়েকদিন কেটে গেল। সেদিন সাতাশে বৈশাখ। অশ্বিনীদার বাড়ীতে কীর্ত্তনের সময় ঠাকুরের ভাব-সমাধি হলো।

…"স্বার্থে সুখের প্রতিষ্ঠা করিস না ভাই, ত্যাগে সুখের প্রতিষ্ঠা কর। সব ভুলে যা, সব ভাসিয়ে দে। ভাইকে ভালবাস, প্রাণ দিয়ে ভালবাস, বুক দিয়ে ঠেসে ধর…প্রাণ পর্য্যন্ত বলিদান দিবি ভালবাসার পায়…বিরাম কোথায় ভাই? শান্তি কোথায় ভাই? কর্ম্ম যেখানে, সেখানে শান্তি। যদি শান্তি চাস্ তো কর্ম্মী হ', ইলেকট্রিসিটি হ'। ২

না, না পরের কাছে কারও নিন্দা করিস না। যদি নিন্দা করতে হয় তো তার সম্মুখে। ভালবেসে যা করবি তাই ভাল। আত্ম-প্রশংসা ছেড়ে দে—প্রাণ খুলে পরের প্রশংসা কর। ৩

সংসার-সংসার করে যত জড়িয়ে ধরবি সংসার তত তোকে ফাঁকি দেবেই দেবে। ৪

দিনের পর দিন ঠাকুরের সমাধি হতে লাগল আর সেই সঙ্গে এই রকম বাণীও প্রকাশ হতে লাগল। লোকজন ছুটে আসতে লাগল তাঁর কাছে। তাঁর সংস্পর্শে এসে সকলেই মজে যেতে লাগল। তাঁর কথা, তাঁর ব্যবহার সকলকে আকৃষ্ট করে ফেলল। ঠাকুরকে ছেড়ে তাদের এখন আর অন্য কিছু ভাল লাগে না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব দেখা হলেই সকলের কাছে ঠাকুরের গল্প করতে থাকে। অনেক সময় কোন-কোন আত্মীয়রা উৎসুক হয়ে বলেন—একবার নিয়ে চল না তাঁর কাছে?

ভক্তরা জবাব দেন, নিশ্চয়ই। ভুল হবে না।

জমিদার যোগেশ চৌধুরী একদিন অশ্বিনী বিশ্বাসকে বললেন—চল না অশ্বিনী, ঠাকুরকে আমাদের বাড়ীতে একদিন নিয়ে। বড় ভাল লাগে তাঁকে আমার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগেশ চৌধুরী অশ্বিনী বিশ্বাসের পরম আত্মীয়। অশ্বিনী বিশ্বাস তাঁর কথায় রাজী হয়ে যান। ঠাকুর একবার কুষ্টিয়ায় এলে তাঁকে জানালেন যোগেশ চৌধুরীর কথা। ঠাকুর রাজী হলেন।

তখন শ্রাবণ মাস। কীর্ত্তনের দলবল ও বহু ভক্তবৃন্দ সহ ঠাকুর ধলহরাচন্দ্র গ্রামে (যশোহর) উপস্থিত হলেন। যাতায়াতের কোন অসুবিধে হলো না। জমিদার চৌধুরী সব-কিছু বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। বাড়ীতে কীর্ত্তন সুরু হয়ে গেল। নীরব পল্লী জয়ঢাক, করতাল ও শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। কীর্ত্তনের সুর সপ্তমে উঠে গগন কম্পিত করে তুলল। যে যেথায় ছিল কাজ ফেলে ছুটে এলো কীর্ত্তন শুনতে। ঠাকুর এসেছেন—তাঁকে দেখতে।

আজ কীর্ত্তন খুবই জমে উঠেছিল। ঠাকুর ভাবে স্থির থাকতে না পেরে কীর্ত্তনে যোগদান করলেন।

সেদিন দোশরা শ্রাবণ, বুধবার। কীর্ত্তন করতে-করতে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। অনর্গল বাণী বের হতে লাগল তাঁর মুখ থেকে।

সে একটা অব্যক্ত পরমানন্দ—নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ প্রাণের প্রাণ, জগতের জগৎ—অণুর অণু, সে একটা বলা যায় না রে! যখন 'ছিল না'র সত্তা ছিল, কাল আসে নাই, যখন শব্দ ছিল, যখন সূর্য্যের চাঁদের সৃষ্টি হয় নাই, যখন বিরাট্ গগনের সৃষ্টি হয় নাই, তখন এক বিরাট্ ধ্বনি সোঽহং পুরুষ ভেদ করে সৃষ্টি করতে চলে এল—সেই ওম্। শব্দ, সূক্ষ্ম মায়াতে, ব্রাহ্মী মায়াতে হ্লাদিনী শক্তিতে, ঘাত-প্রতিঘাতে সে ধারা বাধা পেল, তখনই সৃষ্টি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—ত্রিধারা। বিরাট্ গতিতে শব্দ চলতে লাগল, তখন প্রাণ স্থির হয় নাই—তখন সৃষ্টি হল আকাশ..... বায়ু.....কাল নির্দ্দেশ করে চলল—তখন সৃষ্টি তেজ—সেই শক্তি। গতি চলছিল আবার চলবে, তাই দিয়ে বিরাট্ জলখণ্ড। তেজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও জলখণ্ড যখন উপর-গতি ধরতে না পেরে আপন গতিতে চলতে লাগল তখন সৃষ্টি হল জড়। আবার এই ঘাত প্রতিঘাতে সৃষ্টি হল দেবতা, কিন্নর, জীব-জগৎ। এখন আমি কি? সত্তা কোথায় আমার? আমি কি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম? আমি কি সেই বিরাট্—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর? আমি কি সেই সোঽহং ধারার সুরত শব্দ? সেই সোঽহং পুরুষ, সোঽহং পরমাত্মা, কি সেই অনামী পুরুষ? কে বলবে আমার সত্তা কোথায়? দেখ আমি কি? আমার অস্তিত্ব কোথায়? আমি স্ত্রী, পুরুষ, ক্লীব, আমি যা কিছু—আবার আমি কিছু নয়। কিছু নয় সেই আমি কত সৃষ্টি করেছে। কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কত আল্লা, খোদা, যীশু কোটি-কোটি অবতার। আমি সব হয়েছিলাম—সব হচ্ছে আমার অবিরাম গতি। আমার কারণ সত্তা না জেনে যদি আমার কর্ম্ম সত্তা জান। ১

আপনি মিশে যাচ্ছে আপনি চলেছে—তাহাকেই বলে প্রকৃতি। আমি পরমকারণ। অনন্ত কোটি দেবতা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-জ্যোতিঃ, সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের সত্তা, সত্ত্ব আমিই সব। আমি সেই দয়ালদেশ, ব্রহ্মদেশ, পিণ্ডদেশ। আমিই সেই বৃন্দাবন, আমি কৃষ্ণ, রাধা, গোপ, গোপী, আমার আরতি করে চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, কোটি-কোটি গগন সব আমারই লীলা, আমারই প্রকট, আমারই জন্যে আমারই ফাঁদ আর কিছু নয়। আমি লুকিয়ে থাকি প্রতি প্রাণে, অন্তরে-অন্তরে লুকিয়ে থাকি। আমি চৈতন্য পুরুষ, আমি আবার 'হা ভগবান্' বলে কেঁদে বেড়াই। আমি স্ত্রী হয়ে স্বামী সেবা করি—আমিই স্বামী হয়ে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করি.....আমিই পুত্র, কন্যা, আমি সন্ন্যাসী বৈরাগী, আমি কত নাচি, কত কাঁদি, কত গাই, কত ভান করে বেড়াই, আমি কুকুর হয়ে এক মুষ্টি অন্নের জন্য ছুটে যাচ্ছি, আবার নির্ম্মম হয়ে আমারই মাথায় লাঠি মারছি। আমিই পথ,—বেদ, কোরান, বাইবেল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব আমি। ওরে, আমি জীবন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমিই মৃত। আমাকে গোর দিচ্ছে, আমাকে পোড়াচ্ছে, আবার ইন্ধন যা-কিছু সব আমি। ২

না রে না, না! গুরু একজন সেই অনামী পুরুষ। আর বিরাটত্ব—প্রেম যার ভিতর জেগে উঠেছে সেই সৎগুরু। আমরা সাকার কি না তাই সদ্‌গুরু আমাদের উপাস্য। একমাত্র সদ্‌গুরুই সেই ধামে নিয়ে যেতে পারে। যে নাম করবি সেই স্তরের নাম ধ্বন্যাত্মক নামই শ্রেষ্ঠ। স্বভাবগত হলেই সিদ্ধ হয়। সদ্‌গুরুর ভিতর সেই অনামী কম্পনের স্মৃতি আছে, আর তার সঙ্গে যারা থাকে, তাদের ভিতরও সেই কম্পনের শক্তি যায়, তারাও শক্তিমান্। সদ্‌গুরুর প্রত্যেক কথাই মন্ত্র, গুরুমুখী হলেই কম্পন বোঝা যায়। ৬

Attractive and Repulsive action. Attraction ও Repulsion দুইটাই আকর্ষণ। ভালবেসে বা শত্রুভাবে আলিঙ্গন বা জব্দ করাও আকর্ষণ।..... ১০

ঠাকুর আজ প্রায় দেড় ঘণ্টা অচৈতন্যাবস্থায় পড়ে রইলেন। তারপর চেতনা ফিরে এলে জল চেয়ে পান করে উঠলেন। কীর্ত্তন তখনও এমন তুমুলভাবে চলছিল যে বাইরে শ্রাবণের ধারা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বুঝি এতক্ষণ।

মহা সরগোলে দিনগুলি কেটে গেল সকলের। আনন্দ ফুটে উঠল সারা গ্রামময়। কিন্তু এ তো চিরদিনের জন্য নয়। বিদায়ের সময় পল্লীমাতা আবার ঝিমিয়ে পড়ল। ঠাকুর কয়েকদিন থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। চলে এলেন সোজা বরাবর কুষ্টিয়াতে। অশ্বিনীদার বাড়ীতেই তিনি উঠলেন। কত আলাপ-আলোচনা, কত ভাব হলো সেখানে বলে শেষ করা যায় না। ভক্তেরা সম্মোহিত অবস্থায় তাঁর কথা শুনে যেতে লাগলেন। আর মাঝে-মাঝে বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন—কে ইনি? অন্তরে তাঁর এত মধু সঞ্চিত। এত স্নিগ্ধ তিনি!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীরু রায় আজ সকালবেলা ঘোড়ার গাড়ী করে ঠাকুরের সঙ্গে বারাদি যাওয়ার পথে বোধহয় এই কথাগুলিই বসে-বসে চিন্তা করে যাচ্ছিলেন। এ ক'টা দিন ঠাকুরের সঙ্গ লাভ করে ও আলাপ-আলোচনা করে বহু-কিছু জেনে নিয়েছেন। তাঁর জীবনের ধারাই যেন বদলে গেছে এই ক'টা দিনে।

খটাখট্, খটাখট্। কৃশকায় দুটো ঘোড়া টেনে নিয়ে চলছে গাড়ীটাকে। তাদেরই ক্লান্ত পদশব্দ ভেসে আসছিল কানে। বারাদি বহু দূর। ঘোড়া দুটো বুঝি চলতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আর টানতে পারছিল না। ঠাকুর, ডাক্তার গোকুল মণ্ডল, সতীশ জোয়ার-দার গাড়ীতে বসে টুকটাক কথা বলতে-বলতে চলেছিলেন। সহসা বাইরে শকট চালকের চাবুকের প্রচণ্ড আঘাত ঘোড়ার পিঠে লেগে শব্দ হতেই ঠাকুরের কথা বন্ধ হয়ে গেল। মনে হলো ঘোড়ার পিঠের আঘাত ঠাকুরের অন্তরে গিয়ে স্পর্শ করল। বেদনার ছাপ বুঝি অল্প একটু তাঁর মুখে ফুটেও উঠল। কিন্তু কেউ তা লক্ষ্য করলেন কি না জানিনে। কিন্তু ঠাকুরকে কেউ কোন প্রশ্ন করলেন না। ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন—চলুন নেমে পড়ি। ঘোড়া আমাদের টানতে পারছে না। বারাদি তো প্রায় এসেই গেছি। হেঁটে যেতে পারব। বলে একটুও অপেক্ষা না করে গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন। যাত্রীরা কোন কথার উত্তর না দিয়ে তাঁরাও ঠাকুরকে অনুসরণ করলেন। গাড়ীকে বিদায় দেওয়া হলো। ঠাকুর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চলতে লাগলেন। ঘোড়ার অবস্থা দেখে মনে তাঁর খুবই অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। এখন যেন মনটা হাল্কা বোধ হতে লাগল। ধীরে-ধীরে চলতে লাগলেন সকলে বারাদির দিকে। কত কথা হতে লাগল চলার পথে। সকলে আনন্দই বোধ করলেন এই-ভাবে চলতে গিয়ে। বাড়ীতে পৌঁছুতে বেলা হয়ে গিয়েছিল। খোকা ডাক্তার ঠাকুরকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন। হাত-মুখ ধোবার জল দিলেন। ঠাকুর বিশ্রাম করলেন কিছুক্ষণ। তার-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর হাতমুখ ধুয়ে জামা ও চাদর খুলে বিছানায় গিয়ে বসলেন। একজন ভক্ত ঠাকুরকে সেবা করতে লাগলেন। সহসা ঠাকুরের পিঠের উপর তিনটে দাগ লাল হয়ে ফুটে উঠেছে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন।

এ কি! আপনার পিঠে দাগ হলো কি করে?

ঠাকুর এ-কথার কোন জবাব দিলেন না। লোকটির কথা শুনে সকলেই ছুটে এলেন দেখতে। দাগ তিনটে তখনও স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে। সকলে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। ঠাকুরকে প্রশ্ন করতে লাগলেন বার-বার। কিন্তু ঠাকুর কিছুই বলতে চাচ্ছিলেন না। শেষে তাদের প্রশ্ন উপেক্ষা না করতে পেরে বললেন—ঘোড়া দুটো চলতে পারছিল না বলে গাড়োয়ান এমনই মার মারছিল যে সহ্য করতে পারলাম না। খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তাই নেমে হেঁটেই চলে এলুম এখানে। তারই আঘাতের চিহ্ন বোধহয় হতে পারে।

সে কি রকম? পশুর গায়ের আঘাত আপনার পিঠে লাগবে কি করে? তেমনি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন আর-একজনে।

ঠাকুর ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—চাবুকের আঘাত তাদের পিঠের উপর এমনই জোরে গিয়ে লাগছিল যে মনে হলো আমারই পিঠের উপর কেউ তখন আঘাত করছিল। তাদের আঘাতটা আমাকেই যন্ত্রণা দিচ্ছিল খুব।

এই কথা শুনে সকলে আরও বিস্মিত হয়ে গেলেন। আশ্চর্য্য লাগল তাঁর কথাগুলি। এরপর আর কেউ প্রশ্ন করলেন না। এই নিয়ে ভাবতে লাগলেন অনেকেই, এ হয় কেমন করে। একজনের বেদনার জ্বালা কেমন করে আর-একজনে এমন করে বোধ করতে পারে। কোন্ বোধে? কোন্ সাড়া প্রবণতায়? নীরবে চিন্তা করতে গিয়ে এ হেন বোধের গভীরতা পরিমাপ করতে পারলেন না কেউ-ই। ইতিহাসের পাতায় অবশ্য তাঁরা বাবরের কথা শুনেছিলেন যে তিনি তাঁর পুত্র হুমায়ুনের কঠিন রোগ নিজ দেহে নিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেটা যে কোন্ বোধে এবং তার গভীরতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কতটুকু কোনদিন চিন্তা করে দেখেননি। আজও ঠাকুরের কথা চিন্তা করতে গিয়ে কোন কুলকিনারা পেলেন না। বীরু রায় মনে-মনে ভাবলেন—এ হলো অন্তরের বস্তু। বুদ্ধি দিয়ে কিছু করা যায় না। মনে পড়ে গেল তাঁর সমাধি-অবস্থায় ঠাকুরের সেদিনকার বাণীগুলির কথা—

আমি কুকুর হয়ে এক মুষ্টি অন্নের জন্য ছুটে যাচ্ছি, আবার নির্ম্মম হয়ে আমারই মাথায় লাঠি মারছি। আমি পুত্র, কন্যা, আমি সন্ন্যাসী, বৈরাগী, আমি কত নাচি, কত কাঁদি……ইত্যাদি।

এই বোধ না হলে কি অন্যের বেদনা নিজের বেদনা বলে বোধ হয়?

খোকা ডাক্তারও শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভাবে বলে উঠলেন—তিনি যে পরমদরদী সকলের ব্যথা তাঁর ব্যথা। নইলে এমন হবে কেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন—একজনকে হোঁচট খেতে দেখে যেমন আমরা ব্যথা বোধ করি, এও সেই ধরণের। Feeling-টা এত strong যে without physical stimulus nerve irritated হয়। যেমন night pollution— মনে হয় যেন sexual intercourse হচ্ছে —কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না তবুও semen discharged হয়।

(২৫শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৬, ইং ১২।১০।৩৯)

দিন কয়েক কেটে গেছে। ঠাকুর অশ্বিনীদার বাড়ীতেই আছেন। শুধু দুই-একদিন কলাবাগান আশ্রম-বাড়ীতে কীর্ত্তন করতে গিয়েছিলেন। নইলে প্রায় সময়ই অশ্বিনীদার বাড়ীতে দিন কাটালেন।

একদিন বিকেলবেলা। বীরু রায়, অশ্বিনীদা, সত্য দত্ত বাড়ীতে ছিলেন না। ঠাকুর বাইরের লোকদের সাথে আলোচনায় মসগুল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন। এমন সময় নদীর ওপার থেকে একদল কীর্ত্তনীয়া এসে ঠাকুরকে (তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও) তাদের আশ্রমে নিয়ে গেলেন। কীর্ত্তনীয়াদের ধারণা ঠাকুর যেমন কীর্ত্তন করেন, যে সুন্দর নৃত্য করেন—তিনি তাদের আশ্রমে থাকলে তাদের কীর্ত্তনও তেমনি জমে উঠবে। লোকজনও তাদের কীর্ত্তনে যোগদান করবে, তাতে অনেক সুবিধে হবে। বীরু রায় ও অশ্বিনীদা এই সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন সব কাজ ফেলে। ঠাকুরকে ততক্ষণ তারা নিয়ে চলে গেছেন।

কি করা যায় ?

কিছুক্ষণ চিন্তা করে উভয়েই ছুটলেন ওপারে। নদীর ওপার যেতে নৌকা ছিল। তারা এতটুকু বিলম্ব না করে সঙ্গে আরও কয়েকজনকে নিয়ে চলে গেলেন ঠাকুরকে নিয়ে আসতে। ঠাকুরকে নিয়ে আসতে কোন ব্যাঘাত ঘটল না। কিন্তু রাত হয়ে গেল অনেক। চারদিকে সোরগোল পড়ে গিয়েছিল এই ব্যাপারে।

কার্ত্তিক মাস পড়ে গেল। ঠাকুর আশ্রম থেকে এসে কিছু-দিন যাবৎ অশ্বিনী বিশ্বাসের বাড়ীতে আছেন। কত লোকজন, তার মধ্যে কত চেনা, কত অজানা রোজ এসে ঠাকুরের সঙ্গ করে চলে যাচ্ছেন। অশ্বিনীদা সকলকেই অভ্যর্থনা জানাতে লাগলেন।

সেদিন ছয়ই নভেম্বর। অশ্বিনীদা তাঁর এক পরম আত্মীয়কে তাঁর বাড়ীতে অতিথি হতে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন—সুশীল, আমার স্ত্রীর ভাই। পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটের ছাত্র। বহুদিন পর আমাদের বাড়ীতে এসেছে।

পরিচয় পেয়ে ঠাকুর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন এবং একটু অগ্রসর হয়ে আগন্তুককে আলিঙ্গন করলেন। বেশ কিছুক্ষণ কাটল উভয়ের আলিঙ্গনাবস্থায়। সুশীল বোস ভদ্রলোককে এইভাবে আলি-ঙ্গন করতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। কিন্তু এতে তিনি বিরক্ত হলেন না। বরঞ্চ এই আলিঙ্গনে ভদ্রলোকের বুকের উষ্ণতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধ করলেন। ভাল লাগল তার, তাঁর ঐ উদার বুকের নিবিড় উষ্ণতা।

আলিঙ্গন করা শেষ হয়ে গেলে ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন—কেমন লাগছে দাদা আমাকে আপনার ?

সুশীল বোস সরল কণ্ঠে বললেন—বেশ। মনে হয় বহু দিনের চেনা আপনি। বন্ধুর মত।

ঠাকুর সুশীল বোসের কথা শুনে হাসলেন। পরে বললেন—আপনাকেও আমার প্রথমে অপরিচিত ভদ্রলোক বলেই মনে হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে আপনি আমার একান্ত পরিচিত বন্ধু।

উভয়ে গল্প করতে লাগলেন। উভয়ের মধ্যে গভীর ভাব হয়ে গেল। কথা হতে লাগল।

ইতিমধ্যে সুশীলদার ডাক পড়ল ভিতর থেকে। তিনি ঠাকুরের কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্য সময় চেয়ে ভিতরে চলে গেলেন এবং কার্য্য সমাধা করে অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার ঠাকুরের কাছে এসে বসলেন।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলতে লাগল। ঠাকুর প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাব নির্বিঘ্নে দিয়ে যেতে লাগলেন। সুশীল বোস অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগলেন, সব প্রশ্নের এত সুন্দর সমাধান এই ভদ্রলোক দেন কি করে। তাঁর মনটার পরিবর্ত্তন হয়ে গেল।

সেদিন সাতই নভেম্বর। তের শ' চব্বিশ সাল। মনটা তাঁর বার-বার কি যেন বলে যেতে লাগল। ঠাকুরকে জানালেন নিজের কথা।

ঠাকুর আমাকে দীক্ষা দিন।

ঠাকুর রাজী হলেন। দীক্ষা হয়ে গেল তাঁর ঐ দিনই।

পরদিন ঠাকুর রাতুলপাড়ায় গেলেন সকলকে নিয়ে। রাতুলপাড়া কুষ্টিয়া থেকে মাত্র চার মাইল দূর। সেখানে প্রচণ্ড কীর্ত্তন হলো। ঠাকুরের সমাধি হলো (বিশে কার্ত্তিক)। সমাধিস্থাবস্থায় ঠাকুর বললেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখ, ওগো রাখ। সব রক্ত, কেবল রক্ত। রক্ত গঙ্গা ছুটে গেল। এখনও নীরব নিস্পন্দ ? এখনও ঘাতকের মত ভুলে আছিস ? প্রেমের সন্তান তোরা। চারদিকে রক্ত। রক্তের আকাশ, রক্তের বাতাস, রক্তের আগুন, রক্তের পৃথিবী। রক্ত, রক্ত, রক্ত, কেবল রক্ত। কে আছিস তোরা ? আয় কে আছিস ?.....

ঐ ছাখ, ঐ দেশের মাটিতে বুকে ধরে, হৃৎপিণ্ড দিয়ে কে প্রেম দিয়ে গেছে রে। ওরে সে যে আমারই নির্দ্দয়রূপে চোরের মত ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল।..... ১

সুশীল বোস ভাববাণীগুলো শুনলেন। অপূর্ব্ব লাগল তাঁর এইসব। ভাববাণীর কথাগুলো স্পষ্ট বুঝতে পারলেন না। তবে তাঁর মনে হলো একি সুদূর পশ্চিমের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রক্তের আগুন কি না।

ঠাকুর এগার তারিখে আরও তিন মাইল দূরে কমলাপুরে স্থানীয় জমিদার সুরেন্দ্রমোহন বিশ্বাসের বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। সেখানে তুমুল কীর্ত্তন হলো। ঠাকুর সে কীর্ত্তনে যোগদান করলেন না। সেখান থেকে চলে এলেন দুধকুমড়া গ্রামে। তারপর দু'-একদিন পর সেখান থেকে এলেন কুষ্টিয়ায়। তার পরদিনই ঠাকুর হিমাইতপুরে চলে এলেন।

দেখতে-দেখতে পৌষ মাস এসে গেল। ঠাকুর খোকসা জানিপুর (কুষ্টিয়া) স্কুল-বোর্ডিংএর হেডমাষ্টার যোগেন্দ্রনাথ সরকারের ঘরে বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বহু লোকের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন। নানা প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল। অশ্বিনীদা একবার প্রশ্ন করলেন—ঠাকুর, আপনার সর্ব্বোচ্চ সমাধি অবস্থায় কি রকম উপলব্ধি হয়।

ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন—সে অবস্থা ঠিক কথায় ব্যক্ত করা যায় না। যেমন করেই বলতে চেষ্টা করা যাক প্রকৃতরূপে তার description দেওয়া যায় না। কথা দিয়ে বলতে গেলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে অবস্থার তুলনায় যেন মিথ্যে বলা হয়। তা ঠিক-ঠিক প্রকাশ বাক্যে করা যায় না।

অশ্বিনীদা জিজ্ঞাসা করলেন—তবে কি সে অবস্থা চরম অবস্থা nothing হয়ে যাওয়া। তার কি কিছুই স্মৃতি থাকে না?

ঠাকুর বললেন—Nothing হয়ে যায় না বটে তবে সে nothing কি not nothing তা বলে বুঝান দায়।

কথায়-কথায় অন্য কথা উঠে গেল। যোগেনদা, বীরুদা নানা প্রকার প্রশ্ন করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর অশ্বিনীদা বললেন—আমার আর-একটা জিজ্ঞাস্য আছে। যত সব লোক আপনার কাছে এসে কৃপা পায় তারা সবাই একরূপ বোধ করে না। কেউ দেখি বেশী অনুরাগী এবং আদেশ মতে সাধন-ভজন বেশ করে। আবার কেউ হয়তো তেমন নয়। অথচ যাতায়াত করাও ছাড়তে পারে না। এর মানে কি?

দেখুন, ও কেমন জানেন? বলতে লাগলেন ঠাকুর। যেমন একটা বিড়াল কি কুকুর যদি আপনার দিকে সুমুক করে ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে কাছে আসে এবং কথামত কাজ করে, সে আপনার অনেকটা দেখতে পায় ও অনুরাগী হয়ে চলে। আবার আর-একটার ল্যাজ ধরে টেনে যদি কাছে আনতে থাকেন, সে যেমন আপনার সবটা দেখতে পায় না এবং অনুরাগী তো হয়ই না বরং কাছে আসতে চায় না, মাটি পা দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চায়, ঝটাপটি করে মাটি আঁচড়ে অস্থির করে কিন্তু ল্যাজ হাতে থাকায় কাছে না এসেও পারে না। ও অনেকটা সেইরূপ।

সেদিন গভীর রাত পর্য্যন্ত আলাপ-আলোচনা হল। এইভাবে কেটেও গেল কয়েক দিন কুষ্টিয়ায় নানা স্থানে ঘুরে-ফিরে। বিরাজমোহন ভট্টাচার্য্য-মহাশয় ইতিমধ্যে ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। তাঁর বড় ইচ্ছে ঠাকুরকে তাঁর দেশের বাড়ীতে নিয়ে যান। ঠাকুর শুনে রাজী হলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরাজদা ঠাকুরের মত পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এবং যাত্রার বন্দোবস্ত করে দিয়ে নিজে মজিলপুরে চলে গেলেন পূর্ব্বেই। তিনি আগে না গেলে সেখানে ব্যবস্থা করবে কে ?

পৌষ মাসের কনকনে শীত। গায়ে কাঁপুনি দিয়ে যাচ্ছে। জড়সড় হয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কোন কিছুতেই আরাম বোধ হয় না। বড়দিনের ছুটি হতে এখনও তিন-চারদিন বাকী আছে। এমনি একদিনে ঠাকুর তাঁর দলবল সহ চবিবশ পরগণায় মজিলপুরের দিকে ঢাক, ঢোল, ঘণ্টা, করতাল প্রভৃতি নিয়ে রওনা হলেন। কীর্ত্তনের দলে রইলেন গোসাঁইদা। অনন্ত মহারাজ তো আছেনই। তা ছাড়া কিশোরীদা, কেষ্ট দাস, কৃষ্ণ রায়চৌধুরী, সতীশ জোয়ারদার, সত্য দত্ত, ঢাকী কোকন, তরণী, যদু, জ্যোতিষ বোস, ভাদু প্রভৃতি আরও রইলেন অনেকে। সকলে ট্রেনের কামরা মাতিয়ে রাখলেন আলাপ-আলোচনায়। ঠাকুর একদিন কলকাতায় অবস্থান করে পরদিন মজিলপুরে রওনা হলেন। সঙ্গে সুশীলদাও গেলেন সেখানে। তিনি ছিলেন কলকাতায়। ষ্টেশনে ঠাকুরের সাথে দেখা করতে এসে তিনিও রওনা দিলেন তাঁদের সঙ্গে মজিলপুরে।

ট্রেন চলেছে হু-হু করে। আশেপাশে ধান ক্ষেত। কিষাণরা ধান কাটতে সুরু করে দিয়েছে। দূরে রাখালরা গাছতলায় বসে খেলা করছে। ঘরে-ঘরে চলছে ধান মাড়াই, ধান ঝাড়া। কোন্ অদূর থেকে ভেসে আসছে কোন্ রাখালের বাঁশীর মেঠোসুর। পল্লী-মায়ের শ্রী অপূর্ব্ব হয়ে ফুটে উঠেছে এই সময়। ট্রেন অনেকগুলো ষ্টেশন অতিক্রম করে মজিলপুর ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। বিরাজদা লোকজন সহ ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি সকলকে অভ্যর্থনা জানালেন। ঠাকুর চললেন সকলের সাথে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য সৃষ্টি হলো। খবর পেয়ে কত লোক ঠাকুরকে দেখতে এলেন। তাঁরাও ঠাকুরের সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগলেন। সারা গ্রামখানা যেন মুখরিত হয়ে উঠল। ঠাকুর আসার সঙ্গে-সঙ্গে কীর্ত্তনীয়ারা কীর্ত্তন সুরু করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলেন। তাঁদের ড্রাম, ঘণ্টা, করতালের আওয়াজে গ্রামের নিস্তব্ধ আকাশ-বাতাস চঞ্চল হয়ে উঠল। সেখানকার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো অন্যরূপ। লোকজন আনাগোনা করতে লাগল প্রচুর। কত প্রশ্ন, কত আলোচনা চলতে লাগল দিবারাত্র। ঠাকুর তাদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলতে লাগলেন। কয়েক দিন গেল বেশ ব্যস্ততার মধ্যে। কীর্ত্তন বাদ গেল না একদিনও। মজিলপুর হাই স্কুলে একটা সভা হলো। ঠাকুরের জীবনী ও মতবাদ সম্বন্ধে কয়েক জনে বক্তৃতা দিলেন। কয়েক-দিন এমনি করে কেটে গেল। স্থানীয় জমিদার সত্যেন্দ্রনাথ বসু-মহাশয় একদিন জানালেন এই গ্রামের ছোট্ট ইতিহাস। প্রায় সাড়ে চার শ' বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে যাবার পথে এই পথ দিয়েই গিয়েছিলেন। যে-স্থানে তিনি অবস্থান করে-ছিলেন সেই স্থান চক্রতীর্থ নামে এখন পরিচিত। এখান থেকে দূর বেশী নয়, মাত্র সাত মাইল।

ঠাকুর শুনে বললেন—যখন এত কাছে এসেছি, তখন শ্রীচৈতন্য-দেবের পদ-রজ-পূত সেই স্থান একবার দেখে যাব।

"তখনই স্থির হলো। পরদিন প্রাতে কীর্ত্তনদল সহ পদব্রজে চক্রতীর্থে যাওয়া হবে। প্রভাত হতে না হতেই কীর্ত্তনের দামামা-জয়ঢাক বেজে উঠল। অনন্ত মহারাজ, কিশোরীদা এঁরা গান ধরলেন। যে যেখানে ছিল সকলে এসে কীর্ত্তনে যোগ দিল। প্রভাত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সমগ্র গ্রামখানি কীর্ত্তনের ঝঙ্কারে আলোড়িত হয়ে উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর আগে-আগে চললেন। তাঁর পেছনে আমরা কীর্ত্তনের দল সহ অগ্রসর হতে লাগলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গীতে দু'বাহু তুলে দ্রুত-তালে চলতে লাগলেন। আমরা কীর্ত্তন করতে-করতে দৌড়ে গিয়ে তাঁর নাগাল পাই না। এমনভাবে তিনি যেতে লাগ-লেন। কীর্ত্তনের কলরোল শুনে যে-সব গ্রামবাসীরা ছুটে আসতে লাগল তাদের অনেককে প্রেমালিঙ্গন দিয়ে নাচতে-নাচতে তিনি ছুটে চলেছেন। তাঁর নাচের তালে-তালে গ্রামবাসীরাও অনেকে কীর্ত্ত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নের দলের সঙ্গে চলল। যতই অগ্রসর হতে লাগলাম ততই যেন কীর্ত্তনের দল বেড়ে যেতে লাগল। গ্রামের পাশ দিয়ে যাবার সময় গ্রামবাসীদের হুলু-ধ্বনি আর শঙ্খ-ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল। কেউ-কেউ ভূলুণ্ঠিত হয়েও শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণতি জানাতে লাগল। মাঝে-মাঝে কিশোরীদা ও গোসাঁইদা কীর্ত্তনে গান করতে-করতে হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁদের দু' জনের দীর্ঘ কেশপাশ গুচ্ছে-গুচ্ছে মাথার চারদিকে পড়তে লাগল। চক্ষু আরক্তিম, বদন-মণ্ডল বিভায় সমুজ্জ্বল। তাঁদের সেই হুঙ্কার ও উত্তেজনায় সকলে চকিত হয়ে আরো উচ্চেতিত হয়ে কীর্ত্তন করতে-করতে দ্রুত-তালে অগ্রসর হতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুরসহ কীর্ত্তনদল এমন উন্মাদনার সৃষ্টি করে ছুটে চলেছে। যারা দেখতে আসছে তারা সেই কীর্ত্তন-স্রোতে গা ঢেলে না দিয়েই পারছে না। কীর্ত্তনের স্রোত বন্যার ন্যায় সবাইকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। দীর্ঘ সাত মাইল পথ এরূপভাবে অতিক্রম করার পর আমরা চক্র-তীর্থে এসে পৌঁছুলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর কীর্ত্তনের দল পৌঁছাবার আগেই চক্রতীর্থে এসে পৌঁছে গেলেন। সেখানে কীর্ত্তন করতে-করতে তাঁর ভাবসমাধির মত অবস্থা হলো। সমাধির মত কথা বলছি এই-জন্য, পূর্ব্বে যে সমাধি অবস্থা দেখেছি তার মত এ-নয়। মনে হলো semi unconscious state অর্থাৎ অর্দ্ধ বাহ্যদশা। সে অবস্থায় একটি মাত্র বাক্য উচ্চারিত হলো। One is equal to various and various is equal to one. শ্রীশ্রীঠাকুর প্রকৃতিস্থ হবার পর কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে আমরা সেইরূপ কীর্ত্তন করতে-করতে পুনরায় মজিলপুরে এসে পৌঁছুলাম।" ('জীবনের ঝরাপাতা', আলোচনা, পৌষ, ১৩৬৯)।

দেখতে-দেখতে সাতটা দিন কেটে গেল। এইবার বিদায়ের পালা। সকলে যাত্রার আয়োজন করে ফেললেন। গ্রামবাসিগণ অশ্রু-সিক্ত নয়নে এসে দাঁড়ালেন। ঠাকুরকে বিদায় দিতে তাদের মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাচ্ছে না। অথচ বেঁধে রাখবারও কোন উপায় নেই। বিদায়ের পালাটা এমন করুণ হয়ে উঠল যে ঠাকুরও সাশ্রুনয়নে করজোড়ে সকলের কাছে বিদায় চাইতে লাগলেন। বিদায়ের পালা কিছুক্ষণ এমনি করে কাটল। তারপর ঠাকুর ষ্টেশনের দিকে রওনা হলেন। সকলেই তাঁর পেছনে-পেছনে ষ্টেশন পর্য্যন্ত এগিয়ে এলেন। তারপর ট্রেন ছেড়ে দিলে সকলে বাড়ী ফিরে এলেন।

ঠাকুর সেখান থেকে সোজা হিমাইতপুরে চলে এলেন। হিমাইতপুর এতদিন প্রায় নিস্তব্ধ ছিল। এখন আবার কীর্ত্তনমুখর হয়ে উঠল।

* * * *

ঠাকুরের এতটুকু বিরাম নেই। মাঘ মাস শেষ হতে না হতেই তিনি আবার বেরিয়ে পড়লেন একদিকে। আজকাল ডাক্তারী বা বাড়ীর কাজকর্ম্ম দেখাশুনো করা প্রায় একরকম চুকেই গেছে। তিনি শুধু কীর্ত্তনের দল নিয়ে বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ডিসপেন্সারী কম্পাউণ্ডার যতীন্দ্রনাথ সরকার কোনমতে দেখাশুনো করতে লাগলেন। দুই-চারটে রোগী যা আসে তাদের ওষুধাদি দিয়ে বিদায় করেন। তাতেই যা হয় কোনভাবে চলে যায়। মনোমোহিনীও আজকাল পুত্রকে কিছু বলেন না। শুধু মনে-মনে চিন্তা করেন। কিন্তু মীমাংসা খুঁজে পান না।

ঠাকুর কুষ্টিয়া থেকে এবার গেলেন ফরিদপুর জেলার মদাপুর গ্রামে শরৎচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে। সঙ্গে গেলেন অনন্ত মহারাজ, কিশোরীদা, গোসাঁইদা, অশ্বিনীদা, কৃষ্ণ চৌধুরী, গোকুল মণ্ডল, বিধুদা ও অন্যান্য সকলে। সেদিন ছিল শনিবার। বাড়ীতে কীর্ত্তন সুরু হয়ে গেল। ঠাকুর কীর্ত্তনে যোগদান করলেন। তিনি কীর্ত্তনের ভাবে নাচতে লাগলেন। কীর্ত্তন জমে উঠল। রাত্রিতে কীর্ত্তন থেমে গেল। ঠাকুরের কি মনে হলো জানিনে। তিনি সহসা শরৎচন্দ্র ঘোষের স্ত্রী ননীবালাকে গিয়ে অনুরোধের সুরে বললেন—মা, তোর পায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধূলো আমায় দে মা। ননীবালা সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন। কি সর্ব্বনাশ! এ কি পাপের কথা! না, না, ঠাকুর এ অসম্ভব। এ কখনও পারবো না। আপনি আমার গুরু, তা ছাড়া ব্রাহ্মণ। কোনমতেই পারবো না।

ঠাকুর তবুও অনুরোধের সুরে বললেন—আমি যে তোর ছেলে মা। দে মা দে, তোর পায়ের ধূলো।

ননীবালা ছুটে পালাবেন কি দাঁড়াবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। সতীশচন্দ্র জোয়ারদার ননীবালাকে অভয় দিয়ে বললেন—দিন। ঠাকুর কেন যে বলছেন বুঝতে পারছি না। তাঁর আদেশ মানুন। কোন ভয় নেই।

ননীবালা তবুও বুঝতে চান না। সর্ব্বশেষে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে রাজী হলেন। তিনি কম্পিত বক্ষে এসে দাঁড়ালেন। ঠাকুর তাঁর পায়ের উপর মাথা রেখে সকলকে ডেকে বললেন—তোরা আয় ভাই, দেখে যা, মায়ের দয়া। তোরা আয়, দেখে যা। তোরা যেথায় ইচ্ছে চলে যা আর ভয় নেই। মায়ের হাতে অসি নেই, গলে নরমুণ্ডমালা নেই, অট্টহাসি নেই। মা আমার দয়াময়ী। মা আমার পুতুল মা নয়, চৈতন্যময়ী মা। বলতে-বলতে ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে আমার মা, আমার মা, আমি মা, আমি মা করে বহুবার বলতে লাগলেন। তারপর বাহ্যজ্ঞান একেবারে লোপ পেয়ে গেলে তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

ননীবালাও স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি অজ্ঞাতে কি একটা বস্তু অনুভব করছিলেন। তিনিও সঙ্গে-সঙ্গে বাহ্যজ্ঞানহারা হয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর 'রাধাস্বামী' 'রাধাস্বামী' বলে চীৎকার করতে লাগলেন।

ঠাকুর সমাধি-অবস্থায় বলতে লাগলেন—

একটিও তারা নাই। নির্ম্মল আকাশ.....আছি আমি..... অনন্ত প্রস্রবন। ১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর তিনি বেহাগ সুরে একটা গান ধরলেন—

একে-একে নিভে গেল সূর্য্য চন্দ্র যত তারা।
বাঁচে মাত্র আমিই—আমি অনন্ত অসীম ধারা।
একে-একে নিভে গেল সূর্য্য চন্দ্র যত তারা।
হাসে দিগ্‌বধূ, আবার পরিয়া জ্যোতির হার,
ঐ হাসে আবার, হাসে আবার, হাসে হাসে হাসে আবার
ঐ হাসে হাসে আবার, হাসে-হাসে আবার। ২

গান সমাপ্ত করে পুনরায় বলতে লাগলেন—

ছাখ, ওগুলি অমন করে রাখিসনে, সব্বাইকে দিয়ে দে। যে অমৃতের সন্ধান পেয়েছিস্, সব্বাইকে দিয়ে দে। লতাগুল্ম পর্য্যন্ত সব্বাইকে দিয়ে দে। ছুটে যা রাস্তায়, দ্বারে-দ্বারে প্রতি নয়নের কোণে.....বল—অমৃত এনেছি, কে আছিস ক্ষুধাতৃষ্ণাকাতর, মরু-ভূমিপ্রাণ—আমার কাছে আছে নিয়ে যা। ৩

ছাখ ভাই, আমি এসেছি ভিক্ষুক তোদের দ্বারে। আমাকে চিনিসনে? আমি তোদের অপরিচিত নই। বড় জ্বলে এসেছি, মারিসনে ভাই। একটু ভাল মুখের কথার আশায়, একটু দাদা ডাকের আশায় এসেছি। তোদের মধ্যে যত পাপ-তাপ দস্যু আছে, তাদের সহায়তা কর। কিন্তু আমার মাথায় পদাঘাত করিসনে। তোদের মধ্যে ভিক্ষুক বেশে এসেছি। আমি আত্মীয়-পরমাত্মীয়, আমি তোদেরই, আমি তোদেরই। দেখ ভাই, আর কেন ভাই ওর গায়ে হাত দিচ্ছিস? অনেক সয়েছি, না হয় ফিরে যাব। না হয় ফিরিয়ে দিবি। একবার আমাকে একটু স্পর্শ কর। ছুঁয়ে দে, না হয় লাথি মার,—অস্ত্রাঘাত কর, তথাপি বুঝবো তোদের কাছে প্রেমের আশায় প্রেম পেয়েছি। তোরা জানিস না বলেই না হয় লাথি খেয়েছি। আমার না হয় আসতে দেরী হয়েছে, তোরা কাঙ্গাল হয়েছিস পরে এসেছি। আমি আসবো বলে এতদিন আসিনি সে আমারই দোষ। ৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওর কাছে শক্তি আছে ভাই—অফুরন্ত ভাণ্ডার। যদি পারিস নিয়ে যা। ৯

কিছুক্ষণ কেটে গেল। ননীবালা জ্ঞান ফিরে পেলেন এবং ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন।

ঠাকুর সমাধিস্থ অবস্থায় তখনও বলতে লাগলেন—

কর না তোরা। করে যা, বুক দিয়ে প্রাণ দিয়ে লেগে যা দেখি? মুখ দেখাদেখি করে বসে থাকিসনে। আমাদের জাতের ভিতর ওটি বড় বেশী দেখা যায়। যা করবি করে ফেলা। যদি ভয় করে—কাজে ঢুকতে গিয়ে আপন গালে তিন চড় দিবি। ১২

এই অবস্থায় ঠাকুরের অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপর তাঁর চৈতন্য ফিরে এলে জলপান করে উঠে দাঁড়ালেন। আজকের এই অভাবনীয় ঘটনায় উপস্থিত সকলে বিমোহিত হয়ে পড়লেন। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। প্রসাদ বিতরণ করা হলো। তারপর বিশ্রামের জন্যে সকলে শয্যাগ্রহণ করলেন। এই নিয়ে ঠাকুরের আজ পঁয়ষট্টী দিনের ভাববাণী লেখা হলো। মদাপুরে কয়েক দিন থেকে ঠাকুর চলে এলেন অশ্বিনীদার বাড়ীতে। তারপর হিমাইতপুরে চলে এলেন।

চৈত্র মাস। রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপে সারা পৃথিবী খাঁ-খাঁ করে জ্বলে উঠেছে। সেদিন মাসের উনিশ দিন। ঠাকুর কুষ্টিয়ায় অশ্বিনীদার বাড়ীতে উপস্থিত আছেন। দুপুরবেলা আহারাদির পর অশ্বিনীদার ঠাকুর-ঘরে ঠাকুর খাটের উপর বসেছিলেন। পাশে ছিলেন বীরু রায়, নীচে যোগেন সরকার, সতীশ জোয়ারদার ও অশ্বিনী বিশ্বাস। সকলের মধ্যে কৌতুকভরা কাটা-কাটা কথা হচ্ছে। সে-সব কথার কোন মূল অর্থ পাওয়া যাচ্ছিল না। ঠাকুর চুপ করে তাই শুনছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মুখ খুললেন। বললেন—বীরুদা, সূর্য্যের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন যেদিন দেখা যাবে সেদিন আমার দেশে চলে যাবো। কারণ, সূর্য্যই যদি আমাদের জীবনপ্রবাহ চলার অনেক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুলির একটা প্রধান factor হয়, তাহলে যে factor থেকে life-এর impetus আমরা পাচ্ছি। সূর্য্যের ভিতরকার পরিবর্ত্তনের সহিত যদি কোন factor-এর অপলাপ হয়; বা শারীরিক উপাদানের এমনতর পরিবর্ত্তন ঘটে যাতে নাকি ঐ factor-এর life impetus ধরে আমরা জ্যান্ত থাকতে পারি না। তাহলে কি করে বাঁচতে পারি?

বীরুদা বললেন—কি রকম?

মনে করুন, বলতে লাগলেন ঠাকুর, সূর্য্যের মধ্য দিয়ে এক পথ দিয়ে নেমে এসেছি। সে-পথ কি রকম মনে হয় শুনবেন? এইখান হতে সে পথে যেতে হলে বাম দিকেই ঘোর অন্ধকার, আর দক্ষিণ দিকে—ঠিক দক্ষিণে নয়, একটু কোণাকোণি কেবল আলো। সেই পথ দিয়ে যাওয়ার পর চুয়াল্লিশ হাজার planets, তার মধ্যে একটা ক্রমে-ক্রমে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে। এমনতর প্রত্যক্ষের মতন আমার এমনতর কল্পনার কি কিছু দাম আছে?

যোগেন সরকার বললেন—আচ্ছা, সেই planet-গুলির centre কোথায়?

তারা আর-একটা sun-কে centre করে ঘুরছে। আবার এইরূপ লক্ষ-লক্ষ সূর্য্যের আর-একটা বড় সূর্য্য আছে। বললেন ঠাকুর।

Sun-এর ভিতর দিয়ে যেতে শরীর পুড়ে যায় না?

ঠাকুর উত্তর করলেন—Sun-এর ভিতরটা বেশ ভাল। বাইরের দিকেই গরম।

যোগেনদা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন—আপনার দেশে যেতে হলে ঐ সমস্ত বিভিন্ন-বিভিন্ন স্তর ভেদ করে তো যেতে হবে?

হ্যাঁ।

এই সব স্তরে জীব নেই?

ঠাকুর মাথা নেড়ে জবাব দিলেন—হুঁ, আছে।

তাদের শরীর কি আমাদের মত?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, তা ঠিক নয়। এখন এ শরীরে নিজের আমিত্বটা অনুভব করছেন বলে এর তুলনায় তা আর এ শরীরের তুলনায় তাকে বোধ করতে চাইবেন না। এর হিসেবে সে শরীর, শরীর নয়।

যোগেনদা এই কথা শুনে মনে-মনে ক্ষণিকের জন্য যেন কি চিন্তা করলেন তারপর বললেন—আপনি যখন আপনার দেশ থেকে আসেন তখন কি রকম দেখলেন ?

ঠাকুর শান্ত ও সমাহিত ভঙ্গীতে বলতে লাগলেন—আমি যখন এক-এক দেশের ভিতর-দিয়ে নেমে আসতে লাগলেম, তখন সেই-সেই স্থানের সব জ্যোতির্ম্ময় পুরুষেরা আমাকে খুব reception দিল। সে reception ভাষায় বর্ণনা করা কষ্টকর। তবে খুব বড় রকমের reception, যত বড় conceive করতে পারেন।

আচ্ছা, বললেন যোগেনদা, এদেশে এসে আপনার এসব বরাবর কি মনে ছিল ?

না, বললেন ঠাকুর, প্রথমতঃ মনে থাকে না, তবে কেমন একটা ভাসাভাসা ভাব থাকে। কিন্তু জগতে এসে যখন সেইরূপ ভাবের সঙ্গে কিংবা কথার সঙ্গে দেখা হয়, কি শুনা যায়, তখন মনে পড়তে থাকে।

সারা দুপুরটা এইরূপ আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল। সর্ব্বশেষে সেই দেশে যাওয়ার কথা উঠলে ঠাকুর বললেন—গেলেই হল। নাম অন্ততঃ ঘুম থেকে ওঠার সময়ে ও শোবার সময়ে করবেন। অন্ততঃ একটা ছাপ দিয়ে রাখবেন যে আপনাকে তখন চিনে নেওয়া যায়। আপনি কোন দেশের লোক তা তো চিনে নেওয়া দরকার।

বেলা গড়িয়ে পড়ল নীচের দিকে। লোকজন ধীরে-ধীরে আসতে লাগল। বীরুদা ও সকলে উঠে পড়লেন। ঠাকুর বাইরের লোকদের সাথে আলাপ করতে প্রস্তুত হলেন।

দিন যেতে লাগল। লোকও প্রচুর তেমনি ঠাকুরের কাছে আসতে লাগল। ঠাকুর আন্তরিকভাবে সকলকে গ্রহণ করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন-চার দিন পর। রাত্রিতে লোকজনের ভীড় কমে গেছে। কীর্ত্তনাদিও শেষ হয়ে গেছে। ঠাকুর প্রফুল্ল রায়ের বাড়ীতে অবস্থান করছেন। রাত তখন একটা বেজে গেছে। বিরাজদা, প্রফুল্লদা, গোকুলবাবু আর অশ্বিনীদা ঠাকুরের সঙ্গে আছেন। গোকুলবাবু ও প্রফুল্লদা ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঠাকুরের চোখে ঘুম নেই। আলোচনায় মত্ত হয়ে উঠেছেন। অশ্বিনীদা প্রশ্ন করলেন—বেদান্তীরা যে পরম ব্রহ্ম বা অদ্বৈতানুভূতির কথা বলেন তার বর্ণনা এবং সন্ত মতের চরমধাম প্রাপ্তির বর্ণনা দ্বারা বোধ হয় যে উভয়ই যেন এক অবস্থার কথা বলছেন। কিন্তু সন্ত মত তো বেদান্তীর ব্রহ্মকে চরম তত্ত্ব বলে স্বীকার করেন না, এর মানে কি ?

ঠাকুর বললেন—দু'য়েরই বর্ণনা কথা-হিসাবে প্রায় এক হলেও প্রকৃত অনুভূতি হিসাবে কিছু তফাত আছে। সেই চরম অনুভূতির দুই-এক স্তরের মধ্যে তফাত এত সূক্ষ্ম, সামান্য ও সমধিক যে তাহা পৃথক-পৃথকভাবে অনুভব করা ও তাহার বর্ণনা করা প্রায় সাধ্যাতীত। কোটি-কোটিতে দু'-একজন পারেন। কাজেই তাদের দুই একজনের কথার সঙ্গে অনেকের সামান্য তফাত হয়। তবে সে-সব স্তরের বর্ণনার তারতম্য এত কম যে তা নিয়ে মারামারি করা অনাবশ্যক। আগে তার কাছাকাছি গিয়েই দেখুন, তারপরে যা হয় হবে।

আলোচনা করতে-করতে রাত আরও বেড়ে গেল। দূরে গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং করে আড়াইটা কি সাড়ে তিনটা বেজে গেল বুঝা গেল না। প্রচণ্ড গরম। গড়াই নদীর ছোঁয়া শান্ত হাওয়া মাঝে-মাঝে আমেজ দিয়ে যাচ্ছিল। অশ্বিনীদা ক্লান্ত বোধ করতে লাগলেন। তিনি ঠাকুরের ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে শুতে গেলেন। বিরাজদাও ঢলে পড়লেন পাশেই তাঁর বিছানায়।

ঠাকুর এখানে থাকলেন আরও কয়েকটা দিন। সাতাশে তারিখে কীর্ত্তন করতে-করতে ঠাকুরের ভাবসমাধি হলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এর দু'দিন পর ঠাকুর ফিরে এলেন হিমাইতপুরে।

তের শ' পঁচিশ সাল। ঠাকুরের প্রচার ক্রমে-ক্রমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সেই সঙ্গে মানুষের মনেও তাঁর সম্বন্ধে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা হতে লাগল। কেউ ভাবতে লাগলেন সেই বুঝি তিনি এসেছেন। আবার কেউ-কেউ সন্দেহ করতে লাগলেন কি জানি কে ইনি? সত্যিকারের কিছু তাঁর মধ্যে আছে কি না কে জানে ইত্যাদি। মানুষের চিন্তাধারা যা-ই থাক—ঠাকুর চলতে লাগলেন তাঁর নির্দ্দিষ্ট পথ ধরে। বুকভরা আকুলতা নিয়ে সকলকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। চুম্বন-স্পর্শে লোকের মনটাকে জয় করে নিতে লাগলেন। সকলকে বলতে লাগলেন ভালবাসার কথা। তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগলেন কয়েকজন ভক্ত। তাঁদের মনেও মাঝে-মাঝে বহু রকমের সন্দেহের প্রশ্ন জাগে। ঠাকুর তা বুঝতে পারেন। তাঁদের প্রশ্ন মীমাংসা করে দিতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাতে লাগলেন ধীরে-ধীরে।

ঠাকুর কিছুদিন আর বাইরে গেলেন না। নফরচন্দ্র ঘোষ ঠাকুরকে তামাক সেজে দিয়ে তারই ফাঁকে-ফাঁকে আশ্রমের ছোট-খাট কাজ শেষ করতে লাগলেন। কিশোরী ও অনন্ত মহারাজ তো নিয়ত তাঁর কাছে থাকেনই। কৃষ্ণচন্দ্র দাস খোকসা-জানিপুর হাই স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে এসে বসে রইলেন। আর ঠাকুরের কাছে নিত্য দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন।

শুধু দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করলেই তো চলে না। সংসার যখন আছে, দু'বেলা দু'মুঠো ভাত তো তাদের জন্যে যোগাড় করতে হবে। কৃষ্ণচন্দ্র কোথায় পাবে টাকা। ঠাকুর ভিক্ষে করে টাকা যোগাড় করে তাকে সাহায্য করতে লাগলেন।

কুষ্টিয়ায় যে আলোড়ন ইতিমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে সেটা থামল না। ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়তে লাগল মানুষের মধ্যে। ঠাকুরের উপদেশ ও উৎসাহে সেখানকার ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামকৃষ্ণ, মহাপ্রাণ যীশু ও হজরত মহম্মদ প্রভৃতি যুগ-প্রবর্ত্তকদের জন্মদিন-উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করতে লাগলেন। এবং সেই সব অনুষ্ঠানে সেই-সেই মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন—

সব মহাপুরুষই এক। যুগে-যুগে তাঁরা আসেন। তাঁরা পূর্ব্ববর্ত্তীকে অবলম্বন করেই পরবর্ত্তী যুগে আগমন করেন। তাঁদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। তাঁরা সকলেই এক ও অন্যের পরিপূরক ইত্যাদি।

লোকজন তাঁদের কথা শুনে মহাপুরুষদের প্রতি অকৃষ্ট হতে লাগল। ভক্তদের কাছেও আসতে লাগল। সভান্তে ভক্তগণ সকলকে খাইয়ে বিদায় দিতে লাগলেন। গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করতে লাগলেন। দিনের পর দিন তাঁরা মরিয়া হয়ে উঠলেন এইসব সৎকার্য্যে। সঙ্গে-সঙ্গে প্রচার করতে লাগলেন তাঁদের গুরুদেবের কথা লোকের কাছে।

কিন্তু—মনে জাগল এক প্রশ্ন একদিন কয়েকজন ভক্তের মনে। আমরা সব মহাপুরুষের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব করি, কীর্ত্তন করি, প্রসাদ-বিতরণ করি ও গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করি। কিন্তু আমাদের ঠাকুরের উৎসব কেন করি না?

ঠিকই তো। সঙ্গে-সঙ্গে অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস, বীরেন্দ্রনাথ রায়, ডাক্তার গোকুলচন্দ্র মণ্ডল, শ্রীশচন্দ্র নন্দী আর অনেকে এই প্রশ্নটাকে সমর্থন করলেন। এবং স্থির করলেন আমাদের ঠাকুরের জন্মদিন পালন আমরাও করবো।

সকলে এক মত হয়ে গেলেন। সামনেই ভাদ্র মাস। এখনও দুই-তিন মাস বাকী আছে। এখন থেকেই প্রস্তুত হওয়া যেতে পারে। কোন চিন্তার কারণ নেই।

পরদিন থেকেই সকলে অন্যান্য গুরুভাইদের কাছে নিজেদের মত জানিয়ে প্রস্তুত হবার জন্য বলে দিলেন। কাজ সুরু হয়ে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই উৎসবের কথা সারা বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছে দিতে হবে। সেইজন্যে আমাদের তেমনভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

কর্ম্মকর্ত্তাগণ একদিন বসে সভা করলেন।

এই বিরাট্ কার্য্যে দায়িত্ব সকলেরই সমান। দায়িত্বে শৈথিল্যতা কারও চলবে না।

সকলে সেইমত কাজে লেগে গেলেন। বিশ্ববাসীর নিকট একটা আহ্বান-পত্র লেখা হল। তাতে প্রচার করা হলো শ্রীশ্রীবিশ্বগুরুর আবির্ভাব। এই উপলক্ষে বিরাট্ মহোৎসব হবে।

"আইস ভাই সকল, আইস বন্ধু সকল, যাঁহার যেভাবে ইচ্ছা আইস, সহজ সরল বিশ্বাসে আইস—যুক্তি-তর্ক বিচার লইয়া আইস—যেভাবে ইচ্ছা একবার তাঁহার সমীপস্থ হও এবং মহাভাব ও সর্ব্বোচ্চ সমাধি অবস্থা দর্শন ও তদ্‌বস্থায় ঘোষিত ভাববাণী শ্রবণ কর,—তৎপর যেরূপ অভিরুচি হয় করিও।

একটা কথা বলিয়া রাখি, যদি হৃদয়ে কিঞ্চিৎমাত্রও প্রকৃত প্রেমের উন্মেষ হইয়া থাকে তবে এই অতিমানব প্রেমসাগরের নিকটস্থ হইলে তুমি প্রেমে বিহ্বল হইয়া যাইবে—হাসিবে, কাঁদিবে, নাচিবে, গাহিবে, কত কি করিবে। ঘৃণা, লজ্জা, ভয় কে জানে কোথায় তিরোহিত হইবে। পরিশেষে চিরানন্দ সিন্ধুনীরে চিরমগ্ন হইতে হইবে। ইতি—

মহোৎসবের স্থান কুষ্টিয়া, ই, বি, আর (নদীয়া)। তারিখ ২৮শে ভাদ্র, ১৪ই সেপ্টেম্বর ও ২৯শে ভাদ্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর। বার—শনি ও রবি, সন ১৩২৫।

কার্য্য-বিবরণী—কীর্ত্তন, ধর্ম্ম-বক্তৃতা, আলোচনা, আবৃত্তি এবং ভোজ্য, পানীয় ও বস্ত্রাদি দ্বারা দরিদ্র-নারায়ণ সেবা।

বিনীত নিবেদকগণ—সর্ব্বশ্রী হরিশচন্দ্র রায়, উকীল; গোকুলচন্দ্র মণ্ডল, এল-এম-এস্; ত্রৈলোক্যনাথ সেন, উকীল; বীরেন্দ্রনাথ রায়, মোক্তার; সতীশচন্দ্র জোয়ারদার, এল-এম-পি; অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোক্তার ; যোগেন্দ্রনাথ সরকার, এম-এ, বি-এল্ ; প্রমথনাথ শিকদার, বি-এল্ ; পূর্ণচন্দ্র সাহা, উকীল ; কৃষ্ণচন্দ্র দাস ; সুশীলচন্দ্র বসু, বি-এ ; পূর্ণচন্দ্র কবিরাজ, বি-এ।

আহ্বান-পত্র ছড়িয়ে পড়ল নানাস্থানে, দেশ-বিদেশে। কুষ্টিয়ার শহরে হুলুস্থুল পড়ে গেল। শ্রদ্ধেয় ব্রজগোপাল দত্তরায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—"নানাস্থানের বহু লোক অর্থ, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী যথাসাধ্য দান করিয়া উৎসবের বিপুল ব্যয়ভার নির্ব্বাহে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কলিকাতার রাস্তায়-রাস্তায় এবং মফস্বলের নানা শহরে বড়-বড় অক্ষরে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন-পত্র দ্বারা এই বিশ্বগুরু আবির্ভাব-উৎসবের সংবাদ চারিদিকে জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্র করা হইল।"

ঠাকুর এর কিছুমাত্র জানতে পারলেন না। তিনি গেলেন মদাপুরে আষাঢ় মাসে। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে চলে এলেন হিমাইতপুরে। সেখানে প্রচুর লোক সৎনামে দীক্ষা গ্রহণ করল।

এ দিকে উৎসবের আয়োজন পূর্ণ হয়ে এলো। ভাদ্রের আর বিশেষ বাকী নেই। এতোদিন পর উৎসবের কর্ম্ম-কর্ত্তারা আশ্রমে এলেন ঠাকুরকে জানাতে। ঠাকুর শুনেই তাঁদের বাধা দিলেন। জানালেন—এই প্রচারে তাঁর কোন আনন্দ নেই। ভাল লাগে না।

কর্ম্ম-কর্ত্তারা শুনে প্রমাদ গুণলেন। তাহলে যে সর্ব্বনাশ। এতে প্রচুর অর্থ ব্যয় ও চারদিকে লোক জানাজানি হয়ে গেছে। না হলে যে মান-সম্মান থাকবে না কারও।

ঠাকুর সে-সব শুনতে চাইলেন না। তিনি শুধু বললেন—আমার জন্মোৎসব না করে এমনি একটা ধর্ম্মোৎসবের মত করুন। নর-নারায়ণের সেবা করুন। ধর্ম্মকথা হোক। কীর্ত্তন হোক।

কর্ম্ম-কর্ত্তারা এতে রাজী হলেন না। ঠাকুরও এই ব্যাপারে কঠোর হয়ে বসে রইলেন। কোনমতেই মত দিলেন না। ঠাকুরের অবস্থা দেখে সকলে হতাশ হয়ে পড়লেন। কোন উপায় স্থির করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না পেরে শেষে চলে গেলেন মনোমোহিনীর কাছে। তিনিও প্রথমে রাজী হলেন না। পরে মনটা তাঁর এই বিপদের কথা শুনে একটু নরম হলো। তিনি গিয়ে পুত্রকে বুঝালেন। ঠাকুর মাকে অস্বীকার করতে পারলেন না। মনোমোহিনী নির্দ্ধারিত দিনেই উৎসব করতে বলে দিলেন। কর্ম্ম-কর্ত্তারা এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলেন। আনন্দে ডগ-মগ হয়ে মনোমোহিনীকে ও ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলেন। ঠাকুর আর কোন কথা বললেন না।

আটাশে ও ঊনত্রিশে ভাদ্র উৎসব সুরু হয়ে গেল। সে কি বিরাট্ আয়োজন। মনোমোহিনী পুত্রকে নিয়ে নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হলেন। ষ্টীমার ঘাটে অগণিত লোক ঠাকুরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য ফুলের মালা ও নানাবিধ উপকরণ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ঠাকুরকে দেখেই সকলে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। ঠাকুর তাঁর মার সঙ্গে-সঙ্গে নীচে নামলেন। যেন কত দীনভাব। বিশ্ব-গুরু নাম দিয়ে যাঁর বিরাট্ জন্মোৎসব হচ্ছে তিনি সেখানে একেবারে নির্ব্বিকার। মনে হয় এই গৌরবে তাঁর এতটুকু আকাঙ্ক্ষা নেই। নীচে নামতেই লোক-সমুদ্র ছুটে এলো ঠাকুরকে মালা-চন্দনে অভ্যর্থনা জানাতে। ঠাকুর মনে-মনে খুবই সঙ্কোচ বোধ করলেন। তিনি হাত দুটো করজোড় করে দাঁড়ালেন সকলের সামনে। তারপর সকলের পূর্ব্বেই তিনি প্রণাম জানালেন সকলকে।

লোকেরা জানাল তাঁকে স্বাগত। ফুল-চন্দনে সাজিয়ে দিল তাঁকে। তারপর তাঁকে ঘরে নিয়ে এলো।

সুরু হলো উৎসব। সে যে কি মহোৎসব লিখে বর্ণনা করা যায় না। যারা চোখে দেখেছেন তারা বলছেন—

"এই উপলক্ষে বিদেশাগত ভদ্র-মহোদয় ও মহিলাবৃন্দের অবস্থানের জন্য স্থানীয় মাড়োয়ারী ব্যবসায়িগণ নিজেদের বহু পাকা বাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কত লোকে যে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা করা কঠিন।.....উৎসবের দুই দিবস কুষ্টিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শহরের সর্ব্বত্র এক মহা সমারোহ ব্যাপার! সহস্র-সহস্র ভিক্ষুককে বস্ত্রদান করা হইল। সুবৃহৎ রন্ধন-শালায় দিবারাত্র খাদ্যদ্রব্য তৈয়ারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রাস্তায়-রাস্তায় রেলের লাইন পাতিয়া ট্রলি বোঝাই করিয়া খাদ্যদ্রব্য পরিবেশনপূর্ব্বক সহস্র-সহস্র লোককে দুইদিন ধরিয়া ভূরিভোজনে তৃপ্ত করা হইয়াছিল। একটি প্রকাণ্ড সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা বৈদ্যুতিক আলোক-মালা ও পত্র-পুষ্প-পতাকায় সুশোভিত করা হইয়াছিল এবং তাহাতে কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও সদালোচনা প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। স্থানীয় যুবকবৃন্দের সাহায্যে একটি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করতঃ এই বিরাট্ ব্যাপারের সমুদয় কার্য্যের যথাযথ শৃঙ্খলা বিধান করা হইয়াছিল।" (শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, পৃঃ ৫৬)

উৎসবের পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর মাকে নিয়ে হিমাইতপুরে চলে এলেন। সেখানে উৎসবের জের চলতে লাগল আরও বেশ কিছুদিন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম প্রচার হয়ে গেল চারদিকে।

এসে গেল আশ্বিন মাস। সেদিন পঁচিশে তারিখ, শনিবার। শারদীয়া সপ্তমী। পূজার দিন। চারদিকে পূজার কাঁসর, ঘণ্টা ও ঢাক বেজে উঠেছে। সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে বসে গল্প করছিলেন অনন্ত মহারাজ, বিরাজদা, শাক্যসিংহদা (উৎসবের সময় এসেছেন) ও অশ্বিনীদা। গল্প হচ্ছিল বিশেষ করে গত উৎসবেরই কথা। অশ্বিনীদা বলছিলেন সব। শ্রীশ্রীঠাকুর মন দিয়ে শুনলেন কিন্তু তেমন উৎসাহ প্রকাশ করলেন না এতে। শুধু দুই-একটা কথা বলে শেষ করলেন। অন্য সব আলোচনা সুরু হলো। শ্রীশ্রীঠাকুর এতেই মেতে উঠলেন। কথা প্রসঙ্গে বললেন—

হুজুর মহারাজ বলেছেন—বেদান্তীর চরম অনুভূতি আর সন্ত মতের চরম অনুভূতি "এক দরজা তফাত"। আবার সে তফাতটাও এত subtle যে তা অনুভব করা প্রায় চলেই না। কদাচিত কেহ পারেন।.....Practically সন্ত মতের সাধনা দ্বারাই ঐ অবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহজে realise করা সম্ভব। বেদান্তীর উপায়ে ঐ অবস্থা কোটিতে একজন realise করতে পারেন। কিন্তু সন্ত মতে তদাপেক্ষা বেশী লোকের উহা realise করা সম্ভব। আর খুব উচ্চ অবস্থায় আদিনাদ সন্ত মত অনুযায়ী নিশ্চয় realised হবে।.....আমি সন্ত মতের কথা বলছি। কারণ, যে-মতে আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণ হয়ে অর্থাৎ সুরত বা আদিম আসক্তি দিয়ে প্রেষ্ঠ ইষ্টে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রত্যেক বৃত্তিপ্রাণ না করে তুলে সমস্ত বৃত্তিগুলিকে তৎ-স্বার্থ-পরায়ণতায় সমষ্টিবদ্ধ করে নিটোল ব্যক্তিত্বে দাঁড়িয়ে সমস্ত জগৎকে তৎতুষ্টিতে নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধান করে ইষ্টস্বার্থের অনুপ্রাণতার সার্থক চলনে চলে অসীম উন্নত উপভোগের অসীম পথে চলতে থাকে। সেইগুলিকেই আমি সন্ত মত ধরে থাকি।..... আর ব্যক্তিত্বকে বৃত্তিপ্রাণ না করে তোলার কথা বললাম কেন জানেন? কারণ, ব্যক্তিত্বকে যত রকমে বৃত্তিপ্রাণ করে তোলা যায়, ততই ঐ ব্যক্তিত্ব অতগুলি বৃত্তিপ্রাণ ব্যক্তিত্বে খণ্ড-খণ্ড হয়ে এক ব্যক্তিত্বে অত বিহীন ব্যক্তিত্ব ঠাসা হয়ে থাকে। আর ঐ প্রত্যেক বৃত্তিরঞ্জিত ব্যক্তিত্বের কোন প্রত্যেক কাজ কারও সাথেই কোন রকম মিল বা সামঞ্জস্য থাকে না। এক-এক সময় সে এক-এক রকম মানুষ হয়ে দাঁড়ায়, অথচ কোনটাই কাউকে সহজভাবে সার্থক করে না।

আলোচনা হতে-হতে বহুক্ষণ কেটে গেল। বেলা হয়ে গিয়েছিল দেখে আজকের মত এইখানে সকলে বৈঠক সমাপ্ত করে উঠে পড়লেন।

দেখতে-দেখতে আশ্বিন মাসও শেষ হতে চলল। গত শ্রাবণ মাসে সুশীলচন্দ্র বসু-মহাশয় এসেছেন আশ্রমে। সেই থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তখন আশ্রম বলতে ঘর-বাড়ী বিশেষ তেমন কিছু ছিল না।

সুশীল বোস লিখেছেন— ".....রাত্রে পদ্মাতীরে ঘরখানিতে মাচার উপরে শ্রীশ্রীঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট শয্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শয়ন করলাম।" ('জীবনের ঝরাপাতা', আলোচনা, পৃঃ ১৬৫, সংখ্যা মাঘ, ১৩৬৯।)

এই পরিবেশটাকে সুশীলদা খুবই ভালবেসে ফেললেন। সেই সঙ্গে ভালবাসলেন আরও অনেককে। পরিবেশটা তাঁর মনে হলো তাঁর বার্দ্ধক্যের বারানসী, শ্রীশ্রীঠাকুরকে মনে হলো যৌবনের সাথী, মাতা মনোমোহিনীকে পেলেন তাঁর মাতৃহারা অন্তরের "জননী-সুলভ স্নেহের প্রতিচ্ছবি"। তাঁদের সকলকে আপন করে নিলেন। মিশে গেলেন এই ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য সঙ্গ লাভ করে জীবনটাকে ধন্য মনে করতে লাগলেন। বহু বাঞ্ছিত বস্তুকে পেয়ে মিটাতে লাগলেন প্রাণের পিপাসা।

দিন যেতে লাগল। কত লোক আসতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে।

সেদিন ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন-মহাশয় এলেন আশ্রমে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁর খুব ভাল লাগল।

বললেন—আপনাকে এভাবে লুকিয়ে থাকলে চলবে না ঠাকুর। বাইরের জগতে আপনার ভাবধারা প্রচারের প্রয়োজন আছে। চলুন কলকাতায়। সেখানেই আপনার প্রকৃত ক্ষেত্র এই প্রচারের।

শ্রীশ্রীঠাকুর এ কথায় কোন সাড়া দিলেন না। ব্যারিষ্টার-মহাশয় কয়েকদিন থেকে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে বললেন—চলুন সুশীলদা, আপনার বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসি। এরপর আমার আর কোথাও যাওয়া হবে কি না বলতে পারছিনে।

সুশীলদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি যাত্রার আয়োজন করে ফেললেন। অনন্ত মহারাজ শুনে সঙ্গে-সঙ্গে মত দিলেন। কিশোরীদা তাঁর ঝাকড়া চুল ও দাড়ি নাচিয়ে বললেন—ঠিক আছে সুশীলদা। গোসাঁইদা তো শোনার সাথে-সাথে আগেই লাফিয়ে উঠেছেন। তাঁর কথা বলে লাভ নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোকনদা যাবেই, নইলে জয়ঢাক বাজাবে কে? কৃষ্ণচন্দ্র দাসও যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। তরণীদা, ননীভাঙ্গীদা ও অন্যান্য কীর্ত্তনের দোহাররা যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সুশীলদা আগেই হরিণাকুণ্ডু চলে গেলেন সব-কিছু ব্যবস্থা করার জন্যে।

হরিণাকুণ্ডু গ্রাম। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়েরই বাস বেশী। ম্যালেরিয়ায় এদের দেহটা শীর্ণকায় করে দিয়ে গেলেও এদের মান, সম্ভ্রম, আভিজাত্য, অহঙ্কার এতটুকু ম্লান করে দিয়ে যেতে পারেনি। এই নিয়ে তাঁরা বেঁচে আছেন।

আলমডাঙ্গা নেমে সকলে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। সঙ্গে রাধাবিনোদ বসু। তিনি সকলকে নিয়ে চলেছেন পথ দেখিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পাল্কী লাগবে না। আমি হেঁটেই যাবো।

পাল্কী ছেড়ে দেওয়া হলো। সকলে চললেন কীর্ত্তন করতে-করতে। খুবই আনন্দ হতে লাগল।

সেদিন ছিল পহেলা কার্ত্তিক, তের শ' পঁচিশ সাল, ইংরেজী আঠারই অক্টোবর, উনিশ শ' আঠার সাল।

খবর পেয়ে গ্রাম ভেঙ্গে এলো লোকজন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে। হলঘর ভর্ত্তি হয়ে গেল। প্রণামের হিড়িকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো। শ্রীশ্রীঠাকুর ক্লান্ত হলেও কাউকে বাধা দিলেন না।

পরদিন। দোশরা কার্ত্তিক। সেদিন কোজাগরী পূর্ণিমা। ঘরে-ঘরে লক্ষ্মী-পূজার শঙ্খ বেজে উঠেছে। নীলাকাশে চাঁদ হেসে-হেসে কি যেন জানিয়ে যাচ্ছে। বুলিয়ে দিচ্ছে তার রূপালী আলো মহাপুরুষের পূত পদ-রজের উপর। জেগে উঠল ঘুমন্ত পল্লী তাঁর চরণ-শব্দে।

যাঁরা এলেন তাঁরা অনেকেই বসে গেলেন আলাপ-আলোচনা করতে। অনন্ত মহারাজ, কিশোরীদা, কেষ্ট দাস, গোসাঁইদা বসে গেলেন এই আলোচনায়।

রাত্রে কীর্ত্তন সুরু হলো। গান জমেও উঠল খুবই। শ্রীশ্রীঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুক্ষণ পর কীর্ত্তনে যোগদান করে নাচতে সুরু করে দিলেন। সকলে ভীড় করে দাঁড়ালেন শ্রীশ্রীঠাকুরের নাচ দেখতে। তাঁর দেহ-ভঙ্গিমা দেখে সকলে তন্ময় হয়ে গেল। প্রাণ দিয়ে উপভোগ করতে লাগল তাঁর প্রতিটি ভঙ্গিমা।

শ্রীশ্রীঠাকুর নেচে চলেছেন ঠমকে-ঠমকে। অর্দ্ধোত্থিত বাহুদ্বয় কিঞ্চিৎ প্রসারিত করে কি আবেগ, কি পরিবেশ যে সৃষ্টি করেছেন সে-সব চোখে না দেখলে বোঝা যায় না।

অনেকক্ষণ কেটে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। অনন্ত মহারাজ বুঝতে পেরে তাঁকে ধরে ফেললেন। তারপর ধীরে-ধীরে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখখানা দীপ্ত হয়ে উঠল। ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা থর-থর করে অনেকক্ষণ কাঁপতে লাগল। তিনি উদাত্ত স্বরে বলতে লাগলেন—

বাপ রে বাপ! কি ভীষণ অন্ধকার! দুর্ভেদ্য! আর যে ঢুকতে পারছি না। কে আছ? বিরাট্ অন্ধকার। কারও সাড়া নাই, কারও শব্দ নাই, কেবল ঘোর অন্ধকারের স্তূপ। একি একি? এ কেমন? আর কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। সব গেল! সব হারিয়ে গেল, যা ছিল—সব যায়-যায় আর কিছুই থাকে না। এ যে সব সত্তা হারিয়ে যাচ্ছে! ঘুম, এ ঘুমে জেগে থাকা কঠিন। সব ঘুমিয়ে যাচ্ছে, ও ঘুম মধুর বড়। ২

.....দেখ যত দেবে তত পাবে। দেখ, তুমি কষ্ট পাচ্ছ? তুমি দুঃখ পাচ্ছ? একবার ভুলে যাও, ফেলে দাও, তোমার বলতে কিছু রেখো না, জগত তোমার পায়ে গড়াবে। যাকে একটু ভালবেসেছ, একটু যার মঙ্গল চিন্তা করেছ, সেই তোমার দাস, পদানত হয়ে গেছে। ভালবাসা দাও, কিন্তু ভালবাসা চেও না। মানুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি চায়? মানুষের কিছুর অভাব নাই, মানুষ একটু সহানুভূতি চায়। মানুষ সব পূর্ণ, চায় সুখ, শান্তি। ৪

তেশরা কার্ত্তিক।

হলঘরে লোকজন ভীড় করে বসে আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর নড়াইল জমিদারীর নায়েব শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের কোলে শুয়ে কথাবার্ত্তা বলছিলেন। কথাবার্ত্তা শেষ হলে নায়েব-মহাশয় ভজন গান ধরলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর অপূর্ব্ব। গানটাও অতি মধুর। সকলে তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের মাথাটা গায়কের কোল থেকে সরিয়ে নিয়ে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লেন। গানটা তাঁর খুবই ভাল লাগছিল। ভাব জাগছিল মনে। কিছুক্ষণ পর তাঁর ভাব-সমাধি হবার উপক্রম হলো। অনন্ত মহারাজ তাঁর মাথাটা বালিশ থেকে সরিয়ে নিয়ে ধীরে-ধীরে মাটিতে রেখে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর সেই অবস্থায় বলতে লাগলেন (সপ্ততিতম দিবসের বাণী)—

.....যদি খেলা ভুলতে চাও, মুক্ত বদ্ধের পারে যাও; আর যদি জীবন্মুক্ত হতে চাও, তবে স্মরণ কর তুমি চৈতন্য, মুক্ত-চৈতন্য তোমার ভিতর। ৩

যত ব্যথা, যত কষ্ট, যত দুঃখ দৈন্য সব আমার; আমি করি সব; আমিই নাচি, গাই, বাজাই, আমিই অনন্ত, আমি শান্ত, আমিই চন্দ্র, আমি সূর্য্য, আমি বালিকণা। আমি সৃষ্টি করি নাই, সৃষ্ট হয়েছি। ৪

চৈতন্য ফিরে এলে আজও শ্রীশ্রীঠাকুর জল চেয়ে পান করলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। হরিণাকুণ্ডুতে বহুজনে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আশ্রয় প্রার্থনা চেয়ে সৎনামে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

কয়েকদিন কেটে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর বীরুদার পরামর্শে সেখান থেকে বরাহনগর শরৎ দের বাগান-বাড়ীতে এসে উঠলেন। সেদিন আটাশে অক্টোবর, রবিবার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরৎ দে-মহাশয় খুবই সজ্জন লোক—পাগল হরনাথের শিষ্য। শ্রীশ্রীঠাকুরকে পেয়ে তিনি খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। সর্ব্বরকমের ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁর লোকজনদের কোন অসুবিধে না হয়। নিস্তব্ধ বাগান-বাড়ী মুখরিত হয়ে উঠল জনকলরবে। কীর্ত্তনের ঝংকারে চঞ্চল হয়ে উঠল সেখানকার গাছ-পালা, পশু-পক্ষী প্রতিটি অণু-পরমাণু। শরৎ দে-মহাশয় জানালেন তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সকলকে। পাঁচটা দিন কেটে গেল মহা-আনন্দে। শ্রীশ্রীঠাকুর বিদায় নিতে চাইলেন এবার। শরৎ দে-মহাশয় একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই শ্রীশ্রীঠাকুরকে বিদায় দিলেন। তাঁর প্রাণটা ভরে উঠেছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ লাভ করে। বিদায়ের সময় সকলে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যাত্রাকালে লক্ষ্য করলেন একজন সন্ন্যাসিনী তাঁদের সঙ্গে-সঙ্গে চলেছেন। তিনি গেরুয়াবসনা। বয়স বেশী নয়। তেমন রূপবতী না হলেও যৌবনের লাবণ্য তাঁর অঙ্গে-অঙ্গে ফুটে উঠেছে। নাম হরিদাসী। ভাল গান করতে পারেন। চোখ-মুখ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় তিনি বেশ বুদ্ধিমতী। শ্রীশ্রীঠাকুর শুধু তাঁকে লক্ষ্য করলেন কিন্তু কিছু বললেন না। সকলে বেরিয়ে পড়লেন। কিছু সংখ্যক লোক সেখান থেকে চলে গেলেন হিমাইতপুরে। কিছু সংখ্যক লোক রয়ে গেলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে। সকলেই এবার নৈহাটি যাবেন। শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীঠাকুরের আত্মীয়। এইখানে তিনি পাঠ্যাবস্থায় কিছুদিন কাটিয়েছেন। সন্ন্যাসিনী কিন্তু কোথায়ও গেলেন না। নৈহাটির দলেই রয়ে গেলেন। নৈহাটিতে এসেও মহানন্দে দিনগুলি কাটতে লাগল। বহুজন দীক্ষা গ্রহণ করলেন। কলকাতার নাম-করা হোমিও ডাক্তার বারিদবরণ মুখার্জ্জী, গণিতশাস্ত্র-বিশারদ যোগেন সেন ও আরও অনেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। সেখান থেকে বিদায় নেবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ন্যাসিনীকে লক্ষ্য করে সতীশ জোয়ারদারকে বললেন—এই সন্ন্যাসিনী-মা এখানে এলেন কেন জিজ্ঞেস করুন তো?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসিনী-মা সতীশদার কথার উত্তরে বললেন—তোমাদের ঠাকুর চলে এলে মনটা আমার কেমন হয়ে গেল। তাই ছুটে এলুম। আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা। শরৎবাবু আমাকে ভাল করেই চেনেন। তোমরা আমাকে ত্যাগ করো না। তোমাদের ঠাকুরের সঙ্গ করতে দাও।

কিন্তু—সতীশদা সন্ন্যাসিনীকে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, সন্ন্যাসিনী তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—এর মধ্যে কিন্তু নেই। তোমরা আপত্তি করো না, এই আমার অনুরোধ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সতীশদার কথা শুনে বললেন—ঠিক আছে। ও যদি কুষ্টিয়াতে আপনার কাছে থেকে হোমিওপ্যাথি শিখে মেয়েদের মধ্যে ডাক্তারী করতে রাজী থাকে তবেই যেতে পারে। নইলে যাওয়াটা ওর উচিত নয়।

সন্ন্যাসিনী খুবই বুদ্ধিমতী। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় অমত করলেন না। সতীশদার কথার সঙ্গে-সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। সতীশদা তাঁকে নিয়ে নিজের বাসায় রাখলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও অন্যান্য সকলে পাবনায় চলে এলেন।

অগ্রহায়ণ মাস। হিমেল হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। শীতের গোধূলি ধূসর হয়ে উঠেছে ধরণীর বুকে।

পরদিন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কুটিরে বসে গল্প করছিলেন। এমন সময় সহসা সেই সন্ন্যাসিনীকে দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন।

সন্ন্যাসিনী জানালেন তাঁর সেখানে ভাল লাগল না তাই তিনি চলে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে চুপ করে রইলেন। কোন কথা বললেন না।

কিছুদিন পর। সেদিন তেরই অগ্রহায়ণ। শাক্যসিংহদা ও অশ্বিনীদা কিছু হলো না, কাম-কাঞ্চনের আসক্তি গেল না বলে ইত্যাদি রকমের শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে বসে আক্ষেপ করছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের চিন্তাধারার মোড় ফিরিয়ে নিয়ে বললেন—দেখুন, হয় আম-মোক্তার দিতে হয়, না হয় করে দেখতে হয়। কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করবেনও না আবার তা-ও দেবেন না। সাধন-ভজন কিছু করবো না অথচ হঠাৎ একটা ঘোর পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে, এ রকমটা হয় না দাদা। কারণ, তা নিয়ম নয় এবং তা হলেও ফল নেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—দেখুন, একবার যখন ছাপ মারা গেছে তখন কিন্তু আর ভয় নেই। কতবার এ-কথা বলেছি, অন্ততঃ এই কথাটাতে বিশ্বাস করতে হয়। আর আমি তো এ কথার এতটুকুও ফের রেখে বলিনি। যতই খোলসা করে বলেছি ততই বিশ্বাস করতে দেরী করছেন। আমি সত্যি করে বলছি (উচ্চৈঃস্বরে) সত্যি, সত্যি, সত্যি। আর সব কথা যদি অসত্য হয়ে যাওয়াও সহজ হয়, তবুও এ কথা সত্যই যে কোনও ভয় নেই। বলতে-বলতে তাঁর সুন্দর মুখখানা লাল হয়ে উঠল। তার-পর কণ্ঠস্বরটা গম্ভীর করে বললেন—পরমপিতার কৃপায় আপনাদের কোন ভয় নেই। যা চান তাই পাবেন—কেবল বিশ্বাস করুন। বিশ্বাস করলে ঠকাটা কি।.....কত জন্ম তো গেছে। আর-একটা না হয় যাবে। একবার দেখুনই না।

সামনে বসে যাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি শুনছিলেন তাঁরা ক্ষণিকের জন্য তন্ময় হয়ে রইলেন। এমন বাণী তাঁর কেউ কখনও শোনেননি। তিনি বহুবার এই কথা নানাস্থলে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আজকের কথাগুলি তাঁদের প্রাণে যেন অপরিসীম একটা শক্তি সঞ্চার করে দিয়ে গেল। সকলে চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল। আর কেউ প্রশ্ন করলেন না।

রাতের অন্ধকার ঘন হয়ে সারা পৃথিবীটাকে নিঝুম-নিস্তব্ধ করে দিয়েছে। শুধু একটা প্রদীপ ঘরের এক কোণে স্থির হয়ে এই বিরাট্ সত্যের সাক্ষীস্বরূপ জ্বল-জ্বল করে জ্বলছিল। ঘরের সমস্ত জানালা, কবাট বন্ধ। বাইরের শীতার্ত্ত বাতাস বন্ধ জানালায় বাধা পেয়ে ঘরে ঢুকতে পারছিল না। নফর ঘোষ তামাক দিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আনমনে নলটা হাতে নিয়ে হুঁকোটা টানতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগলেন। কিছুক্ষণ কেটে গেল এমনিভাবে। তামাকের ধুয়ো মিঠে-কড়া গন্ধ ছড়িয়ে ভিতরের বাতাসটাকে ভারী করে দিল। কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীঠাকুরই ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন এবং কথায়-কথায় বললেন—দেখুন, কর্ম্মফল ফলেই এবং শরীর ও মনের উপর তার action হয়ই। জ্ঞানী সোঽহং জ্ঞানে শরীর-মন ছেড়ে ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করেন। শরীর, মন কর্ম্মফল উপস্থিত হলে তা তাঁর গ্রাহ্যের বিষয় হয় না। আর ভক্ত ভগবানে নির্ভর করায় ঐ সব কর্ম্মফল এলে তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে বলে সমস্তই রাজী হয়ে গ্রহণ করে। অর্থাৎ তাতে বিচলিত হয় না। আর সদ্‌গুরু লাভ হলে তার পরমপিতার কৃপায় নির্ভরশীল ভক্তের কর্ম্মের অশুভ ফলগুলি এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে তাতে দুঃখের বদলে সুখই অনুভূত হয়। তারপর অশ্বিনীদার দিকে তাকিয়ে বললেন—যেমন অশ্বিনীদার বাড়ীর মায়ের কোমরে বেদনা এবং তাতে হাতুড়ীর আঘাতে আরাম বোধ। তার কর্ম্মফলে হাতুড়ীর আঘাত এবং কোমরে ব্যথা এ দুটোই ছিল। পরমপিতার কৃপায় এই দুটো এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হলো যে তাতে কষ্ট না হয়ে বরং সুখ বোধ হয়ে দুটো পীড়াদায়ক কর্ম্মফল ঐভাবে ভোগ হয়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর এমনি করে লোকদের বলতে লাগলেন। চলতে লাগল আলাপ-আলোচনা দিনের পর দিন। লোক এলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের নিয়েই মেতে উঠতে লাগলেন। কীর্ত্তনে আর তেমন যোগদান করেন না। প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। সমাধিও তাঁর বিশেষ হয় না। আজকাল কয়েক জন ভক্তের কীর্ত্তনের সময় সমাধি হবার উপক্রম হয় বলে তিনি আর সেখানে থাকেন না। শুধু লোকজন এলে তাদের নিয়ে নানা প্রকার গল্প করতে থাকেন। আশ্রমের দুই-একটা বিশেষ কাজকর্ম্মের ভার শ্রীশ্রীঠাকুর কৃষ্ণচন্দ্রের উপর ন্যস্ত করে তিনি এইদিকে ব্যস্ত রইলেন। দিন দুই পর বীরু রায় কলকাতা থেকে আশ্রমে এলেন। নিউ এরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাবলিশিং কোম্পানী থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের রচিত "সত্যানুসরণ" ও ভাববাণী প্রথম পনর দিনেরটা এক সঙ্গে করে "Holy Book" (পুণ্যপুঁথি) নাম দিয়ে ছেপে এনেছেন। বীরু রায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে খুশী হলেন, কিন্তু কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করলেন না। শুধু পুণ্যপুঁথির ভাবার্থ প্রকাশ সম্বন্ধেই তাঁর একটু আপত্তি আছে তাই জানালেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গ বেশীক্ষণ চলল না। শ্রীশ্রীঠাকুর যে-সব নিয়ে আলোচনা করছিলেন তাই পুনরায় শুরু করে দিলেন। বলতে লাগলেন—তচ্চিত্ত তদ্‌গত প্রাণ-তাই মানুষকে তৎ স্বার্থপরায়ণ করে তোলে, আর এই রকমটাই মানুষকে তাঁর প্রয়োজন অন্বেষণা ও তা পাওয়ার সুবিধার আকূতিতে তেমনতর চরিত্রবান্ করে তোলে, আর এই আচার-ব্যবহার, ভাব-ভঙ্গী কথাবার্ত্তা, চাল-চলন, কর্ম্ম ইত্যাদি সমন্বিত চরিত্রই হচ্ছে মানুষের সম্পদ্। এই চরিত্র যার যেমন, যতকে সেবা, সহানুভূতি, সাহায্যের ভিতর-দিয়ে পরিপূরণ করে তুলতে পারে, সে তত লোকের স্বার্থ-কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ থেমে পুনরায় বললেন—character form না করে preach করে বড় বড় কথা, miracle-এর গল্প করে কি তর্কে পরাস্ত করে কাকেও একমত থেকে মতান্তরে নিয়ে গেলে তা বড় স্থায়ী হয় না। আর-একজন তার চেয়ে বড়-বড় কথা miracle আদি ও যুক্তি দিয়ে আবার তাকে আর-এক মতে নিতে পারে ....আপনারা এমন-এমন হন যাতে সেইরূপ আপনাদের দেখে charmed হয়ে আসে।

অশ্বিনীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে মনে-মনে ভাবছেন এই হেন চরিত্র গড়ে তোলা কি সম্ভব! শ্রীশ্রীঠাকুর তক্ষুণি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—Do and you shall be able to do.

অশ্বিনীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে একটু ভরসা পেলেন এবং মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলেন—ঠাকুর, আপনার নির্দ্দেশ মতই চলবার চেষ্টা করবো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঠাকুর কথার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন—এই যে সব মহামহোৎসবাদি কার্য্য, এই যে-সব জগতে একটা সাড়া দেবার জন্য করলেন, ঝাঁকি দিলেন, তাতে পুরো ফল পেলেন না কেন? কতকটা বেকুবের মত কাজ করেছেন। আমার সব কথা শোনেননি। ওসব করা ঠিকই হয়েছে, কিন্তু আমাকে লোকের সম্মুখে খাড়া করবার, আমাকে জগতে ওরূপভাবে প্রকাশ বা প্রচার করবার ইচ্ছায় ওটা না করলে আরও ফল হতো।

অশ্বিনীদা বিনীত কণ্ঠে বললেন—আমাদের দিয়ে যে অতো কাজ হতো না ঠাকুর। আমাদের ব্যক্তিত্বের মূল্য কতটুকু? লোকে আসবেই বা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐ জন্যেই তো বলছি আপনারা নিজে ফুটে উঠুন, সামনে দাঁড়ান, কাজ করুন। তাহলে বেশী কাজ হবে। বরাবর বলে আসছি তা মানছেন কৈ? নিজেরা একটা-একটা position secure করুন লোকের চক্ষে; সমাজের চক্ষে বড় হয়ে দাঁড়ান; উপরে উঠুন, তারপর সেখান থেকে অগ্নিবর্ষণ করুন জগতের পাপ-তাপ সব পুড়ে যাবে।

এরপর অশ্বিনীদা আর কোন কথা বললেন না।

কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের বলা শেষ হয় না। দিন গড়িয়ে রাত্রির দিকে চলে যায়। আবার আলোচনার বৈঠক সুরু হয় সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়ে। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবেগে বলতে থাকেন—তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। যাতে মানুষের অনুসরণ করতে সহজ বোধ হয়। সকলকে সত্যিকারের দেব-চরিত্র করে তোলবার তাঁর কি না আকূতি। তাই কত স্নেহ-ভালবাসা, কত উপদেশ দিয়ে যেতে লাগলেন দিনরাত।

সন্ধ্যাবেলা কথাপ্রসঙ্গে বলতে লাগলেন—লোকের দোষ দেখা বা দেখান যে তাদের দূরে ঠেলে দেওয়া। Sympathy করুন। Sympathy হচ্ছে universal solvent. (বলা বাহুল্য ইতি-পূর্ব্বে এই ধরণের একটা ঘটনা ভক্তদের মধ্যে হয়ে গেছে তারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূত্র ধরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন) যদি বলতে হয় কারও দুর্ব্বলতার কথা—তবে এমনিভাবে বলবেন যে তাকে directly বলছেন না বুঝায়, নিজের উপর দিয়ে কথা বলবেন। আর ঐ দুর্ব্বলতাটি অতি গুরুতর ব্যাপার এমনভাবেও depict করবেন না। বলবেন—ভাই, আমারও এই রকম, এই রকম হতো ও তাতে এই সব করতেম, এমনি করে এই ফল পেয়েছি, বিশেষ কিছু শক্ত নয়—সাহস, ভরসা দেবেন।

উপস্থিত সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশগুলো মনোযোগ-সহকারে শুনতে লাগলেন। যাঁদের এই ত্রুটিটা হয়েছিল তাঁরা সংশোধন করে নেবেন বলে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলেন। কত উপদেশ, কত সাহস, ভরসা যে শ্রীশ্রীঠাকুর পরম দরদীর মত, স্নেহময় পিতার মত সকলকে দিতে লাগলেন তার ইয়ত্তা নেই। শুধু বৈঠকে নয়, শুধু কথাবার্ত্তা দিয়েও নয়, বাস্তবের সঙ্গে যোগসূত্র রেখে তিনি মানুষকে বলতে লাগলেন। যাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য সঙ্গ করতে পারছেন না, দূর থেকে নিজেদের ব্যথা-বেদনার কথা জানিয়ে সান্ত্বনা চাচ্ছিলেন—শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের চিঠি লিখে, সাহস, ভরসা, যুক্তি, বুদ্ধি দিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

দিন কয়েক হলো একটি চিঠি শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে এসে পড়েছে। একটি দাদা তাঁর পুত্র-বিয়োগের কথা উল্লেখ করে ব্যথায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে কত কি জানিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই চিঠি পড়ে খুবই মর্ম্মাহত হয়ে পড়লেন। দুই-একজনের কাছে সেই কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে ব্যথায় যেন তাঁর বুকখানা ফেটে যাবার উপক্রম হতে লাগল। কয়েকদিন ভালমত কারও সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারলেন না। দিন কয়েক পর সেই ভদ্রলোককে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাদা আমার!

আমি মৃত্যুকে রোধ করতে পারি নাই। তবে চেষ্টা করি,—নিস্তারের উপায় যা পেয়েছি, বুঝেছি—যা তিনি জানিয়েছেন তা প্রাণপণে আপনাদের জানাতে চেষ্টা করি—তা যতদূর সম্ভব সতর্ক-ভাবেই।

দাদা! আমি নিজেই জরামরণশীল—এখনও কি করে মরণকে স্তব্ধ করব, নিঃশেষ করব—তাঁর দয়ায় এ দান পাওয়ার উপযুক্ত হতে বোধহয় পারিনি। তবে যতদিন থাকি চেষ্টা করব, প্রার্থনা করব—পেতে।

চিঠিখানা সমাপ্ত করে ডাকে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু মনটা তাঁর তখনও সুস্থ হলো না। দিন কয়েক কাটল তাঁর এমনি অবসাদে। সেদিন আটাশে পৌষ, রবিবার। অশ্বিনীদা আশ্রমে ছিলেন। সকালবেলা কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন—দেখুন, জগতে এই যে রোগযন্ত্রণা, এত অকালমৃত্যু, এ নিরাকরণের একটা উপায় করতে পারেন? এর জন্যে আপনাদের প্রাণ কাঁদে না? এর জন্যে আপনারা কেউ চেষ্টা করতে পারেন না?.....যদি অকালমৃত্যু নিবারণ করা যায় তবে ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই এতে উপকৃত হবে...।

অশ্বিনীদা বললেন—সে তো আপনার দয়ায় অসম্ভব নয় ঠাকুর। আপনিই তো খোকা ডাক্তারের বাড়ীতে experiment করে একটা মরা পোকাকে জ্যান্ত করে দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—রোগগ্রস্ত ও মৃতকল্প ব্যক্তিদের নামের কম্পন দ্বারা বাঁচান সম্ভব। তাই দেখে কুষ্টিয়াতে সৎসঙ্গীরা Life Research Society করেছিলেন। তাতে কাজও হয়েছিল খুব। কিন্তু তা তো বেশীদিন টিকল না।

সুশীলদা নিকটেই বসেছিলেন। তিনি বললেন—আমারও একটা experiment করা আছে। শ্রীকান্ত সরকারকে আমরা কয়েকজনে তিনদিন দিনরাত নাম করে বাঁচিয়ে তুলেছিলাম। তার-পর আর কোনদিন চেষ্টা করিনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যা টিকেনি তা দিয়ে তো মানুষের কোন কাজ হবে না। এমন কিছু করতে হবে যাতে মানুষকে life-long service দেওয়া যেতে পারে। তেমনি একটা কিছু করতে হবে। নইলে লাভ কি ?

রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে কি চিন্তা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই ভিতর থেকে আহারের ডাক এলো। তিনি আর কিছু না বলে ধীরে-ধীরে উঠে পড়লেন।

দিন কতক হলো শাক্যসিংহদা এসেছেন আশ্রমে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে কলকাতায় নিয়ে যাবেন ঠিক করেছেন। তাঁর পিতা ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন-মহাশয়ই তাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছে যাঁর চরণে ঠাঁই নিয়েছেন তাঁকে নিজ বাড়ীতে রেখে লোকের কাছে প্রচার করে বেড়াবেন কিছুদিন। তিনি পুত্রকে বললেনও—যে ভুল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জীবিতাবস্থায় একবার হয়ে গেছে, সে ভুল আর এবার করবো না। তাঁর প্রচার আমাকে করতেই হবে।

শাক্যসিংহদা পিতার কথা মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করতে পারলেন। তাই ছুটে এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়ে যেতে। শ্রীশ্রীঠাকুর শাক্যদার অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। মাতা মনোমোহিনীকে ও সুশীলদাকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। শাক্যদার বাড়ী কারবালা ট্যাঙ্ক লেনে। হেদুয়ার কাছাকাছি। চন্দ্রশেখর-মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরকে পেয়ে মহা উল্লসিত হয়ে উঠলেন। তাঁর আজ কি মহাসৌভাগ্য। তিনি গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে তারপর মনোমোহিনীকে প্রণাম করলেন। বাড়ীতে আয়োজন করলেন প্রচুর। আজ তাঁর বাড়ীতে মহা অতিথি। তাঁর সৌভাগ্যের অন্ত নেই। পূর্ণ হয়েছে আজ তাঁর মনস্কামনা। তিনি চঞ্চল বক্ষে বেরিয়ে গেলেন তাঁর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের কাছে খবর জানাতে। তিনি একজন থিয়োসফির বড় পাণ্ডা। সবাইকে সেখানে জানালেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা। সঙ্গে দুই-চারজন ব্যারিষ্টার বন্ধু এলেন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে। কয়েকজন দীক্ষাও গ্রহণ করলেন। বেশ কেটে গেল কয়েকটা দিন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই নূতন পরিবেশে এক সুন্দর ভাব সৃষ্টি করলেন।

চন্দ্রশেখরবাবু তাই লক্ষ্য করে কথায়-কথায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে একদিন বললেন—এখন আমার একান্ত ইচ্ছে, যারা সত্যিকারের পিপাসু, তাদের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া। আর তাঁকে ঘরের কোণে রাখতে চাইনে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুনরায় বলতে লাগলেন (তাঁর মুখখানাও ভাবে গদ-গদ)—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যখন জীবিত ছিলেন তখন তাঁর অনেক নিন্দাই শুনতুম। তিনি ভাল ও সুন্দর ছেলেদের খারাপ করেন। তবুও একদিন তাঁকে দেখবার জন্য দক্ষিণেশ্বর গেলুম। তাঁর সেই ছোট ঘরটিতে বসে তিনি তখন কয়েকজনের সাথে গল্প করছিলেন। বঙ্কিম চাটুজ্জ্যের কথা হচ্ছিল। তিনি বলছেন—তোদের বঙ্কিমের সাথে দেখা হলো। তোদের বঙ্কিম বললো—মানব জীবনের উদ্দেশ্য আহার, নিদ্রা, মৈথুন। মূলো খেলে মূলোর ঢেকুরই ওঠে। আমরা ইয়ং বেঙ্গল তখন বঙ্কিমের নাম বলতে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। কাজেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে এ কথা শুনে মোটেই ভাল লাগল না। ভাবলুম নিজে লেখাপড়া জানেন না, কি না? কাজেই বঙ্কিমের মর্ম্ম কি বুঝবেন? বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে চলে এলুম। তবুও কিছুদিন বাদে আবার একদিন গেলুম কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে। সেদিনও আমাদের কয়েকজনকে লক্ষ্য করে বললেন—ওগো তোমরা সব বিল্ডিং আদি দেখগে, যাও। তারপর আরেক দিন গেছলুম। সেদিন মাইকেল মধুসূদন দত্তের নিন্দা শুনলুম তাঁর মুখে। বিরক্ত হয়ে চলে এলুম। তারপর আর যাইনি। তিনি জীবিত থাকতে তাঁকে দেখে কোনদিনও তাঁর সম্বন্ধে কোন ভাল ধারণা নিয়ে আসতে পারিনি। তিনি মারা গেলে পর এবং শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত বের হলে তা পড়ে দেখি যে সত্যিই তিনি একজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপুরুষ ছিলেন। আর থিয়োসফির কথা বলছেন, আমি তাদের আভ্যন্তরীণ বিভাগের একজন প্রাচীন সভ্য। এতকাল তাদের মতে সাধনা করে দেখেছি, কিছুই পাইনি। মনে হলো, আমার চেয়ে এ মতে অভিজ্ঞ হীরেন দত্ত-মশাই আছেন। তিনি হয়তো কিছু পেয়ে থাকবেন। একবার মাদ্রাজ থিয়োসফিক্যাল সম্মেলনে হীরেনবাবুর সঙ্গে এক সাথে ট্রেনে যাচ্ছিলুম। সুবিধা পেয়ে হীরেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলুম—এত দিন তো এ মতে সাধনা করে বিশেষ-কিছু পেলুম না। আপনি কি কিছু পেয়েছেন? তখন তিনি বললেন—তিনিও কিছু পাননি। তিনি আরো বললেন—এ্যানি বেসান্ত হয়তো কিছু পেয়েছেন। হীরেনবাবুর এ কথা শুনে এ মত সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হলো। শাক্যকে পাঠালাম বিশ্বগুরু মহোৎসবে তাঁকে দেখে আসতে। শাক্য দেখে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর-সম্বন্ধে খুবই উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করল। মনে ভাবলুম জীবিত থাকতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে ভুল বুঝে হারিয়েছি। এবার যেন ভুল না করি।

সুশীলদা কাছে বসে চন্দ্রশেখরবাবুর গল্প শুনছিলেন। তাঁর কথা সমাপ্ত হলে সুশীলদা বললেন—এবার আপনি ঠিকই ধরেছেন—ভুল হয়নি।

চন্দ্রশেখরবাবু শুনে মনে-মনে একটু গৌরব বোধ করলেন। তারপর বলতে লাগলেন—"হিমাইতপুর আশ্রমে যেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখে তাঁর অদ্ভুত সারল্যে মুগ্ধ হলুম। তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে তৃপ্তি পেলুম, তাঁর শরণাপন্ন হয়ে ধন্য হলুম।" (মানসতীর্থ পরিক্রমা, আলোচনা, পৃঃ ৬৫১, আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৭০ সাল।)

এখন আমার ইচ্ছে সবার মাঝে তাঁকে ছড়িয়ে দেই—তিনি যুগ-যুগান্তর ধরে তাদের মাঝখানে বেঁচে থাকুন, তারাও শ্রীশ্রীঠাকুরকে পেয়ে ধন্য হোক। সুশীলদা ভক্তের কথা শুনে তৃপ্ত হলেন। বললেন—বড় ভাল লাগল আপনার কথা শুনে। আপনার আশা পূর্ণ হোক এই আমাদের একান্ত ইচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কয়েক দিন কেটে গেল নানা প্রকার আলাপ-আলোচনায়। এইবার বিদায়ের পালা।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আশ্রমে চলে এলেন। বাবলা ও ভাঁটবনে ঘেরা আশ্রমটি আবার জন-মুখরিত হয়ে উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর চলে গেলে আশ্রম একেবারে ফাঁকা হয়ে ওঠে—তিনি ফিরে এলে আবার ভরে যায়। লোকজন তাঁর কাছে ছুটে আসে। শ্রীশ্রীঠাকুর সকাল সন্ধ্যায় বাঁশের মাচার উপর বসে সকলের সঙ্গে আলাপ করতে থাকেন। আর্ত্ত যারা, জিজ্ঞাসু যারা শুনে তৃপ্ত হয়।

দিন যেতে থাকে। ধীরে-ধীরে মাসও শেষ হয়ে যায়। শীত চলে গিয়ে ফাগুনের মিঠে হাওয়া বইতে থাকে। আশ্রম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরে ওঠে। পদ্মার কুলকুল শব্দ নিস্তব্ধ আশ্রমের বাতাসে-বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। দিন কতক হলো দুটো মাচা করা হয়েছে। তার মধ্যে বসে ভক্তরা সাধন-ভজন করতে লাগলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ধ্যানে বসে মনের কোন্ চরম স্তরে চলে যান তার ঠিক নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর সাধকদের প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন—কেমন হচ্ছে? জানান তাঁরা তাঁদের অনুভূতির কথা। শ্রীশ্রীঠাকুরও বলতে থাকেন সেই সময় নিজের জীবনের বহু অনুভূতির দুই-একটা কথা। এমনি করে দিন চলতে থাকে। নিশাবসান হলে শ্রীশ্রীঠাকুর দূরে পথ পানে তাকিয়ে থাকেন কেউ যদি আসে আজ। মহানন্দ হবে তাঁর। মানুষ ছাড়া থাকতে তাঁর ভাল লাগে না। যেদিন লোকজন কেউ আসে না, শ্রীশ্রীঠাকুরের মন বিষাদে ভরে উঠে। দূরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কেউ বুঝি এলো না রে নফর।

নফরদা তামাক সেজে দিতে এসে কলকেটা রাখতে-রাখতে বলেন—কৈ, কাউকে তো আসতে দেখছিনে ঠাকুর।

শ্রীশ্রীঠাকুর চুপ করে থাকেন। দীর্ঘশ্বাস তাঁর বুক চিরে বেরিয়ে পড়ে। আনমনা হয়ে তামাক টানতে থাকেন।

সেদিন শনিবার। তেসরা ফাল্গুন। অশ্বিনীদা আদালতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজ শেষ করে আশ্রমে চলে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। কুষ্টিয়ার অন্যান্য সকলের কথা জিজ্ঞেস করলেন কে কেমন আছেন। অশ্বিনীদা সকলের খবর জানালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খবর পেয়ে খুশী হলেন। সেদিন রাত্রে অনেক কথা-বার্ত্তা হল।

পরদিন রবিবার। সেদিন আরও অনেক আলোচনা হলো। শ্রীশ্রীঠাকুর অশ্বিনীদাকে একবার ডেকে গম্ভীরভাবে বললেন—কি করতে হবে জানেন? জগতে আজ পর্য্যন্ত যত-যত মহাপুরুষ অবতারাদি এসেছেন তাঁরা যা করে গেছেন সেই সনাতন সত্যের উপরে দাঁড়িয়ে এখন আমাদের এমন পাকা রাস্তা করে দিয়ে যেতে হবে যাতে সবাই অনায়াসে চরম ধামে যেতে পারে অর্থাৎ সত্যযুগ এনে দিতে হবে,—সবটার ভিতর সেই সনাতন সত্য-স্বরূপকে দেখিয়ে দিতে হবে। যত department আছে, যত বিভাগ আছে, যত ধর্ম্ম-মতবাদ আছে—যেমন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান; সমাজে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, আইনে, সব তাতে, সব দিক-দিয়ে সেই একই সনাতন সত্যে পৌঁছান যায় দেখাতে হবে। অতি সাধারণ যে জাগতিক ব্যাপার তাহা, আর অসাধারণ যে-সব কার্য্য তাহা হইতেও সেই এক সনাতন সত্য পাওয়া যায়, তাই করিয়ে দেখাতে হবে।.....তা যত দিন না করেছেন তত দিন কারও নিস্তার নাই.....এই করে দেখাবার জন্য নানা department of work; যথা আশ্রম, কীর্ত্তন, বাণিজ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান; নানা দিকে, নানা কাজে সৃষ্টি করতে বলা। তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন—আমার এই অকিঞ্চিৎকর গেঁটে কানাকড়ি জীবন যদি পরমপিতার অনুপ্রেরণে জীবন-বৃদ্ধির জোয়ারের উপচানো চুয়ালে ফেঁপেই উঠে থাকে, তাতে যদি আপনাদের জীবনকে, আপনাদের বৃদ্ধিকে আরোতেই সম্বৃদ্ধ করে এ যদি বোধ করেই থাকেন, তাহলে করুন, এই আমি—তাঁর আশীর্ব্বাদ বলে যে এই আমি আপনাদের ভিতরে চড়ে বেড়াচ্ছে—তাকেই না হয় অনুসরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুন। আমি যেমন-যেমন করে চলি তেমনি করে চলুন। আমাকে follow করুন। তাহা তো অসম্ভব নয়।

অশ্বিনীদা চুপ করে কথাগুলি শুনতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবেগে বলতে লাগলেন—জীবিত আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাতে এতখানি আপ্রাণ ও তচ্চিত্তপরায়ণতার প্রয়োজন। যাতে নাকি নিজের চরিত্রটা আগুনে অমৃত উৎসারণী হয়ে ওঠে, নতুবা বড়ই মুশকিল।

এই রকম বহু ব্যাপার নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিন বহুভাবে আলোচনা করলেন। কথায়-কথায় কথা ঘুরে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর মনের অবস্থাটা একটু অন্য রকম করে নিয়ে বললেন—

কাউকে জানা মানেই হচ্ছে তার instinctive intention-কে জানা। যা urge of fulfilment-এ উপচে উঠে action ও expression-এর manipulation-এ বাস্তব দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে তদনুপাতিক অভিব্যক্তির সৃষ্টি করে। এ হচ্ছে তার instinctive basic principle of life. আর এইটি জানাই হচ্ছে মানুষকে বাস্তবিকভাবে জানা। এ জানলে দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যাপারের ভিতর ঢুকে কি করে কেমনভাবে সে তাকে fulfil করবে তা gauze করা যায়। তা সে যে-কোন বা যেমন কোন affair-এর ভিতর ঢুকুক না কেন, তা ভালই হোক আর মন্দই হোক। এই কথার ওপর নিজেকে দিয়ে একটা উপমা দিতে গিয়ে বললেন—মনে করুন এই আমি। আমাকে তো কত রকমে, কত করে, কত ভাবে দেখলেন। আমার সাথে যদি আপনাদের অমনতর রকমে পরিচয়ই হয়ে থাকে, তবে আমি যা-ই করি না কেন, আমার সংস্পর্শে থাকুন আর নাই থাকুন, আপনাদের gauze করা উচিত। আমি কোথায় কেমন করে কি করে থাকি। আর তা যদি না-ই জেনে থাকেন, আমার সম্বন্ধে আপনাদের ভালমন্দ কিছুই বলবার নেই।

দিনের আলোচনা শেষ হয়ে সন্ধ্যার বৈঠকে সেই আলোচনাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনরায় চলতে লাগল। আলোচনার শেষ নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর সব সময় একটা উদ্দীপ্ত ভাব নিয়ে সকলকে বলতে থাকেন। ভক্তরা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর ভবিষ্যতে কি গড়ে তুলতে চাইছেন তাই অনুমান করতে লাগলেন এবং তাঁর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতে লাগলেন। ধীরে-ধীরে ভক্তরা কাজের দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগলেন। বহু মানুষ-জন ক্রমে-ক্রমে আশ্রমে আসতে লাগল। মুগ্ধ হলেন তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তর-ঢালা ভালবাসার স্ফুরণ দেখে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে আপন-জন ভেবে রয়ে গেলেন অনেকে আশ্রমে। পূর্ব্বে তো কিছু লোকজন ছিলেনই, এখন লোক-সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যেতে লাগল। কিন্তু এইখানে একটা কথা। মানুষ ধর্ম্মের মোহে বা প্রবৃত্তির মোহে ঝোঁকের মাথায় অনেক কিছুই করে। সেই মোহ যদি কোন কারণে কেটে যায় বা প্রবৃত্তির কিছুই পরিপূরণ না হয় তখন তার রূপ সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে পড়ে। তাই বুঝি হয়েছিল আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত সন্ন্যাসিনী হরিদাসী মার। নইলে তাঁকে এমন বিকারগ্রস্ত দেখাবে কেন? বছর দেড়েক হলো তিনি এই আশ্রমে আছেন। এরই মধ্যে যে কত কীর্ত্তি, কত কাণ্ড তিনি করে বসলেন তার ইয়ত্তা নেই। তিনি প্রথমে বলেছিলেন—শ্রীশ্রীঠাকুরকে তার ভাল লাগে বলেই তিনি এখানে এসেছেন। সতীশ জোয়ারদারের বাড়ীতে থেকে হোমিওপ্যাথি পড়তে ভাল লাগল না তাঁর। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর আর কিছু বলেননি। বেশ কিছুদিন কেটে গেল সাধারণভাবে। একদিন তার যেন বিকৃতি দেখা দিল। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়লেন। শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে সাধারণতঃ নিজের কুটিরেই শুয়ে থাকেন। সেদিনও শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ঘরে শুয়েছিলেন। রাত তখন গভীর। চারদিক নীরব-নিস্তব্ধ। সন্ন্যাসিনী ধীরে-ধীরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায়ই তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আচমকা জেগে ওঠে চীৎকার করে উঠলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কে ? কে ?

ঘরে ছোট্ট একটা প্রদীপ টিম্-টিম্ করে জ্বলছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠেই দেখলেন একজন গেরুয়াবসনা সন্ন্যাসিনী ছুট করে পালিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। চীৎকার শুনে অনন্ত মহারাজ, সুশীল বোস, কৃষ্ণচন্দ্র দাস এবং অন্যান্য আরও ছুটে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন সন্ন্যাসিনীর ব্যবহারের কথা। শুনে সকলে হতভম্ব হয়ে গেলেন।

সুশীলদা, দেখুন তো কোথায় গেল সে মা-টি ? বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

সুশীলদা ও কৃষ্ণচন্দ্রদা এই গভীর রাত্রেই বেরিয়ে পড়লেন সন্ন্যাসিনীকে খুঁজতে।

পদ্মার চরে একটু দূরে সম্প্রতি একটা চালাঘর করা হয়েছিল। আশ্রমের প্রায় সকলেই সেই চালাঘরে বসে নির্জ্জনে সাধন-ভজন করেন। সুশীলদা ও কৃষ্ণচন্দ্রদা সেইখানে গিয়ে সন্ন্যাসিনীকে খুঁজে পেলেন। তিনি তখন ভান করে মাথায় মুড়ি দিয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্না।

কৃষ্ণচন্দ্রদা ঐ অবস্থায়ই তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—কি করছেন মা এখানে ?

সন্ন্যাসিনী ভানের কোন্ চরম স্থানে গিয়ে পৌঁছেছেন। কোন সাড়া দিলেন না। সেদিন তো যা হোক কোনভাবে কেটে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর সকলকে ডেকে বারণ করে দিলেন—যাতে কেউ তার প্রতি কোনরূপ অসদাচরণ না করে এবং এখান থেকে চলে যেতে না বলে। অন্ততঃ যতদিন তিনি স্বেচ্ছায় এ স্থান ত্যাগ করে চলে না যান।

সন্ন্যাসিনীর কোন লজ্জা হলো কি না জানিনে। তিনি তাঁর স্বভাব পরিবর্ত্তন করতে পারলেন না। আরও দুই-তিন দিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে তেমনিভাবে গভীর রাত্রে আক্রমণ করলেন। আশ্চর্য্য এই মহিলার প্রবৃত্তি। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে কোন কথা বললেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। আশ্রমবাসিগণ তাঁর ব্যবহারে খুবই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। সন্ন্যাসিনী নিজেকে ব্রাহ্মণ-কন্যা বলে পরিচয় দিলেন। কিন্তু তিনি যেই হোন শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ-মত তাঁর প্রতি কোনরূপ অসদাচরণ করতে কেউ সাহস পেলেন না। সন্ন্যাসিনী এর পরও নির্ল্লজ্জের মত আশ্রমে থাকতে লাগলেন।

সেদিন চৈত্র মাসের প্রথম দিক। সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। পূব আকাশে কালো মেঘ ঘন হয়ে এসেছে। ঝড়ও বইছে প্রচণ্ড। চারদিকে শুধু শোনা যাচ্ছে তারই শোঁ-শোঁ শব্দ। ইতি-মধ্যে ধরণী অন্ধকারময় হয়ে উঠেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই গভীর ঝড়ো-অন্ধকারের মধ্যে আশ্রমের এক খোলা প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। হরিদাসী সন্ন্যাসিনী একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন! শ্রীশ্রীঠাকুরেক অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে দেখে ডাকলেন—ঠাকুর চলে আসুন। বড্ড ঝড় বইছে। অন্ধকারে ঘুরবেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কথায় কোন জবাব দিলেন না। তবুও তিনি তাঁকে বারে-বারে ডাকতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এবারও তাঁর কথায় কোন জবাব দিলেন না।

কিছুক্ষণ কেটে গেছে। হরিদাসীও তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। সহসা সেই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ থেকে গোলাপী রং-এর একটা প্রচণ্ড জ্যোতি দেখে হরিদাসী ভয়ে ও সন্ত্রাসে চীৎকার করে উঠলেন। অনন্ত মহারাজ নিকটেই কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হরিদাসীর বিকট চীৎকার শুনে ছুটে এলেন দেখতে। দুর্গানাথ সান্ন্যাল-মহাশয় সেইখানে ছিলেন। তিনিও মহারাজের পেছনে-পেছনে ছুটে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই ভাব তখনও ছিল। তাঁরা সেই অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখে পরম বিস্মিত হয়ে গেলেন। কিন্তু হরিদাসী সন্ন্যাসিনীর কি হলো জানিনে—তিনি বোধহয় সেই সন্ত্রাস হতে রেহাই পেলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর-সম্বন্ধে তাঁর কি একটা ধারণা হলো; তিনি পরদিনই কাউকে কিছু না জানিয়ে গোপনে আশ্রম হতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথায় যে গেলেন কেউ জানতে পারলেন না। শুধু যাবার পূর্ব্বে তিনি যা বলে গেলেন তাতে জানা গেল তিনি ব্রাহ্মণ-কন্যা নন। রজক-দুহিতা। কারও প্ররোচনায় তিনি এই সব করতে এসেছিলেন। বহু সাধু-সন্তদের তিনি এইরূপ পরীক্ষা করেছেন এবং তাতে কৃত-কার্য্যও হয়েছেন। শুধু একমাত্র এইখানেই তাঁর জীবনের এই প্রচেষ্টা প্রথম বিফল হলো। সেদিন ছিল উনিশ শ' উনিশ সালের এপ্রিলের প্রথম দিক। তখনও তেরশ ছাব্বিশ সাল পড়েনি।

এইরূপ ঘটনা এই প্রথম হলেও কিন্তু এই হেন ক্রীড়াদি এইখানেই শেষ হলো না। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রকারের রূপ দেখা দিতে লাগল। এত দিন ধরে যে কৃষ্ণচন্দ্র দাসকে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট নিয়ত বাস করতে দেখেছি—কীর্ত্তনে, উৎসবে, আলোচনার বৈঠকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য সহচররূপে, দর্শনশাস্ত্র জান-বার আকুলতায় যে দিনের পর দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ঘুরে বেড়াত, শ্রীশ্রীঠাকুরের অর্থ-সাহায্য ছাড়া যার দিন মোটেই চলত না, তার কি অবস্থা শেষে দাঁড়াল তা বলতে গেলে এক মহা উপাখ্যান তৈরী হয়ে যায়। সে ঘটনা এখন আর টেনে আনছিনে। কিছুক্ষণ পরেই তার কথা আলোচনা করবো। এখন দুই-চারটে কথা যা বাকী আছে তাই লিখে সমাপ্ত করতে চাই। মানুষের অন্তরে যে কত দুষ্ট প্রবৃত্তি লুকিয়ে থাকে যা বাইরের সাময়িক উচ্ছ্বাস দেখে কিছুই বোঝা যায় না। শুধু এই কথাটা বলবার জন্যেই এই ঘটনাটা এখন উল্লেখ করলাম। সে ধর্ম্মই করুক আর মহাকাশচারীই হোক।

চৈত্র মাস শেষ হতে চলল। সেই সঙ্গে নূতন বৎসরের আগমনী জানিয়ে দিতে লাগল প্রত্যেক মানুষের মনে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা নিয়ে চলতে লাগলেন নতুনের দিকে। এগিয়ে এলেন কে কখন তাঁর কাছে ছুটে আসছে তাকে আলিঙ্গন করতে। মনে তাঁর কোন ক্লান্তি নেই, কোন অবসাদ তাঁকে নিথর করে তোলেনি। বিরামহীন তাঁর প্রগতি। দূরে তাকিয়ে থাকেন ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশাল স্রোতস্বিনী পদ্মার বুকের দিকে। কুলকুল নিনাদে কাল-প্রবাহের মত ধীরে-ধীরে নিয়ত কোথায় ছুটে চলেছে। বোধহয় নিজের জীবনের সাথে কোথাও এর সুর খুঁজে পান, তাই বোধহয় এই উন্মুক্ত প্রান্তরের শোভা দেখতে তাঁর ভাল লাগে। এর মুক্ত বায়ু বুকভরে সেবন করতে ইচ্ছে করে। নিজের মনের ভাবধারাকে ঐ বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝে উড়িয়ে দিতে তাঁর ইচ্ছে হয়। বড় ভাল লাগে তাঁর মানুষকে।

গ্রীষ্মের পদ্মা ধীরে-ধীরে নেমে এসেছে কূল থেকে অনেক নীচে। আশে-পাশে চর জেগে উঠেছে বহু দূর পর্য্যন্ত। সেখানে কোথায়ও ধু-ধু করে বালুকারাশি আবার কোথায়ও ভরে আছে সবুজ শস্যের শ্যামলতায়, আবার কোথায়ও শ্মশানভূমি সৃষ্টি হয়েছে। পায়ে চলা পথ গেছে এই চরের বুক চিরে অন্য কোন এক গ্রামে।

সেদিন চৈত্র-সংক্রান্তি (ইংরাজী এক হাজার নয়শ উনিশ সালের চৌদ্দই এপ্রিল)। গ্রামে-গ্রামে চড়ক পূজার ধূম পড়ে গেছে। চারদিক থেকে ঢোলের আওয়াজ ভেসে আসছে। গ্রাম-বাসীদের মহা আনন্দ। সৎসঙ্গ আশ্রমের সামনেই শ্মশানভূমি। এই শ্মশানে আজ চড়ক-পূজার বলি হবে। একটা ছাগ-শিশুকে বেঁধে রাখা হয়েছে। যজ্ঞের হোতা হলেন এক বীভৎস-মূর্ত্তি তান্ত্রিক। তিনি যজ্ঞের আয়োজন করতে লাগলেন। আয়োজন শেষ হলেই একটু পরেই এই ছাগ-শিশুটিকে বলি দেওয়া হবে। ছাগ-শিশুটি বুঝি বুঝতে পেরেছে তার অদৃষ্টে আজ কি আছে। ভয়ে সে আর্ত্তনাদ সুরু করে দিয়েছে। কিন্তু সে আর্ত্তনাদ তান্ত্রিক বা অন্যান্য প্রসাদলোভী ভক্তদের কানে মোটেই প্রবেশ করছে না। তারা আনন্দে পূজার অনুষ্ঠানগুলি ঠিক করে নিচ্ছে। কিন্তু সেই আর্ত্ত-নাদ গিয়ে বাজল শ্রীশ্রীঠাকুরের কানে। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসে-আসে। তিনি ছাগ-শিশুটির কান্না শুনে ছুটে এলেন। দেখেই বুঝতে পারলেন ছাগ-শিশুর অবস্থা। তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি গিয়ে তান্ত্রিককে অনুনয় করে জানালেন ছাগ-শিশুটিকে বলি না দিয়ে অন্য উপচারে পূজা সমাপ্ত করতে। জগন্মাতার সন্তান তো এই ছাগ-শিশুটিও। তিনি কি চাইবেন তাঁর সন্তানকে বলি দিয়ে পূজা নিতে ?

তান্ত্রিক শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা কানেই নিলেন না। নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের কানে ঐ ছাগ-শিশুটির অসহায় কান্না তখনও ভেসে আসছিল। মনটা তাঁর উতলা করে দিচ্ছিল খুবই।

হায় রে, এই বাচ্চাটাকে বলি দেবে !

শ্রীশ্রীঠাকুর দুঃখের সাথে বললেন—ছাগ-শিশুটি আমাকে দিন। ওকে মারবেন না। ওর যা দাম, ডবল দেব আপনাকে। তবুও ছেড়ে দিন ওকে।

তান্ত্রিক চটে উঠলেন এবার শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে। তাঁকে কুৎসিত গালাগালি দিয়ে উঠলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শান্ত স্বরেই জানালেন—এতো করে অনুনয় করছি তবুও আপনি দেবেন না ? আচ্ছা ! যজ্ঞে তো ব্রাহ্মণকে দানের বিধি আছে—আমাকে এই ছাগলটাকে দিন না।

তান্ত্রিক শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর রেগে উঠলেন আরও।

এ অসম্ভব। ছাগলটা তোমায় দেব কেন ? পূজোর জিনিষ। তুমি কি ভেবেছো এ-সব ছেলেখেলা। তুমি যাও এখান থেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তান্ত্রিকের কথা শুনে হতাশ হয়ে পড়লেন।

তাহলে কি বাঁচান যাবে না ছাগলটাকে ?

তিনি অসহায়ের মত তান্ত্রিকের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন—সত্যি বলছি, বলি যদি আপনাকে দিতেই হয় তবে আমাকে বলি দিন। ছাগলটাকে ছেড়ে দিন। আপনার পায়ে পড়ছি। দয়া করুন। ঐ অসহায় জন্তুটাকে মারবেন না।

তান্ত্রিকের তবুও দয়া হলো না। তিনি অচল-অটল হয়ে রই-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেন। মনোমোহিনী পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনে ছুটে এসেছিলেন সেখানে। তান্ত্রিকের মনোভাব লক্ষ্য করে বললেন—চল অনুকূল, উনি দেবেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তান্ত্রিককে বার-বার অনুরোধ করতে লাগলেন ছাগ-শিশুটির জন্যে। মনোমোহিনী পুত্রকে দু-হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে এলেন আশ্রমের উপর। শ্রীশ্রীঠাকুর মায়ের আদেশ অমান্য করতে পারলেন না। কিন্তু ছাগলটার জন্যে তাঁর মনটা সর্ব্বক্ষণ ছটফট করতে লাগল। সন্ধ্যার অন্ধকার এতক্ষণ আরও গাঢ় হয়ে উঠেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর এই অন্ধকারের মধ্যে যন্ত্রণায় ছুটোছুটি করতে লাগলেন।

হ্যাঁ রে নফর! ছাগলটাকে বাঁচান যাবে না? আমি যে ভেবে স্থির থাকতে পারছিনে।

নফরচন্দ্র সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থা দেখে নিজেও বিচলিত হয়ে উঠলেন। মনোমোহিনীর কাছে গিয়ে বললেন—মা, আপনি শুধু একবার বলুন। আমি ছাগলটাকে যে-ভাবেই হোক এখানে নিয়ে আসি। নইলে ঠাকুর যে যন্ত্রণায় ছট-ফট করছেন।

মনোমোহিনীও পুত্রের অবস্থা লক্ষ্য করছিলেন। তিনি বললেন—নিয়ে আসতে পারিস, যেন কোন গোলমাল না হয়।

নফরচন্দ্র মনে-মনে কি যেন একটু চিন্তা করলেন। তারপর একটা প্রবল হুঙ্কার দিয়ে সেই শ্মশানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ছাগ-শিশুটিকে কোলে নিয়ে এক দৌড়ে আশ্রমে এসে পৌঁছুলেন। তান্ত্রিক ও যে-লোকজন এতক্ষণ ছাগলটাকে পাহারা দিচ্ছিলেন তাঁরা নফরচন্দ্রের অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে গেলেন। কেউ তাকে বাধা দিতে পারলেন না। যখন নফরচন্দ্র ছাগলটা নিয়ে আশ্রমে এসে দাঁড়ালেন তখন সকলের হুঁশ হলো। তাই তো এই যজ্ঞটা তো পণ্ড হয়ে গেল।

সকলে চেঁচামেচি করে উঠল। তান্ত্রিক হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। কিন্তু ছাগ-শিশুটিকে পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কি যে আনন্দ হতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগল। কোলে নিয়ে বার-বার তাকে চুমো খেতে লাগলেন। মনে হলো হারানো কোন প্রিয় বস্তুকে ফিরে পেয়েছেন। আর তিনি কারও হাতে ছেড়ে দেবেন না। বুকের মধ্যে ছাগলটাকে টেনে নিয়ে নিজের বুকটা শান্ত করতে লাগলেন।

ওদিকে লোকজন তখনও চেঁচামেচি করছিল। এখন অভি-সম্পাত করতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর ও নফরদা এর কোন কিছুই কানে নিলেন না। সবচেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন তান্ত্রিক-মহাশয়। তিনি অভিসম্পাত ও ভীতি দেখিয়ে বার-বার বলতে লাগলেন—মায়ের পূজা নষ্ট করেছে যে তার আর নিস্তার নেই। কিন্তু কে শোনে তার এই মিথ্যে আস্ফালনের কথা। শেষে সকলেই বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ঘটনার রেশটা আশ্রমময় রইল অনেকক্ষণ। লোকজন চলে গেলেও আশ্রমের লোকেরা আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। রাত্রির তমিস্র কেটে গেল।

পরদিন নববর্ষ। তের শ' ছাব্বিশ সাল। নতুনের ডাকে সাড়া দিল সারা বাংলা দেশ। আশ্রমে যাঁরা ছিলেন, প্রণাম জানালেন তাঁরা শিবচন্দ্রকে, মনোমোহিনীকে, শ্রীশ্রীঠাকুরকে ও অন্যান্য গুরু-জনকে। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁর মা, বাবা, কর্ত্তামা ও অন্যান্য গুরুজন-দের প্রণাম জানিয়ে এসে বসলেন। আজ মহা-আনন্দ। সকলের মুখে দীপ্ত ভাব ফুটে উঠেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদের নিয়ে মেতে উঠলেন। কত কথা হতে লাগল। কত অজানা বস্তু জানাতে লাগলেন। ভক্তরা বিস্ময়-মুগ্ধ চিত্তে শুনতে লাগলেন।

এত আলাপ-আলোচনা হলেও কীর্ত্তনের দামামাও এরই মধ্যে বেজে উঠতে লাগল মাঝে-মাঝে। তখন সকলে আলোচনা বন্ধ করে দিয়ে কীর্ত্তনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চলল কীর্ত্তন। একসঙ্গে দুই-তিন ঘণ্টা নাচলেন, গাইলেন সকলেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাস শেষ হযে গেল। এলো জ্যৈষ্ঠ মাস। তাও প্রায় শেষ হতে চলল। রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপে পৃথিবী খাঁ-খাঁ করে উঠল। গরম পড়ে গেছে প্রচণ্ড। এমনি সময় বহু দিন পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর দলবল-সহ একবার কুষ্টিয়ায় যাত্রা করলেন। সেখানে মহা হুলুস্থুল পড়ে গেল। ঘরে-ঘরে শঙ্খ-ধ্বনি বেজে উঠল। কীর্ত্তন সুরু হলো আবার পূর্ব্বের মত। সেদিন ছিল ছাব্বিশে জ্যৈষ্ঠ। জয়-ঢাকের গুরু-গম্ভীর শব্দে কীর্ত্তনের সুর উঠে গেল সপ্তমে। লোক-জন সাড়া পেয়ে ছুটে এলো এবার প্রচুর। শ্রীশ্রীঠাকুর তালে-তালে নাচতে লাগলেন। সুরের ঝঙ্কারে শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবস্থ হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ কাটল এই অবস্থায়। তারপর তাঁর ভাব-সমাধি হলো। সকলে তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। ভাবাবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর একাত্তরতম দিনের বাণী বলতে লাগলেন—

না, তখন আলোর সৃষ্টি হয় নাই, অন্ধকার ছিল না, সৌর-জগতের উদ্ভব হয় নাই। তিনি একা ছিলেন। ইচ্ছা হলো সৃষ্টি করতে। আর সব সৃষ্টি হলো। তিনি ছিলেন আর আমি ছিলাম। ১

আমিই তিনি, আমিই তিনি, আমিই তিনি। ২

ছাখ, ডাক, প্রত্যেকের কানের কাছে গিয়ে বল ডেকেছে। বল—পরমপিতার ডাক শুন এখনও সময় আছে। এখনও বলি শুন, এ ডাক আর শুনতে পাবে না। নিভে যাবে। শুন বিশ্বাস কর, আঁকড়ে ধর, অনুসরণ কর, অনুসরণ কর। বুঝিয়ে-বুঝিয়ে বল—অনুসরণ কর। ৪

প্রফুল্লবাবু, কেবল ভালবাস, কৃপা কর, তুমি ভাবো ভগবান্। ইচ্ছে হয় তুমি ভাবো ভগবান্ নয়—যাই তাই ভাবো, কেবল ভাল-বাসো। আর যতই যা কর।

জ্ঞান চাও, বুদ্ধি চাও, যদি তাকে না ভালবাস তবে তোমার কিছু হবে না ; কেবল চিনির বলদ। ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গভীর রাত্রিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চৈতন্য ফিরে এলো। তিনি জল চেয়ে পান করলেন। তারপর ধীরে-ধীরে উঠে পড়লেন। কীর্ত্তনান্তে প্রসাদ-বিতরণের পর সকলে বিশ্রাম করতে গেলেন। দিন কয়েক কেটে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর এখানকার পরিক্রমা সমাপ্ত করে আষাঢ় মাসে মদাপুরে গেলেন। সেখানে কিছুদিন থেকে পুনরায় হিমাইতপুরে চলে এলেন।

(তের শ' একুশ সাল থেকে এ পর্য্যন্ত দীর্ঘ পাঁচটি বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুরলেন বহু স্থানে। কুষ্টিয়ার বহু স্থানে, খলিলপুর অতুল-চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে, কণ্ঠগজরা সীতানাথ ঘোষের বাড়ীতে, ধুসণ্ডু ইত্যাদি বহু স্থানে তিনি দলবলসহ গিয়েছিলেন।)

শ্রাবণের ধারা নেমে এলো পৃথিবীর বুকে। পল্লীমায়ের পথ-ঘাট কর্দ্দমাক্ত করে দিয়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কুটিরে বসে তাঁর ভক্তদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। বাইরের ধারার সঙ্গে ভিতরের আলাপ-আলোচনার ধারার কোন মিল ছিল কি না জানিনে। কিন্তু তিনি তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বরে বলতে লাগলেন অনেক কিছু।

সেদিন ছিল ষোলই শ্রাবণ। কথায়-কথায় বললেন—যত বেশী লোককে অনুপ্রাণিত করে দিতে পারবেন তত নিজে উঠবেন আর কি? এইবেলা এটা অভ্যাস করে না নিলে আমি চলে গেলে বড় কষ্ট হবে আয়ত্ত করতে। আর এটা আয়ত্ত করে কাজ করে লোককে মুক্তির পথে না নিয়ে গেলে আপনাদের ছুটি নাই, তা তো জানেনই।

অশ্বিনীদা বললেন—আমরাও আপনার সঙ্গে যাব।

তা যেতে পারলে তো বুঝি। কাজ করে দিয়ে তবে তো? নইলে যেতে দেবে কে? শুধু কাঁদা-কাটিতে চিড়ে ভিজবে না—যার কাজ সে করিয়েই নেবে। যে যত সত্বর করতে পারবে সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত শীঘ্র যাবে। না শোধ করতে পারলে পুনঃ-পুনঃ আসতেও হতে পারে। আর দেখুন, এই সব ভাব নিয়ে, এই সব চিন্তা নিয়ে এই লোককে মুক্তি-পথে নেবার জন্য যারা সচেষ্ট হবে, আমি যাবার পর, অশরীরী হবার পর থাকবে—তাদের ভিতর-দিয়ে এর ভিতরকার 'আমি' work করবে। তারা যন্ত্র বিশেষ হবে। সেই জন্যে বলে শিষ্য-পুত্র। পুত্রের ভিতর-দিয়ে পিতার কার্য্য চলতে থাকে।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে নিজেকে দেখিয়ে বললেন—দেখুন এইটার ভিতর যিনি আছেন, দেহ ছাড়া হবার পর আবার কখন দেহ ধারণ করবে বলুন তো?

অশ্বিনীদা বললেন—তা কি করে বলবো? সে আপনার ইচ্ছে।

জগতের যেরূপ অবস্থায় এবার দেহ ধারণ, আবার যখন এরূপ অবস্থা হবে। এক-একটা বিবর্ত্তনে একরূপ অবস্থা ফের আসে, আর সেই সময় পূর্ব্বেকার মত এক-একটা প্রকাশ হয়—বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

অশ্বিনীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে চুপ করে কি ভাবতে লাগলেন।

রাত্রে নানা প্রকার কথা হতে লাগল। আলোচনার মধ্যে ভগবানের ভাবাতীত নির্ব্বিকল্প অবস্থার কথা হতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর এই সম্বন্ধে বহু-কিছু বলে যেতে লাগলেন। একবার বললেন physical-এর অহং, mental-এর অহং, আর spiritual-এর অহং আছে। Mental-এর অহং এর spiritual অহং-এ মিশতে যাওয়ার অবস্থা একরূপ সমাধি। Spiritual অহং-এর সুপ্তাবস্থাকে ভাবাতীত বা চরম নির্ব্বিকল্প অবস্থা বলা যাচ্ছে। এই যে সব বলছি—সচ্চিদানন্দেরও concentrated বা সুপ্ত latent অবস্থা আছে, ইহা সাধারণতঃ লোকে শুনলে মারতে উঠবে। কিন্তু যা জানি, যা অনুভব করি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য—তা না বলে কি করব! আলোচনা কিছুক্ষণের জন্য এই-খানে থেমে গেল। তিনি এই সময় ধুমপান করে নিলেন। ধুমপান শেষ হলে আলোচনা পুনরায় সুরু হলো। কত কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার একটু থেমে বলতে লাগলেন—দেখুন, যা সব বল্লাম কেউ যদি নাম করে আর এই সব চিন্তা করে, এই ধ্যান করে, তবে তার সহজেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়ে যায়। এই চিন্তা নিয়ে থাকলেই আর সব এমনিই হয়ে যায়। অগুণগুলো আপনি আপনিই খসে যায়, ওর জন্যে আলাদা করে সাধন-ভজন করতে হয় না। Character আপনিই formed হয়ে যায়—সহজেই সব হাঁসিল হয়ে যায়।

.....এই আমাকে অনুসরণ করলে আমার মতই অনুভূতি পাবে, আমার মতই হবে। এ কথা আমি জোর করে certify করতে পারি। তারপর অনন্ত মহারাজের দিকে তাকিয়ে বললেন—বল দেখি, পূর্ব্বে তোর সাধন-ভজন করে কি অনুভূতি হয়েছে। ওদের সকলকে শুনিয়ে দে। অনন্ত মহারাজ বলতে সুরু করলেন। বললেন—তাঁর অদ্বৈতানুভূতির কথা, সেখানকার কি অবস্থা—

তাতে বোধ হলো কিছুই নাই, কিছুই নাই। এক আমি মাত্র আছি। তারপর দেখলাম এক ইষ্ট-বিগ্রহ আছেন, তারপর আমি সেই ইষ্ট, তারপর আমি-টামি কিছুই নাই। সব হারিয়ে গেল। বুঁদ হয়ে থাকলাম। অমন দুই-তিন দিন হয়তো চলে গেল। সহজ-জ্ঞানে এসে সর্ব্ব বস্তু পৃথক-পৃথক দেখতে লাগলাম। কিন্তু সব তাতে একই সত্তা আছেন। পূর্ব্বানুভূতির ফলস্বরূপ এই বুদ্ধি সঙ্গে-সঙ্গে রইল। কিন্তু সন্ত মতে সাধন করে এখন সর্ব্ব বস্তু পৃথক-পৃথক দেখছি। আবার সঙ্গে-সঙ্গে তাতে, প্রত্যেক তাতে একত্ব অনুভব, অনুভূতি, দর্শন হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কথা শুনে হাসতে লাগলেন।

অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। ভিতর থেকে আহারের ডাক এলো। সভাভঙ্গ করে সকলে উঠে পড়লেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখতে-দেখতে শ্রাবণ মাস কেটে গেল। ওদিকে কলকাতায় বাড়ী ভাড়া হয়ে গেছে। ভাদ্র মাস পড়তেই শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতায় যাবার জন্য মনস্থ করলেন। কলকাতা যাবার কথা শুনে অন্যান্য সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যাত্রার আয়োজন করতে-করতে ভাদ্র মাসের শেষাশেষি হয়ে গেল।

সেদিন তেইশ কি চব্বিশে ভাদ্র। শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। বাড়ী ভাড়া করা হয়েছিল বাগবাজারে। রাধা-রাণী দেবীর বাড়ী (৺যামিনীরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর ভগ্নী)। সাত নম্বর ঈশ্বর মিল বাই লেনে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে এই বাড়ীতেই এসে উঠলেন। সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মনোমোহিনী দেবী, অনন্ত মহারাজ, সুশীলচন্দ্র বসু, সতীশচন্দ্র জোয়ারদার, অশ্বিনী বিশ্বাস, কৃষ্ণ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে। দুই-একদিন যেতে না যেতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের আসার সংবাদ কলকাতাময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন ছুটে এলেন সকলের আগে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম জানালেন। তাঁর সঙ্গে আরও লোক ছিল। দিন দুই না যেতে এলেন ব্যারিষ্টার জে, এন, দত্ত (সুভাষচন্দ্রের মাতুল), তাঁর স্ত্রী ও তাঁর মেয়ে লেডি মিত্র। দত্ত-সাহেবের স্ত্রীকে দেখে মনে হলো খুবই ভক্তিমতী, ভাবপ্রবণা। ঠাকুর-দর্শনে ঘৃণা, লজ্জা, মান, ভয়ের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে পাগলিনীর মত উচ্ছ্বাসে হাসতে লাগলেন, কখনও কাঁদতে লাগলেন।

বলতে লাগলেন—তুমিই তো আমার ভগবান্। তুমিই কৃষ্ণ, তুমিই নিমাই। স্বপ্নে তোমায় এই অবস্থায়ই দেখেছি। এতদিন কোথায় ছিলে? কত দেশ-বিদেশে ঘুরেছি তোমার দেখা কোথায়ও পাইনি। বলতে-বলতে কেঁদে ফেললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্থির হয়ে বসে রইলেন তাঁর হাবভাব দেখে। শুধু একবার বললেন—আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমাকে ওভাবে বলছিস্ কেন মা?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দত্ত-মা তা শুনতে চাইলেন না। কিছুক্ষণ পর আনন্দে নাচতে সুরু করে দিলেন। বাইরের শত-সহস্র কৌতুক-দৃষ্টির প্রতি এতটুকু লক্ষ্য করলেন না। সন্ধ্যা হয়ে এলো। দত্ত-মা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন। দত্ত-সাহেব শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্রদ্ধানত শিরে নিজের অভিমত জানালেন।

তারপর একদিন এলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পিতা (রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু) ও মাতা। তাঁরা সকলে কটকে থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর রায় বাহাদুরকে লক্ষ্য করে বললেন—নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি, মান-সম্ভ্রম সমস্ত এক পাশ করে যদি এ মূর্খের কথামত কিছুকাল চলেন, তবে অবশ্যই ফল পাবেন। নচেৎ বিদ্যা-বুদ্ধি খাটিয়ে কথা বিচার করতে যদি চান তবে সত্বর ফল না পেলে তাতে দোষ কারও নেই। বালকের মত শিক্ষকের আজ্ঞা মানতে হবে। তাঁর প্রত্যেক কথা বিচার করতে বসলে চলবে না। আধ্যাত্মিক রাজ্যে বাস্তবিক আমরা অনেকেই তো বালক বই নই।

রায় বাহাদুর শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ শ্রদ্ধা-সহকারে মাথা পেতে নিলেন।

সেদিন ঊনত্রিশে ভাদ্র। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী ও বিখ্যাত বাংলা-অভিধান প্রভৃতি প্রণেতা) মহাশয় এলেন ঈশ্বর মিল বাই লেনের বাড়ীতে। সঙ্গে অনেক কিছু লিখে নিয়ে এসেছিলেন। সেইগুলো শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে পাঠ করলেন। তারপর কিছু-কিছু প্রশ্নও করলেন তাঁকে। অনেক কথা হলো। সর্ব্বশেষে ভাব ও জ্ঞান-সম্বন্ধে কথা উঠলে শ্রীশ্রীঠাকুর তার উত্তর দিতে গিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন—জ্ঞানের কাঠামোতে ভক্তির আবরণ থাকাই ভাল। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই মধ্যপথ এবং শ্রেষ্ঠ বর্ত্তমানকালে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন কথা সমাপ্ত করে সেদিন বিদায় নিলেন।

দুই-চার দিন পর শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে এলেন চারুবালা সরস্বতী (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ভগ্নী। 'সতুর মা' ও দময়ন্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথার রচয়িত্রী)। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর কন্যা মারা গেছেন। সেই শোকে তিনি খুবই মর্ম্মাহত হয়ে পড়েছেন এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। অতি কষ্টে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের হাব-ভাব দেখে তাঁর খুবই ভাল লাগল। ভুলে গেলেন তাঁর কন্যা-শোক। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি ভক্তি হলো তাঁর খুবই। মনে শান্তি পেলেন আজ বহুদিন পর। এমনি করে প্রতিদিন কত লোক এই বাড়ীতে আনাগোনা করতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর সকলের সঙ্গেই মধুরভাবে ব্যবহার করতে লাগলেন। দিনগুলি কাটতে লাগল খুবই আনন্দে। এর মধ্যে এলেন একদিন বৈদ্যনাথবাবু। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের মেডিকেল কলেজের সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে দেখে মহানন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাঁকে আলিঙ্গন করে অভ্যর্থনা জানালেন।

বোস্, বোস্। বহুদিন পর তোর সাথে দেখা হলো।

বৈদ্যনাথবাবু বললেন—শুনেছি তোমার কথা। অনেক বড় হয়েছ। অনেক শিষ্য তোমার হয়েছে। ভাবলুম চিনতে পারবে কি না। ভয়ে-ভয়েই আসছিলুম। শেষে ভাবলুম চিনতে না পারলেও দূর থেকে তো দেখে আসতে পারবো।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কথা শুনে হেসে কুটপাট হলেন। বললেন—তুই কি ক্ষেপেছিস। চিনতে পারবো না কি রে? এতকাল এক-সঙ্গে পড়লুম, আজই ভুলে যাবো?

কি জানি ভাই। মানুষের মন একটু বড় হলেই তো পুরোনো কথা প্রায়ই ভুলে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—রাখ ও-সব কথা। খবর বল? কি রকম আছিস? কি করছিস?

বৈদ্যনাথ রসিক লোক। ধীরে-ধীরে বন্ধুর কাছে বহু গল্প করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও পুরোনো স্মৃতি মন্থন করে অনেক প্রশ্ন করতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে দুই বন্ধুতে গল্প বেশ জমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠল। অনেকক্ষণ কেটে গেলে বৈদ্যনাথ বললেন—আজ আসি ভাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—সে কি রে? মাকে যে তোর খাবার কথা বলে দিলাম। যাবি কি রে? না খেয়ে তোকে যেতে দেব না। আজ তুই আর আমি একসঙ্গে বসে খাব। এতদিন পর তোর সঙ্গে দেখা। অতো তাড়াতাড়ি তোকে ছাড়ছিনে।

বৈদ্যনাথ বন্ধুর কথায় আপত্তি জানিয়েও মুক্তি পেলেন না। শেষে রাজী হলেন।

বৈদ্যনাথবাবু গল্প করতে-করতে বললেন এক প্রফেসারের কথা। তাঁদের মেডিসিন পড়াতেন ডাঃ শশিভূষণ মিত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কথা শুনেই উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তিনি এখন কোথায় আছেন রে?

জানিসনে? তিনি এখন থাকেন ঊনত্রিশ নম্বর প্যারীমোহন সুর লেনে। তাঁকে একবার তোমার কাছে নিয়ে আসবো।

শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে সায় দিলেন।

বেলা হয়ে গিয়েছিল। মনোমোহিনী আহারের জন্য দু'জনকে ডেকে পাঠালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বন্ধুকে নিয়ে অন্দরে গেলেন। তারপর পরমানন্দে দুই বন্ধু খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লেন।

বৈদ্যনাথবাবু কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিলেন। তারপর সময় হলে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

দিন কয়েক কেটে গেছে।

ঐশ্বর্য্যের পেছনেও যে মানুষেব কত ব্যথা-বেদনা থাকে তা মানুষ জেনেও যেন জানে না। বিশেষ করে এই প্রকাণ্ড নগরীতে কে কোথায় কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে কে তার খবর রাখে। সেদিন পাশের বাড়ীর একটা ঘটনা শুনে মনোমোহিনী খুবই মর্ম্মাহত হলেন। এই বাড়ী ভাড়া নিয়ে বাস করছিলেন ৺যামিনীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। তাঁর তিন বোন সদ্য বিধবা হয়ে তাঁরই অন্য বাড়ীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসে আশ্রয় নিয়েছেন। শোকে তাঁরা প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে দিয়েছেন। এই ঘটনা মনোমোহিনীর কানে যেতেই তাঁর বুকখানা হাহাকার করে উঠল। কয়েক দিন কাজের চাপে কোথায়ও যেতে পারেননি, আজ একটু সময় করে তাঁদের বাড়ীতে চলে গেলেন। তাঁরা তিনজনেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। মনোমোহিনী সান্ত্বনা দিয়ে তাঁদের তুলে ধরলেন। তাঁদের বুক যেন হাল্কা হয়ে গেল। চোখের জল মুছে সকলেই বিছানা ত্যাগ করে উঠে বসলেন।

মনোমোহিনী শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা জানালেন। বললেন—এ ছাড়া আর উপায় কি বোন। যাও তার কাছে। ভাল হবে তোমাদের। এভাবে দিন কাটিয়ে কি লাভ ?

তিনজনেই মনোমোহিনীকে বড় বোন মনে করে তাঁর কথাটা রাখলেন। চলে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে আবার নূতন জীবন ফিরে পেলেন। একদিন হাসিমুখে মনোমোহিনীকে বললেন—দিদি, আপনি যেন আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের দিদি হয়ে থাকেন।

মনোমোহিনী তাঁদের তিনজনকেই আশীর্ব্বাদ করে বললেন—আশীর্ব্বাদ করি বোন, তোরা যেন গুরুপদে মন স্থির রেখে সুখী হতে পারিস।

এই পরিবারের সঙ্গে মনোমোহিনীর আত্মীয়তা হয়ে গেল খুব।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের ডাকলেন—শেখর মাসীমা, দুর্গা মাসীমা; মায়া মাসীমা।

তাঁরা তিনজনে কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরকে যেমন গুরুরূপে গ্রহণ করেছিলেন তেমনি তাঁকে প্রণাম জানাতে লাগলেন প্রতিদিন।

দিন কয়েক কেটে গেছে আরও। কলকাতায় কর্ম্মময় মানুষের জীবন কাটে যেন যন্ত্রের মত। সময় নেই কারও একটু দাঁড়াবার। এক মুঠো অন্নের জন্য মানুষ নিয়ত ছুটে চলেছে কোথায় কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজে। করছে কত কি। তবুও যেন আশা মিটছে না। যে ব্যথা নিয়ে এলো শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের সহানুভূতির কণ্ঠে জানালেন কত সান্ত্বনার বাণী। অভয় দিলেন তাদের ভেঙ্গে-পড়া হৃদয়ে। মানুষ সশ্রদ্ধায় নতি জানাল তাঁর পায়। গুরুপদে বরণ করে নিলেন অনেকে।

সহপাঠী বৈদ্যনাথবাবু এলেন আর-একদিন। এবার এলেন তাঁদের প্রাক্তন প্রফেসর ডাঃ শশিভূষণ মিত্রকে নিয়ে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাষ্টার-মহাশয়কে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। অতি সমাদরে বসতে দিলেন তাঁকে। ডাক্তারবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখে চিনতে পারলেন। তারপর বহু আলাপ-আলোচনা হলো দু'জনের মধ্যে। জানিনে ডাক্তারবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কী পেলেন। দীক্ষা গ্রহণ করলেন তাঁর কাছে। ডাকলেন তাঁকে বাবা বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু তাঁর মাষ্টার-মহাশয়কে পূর্ব্বে যেমন শ্রদ্ধা করতেন আজও তাঁর সঙ্গে তেমনিভাবে ব্যবহার করতে লাগলেন। ডাক্তারবাবু অন্যান্য ভক্তদের কাছে পরিচিত হয়ে রইলেন 'মাষ্টার-মশায়' বলে। সম্মান দিতে লাগল সকলে সেইভাবে।

কলকাতায় প্রায় মাস দেড়েক কেটে গেল। এইবার আশ্রমে ফিরে যাবার পালা। বিদায়ের দিনে সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘিরে দাঁড়ালেন। উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন আবার কবে আসবেন তাঁদের ঠাকুর তাই জানতে। বিদায় দিতে কারও প্রাণ চায় না। তবুও দিতে হবে। জলে ভারি হয়ে উঠল সকলের চোখ। মনোমোহিনী শেখর, দুর্গা ও মায়ার কাছে বিদায় চাইলেন। অশ্রুজলে তাঁরাও মনোমোহিনীকে প্রণাম করলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরকেও প্রণাম জানালেন। মনোমোহিনী তিন বোনকে আশ্রমে যেতে বলে বললেন—ভয় কি বোন। যাকে পেয়েছিস সে তোদের সব শোক মুছে দেবে। শুধু তার চরণে মতি রাখিস। কোন ভাবনা থাকবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় হয়ে গিয়েছিল। সকলে যাত্রা করলেন। পদ্মা তীরবর্ত্তী গ্রামগুলি এতোদিন নিস্তব্ধ হয়েছিল। আবার সাড়া দিয়ে উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর গিয়ে বসলেন তাঁর পুরাতন স্থানে।

আশ্বিনের ঠাণ্ডা-গরম হাওয়ায় মাঝে-মাঝে হেমন্তের আভাষ দিয়ে যেতে লাগল। এরই মধ্যে আলোচনার মজলিসে নফরদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক সেজে দিয়ে গেলেন। আলোচনা আরও জমে উঠল। আশ্রমের সাধারণ কাজও একটু-একটু করে বেড়ে উঠতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর কৃষ্ণচন্দ্র দাসকে ডেকে আরও অনেক কাজের ভার দিলেন। নবাগতদের কাছে ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে বললেন। মহারাজকে ডেকে বললেন অন্যান্য কাজের কথা। তাঁর আদেশ মতই চলতে লাগলেন দু' জনে। শ্রীশ্রীঠাকুর পদ্মার ধারে তাঁর ঘরে বসে লোকজনদের প্রশ্নের মীমাংসা দিতে লাগলেন। বহু লোক-জন নিত্য আসতে লাগল। কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি কুষ্টিয়া থেকে জনা পঁচিশ ভক্ত আশ্রমে এলেন। সঙ্গে এলেন নলডাঙ্গা রাজার নায়েব সুরেশ মজুমদার ও অবিনাশ বসু। শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁদের খুবই ভাল লাগল। দীক্ষা গ্রহণ করলেন সকলে।

সেদিন ষোলই কার্ত্তিক, রবিবার। আগামী সতরই ডিসেম্বর, পয়লা পৌষ প্রলয় কাণ্ড হবে ভক্তগণ এই সব নিয়ে বলাবলি কর-ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শাক্যসিংহদাকে জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার?

শাক্যদা বুঝিয়ে বললেন—কয়েকটা গ্রহে সংযোগ হয়ে সূর্য্যকে এককালে আকর্ষণ করার ফলে সূর্য্যের ভিতর সৌর কলঙ্ক বেশী পরিস্ফুট হবে অর্থাৎ সূর্য্যের ভিতর একটা পরিবর্ত্তন হবে। তারই ফলে পৃথিবীতে নানারূপ প্রাকৃতিক উৎপাত ঘটাবে। এই সব রকম একটা গুজব উঠেছে কাগজে।

গ্রহগণের আকর্ষণের ফলে সূর্য্যের কিরণ পরিবর্ত্তন সম্ভব?—জিজ্ঞেস করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন বললেন—হয়তো সূর্য্যের একটা অংশ ছিটকে বের হয়ে আসবে। যেমন পৃথিবী-আদি সূর্য্য থেকে ছিটকে বের হয়েছে।

শাক্যদা বললেন—সূর্য্যের এক পার্শ্বে খানিকটা আকর্ষণের ফলে ফুলে উঠবে, আর-এক পাশ hollow হয়ে পড়বে ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন—দুই-ই সম্ভব। সূর্য্য থেকে পৃথিবী-আদি যেমন ছিটকে বেরিয়েছে, গ্রহণের আকর্ষণের ফলে সূর্য্য থেকে তেমন কিছু বেরোন সম্ভব নয়। গ্রহগুলির সমবেত আকর্ষণ অপেক্ষা সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তি অত্যধিক। তাদের আকর্ষণে সূর্য্যে কোনও perceptible change ঘটাতেই পারে না। তার ছিটকে বেরিয়ে আসা দূরের কথা। এক side-এ আকর্ষণ করে ফুলিয়ে তুলতেও পারে না, যেখানেই সূর্য্যের উপর আকর্ষণ করুক, টান এক পাশের এক স্থানে পড়বে না, সেটা পড়বে সূর্য্যের নিজ মধ্যস্থ আকর্ষণ কেন্দ্রে। আর সূর্য্যের ঐ centre-এ এত শক্তি যে planet-দের আকর্ষণে সেখানে কিছু করতে পারে না। সূর্য্য change হয়, সৌরকলঙ্ক হয় সে-সব planet-এর action নয়, সেটা সূর্য্যের যে সূর্য্য তারই action-এর ফলে।

ভক্তগণ চুপ করে শুনছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে তাদের প্রাণে ভরসা এলো। বুঝতে পারলেন কোন-কিছু তাহলে হবে না। এই নিয়ে আর কেউ কোন প্রশ্ন করলেন না।

কথায়-কথায় অন্য কথা উঠল। ভক্তরা free will ও predestination নিয়ে ঝগড়া সুরু করে দিলেন। তাই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর তার মীমাংসা করতে গিয়ে বললেন—ও-দুটো কথার মূলে আছে জীব ও ভগবান্ পৃথক—এই idea যতক্ষণ ভগবান্ একজন আছেন, আর জীব তাঁর দ্বারা চালিত হচ্ছে—এই idea ততক্ষণ। যখন জীব ব্রহ্ম এক বোধ। তখন ও দুটো নেই। যে-ই বলেন, ওর একটা আছে। জীব ব্রহ্মে ভেদ রেখে জীবের ইচ্ছেটুকু আলাদা ধরে চলা হচ্ছে free will আর যেটা জৈব ইচ্ছে দ্বারা rule

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে পারে না বলছে ভগবৎ-ইচ্ছে বা predestination..... একই মাত্র ইচ্ছে শক্তি আর তারই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। তাকে free will বলুন আর ভগবৎ-ইচ্ছেই বলুন।

আর-একদিন কথায়-কথায় মৃত্যু-সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন—Death-টা হচ্ছে কর্ম্মসংস্কারগত একটা idea-তে বেশী absorbed হয়ে এই ব্যক্তিত্ববোধ হারান। এই 'আমি' রূপে যে আমিত্ব বোধ, এর সঙ্গে সম্বন্ধ-রহিত।

দুই-চার দিন পর। কার্ত্তিক মাসের শেষাশেষি। রাত্রে মহারাজ, অশ্বিনীদা, বিরাজদা, সুশীলদা, নফরদা ও আর অনেকে বসে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা-প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন—দেখুন, যার কথা যখন বেশী বলি, যার প্রতি যখন বেশী আমার লক্ষ্য—বাইরে থেকে এইরূপ দেখেন, তার জানবেন তখন বেশী necessity, তাই তার দিকে অত দৃষ্টি। আর যার কোনও necessity নেই তার প্রতি লক্ষ্য নেই। যত যার necessity বা risk কমে আসবে তত তার কথা আমার মুখে কম শুনতে পাবেন। তবে এ-ও একটা limited circle এর মধ্যে।.....

একটুখানি থেমে আবার বললেন—জীবনে আমি সাধারণ মানুষে যেমন দয়া করে বা ভালবাসে, তা করেছি বলে মনে হয় না। এরূপ ভাব—যেমন আপনার কিছু আছে আর-একজনের নেই। অভাবে সে কষ্ট পাচ্ছে বোধে তাকে দিলেন। আমি তা কখনও বোধ করিনি। তবে যে করেছি—দয়া করা বা ভালবাসার আচরণ—সে নিজের শরীরে এক স্থান কেটে গেলে তার জন্য যেমন কষ্ট হয় এবং তা ঘুচাতে চেষ্টা করেন সেইভাবে। তা ছাড়া আলাদা করে পারিনি, পারি না। (সতরই চৈত্র, মঙ্গলবার, তের শ' ছাব্বিশ সাল।)

ছোটবেলা স্কুল থেকে বাড়ী ফিরছি। টপটপ করে বৃষ্টি পড়ছে। শ্লেটটা মাথায় রেখেছি বৃষ্টির জল বাঁচাবার জন্যে। নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে-করতে চলেছি সহসা শুনতে পেলাম একটু দূরে নর্দ্দমার কাছে একজনের চীৎকার। আছাড় খেয়ে নর্দ্দমার মধ্যে বেকায়দায় পড়ে হা-আল্লা, হা-আল্লা করে চীৎকার করছে। শুনে ছুটে গেলাম। দেখে এত কষ্ট হলো—হা রে! কত কষ্ট পাচ্ছে রে। তাড়াতাড়ি তাকে তুললাম। তাকে শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলার পর তারপর মনে যেন স্বস্তি পেলাম। নইলে খুবই কষ্ট হচ্ছিল মনে। মনে হচ্ছিল এ দশা যেন আমারই হয়েছে।

বাজ-পাখীর গল্পও তাই। পাখীটা কাঁধের উপর এসে বসল। জলে ভিজে-ভিজে কেমন হয়ে গিয়েছিল। নড়তেই পারলাম না। ভাবলাম খুবই ক্লান্ত বুঝি পাখীটা। বিশ্রাম চাচ্ছে। থাক্ বসে থাক্। যতক্ষণ পারে বিশ্রাম নিক্। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। যতক্ষণ সে উড়ে না গেল ততক্ষণ একটুও নড়লাম না! পাছে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় এই ভেবে।

মাছ তো কোনদিনই বরশী দিয়ে ধরতে পারতাম না। ছোট-বেলা বন্ধুদের সাথে গেছি মাছ ধরতে। শেষে কি যন্ত্রণাই না ভুগতে হয়েছিল। বাপ রে বাপ! আজও মনে আছে। মাছটা মাটিতে উঠে যখন ছটফট করতে লাগল তখন আর সহ্য করতে পারলাম না। চীৎকার করতে লাগলাম। ভাবলাম মরে গেল রে। শেষে জলে ফেলে দিয়ে মনের অবস্থা ভাল হলো। যেন নিজেরই প্রাণ বেরিয়ে যায় এমনভাব হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কণ্ঠস্বরে গভীর ভালবাসার একটা মোহনীয় সুর বেজে উঠল। সকলেই তা হৃদয়ঙ্গম করলেন। নফরচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিত পেয়ে তামাক সেজে এনে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আর কিছু না বলে একমনে তামাক টানতে লাগলেন।

আলোচনা চলতে লাগল দিনের পর দিন। সকাল-সন্ধ্যায়-দুপুরে। কথার যেন শেষ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর আর-একদিন কথায়-কথায় বলতে লাগলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকের ধারণা, মুক্ত হলে বুঝি ফুরিয়ে যাব। নির্ব্বাণ মানে বুঝি নিভে যাব—তা নয়। অস্তিত্ব নাশ নয় বরং পরম অস্তিত্ব হয়ে থাকা। অস্তিত্ব নাশ হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না, সে তো annihilation তা কি কারও বাঞ্ছনীয় হতে পারে। তা কি হয়? ক্ষুদ্র অস্তিত্ব হারিয়ে মহা অস্তিত্ব হয়ে থাকা। অস্তিত্বস্বরূপ, সত্তাস্বরূপ হওয়া। সত্তার নাশ নয়। অজ্ঞানাভিভূত হওয়া বরং সত্তা জ্ঞান হারান কিন্তু যাহা চরম জ্ঞান তাতে এরূপ হবে কি করে? সে যে কিরূপ তা কথায় ঠিক বলা যায় না। অস্তিত্বের অনস্তিত্বের পার। সসীম অসীমের পার। শান্ত অনন্তের পার। ভাব অভাবের পার। সর্ব্ববিধ relativity-র পার। কথায় এরূপ বলা যায়। কিন্তু তাই বলে অস্তিত্ব অনস্তিত্বের পার মনে করবেন না যে 'না-থাকা' বা ফুরিয়ে যাওয়া।

ভক্তবৃন্দ যাঁরা বসে শুনছিলেন তাঁরা শুনে একটা নূতন জ্ঞান লাভ করলেন। সেখানকার প্রায় প্রত্যেকেরই একটা ধারণা ছিল মুক্তি মানে কোথায়ও লয় হয়ে যাওয়া। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে তাঁদের ধারণা একেবারে অন্য রকম হয়ে গেল।

এমনি করে একদিন দুদিন নয়, প্রতিদিন। যত লোক দিনের পর দিন আসতে লাগল শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে, তত প্রশ্নের তত মীমাংসা দিতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ভক্তরা জ্ঞান-ভাণ্ডার আহরণ করতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে। এ যেন শেষ নেই। ইতিমধ্যে বহু লোকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। এবং বহু লোক এসে আশ্রমে বসবাস করতে লাগলেন।

প্রফুল্ল রায় কুষ্টিয়া ছেড়ে সম্প্রতি আশ্রমে এসে সাধন-ভজন সুরু করে দিয়েছেন। স্বামী জ্ঞানানন্দ মঠের শিষ্য মহানন্দ কয়েক দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভাল লেগেছে তাঁর। সাধন-ভজনের বহু রকম কথা উঠল একদিন। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই বলতে লাগলেন তাঁর জীবনের ঘটনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম করতে-করতে এমন হতো যেন প্রাণ যায়-যায়। শরীর এত গরম হয়ে উঠত যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে মনে হতো। Thermometer হাতে করে ধরে দেখেছি ১১০° ডিগ্রী temperature উঠে যেত। পথে চলেছি নাম করতে-করতে, চারদিক থেকে যেন আগুন জ্বলে ঘিরে ফেলত। আর বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে পড়ে যেতাম। গাছপালা, মানুষ ইত্যাদি দেখতুম যেন সব জ্যোতির। চলে যাচ্ছি সম্মুখে যে-সব দেখছি যেন জ্যোতির গাছ, জ্যোতির মানুষ, জ্যোতির সব এইরূপ।

তারপর অশ্বিনীদার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার করবার কিছুই নেই জেনেও যে-সব করি সে কেবল মায়ের জন্য। মা-ই যেন আমার জীবত্ব, মাকে আশ্রয় করেই আছি। মা যেন জগতে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে। তার জন্যে আমারও তাই। তথাপি মাকে ছাড়তে ইচ্ছে হয় না। এক মার উপরে যেন যত বহুত্ব প্রতিষ্ঠিত।

অশ্বিনীদা বললেন—একটা কিছু আশ্রয় তো চাই। একটা টান তো চাই। নইলে এভাবে শরীর ধারণ করে থাকা চলে না।

'একটা টান বটে'—বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কিন্তু তার উপরে বহু খেলছে, তার জন্যই যেন বহুর সঙ্গে সম্বন্ধ। ভাবছি ধন্য মা—যার জন্য তোমার জীবত্ব স্বীকার।.....

চৈত্র মাসও শেষ হয়ে গেল। এল তের শ' সাতাশ সাল। আজ বৈশাখের প্রথম দিন। শ্রীশ্রীঠাকুর খুব ভোরে উঠেছেন। সাড়া পেয়ে কয়েক জন ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অশ্বিনীদার গলা জড়িয়ে বললেন—আজ নব-বর্ষের প্রথম দিন, হালখাতা।

তারপর একটা কবিতার কয়েকটি লাইন উচ্চারণ করে বললেন—

কেন কারাগৃহে আছিস বন্ধ
ওরে, ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওরে সেই সে পরমানন্দ
আমারে যে ভালবাসে।

সুশীলদা ইতিমধ্যে কাছে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

সুশীলদা, আবেগ ভরা কণ্ঠে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর, নূতন বছরে উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত।

সুশীলদার মুখখানা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে। ঋষির বাণী এই নবযুগের ঋষির কণ্ঠে উচ্চারিত হতেই তাঁর বুকখানা ভরে গেল। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ মাথা পেতে নিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সকলকে নিয়ে গেলেন বাড়ীর ভিতরে গুরুজনদের সকলকে প্রণাম জানাতে। শ্রীশ্রীঠাকুর মা-বাবা ও কর্ত্তামাকে প্রণাম করলেন। অন্যান্য সকলে তাঁকে অনুসরণ করলেন।

পরদিন। বৃহস্পতিবার। বেলা এগারটা প্রায় বেজে গেছে। আশ্রমের উঠানে অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন। তার মধ্যে ছিলেন সুশীলদা, বিরাজদা, অশ্বিনীদা, পূর্ণ কবিরাজ, কৃষ্ণ রায়চৌধুরী, রাধা-বিনোদ রসু, উপেন দে ইত্যাদি আরও অনেকে। শ্রীশ্রীঠাকুর এসে কয়েকজনকে গলা জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে, বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর একজনের কাঁধের উপর হাত রেখে নদীর ধারে ঘরের দিক গেলেন। সকলেই তাঁর পেছনে পেছনে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর, মাচাটার উপর শুয়ে পড়ে দ্বিজেন রায়ের "মহাসিন্ধুর ওপার হতে" গান সুরু করে দিলেন। গান শেষ করে বললেন—ঐ যে, যে আমারে ভালবাসে। ঐ আমারে—বলতেই বুঝি I with all, with everything in the world. আমি বলতেই ঐরূপ সব নিয়ে আমি, এই idea হয়। সাধারণতঃই এইরূপ হয় সব নিয়ে আমি। সব তাতেই আমি দেখি। প্রত্যেকের ভিতরেই আমি, কেবল খোলসটা আলাদা দেখি। যেমন চিমনীর মধ্যে আলোটা। Universal I-টাই যেন আমির সাধারণ ভাব; বুদ্ধি করে, হিসেব করে ব্যবহারিক আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োগ করতে হয়। যেমন বিদ্যুৎ চমকালে সঙ্গে-সঙ্গে সব জিনিষ আলোকিত দেখা যায়, তেমনি 'আমি' বলার সঙ্গে-সঙ্গে সব জিনিষই 'আমি' দর্শন হয়। কেমন 'আমি'র চমক যেন লেগেই আছে।

বিকেলের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু বিশ্রাম করে নদীর ধারের ঘরে এসে বসলেন। চারটে বেজে গেছে। সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছেন। কিন্তু দিনের উত্তাপ তখনও এতটুকু কমেনি। শ্রীশ্রীঠাকুর ছোট একটা খাটের উপর পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। অশ্বিনীদা তাঁর আঙ্গুলগুলি ধীরে-ধীরে টানতে লাগলেন। অন্যান্য ভক্তরা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে মেঝেয় আসন করে নিলেন। মহারাজের কোন সাড়াশব্দ নেই। তিনি অন্য ঘরে ছোট্ট একটা খাটের উপর বসে কি যেন লিখছিলেন।

বিরাজদা এসে বললেন—আচ্ছা, মনে কত মন্দ ভাব, মন্দ ইচ্ছে ওঠে। তা একেবারে প্রতিরোধ করা যায় কি? আর উঠলে লোকের কাছে বলা ভাল কি? ভাল হলে কার কাছে বলা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে বসলেন। তারপর বলতে লাগলেন—থাকতে হলেই একটা সঙ্কোচ ও একটা প্রসারণের ভাব নিয়ে থাকতে হয় নইলে থাকা যায় না। মনে সঙ্কোচের ভাব থাকেই, সঙ্কীর্ণতার তরঙ্গ ওঠেই। তবে তা থেকে ফাঁকে থাকতে হয় অর্থাৎ তাতে attached হতে নেই, unattached থাকতে হয়।

ঐ সব অভিজ্ঞতাই যদি না থাকবে তবে বুদ্ধ-রামকৃষ্ণাদি কামিনী-কাঞ্চনের dark side-এর কথা বললেন কি করে? মনে সঙ্কীর্ণভার দিকটা উঠলেও নিজে unattached থাকেন তাই জীবকে তেমন থাকতে বলেন। ওতে কিছু এসে-যায় না। মনে ওরূপ তরঙ্গ উঠলেই পচে যায় না। তবে ওতে attached না হলেই হলো। তরঙ্গে ভেসে না গেলেই হলো। নিজে সাক্ষীস্বরূপ হয়ে থাকলেই হলো।

আর, মনে ওরূপ উঠলে তা বলে ফেলাই ভাল। যে আপনাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

build up করতে পারে তার কাছে বলতে হয়। তাতে অনেক বাঁচোয়া হয়, ওতে attached হবার হাত থেকে।

পূর্ণদা তামাক সেজে নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেয়ে পুনরায় অন্য আলোচনা সুরু করে দিলেন। কথায়-কথায় অশ্বিনীদার দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি প্রচার করুন, কাগজ বের করুন, লেখাপড়া করুন, idea ছড়িয়ে দিন। বীরুদা idea সব কাজে পরিণত করবে। বড় বড় কাজ করুন, সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল, ভাণ্ডার, স্কুল ইত্যাদি, তারই মধ্যে সাধন।

দেখুন, এ নিশ্চয় না করলে নিস্তার নেই। আর কাজ করবেন তা আপনাদের ideal-কেই সর্ব্বদা অনুসরণ করবেন তা হতে কোন কারণেই বিচ্যুত হবেন না।

বোশেখ মাসের মাঝামাঝি এসে গেল। খুবই গরম পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিদিনের মত সকলকে নিয়ে পদ্মায় স্নান করতে গেলেন। সঙ্গে গেলেন জয়নগরের নারায়ণহরি বটব্যালদা, বিরাজদা, মহারাজ, চন্দ্রদা ভুবনদা, হরিদাসদা, হরিপদদা, চারুদা, রামকৃষ্ণদা, সুশীলদা, পূর্ণদা, রাধাবিনোদদা, কৃষ্ণদা ইত্যাদি আরও অনেকে। শ্রীশ্রীঠাকুর বালকের মত চিত হয়ে সাঁতার কাটতে লাগলেন। অনেকেই তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। স্নান করতে-করতে ভক্তরা বেশ আনন্দ স্ফুর্ত্তি করতে লাগলেন।

বিকেলের দিকে খুব মেঘ করে এলো। মনে হলো সমস্ত পৃথিবীটাকে ভাসিয়ে দিয়ে যাবে। আধঘণ্টা বাদে বৃষ্টি নামলও প্রচণ্ডভাবে। অল্প-অল্প ঝড়ও হতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর সতের আঠারজন লোক নিয়ে একটা দো-চালা ঘরে বসেছিলেন সহসা মনোমোহিনীকে এই বৃষ্টিতে ভিজে আম কুড়োতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বালকের মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে মাতার সঙ্গে নাচতে-নাচতে আম কুড়োতে সুরু করে দিলেন।

সকলে জানালার পথে তাই দেখে উপভোগ করতে লাগলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুক্ষণ পর ঝড় একটু-একটু করে বেড়ে উঠতে লাগল। আকাশে ঘন-ঘন মেঘের গর্জ্জন হতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার দরজার কাছে এসে সকলকে ডেকে বললেন—আপনারা বেরিয়ে আসুন, আম কুড়াই।

কিন্তু কেউ-ই শ্রীশ্রীঠাকুরের ডাকে সাড়া দিলেন না। ঝড় ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ পর আবার এসে ডাকলেন—বেরিয়ে আসুন আপনারা। তবুও ঘর থেকে কেউ বেরুতে রাজী হলেন না। ভাবলেন শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝি তামাসা করছেন। এরপর মিনিট পাঁচ-সাত বোধহয় কেটে গেছে। সহসা এমনি একটা ঝড় প্রচণ্ড হয়ে সুরু হলো যে, দো-চালা ঘরটা তারই বেগ সামলাতে না পেরে মড়-মড় করে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। ভিতরে যারা ছিলেন কেউ অবশ্য কোন প্রকার আহত হলেন না—কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা ছাড়া তাদের আর কোন গতি রইল না। শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের এই অবস্থা দেখে হেসে কুটপাট হতে লাগলেন। সকলে ভিজতে-ভিজতে অন্য ঘরে আশ্রয় নিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আর বেশীক্ষণ আম কুড়োলেন না।

বোশেখ মাস শেষ হতে চলল। শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েক দিন বেশ জ্বর ও কাশিতে ভুগে উঠলেন। আজ কয়েক দিন হলো অন্ন-পথ্য করেছেন। বাড়ীতে মনোমোহিনীর হয়েছে সবচেয়ে চিন্তা। তাঁর এতটুকু অবকাশ নেই। সংসারের নানা প্রকার ঝামেলা। বাড়ীতে নিত্য-নূতন লোকের আসা-যাওয়া লেগেই রয়েছে। তাদের সকলের আহারাদি ব্যবস্থা ও সমস্ত-কিছুর আয়োজন করে এতটুকু সময় তাঁর থাকে না। বাড়ীতে বড় বৌমা ষোড়শীবালা অন্তঃসত্ত্বা। আজকাল প্রায়ই পেটে একটু-একটু বেদনা অনুভব করেন। কখন যে কি হয়ে পড়বে কে জানে। সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। এরই মধ্যে মনোমোহিনী পুত্রকে সেবা-শুশ্রূষা করে ভাল করে তুললেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি এসে গেল। দিনের পর দিন আশ্রমের কর্ম্ম-সূচী বেড়েই যেতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর সব দিকেই নজর দিয়ে চলতে লাগলেন। মাসখানেক পূর্ব্বে ঝড়ে যে দো-চালাটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল সেটা পুনরায় খুঁটি দিয়ে খাড়া করে তোলা হয়েছে। শুধু চারদিকের বেড়াটা এখনও লাগান হয়নি। ওদিকে কলকাতায় বাগবাজারে ঈশ্বর মিল লেনে যে বাড়ীটা ইতিপূর্ব্বে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল সেটা বাড়ীওয়ালার বিশেষ প্রয়োজনে ছেড়ে দিতে হয়েছে। এখন বাড়ী ভাড়া করা হয়েছে মাণিকতলায় ১।১-সি হরিতকী বাগান লেনে। সেখানে আজকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের মেজ ভাই শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী-মহাশয় পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন। তিনি সেখানে থেকে আইন পড়ছেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর অশ্বিনীদাকে যে পত্রিকা বের করতে বলেছিলেন, কিছুদিন হলো অশ্বিনীদা, সুশীলদা ও শাক্যসিংহদাকে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের একটা বাড়ীতে ঘর ভাড়া নিয়ে কাজ সুরু করে দিয়েছেন। প্রফুল্ল রায় ওকালতি ছেড়ে কলকাতায় চলে গেছেন ব্যবসা করতে। হিতৈষণা ভাণ্ডারের কর্ম্মীরা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেরণা নিয়ে কাজকর্ম্ম ভালভাবেই চালিয়ে যাচ্ছেন। শুধু Commerce and Culture প্রতিষ্ঠানের managing agents-দের partnership নিয়ে কি যেন একটা গোলমাল বেধে গেছে। সেই-সব গোলমাল একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে বসে মীমাংসা করে তাঁরা চলে গেলেন কুষ্টিয়াতে।

এলো আষাঢ় মাস। কখনও ঝিরি-ঝিরি কখনও বা মুষল-ধারায় বৃষ্টি, কখনও ভিজে হাওয়া বয়ে আষাঢ় মাসের শেষাশেষি এসে গেল। মনোমোহিনী ষোড়শীবালাকে আঁতুড়-ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। সেদিন সাতাশে তারিখ, বুধবার। ষোড়শীবালা এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা প্রসব করলেন। মনোমোহিনী শুনে খুবই সুখী হলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখেও হাসি ফুটে উঠল। আশ্রমের ভক্তরাও আনন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে লাগলেন। কৃষ্ণসুন্দরীর তো কথাই নেই। আজ দীর্ঘকাল পর একটি কন্যার মুখ দেখতে পেয়ে আনন্দে উথলে উঠলেন। কিছুদিন পর তার নাম রাখলেন সাধনা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর এখন একটু ভাল হলেও মাঝে-মাঝে যেন কেমন অসুস্থ বোধ করেন। তবুও তিনি এই শরীর নিয়ে লোকজনদের নিয়ে আলোচনা-বৈঠকে বসতে লাগলেন। সেদিন তাঁর ছোট্ট ঘরে তক্তপোষের উপর এসে শুয়ে পড়লেন। ঘরটা খুবই নির্জ্জন। সম্প্রতি ঘরটা চারদিক থেকে উঁচু করে চেরা-বাঁশের বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে বাইরের কোন দৃশ্য ভিতরের এই নির্জ্জনতাটুকু ভেঙ্গে দিতে না পারে। দক্ষিণ দিকে একটা দরজা রাখা হয়েছে। ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলে ভিতরে ঢোকবার কোন সুযোগ নেই। কারও সঙ্গে নিভৃতে কোন আলাপ-আলোচনা করতে হলে শ্রীশ্রীঠাকুর এই ঘরের ভিতর এসে বসেন। তাই বাইরে একটা সাইন-বোর্ডে লিখে দেওয়া হয়েছে—

"ভাই, বিনা আহ্বানে কেহ ভিতরে যাইবেন না।"

ঘরখানি দক্ষিণমুখী। দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল। সম্মুখে দিগন্তপ্রসারী পদ্মা বর্ষার জলে থৈ-থৈ করে বেড়াচ্ছে। মেঘে-ঢাকা আকাশ ধূসর রং-এ ঢেকে আছে। সেই সঙ্গে পৃথিবীটাও যেন কেমন নিষ্প্রভ হয়ে আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর শুয়ে-শুয়ে কৃষ্ণচন্দ্র দাসের কথাগুলি শুনছিলেন। আরও অনেকে সেখানে বসে ছিলেন। কৃষ্ণদাস শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাচ্ছিলেন—অশ্বিনীদা ও শাক্যদা যে সৎসঙ্গী পত্রিকা বের করেছেন তার মধ্যে তার লেখা প্রবন্ধ ছাপা হয়নি। ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাতে তাঁর আত্মাভিমানে লেগেছে খুবই।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বললেন—সে কি রে? তোর প্রবন্ধ ছাপেনি —সে কি কথা। ফের পাঠিয়ে দে।

কৃষ্ণচন্দ্র শুনে একটু আশ্বস্ত হলেন। তিনি প্রবন্ধটি সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থায়ই সৎসঙ্গী অফিসে পাঠিয়ে লিখে জালালেন—এই প্রবন্ধের কিছুই পরিবর্ত্তন হবে না। এবং এই অবস্থায়ই ছাপতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানান হলো এই সম্বন্ধে।

কৃষ্ণচন্দ্র চলে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর আলোচনা সুরু করে দিলেন। রাত হয়ে গিয়েছিল। একটা হারিকেন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর অবিনাশচন্দ্র অধিকারী-মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—জ্ঞানের দিক দিয়ে যা দেখেছি তার দুই-একটা শোন। এ আমার প্রাণে-প্রাণে অনুভব করা। বাইরের ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখলে এতখানি strong conviction হয় না। আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে বস্তু আমরা দেখি সেগুলি indirect, তাতে direct feeling কিছু হয় না। কিন্তু আমি দেখেছি direct feeling দিয়ে। স্থলপদ্ম রৌদ্রের সঙ্গে-সঙ্গে লাল হয়ে ওঠে, সেটা কখনও লক্ষ্য করেছিস? এর কারণ কি জানিস? ঐ স্থলপদ্মগুলির ভিতর এমন কিছু আছে যা ঐ সূর্য্যের ভিতরকার degree of vibration-টাকে absorb করে। আর তার effect লাল হয়। কাজেই যদি এমন কোন জিনিষ বের কর্ত্তে পারিস যা সূর্য্যের ঐ vibration-গুলো absorb কর্ত্তে পারে, তাহলে nature থেকেই প্রচুর পরিমাণে লাল রং তৈরী করা যায়। আরও এমন অনেক জিনিষ জগতের কাছে প্রচার করা যায়। যেমন electricity. জগতের ভিতর এমন একটা central point আছে, যেখান থেকে জগতের সমস্ত magnetic force-কে আকর্ষণ করা যায়। সেই point যদি বের করা যায়, তবে সমস্ত পৃথিবীময় বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ করা যায় এবং এই শক্তির সাহায্যে দুনিয়ার কত মঙ্গল-জনক কার্য্য করা যায়।

তারপর একটু চুপ থেকে বলতে লাগলেন—পৃথিবীতে নানা স্তর আছে, যেমন জলের স্তর, বাতাসের স্তর ইত্যাদি। জলটাকে আমরা control করতে পারি বলেই সাঁতার কাটতে পারি। এরোপ্লেন বাতাসের উপর দিয়ে চলতে পারে কারণ সে বাতাসকে অধীনে রাখতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে, তেমনি পৃথিবীতে এমন একটা finer স্তর আছে, সেই স্তরটা control করতে পারলে সমস্ত গ্রহে-গ্রহে সংবাদ ধরা বা চালান যায়। ছাখ, এগুলো আমার কল্পনা নয়, এগুলো আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করেছি। এগুলো ধ্রুব সত্য, আর scientific method-এ বের করা যায়। কারণ, এগুলি আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করেছি আমার শরীরের ভিতর দিয়ে। এই শরীরটা একটা mechanism-বিশেষ। এ শরীর দিয়ে যদি অনুভব করতে পারি তবে সে সত্যগুলো কোন finer mechanical process-এ বের করা যাবে না কেন? অবিনাশদা মাথা নেড়ে তাঁর কথায় সায় দিলেন। আলোচনা হতে-হতে অনেক রাত হয়েছিল। কে একজন শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক দিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক সেবন করতে লাগলেন। আর গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তান্বিত ভাব দেখে কেউ আর কোন প্রশ্ন করলেন না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। তামাক খাওয়া শেষ হয়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠতে চাইলেন। সকলেই সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ করে দিয়ে সকলে আহারাদি করতে চলে গেলেন।

* * * *

মানুষের সাধারণতঃ একটা ধারা আছে—মানুষ যা-ই কিছু শিখুক না কেন, সেটাকে পুনরায় অন্যের কাছে ব্যক্ত করে নিজের জানার-অহংটাকে পুষ্ট করে নিতে চায়। কৃষ্ণচন্দ্র দাসের সেই ভাবটা বুঝি বেশী হয়ে উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর দীর্ঘকাল ধরে যে-সব আলোচনা করলেন—ভক্তদের মনের বহু জটিল সমস্যা তাতে সমাধান হয়ে গেল। ভক্তরা বহু জ্ঞানের ভাণ্ডারী হয়ে উঠলেন। দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন—সব মীমাংসা আমরা পেয়েছি। নূতন যাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করতে এলেন তাঁরা সেই সব ভক্তদের মুখে নানা প্রকার জ্ঞানগর্ভ ভাষা শুনে তন্ময় হয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অতীত জীবনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহিনী তাদের জানবার আগ্রহ হলো। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্য সহচরগণ, কিশোরীদা, অনন্ত মহারাজ, কৃষ্ণচন্দ্র দাস ও অন্যান্য সকলে বলতে লাগলেন তাঁদের ঠাকুরের অমিয় জীবন-কাহিনী। কেমন সুন্দর! কেমন মধুময়! শুনতে-শুনতে শ্রোতাদের মন ভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল। সাড়া পেল তারা নিজ-নিজ অন্তরে। সকলে ছুটতে লাগলেন কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে বেশী। তার কথাগুলি যেন বেশ যুক্তিপূর্ণ—আবেগময়। সকলের কাছে আনন্দদায়ক বেশী।

তা ছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুরও সকলকে বলতে লাগলেন—কেষ্টর মত লোক আর হয় না।

লোকজন এলেই শ্রীশ্রীঠাকুর তার কাছেই পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। এমন-কি বহুকাল ধরে যাঁরা তাঁর সঙ্গ করছেন তাঁদেরও তিনি পাঠিয়ে দিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে। বললেন—কেষ্টর সত্যি অশেষ ক্ষমতা আছে। যান, ও আমার মত লোককে যখন-তখন সৃষ্টি করতে পারে।

ভক্তরা শ্রীশ্রীঠাকুরের রহস্যময় কথা বুঝতে পারেন না। আদেশ যখন হয়েছে তখন তাঁরাও গেলেন কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের কানে সব কথাই চলে যায়। আজকাল তার অনুরাগী যে-কয়জন হয়েছেন তাঁরাও মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলেন—হ্যাঁ, শ্রীশ্রীঠাকুর এই সব বলেছেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের মুখখানা অহংকারে কেমন দীপ্ত হয়ে ওঠে। সে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাববাণীর ভাবার্থ করতে লাগল লোকদের কাছে: শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে থেকে শাস্ত্র-সম্বন্ধে জ্ঞান হয়েছে তার প্রচুর। নিজেও পড়াশুনো করেছে কিছু-কিছু। তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা মানুষকে বিমোহিত করে তুলল। কিছু সংখ্যক লোক ধন্য-ধন্য করতে লাগলেন কৃষ্ণচন্দ্রকে। কৃষ্ণচন্দ্রের মুখখানা অহংকারে আরও দীপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে উঠল। এমনি করে কৃষ্ণচন্দ্রের নাম ছড়িয়ে পড়ল চারধারে। দুই-চারজন লোক তার খুবই অনুরাগী হয়ে উঠল।

রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কৃষ্ণচন্দ্রের কথা শুনে ছুটে এলেন তার কাছে একদিন।

সবিনয়ে জানালেন তাকে শ্রদ্ধা। বললেন—ভাই, পুরোনো কথা ভুলে যাও। সেদিন সত্যি ভুলই করেছিলাম। তোমার পাণ্ডিত্য দেখে আজ খুবই মুগ্ধ হয়েছি।

কৃষ্ণচন্দ্রের বুকের ভিতর থেকে বহুদিনের পুঞ্জীভূত অপমানের একটা অসহ্য যন্ত্রণা এতদিন পর আজ তরল হয়ে বাষ্পাকারে উড়ে গেল। কারও উপর তার প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হলো না। কিন্তু দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় তার চরিত্রটা যে এতটা হয়েছে তারই অহংকারে তার বুকখানা বার-বার শত হাত ফুলে উঠতে লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুরও শুনে আত্মতৃপ্তির একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁরও আশা অনেকটা সফল হয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর জীবনের কাম্য। আজ যখন অপমানকারী রাজেন্দ্রনারায়ণ এসে কৃষ্ণচন্দ্রকে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে গেলেন তখন তিনি ভাবলেন তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হয়েছে। রাজেন্দ্রনারায়ণ কৃষ্ণচন্দ্রকে যেভাবে অপমান করেছিলেন সেদিন সেই আঘাতটা শ্রীশ্রীঠাকুরের বুকে প্রচণ্ড হয়ে বেজেছিল। তিনি সেদিন মুখে কিছু বলতে পারেননি। কিন্তু মনে-মনে যে সঙ্কল্প করেছিলেন সেই সঙ্কল্প জীবনের বহু-কিছু ক্ষতি স্বীকার করেও তা তিনি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছেন। তাই তাঁর বুক চিরে আত্মতৃপ্তির গভীর নিঃশ্বাস স্বতঃ-ভাবেই বেরিয়ে এলো। শ্রীশ্রীঠাকুর এইখানেই বিরত হলেন না। তার প্রতি এতকাল যে ভালবাসা দেখিয়ে এসেছেন আজও তেমনিভাবে তাকে ভালবাসতে লাগলেন। তাকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন।

ভাদ্র মাস এসে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অসুস্থতার মধ্যেও শ্রীশ্রীঠাকুর কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি পূর্ব্বের মত ভালবাসা দেখাতে লাগলেন। কৃষ্ণচন্দ্র সেটাকে কি যেন ভেবে নিল। ভাবতে লাগল নিজের কথা। তার চরিত্রে যদি কিছু না থাকে তাহলে শ্রীশ্রীঠাকুরই বা তার কাছে সকলকে বলে-কয়ে পাঠাবেন কেন? আর তারাই বা তাকে এত শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাবে কেন? আজ যে লোকে তার মুখে শাস্ত্র ও ধর্ম্মের কথা শুনে মুগ্ধ হচ্ছে সেটা তো তারই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। নইলে লোকেরাই বা চিঠি লিখতে গিয়ে তার নামের পূর্ব্বে "শ্রীশ্রী" শব্দটা আজকাল সংযোগ করবে কেন? কৃষ্ণচন্দ্র নীরবে বসে কি যেন ভাবতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়াতে চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় চলে গেলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মনটা কেমন সংশয়-পূর্ণ হয়ে উঠল।

তাহলে কি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাই সত্যি। উঠে গিয়ে পুণ্যপুঁথি বইখানা খুলে পড়তে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুরই ভাববাণীতে বলেছিলেন—The medium may not last long, it may not last for more than five years.

এই তো পাঁচ বৎসর পূর্ণ হতে চলেছে। তাহলে কি তাঁর শক্তি এইখানেই খর্ব্ব হতে চলেছে। আর সেই লুপ্ত প্রায় শক্তি তারই নিজের মধ্যে এসে ক্রমে-ক্রমে প্রকাশ হতে চলেছে। কৃষ্ণচন্দ্র দাস তার ভক্তগণদের নিয়ে বসল বিভিন্ন শাস্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা করতে। ভক্তরা তন্ময় হয়ে যেতে লাগলেন তার ওজস্বিনী ভাষা ও জ্ঞানগর্ভ ভাবার্থ শুনে।

ভক্তরা সশ্রদ্ধায় পঞ্চমুখে সুখ্যাতি করতে লাগলেন কৃষ্ণচন্দ্রকে। কৃষ্ণচন্দ্র দাসও নিজের অহংকে পুষ্ট করে নিল এই সুযোগে।

তের শ' আটাশ সাল এসে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর যখন কোনমতেই সুস্থ হয়ে উঠল না—শিবচন্দ্র ও মনোমোহিনী তখন খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কলকাতার ডাক্তাররা বায়ু-পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবচন্দ্র চিন্তান্বিত মনে মনোমোহিনীকে বললেন—তা ছাড়া আর তো কোন উপায়ই দেখছি না। কলকাতার ডাক্তারদের তো সবই দেখা গেল।

মনোমোহিনী স্বামীর কথায় সায় দিয়ে প্রস্তুত হলেন পুত্রকে নিয়ে বাইরে যেতে। কিন্তু মনটা তাঁর বিব্রত হয়ে রইল অর্থ-সমস্যা নিয়ে। ননীভাঙ্গি শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্য-বন্ধু—বড়লোক। পয়সার চিন্তা তার নেই। মনোমোহিনীর চিন্তান্বিত মন দেখে একদিন বললেন—ঠিক আছে মা, কোন ভয় নেই। আমি আছি। যাত্রার দিন ঠিক করে ফেলুন। মনোমোহিনীর মনটা হাল্কা হয়ে গেল। আশীর্ব্বাদ করে বললেন দীর্ঘকাল বেঁচে থাক বাবা। কৃষ্ণচন্দ্র দাস দূর থেকে হাসতে লাগল।

এ যে নিজেরই কথা। এখন তো যাবার সময়, যত কিছুই করা হোক না কেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস এসে গেল। বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য কার্শিয়াং-এ যাওয়াই স্থির হয়ে গেল। পঞ্জিকা দেখে তেরই জ্যৈষ্ঠ দিন ঠিক করা হলো। সঙ্গে চললেন মনোমোহিনী, ষোড়শীবালা, গুরুপ্রসাদী, অমরেন্দ্র, বিবেকরঞ্জন, কিশোরীদা, অনন্ত মহারাজ, যতীন সরকার, ননীভাঙ্গিদা, মোংলাদা, নফরদা ও আরও অনেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে বললেন—সকলেই তো চলে যাচ্ছি, আপনি এখানে থাকুন। নইলে আশ্রম যে ফাঁকা হয়ে যাবে।

সুশীলদা শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ মত রয়ে গেলেন আশ্রমে।

দিন পনের কেটে গেল।

সুশীলদা এই প্রসঙ্গে একদিন গল্প করতে-করতে বলছিলেন—দিন পনের কেটে গেল। আশ্রম প্রায় ফাঁকা। কেন জানি একা-একা আশ্রমে ভাল লাগছিল না। কৃষ্ণচন্দ্রও শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে না গিয়ে কয়েকদিন পর চলে গেল গৌহাটি। আমি পড়ে গেলাম আশ্রমে একা। কার্শিয়াং যাওয়ার জন্য মনটা যেন নিয়ত কেমন করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগল। কিছু ভাবনা-চিন্তা না করে চলে এলাম একদিন কলকাতায়। টাকা হাতে ছিল না। হরিতকী বাগান লেনের বাড়ীতে আছি। সহসা একদিন মাষ্টার-মশায় (ডাঃ শশিভূষণ মিত্র) একটা টেলিগ্রাম হাতে করে নিয়ে বিষণ্ণ বদনে এসে দাঁড়ালেন।

আমার বোধহয় আজই রওনা দিতে হবে সুশীলদা। ঠাকুরের শরীর বোধহয় তেমন ভাল নয়। নইলে টেলিগ্রাম কেন ?

আমি বললাম—আমারও মনটা কেন জানি টানছে কার্শিয়াং যাওয়ার জন্যে। আমিও যাবো আপনার সঙ্গে।

দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম কার্শিয়াংএর দিকে। মাষ্টার-মশায় ঠাকুরকে দেখলেন। ডাক্তার আর, এন, দত্ত ঠাকুরকে দেখছিলেন। মাষ্টার-মশায় তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। ওষুধ দেওয়া হলো। ঠাকুর কয়েকদিন ভালই রইলেন। দিন কয়েক কেটে গেছে এরই মধ্যে। একদিন দুপুরবেলা সব ভক্তরা বেরিয়ে গেছেন দূরে কীর্ত্তন করতে। মাও (মনোমোহিনী দেবী) কিছুক্ষণের জন্য কোথায় বেরিয়েছিলেন। সহসা ঠাকুর কেমন বোধ করতে লাগলেন। বাড়ীতে ছিল ঠাকুরের ছোট বোন গুরুপ্রসাদী। আর কেউ ছিল না। আমি তাঁর অবস্থা দেখে মহা চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর ঠাকুর কেমন করতে লাগলেন। আমি যে কি করবো ভেবে পেলুম না। ঠাকুরের যখন ঐ অবস্থা তখন কি মনে করে এক বালতি জল এনে ঠাকুরের মাথায় ঢালতে লাগলাম। গুরুপ্রসাদী তখন ছোট। তাকে বললাম জল আনতে। সে জল আনতে লাগল। আর আমি ঢালতে লাগলাম তাঁর মাথায়। কতক্ষণ যে ঢেলেছিলাম তা বুঝতে পারিনি। কিছুক্ষণ পর দেখলাম ঠাকুর চোখ মেলে তাকালেন। অন্যান্য খারাপ লক্ষণও কমে গেছে। অনেকক্ষণ পরে মা এলেন, ডাক্তারও এলেন। ঠাকুরকে পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু বললেন—বুদ্ধি করে মাথায় জল ঢেলে কি যে উপকার করেছেন তা আর কি বলবো। নইলে রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ হতো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। মনোমোহিনীও একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে সুশীলদা কি চিন্তা করতে-করতে বললেন—সেদিনের কথাগুলো আজও স্পষ্ট মনে আছে। মনে হয় বেশীদিন হয়নি।

এরপর কর্শিয়াং-এর বহু গল্প হলো। তাঁর বক্তব্য শেষ করতে গিয়ে বললেন—ঠাকুর ভালও হয়ে উঠলেন। আমরা এক মাস পর সেখান থেকে চলে এলাম।

কিছুদিন পর কৃষ্ণচন্দ্রও কাশীপুরে এসে উপস্থিত হলো। এত-কাল সে লোকের কাছে নিজেকে 'গুরুমুখ' বলে প্রচার করছিল। গৌহাটি গিয়ে এবার নূতন করে নিজেকে প্রচার করে এলো 'সত্যাশ্রয়ী' বলে। শুধু একই জায়গায় নয়—স্থানে-স্থানে। কলকাতার আশে-পাশে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যদের বাড়ীতে গিয়ে নিজেকে এইভাবে প্রচার করে এলো। আর বক্তৃতাস্থলে আকারে-ইঙ্গিতে জানিয়ে এসেছে এখন সমস্ত শক্তি তারই মাধ্যমে প্রকাশ হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সে ঐশী শক্তি আর বেশীদিন থাকবে না।

আশ্রমে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর সব কিছুই শুনতে পেলেন। কিন্তু এ কথার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করলেন না। বরঞ্চ কৃষ্ণচন্দ্রকে আরও বেশী ভালবাসতে লাগলেন। তার প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে বলতে লাগলেন—কেষ্টর গুণের সীমা নেই। অসীম শক্তি আছে ওর।

ভক্তরা আজও বুঝতে পারলেন না এ কথার অর্থ কি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা তাদের কাছে একান্ত প্রহেলিকাময় হয়ে রইল।

কৃষ্ণচন্দ্রের অভাবের সংসার আর চলে না। মুখে যা-ই বলুক শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে হাত না পেতে তার আর অন্য কোন উপায় নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর ভিক্ষে করতে লাগলেন কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য।

কিছুদিন চলে গেল। একটা Hand Press আশ্রমে পড়ে-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রেসটা কৃষ্ণচন্দ্রকে চালাবার ভার দিয়ে বললেন—এই প্রেসে যা আয় হবে সবই তোর। তুই নিজে চালা।

কৃষ্ণচন্দ্র ছাপাখানা পেয়ে মহা খুশী হলো। তার বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা—প্রেস করতে পারলে একটা পত্রিকা বের করতে পারত।

ছাপাখানা পেয়ে তার সেই সুযোগ হলো। কুষ্টিয়া থাকতে এই ছাপাখানায় 'প্রেমবাণী' পত্রিকা বের হতো। কৃষ্ণচন্দ্র প্রকাশ করল এক পাক্ষিক পত্রিকা। এবং ছাপাখানার অন্যান্য কাজ দিয়ে করতে লাগল সংসার-পরিচালনা। কাগজ ও ছাপাখানা চলতে লাগল বেশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ভক্তদের নিয়ে কখনও মাচার উপরে বসে কখনও বা নিজের ঘরে বসে ডুবে গেলেন আলোচনার অতল গর্ভে। দেখতে-দেখতে এসে গেল তের শ' ঊনত্রিশ সাল। লোকজনও প্রচুর আসতে লাগলেন আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু ও তাঁর স্ত্রী এলেন আশ্রমে। কয়েকদিন থেকে গুরুদেবকে অনুরোধ করলেন পুরীতে তাঁদের বাড়ীতে একবার যেতে। খুবই অনুরোধ করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তের কথায় সাড়া না দিয়ে পারলেন না। মাকে গিয়ে জানালেন সব। মনোমোহিনী শুনে মত দিলেন। যাবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিলেন। রায় বাহাদুর ও তাঁর স্ত্রী শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তাঁদের কি সৌভাগ্য। সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিলেন যাত্রার জন্যে। সেদিন ষোলই পৌষ। আশ্রমের সকলে—যে যেখানে ছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর-পরিবারের প্রতি-প্রত্যেকে রওনা হলেন পুরীতে, সমুদ্রের তীরে।

বসু-মহাশয়ের বাড়ী 'হরনাথ-লজ' মুখরিত হয়ে উঠল এই বিপুল জনসমাগমে। বসু-মহাশয় ও তাঁর স্ত্রী গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচর্য্যা করতে লাগলেন সকলকে। সকলে মহা আনন্দ করতে লাগলেন। সঙ্গে ছিল জয়ঢাক, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর। বহু দিন পর বেজে উঠল আবার গুরু-গম্ভীরনাদে। কীর্ত্তন সুরু হলো। শ্রীশ্রীঠাকুর গান রচনা করলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগো রে মন, জাগো রে মন, ঘুমাইও না আর
একবার ভুলিয়ে সকল
প্রেমে হইয়ে বিহ্বল
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বল।
(ও মন) হরে কৃষ্ণ ভুলে তুমি ঘুমাইও না আর।
কেমন মধুমাখা নাম
শান্তি ঝরে অবিরাম
যেমন জ্বালা হোক না হরি নামে মেলে আরাম।
এমন হরে কৃষ্ণ মধুর নামটি ভুল নাকো আর॥
ও মন মরার মত আর,
ঘুমে থেক না আমার
জেগে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলে অনিবার।
মন রে হরে কৃষ্ণ নাম বিনা জীবের শান্তি কোথা আর।
তুমি যাদের ভাব রে আপন
তারা কেহ নহে আপন
স্বপন ভাঙ্গলে ফাঁকি দিয়ে পালাবে এখন
তখন হরে কৃষ্ণ নাম বিনা ভবে বন্ধু নাহিকো আর।

সঙ্গে-সঙ্গে সুর দিয়ে গান সুরু হয়ে গেল। সুরু হলো তাণ্ডব নৃত্য। কীর্ত্তনের-দল ঘরে কীর্ত্তন করতে-করতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। শহরের অনেক দূরে তাঁরা চলে গেলেন। বেলা গড়িয়ে পড়ল তবুও কীর্ত্তন শেষ হয় না। এমনি একদিন-দু'দিন নয়। প্রায় প্রতিদিনই। কীর্ত্তন চলেছে তো চলেছেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর কি ভাবতে-ভাবতে একদিন বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায় একাকী। পায়ে খড়ম। সেই পায়েই চলতে লাগলেন। তাঁর চলা স্বভাবতঃই খুবই ক্ষিপ্র। তিনি হাঁটতে-হাঁটতে চলে গেলেন পুরী থেকে পাঁচ মাইল দূরে সাক্ষীগোপাল নামক স্থানে। বাড়ীতে কেউ জানতেও পারল না। এদিকে বেলা গড়িয়ে পড়ল। শ্রীশ্রীঠাকুরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা নেই। মনোমোহিনী খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অন্যান্য সকলে বেরিয়ে পড়লেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধানে। অনেক করে খোঁজা হলো কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। সন্ধ্যা প্রায় তখন উত্তীর্ণ হতে চলেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। মনোমোহিনী পুত্রকে দেখে আশ্বস্ত হলেন।

কোথায় ছিলি সারাদিন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর সমস্ত ঘটনাটা মাকে খুলে বললেন। কেমন করে যে হাঁটতে-হাঁটতে অতো দূরে চলে গেলাম বুঝতেই পারলাম না। রাস্তায় বেরিয়েছিলাম বেড়াতে।

মনোমোহিনী আর কোন কথা বললেন না। পুত্রের আহারের ব্যবস্থা করতে গেলেন।

দিনগুলো কাটতে লাগল পরমানন্দে। সমুদ্রে স্নান করে, সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে, কীর্ত্তনের সুরে ভেসে। লোকজন দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগল অনেক। এক-এক করে শ' পাঁচেক লোক দীক্ষা গ্রহণ করল।

একটা মাস কেটে গেল। সুশীলদা ইতিমধ্যে মনোমোহিনীকে নিয়ে একবার কটকে বেড়াতে গেলেন।

তারপর দু'টো মাস পূর্ণ হলে সকলে পুরী থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলেন হিমাইতপুরে।

বৎসর প্রায় শেষ হতে চলল। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভালই ছিল। কিছুদিন হলো আবার অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন। মনোমোহিনী পড়লেন আবার দুশ্চিন্তায়। ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ওষুধ খেতে লাগলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র দূর থেকে ভাবল এই বুঝি সেই সুযোগ আবার এসে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভাল যাচ্ছে না। আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, নিশ্চয়ই এবার তাঁর যাবার পালা। কৃষ্ণচন্দ্র কাজের সুবিধের জন্য ছাপাখানাটাকে বাড়ীতে নিয়ে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পত্রিকায় প্রকাশ করে দিল—এই প্রেস সৎসঙ্গের সঙ্গে জড়িত নয়। এটা তার নিজের সম্পত্তি।

কৃষ্ণচন্দ্রের কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর কোন প্রতিবাদ করলেন না। আশ্রমস্থ লোকেরাও তাই দেখে কোন আপত্তি তুললেন না। কিন্তু তার এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে মনে-মনে বিরক্ত হয়ে উঠলেন সকলে।

কৃষ্ণচন্দ্রের দলে জুটেছিলেন অনেকে। তার অভিসন্ধি বুঝে অনেকেই চলে এলেন সেখান থেকে। আবার কেউ-কেউ রয়েও গেলেন তার কাছে। প্রফেসর পঞ্চানন মিত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রর কাছে রয়ে গেলেন। বিরাজদাও কৃষ্ণ দাসকে ছাড়তে পারলেন না। এমনি বোধহয় মাত্র দুই-চার জন ছাড়া আর সকলেই তাকে ত্যাগ করে চলে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। এই দেখে কৃষ্ণচন্দ্রের হলো ক্রোধ। গোপনে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুরকে এ ধরাধাম হতে সরিয়ে না দিতে পারলে বুঝি তার কোন বাসনাই পূর্ণ হবে না। কৃষ্ণচন্দ্র জানাল তার গোপন বাসনার কথা তার বিশেষ অন্তরঙ্গদের কাছে।

আর বলল—খুব সাবধানে। গোপন যেন থাকে। নইলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। আর তাঁকে হত্যা করতে পারলে জগতের একটা মহা কল্যাণকর কাজ করা হবে। যে করবে সে একদিন সকলের কাছে শ্রদ্ধার্হ ও পূজনীয় হয়ে উঠবে, এটা নিশ্চয়ই।

কৃষ্ণচন্দ্রের অনুচরেরা এই কথায় কি ভাবলেন কে জানে। গোপনে ষড়যন্ত্র চলতে লাগল।

এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর একটু ভালর দিকে গেল। মনোমোহিনী পুরী থেকে এসে পৌত্রদের পৈতে দেওয়ার দিন ঠিক করে ফেললেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই অবস্থা দেখেও তিনি পৈতে দেওয়ার দিন পরিবর্ত্তন করলেন না। এই উপলক্ষে লোকজনদের নেমন্তন্নও করলেন প্রচুর। মহাসমারোহে অমরেন্দ্রনাথ ও বিবেকরঞ্জনের এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে পৈতে হয়ে গেল। সেই সঙ্গে সতীশ গোস্বামীর প্রথম পুত্র সচ্চিদানন্দ ও অন্যান্য আরও কয়েকজনের পৈতেও হয়ে গেল।

এর মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর সুস্থ হয়ে উঠলেন।

চৈত্র মাস এসে গেল। গুডফ্রাইডের ছুটি উপলক্ষে বহু ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এলেন। Income Tax আফিসের য়্যাসেসর খলিলর রহমান, কুষ্টিয়া থেকে ত্রৈলোক্যনাথ সেন, অন্নদা দত্ত, ডাঃ গোকুল মণ্ডল এবং আরও অনেকে এসেছেন। তাঁদের আগমনে আশ্রম মুখরিত হয়ে উঠেছে। এ কয়েকদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে কেন্দ্র করে সকলে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছেন। মনে হয় সন্ধ্যাবেলাই আনন্দটা জমে বেশী। সামান্য কয়েকজন লোক। কেউ-কেউ দল বেঁধে এক জায়গায় বসে নানা প্রকার আলাপ-আলোচনায় মস্‌গুল হয়ে উঠেছেন। আবার কেউ গলাগলি ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলে আনন্দ প্রকাশ করছেন। দূরে কার কণ্ঠে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের সুর অপূর্ব্ব হয়ে ভেসে আসছে। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। সন্ধ্যার অন্ধকার ঝোপ-ঝাড়ে আশ্রয় নিয়ে আরও গভীর হয়ে উঠেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুরে-ঘুরে সকলের নিকট যেতে লাগলেন এবং সকলকে আলিঙ্গন করে, উপদেশ দিয়ে তৃপ্ত করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যার অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে উঠলো। দ্বিতীয়ার এক ফালি চাঁদ হেসে-হেসে কি যেন দূর থেকে জানাতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুরতে-ঘুরতে লাইব্রেরীর ঘরে এলেন। ঘরে মাদুর পাতা ছিল। সেইখানে এসে শুয়ে পড়লেন। ঘরে ছিলেন আকুদা, অশ্বিনীদা। বারান্দায় ছিলেন আরও অনেকে। শ্রীশ্রীঠাকুর গল্প করতে লাগলেন। অনেক কথাই হতে লাগল। একবার কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলতে লাগলেন—মনে হয় যেন হিমালয়ের ন্যায় পাহাড়ের valley-তে সাদা পাথরের বেদীর মত; তার চার পাশ থেকে লতা উঠে সেটাকে বেশ ঘরের মত করেছে, চারদিকে শ্বেত করবীর মত সাদা ফুল ফুটে সুন্দর শোভা করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রেখেছে। ওপরে পাহাড়ের গা থেকে ঝরণা বেরিয়ে পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে—সেখানে থাকতাম। অশ্বিনীদা ও আকুদা এই কথা শুনে মনে-মনে কি যেন চিন্তা করছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে উঠে বসে বলতে লাগলেন—দেখুন, ধ্যানাদিতে যে-সব vision আসে তা অলীক বলে উড়িয়ে না দিয়ে সত্য বলে accept করে নিয়ে enjoy করা মন্দ নয়। উড়িয়ে দিলে enjoy করা যায় না। আবার তাই বলে ওতে আসক্ত হওয়াও ভাল নয়।

সে সন্ধ্যায় আরও কত রকমের আলাপ-আলোচনা হলো।

গুডফ্রাইডের ছুটি ফুরিয়ে এলো। এবার অনেকেরই যাবার পালা। যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বিদায় নিতে এলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর লাইব্রেরীর ঘরে বসেছিলেন। তাঁদের বিদায় নেওয়ার কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখখানা যেন কেমন বেদনায় ভরে উঠল। কাউকে তাঁর ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না।

বললেন—আপনারা চলে যেতে চাচ্ছেন। কিন্তু আমার মনটা কেমন লাগছে। অথচ আপনাদের ধরে রাখবার মতও কোন ক্ষমতা আমার নেই। যতক্ষণ আপনারা আমার কাছে থাকেন, আমার দৃষ্টির ভিতরে থাকেন, আমি যেন নিশ্চিন্ত থাকি। কোন অমঙ্গল হলে তার প্রতিকার করতে পারি। কিন্তু দূরে গেলে আশঙ্কা হয় যদি কোন বিপদাপদ ঘটে। সময়োচিত তার যথাযথ প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে পারব না। তাই আপনাদের বিদায় দিতে মন এমন করে। তারপর খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন—

আমি ত্রিকুটীর উপর উঠে প্রলয়ের গর্জ্জন শুনেছি। কী ভীষণ সে গর্জ্জন! যেন মহাপ্রলয় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে বুক কাঁপেনি। কামের উল্লম্ফনে, ক্রোধের ভয়াল মূর্ত্তিতে বা লোভের তীব্র তাড়নায় কোনদিন এতটুকু টলিনি। কিন্তু কেউ বিদায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা বললেই অবশ হয়ে পড়ি। সহ্য করতে পারি না। বুকটা যেন কেমন থর-থর করে কেঁপে উঠে।

যাঁরা বিদায় নিতে এসেছিলেন তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে চুপ করে রইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদনাভরা মুখখানা দেখে তাঁদের মনটাও কেমন হয়ে গেল। যাবার ইচ্ছে হলো না। কিন্তু উপায় নেই। না গেলেও যে চলবে না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেই কথাই তাঁরা জানালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের যাবার অনুমতি দিলেন। বললেন—সুযোগ পেলেই চলে আসবেন আবার। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের আশীর্ব্বাদ করলেন। তাঁরা প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলেন।

চৈত্র মাস শেষ হয়ে গেল। এলো তের শ' ত্রিশ সাল। শ্রীশ্রীঠাকুর বহু প্রকার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ওদিকে কৃষ্ণচন্দ্র অকারণে ক্ষেপে উঠল। সে দিনরাত চিন্তা করতে লাগল শ্রীশ্রীঠাকুরকে হত্যা করা যায় কি করে? তাঁকে প্রাণে নিঃশেষ না করতে পারলে তার আর কোন সুবিধে হচ্ছে না। প্রফেসর পঞ্চানন মিত্র বলেছেন—তার লেখাগুলো ইংরেজী করে দিয়ে নোবেল প্রাইজ পাইয়ে দিবেন। তাহলে তার আর ভাবনা কি। বিশ্বজোড়া তার খ্যাতি হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে যে-সব লোক দিনরাত বসে কথা শুনছেন তারাও সকলে ছুটে আসবে তার কাছে। তখন আর তার কোন চিন্তাই থাকবে না। শুধু চাই এখন ঐ ভদ্রলোকের জীবন নাশ করে দেওয়া। তা পারলেই সব উদ্দেশ্য সফল হবে। বিরাজদা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে দিনরাত ঘোরাঘুরি করেন। বেশ সহজ সরল লোক। কৃষ্ণচন্দ্র স্থির করল তাঁকেই তার এই দুরভিসন্ধির যজ্ঞে প্রধান হোতা করবে।

বিরাজদা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা শুনে প্রথমে অবাক্ হয়ে গেলেন। কিন্তু পরে কৃষ্ণচন্দ্রের কথায় তাঁর মনটা টলে গেল। ভাবলেন, হয়তো হলেও হতে পারে। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই রাজী হলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে হত্যা করতে। কৃষ্ণচন্দ্র শুনে সুখী হলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহলে অভিপ্রায় সিদ্ধি হবে। আর দেরী নেই।

কিন্তু বিরাজদা? তার মন সদা কেমন করে উঠতে লাগল। যিনি তাঁর গুরুদেব, মানুষকে আপন করে নেবার মত কি মিষ্টি ব্যবহার যাঁর, যিনি কখনও কারও ভাল ছাড়া ক্ষতির কথা ভাবতে পারেন না তাঁকে হত্যা করতে হবে? ভাবতে গিয়ে তাঁর অন্তর-আত্মা কেঁপে উঠল কয়েক বার। তার জীবনের সর্ব্ব-সত্তা যেন ঝাঁকি দিয়ে বার-বার বলতে লাগল—এ অসম্ভব। এ অসম্ভব। বিরাজদা বৃথা কয়েক দিন এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে শেষে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলেন।

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে ছাড়ল না। তাঁকে প্রচণ্ডভাবে বুঝাতে লাগল। বলল—জানেন না, এই কাজ করে জগতের কি কল্যাণ-সাধন করতে যাচ্ছেন। করতেই হবে। নইলে উপায় নেই।

বিরাজদা পুনরায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু মন তাঁর বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠল।

কয়েক দিন কেটে গেল। বিরাজদা আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। সেদিন রাত্রিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণতলে পড়ে সমস্ত কথা ব্যক্ত করে ফেললেন। আর অনুশোচনায় তীব্রভাবে কাঁদতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে আদর করে বুকে তুলে ধরলেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—তাতে আর কি হয়েছে। ভুলটা যখন বুঝতেই পেরেছেন তখন আর ভাবনা কি?

বিরাজদা চোখ দুটো মুছে উঠে পড়লেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বার-বার ক্ষমা চাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সহজ মনে প্রাণভরে তাঁকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

এই সব কথা কৃষ্ণচন্দ্রের কানে গেল। সে ভাবল সর্ব্বনাশ! সব তো জানাজানি হয়ে গেল। আশ্রমের লোক তো এখনই পুলিশ নিয়ে হাজির হবে। তাহলে কি করা যায়? কৃষ্ণচন্দ্র ভয়ে অস্থির হয়ে উঠতে লাগল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঠাকুর রইলেন সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। কোন-কিছু বললেন না। উপরন্তু আশ্রমের লোকদের নিষেধ করে দিলেন যাতে কৃষ্ণ-চন্দ্রের উপর কোন-প্রকার অত্যাচার না হয়। আশ্রমের লোকেরা খুবই ক্ষেপে উঠেছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় তাঁরা শান্ত হলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু ভয়ে বাড়ীতে টিকতে পারল না। পাবনা শহরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার করে দিন কয়েক পরে রংপুরে পালিয়ে চলে গেল।

* * * *

শ্রীশ্রীঠাকুর মন দিলেন আশ্রমের কাজে। সতীশচন্দ্র বোস-মহাশয় তিন হাজার টাকা দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে ছাপাখানা কিনতে। তাঁর ইচ্ছা যাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ ভালভাবে প্রচার হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর একটা প্রেস কিনে আনলেন সেই টাকা দিয়ে।

কিছুদিন হলো কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য-মহাশয় এসেছেন আশ্রমে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি মিঃ সি, ভি, রমণের অধীনে গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কলকাতায় হরিতকী বাগান লেনে ছিলেন সেই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়। এখন তিনি সে-সব ছেড়ে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে নিযুক্ত হবেন বলে স্থির করেছেন। খুবই পণ্ডিত লোক। ভগবানে বিশ্বাস তাঁর বিশেষ নেই। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁর খুবই ভাল লেগেছে। প্রতিদিনই শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে বসেন। বিজ্ঞান, কলা, ধর্ম্মশাস্ত্র বহু-কিছু নিয়ে তিনি প্রশ্ন করতে থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সাবলীল ভাষায় উত্তর দিতে থাকেন।

সেদিন বোধহয় আষাঢ় মাসের প্রথম দিক। ইংরেজী উনিশ শ' তেইশ সালের পনরই জুন। ডাক্তার যতীন রায়, প্রফেসর কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য বহু গুণবান্ ব্যক্তিগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে বসেছিলেন। আলোচনা হচ্ছিল জীবকোষ নিয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Body cells-এর nucleus-এ expansion হলে একটা nucleus ভাগ হয়ে দুটো হয়ে যায়। এইরূপ প্রতিনিয়ত expansion, contraction ও stagnation-এ cell division হয়ে-হয়ে একটা cell অগণিত cells-এ divided হয়ে যায়। একটা cell যে দুটো হয়, সে দুটোই exactly similar হয়। একটার যে দু' ভাগ হয় তা নয়। একটাই নিজের মত আর একটা সৃষ্টি করে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলতে লাগলেন—animal cells এবং vegetable cells-এ কোনই পার্থক্য নেই। Cell হিসেবে তারা exactly similar, কিন্তু বিভিন্ন cells বিভিন্ন প্রকারের energy-র manifestation হয় ইত্যাদি।

এই রকম বহু-কিছু আলোচনা করলেন সেদিন।

আষাঢ় মাস শেষ হয়ে গেল। কৃষ্ণপ্রসন্ন এখানে এসে বাড়ীর কোন খবরই পাচ্ছিলেন না। সেদিন পিতার অসুস্থতার একটা টেলিগ্রাম পেয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানালেন সব কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন—পরমপিতার কাজে থাকলে কোন বিপদই আসতে পারে না কেষ্টদা।

কৃষ্ণপ্রসন্ন শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় কি বুঝলেন জানিনে। তিনি আর বাড়ী যেতে চাইলেন না। কিছুদিন পর তিনি সংবাদ পেলেন পিতা তার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন, কোন চিন্তার কারণ নেই।

এদিকে শিবচন্দ্র অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুদিন হলো কলকাতায় ছিলেন—পিতার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন। মনোমোহিনী ভাল ডাক্তারই দেখিয়েছিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুর চিন্তিত মনে পিতার শিয়রে এসে বসলেন। ডাক্তার ওষুধ দিতে লাগলেন।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল। শিবচন্দ্রের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যেতে লাগল। মনোমোহিনী চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বাড়ীতে সকলেই বিমর্ষাবস্থায় কাটাতে লাগলেন। চিকিৎসার জন্য শিবচন্দ্রকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলকাতায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব উঠল। শিবচন্দ্রের জ্ঞান ছিল। তিনি বাধা দিয়ে বললেন—আর কি হবে জীবনটা নিয়ে টানা-হেঁচড়া করে। শেষের ক'টা দিন এখানে থেকেই যেতে দাও আমাকে। হিমাইতপুরেই মরতে ভালবাসি। হিমাইতপুরই আমার কাশী। এই পদ্মাই আমার গঙ্গা। এখানে মরতে পারলে এর চেয়ে আমার আর কোন সুখ নেই।

এরপর কেউ আর কোন কথা বললেন না। এই অবস্থায় অগ্রহায়ণ মাস পড়ে গেল। শিবচন্দ্রের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে উঠল। মনোমোহিনী চোখের জলে আঁচল ভিজিয়ে ফেললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পিতার অবস্থা দেখে ছটফট করতে লাগলেন। তাঁর কাছে বসতে পারলেন না। খুবই তাঁর কষ্ট হতে লাগল। তিনি চলে এলেন ক্ষেত্রমোহিনীর ঘরে। তাঁর মনটা খুবই বিমর্ষ। ক্ষেত্রমোহিনী এতক্ষণ শিবচন্দ্রের কাছে ছিলেন। একবার ঘরে এলে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন—বাবা কেমন আছে রে ?

ক্ষেত্রমোহিনী জানালেন সব কথা। আজকের দিনটা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে পড়ল। বিছানায় ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন। বললেন—বাবা কেমন থাকেন বলবি তো মা আমায়।

ক্ষেত্রমোহিনী পুনরায় চলে গেলেন শিবচন্দ্রের কাছে।

শিবচন্দ্রের অন্তিম সময় উপস্থিত। মনোমোহিনী স্বামীর শিয়রে বসে চোখের জল মুছতে লাগলেন। ক্ষেপু, বাদল ও গুরুপ্রসাদী পিতার শোকে স্থির থাকতে পারলেন না। ক্রমাগত চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

কিন্তু জন্মালেই মৃত্যু আছে। শিবচন্দ্র জ্ঞানহারা হয়ে পড়লেন। ক্ষেত্রমোহিনী ছুটে গেলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাতে। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে স্থির থাকতে পারলেন না ছুটে গেলেন পিতার কাছে। তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়ছিল। তিনি বাবার কাছে গিয়েই চীৎকার করে কেঁদে বলতে লাগলেন 'আমার বাবা', 'আমার বাবা'। তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। এমন কান্না আর শোনা যায় না। মনোমোহিনী চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন। পুত্রের কান্না দেখে তাঁর কান্না থেমে গেল। তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

অমন করে কাঁদিসনে বাবা। এই বয়সে মানুষ মরেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কথায় কি ভাবলেন জানিনে। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন মনোমোহিনীর দিকে।

সেদিন চব্বিশে অগ্রহায়ণ, তের শ' ত্রিশ সাল। শিবচন্দ্র ইহ-লীলা সাঙ্গ করে পরমধামে চলে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কাঁদলেন অনেক। শিবচন্দ্রকে কোলে করে বসে থাকলেন অনেকক্ষণ। অনন্ত মহারাজ, সুশীল বোস, কিশোরীদা, সতীশচন্দ্র গোস্বামী, নফরচন্দ্র ও আরও অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও এই শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ কেটে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর অনন্ত মহারাজের দিকে তাকিয়ে বললেন—ছাখ অনন্ত। মনে হয় বাবার যেন এখনও নিঃশ্বাস বইছে। ইচ্ছে করলে বোধহয় বাঁচান যায়।

অনন্ত মহারাজ এ কথার কোন জবাব দিলেন না। মনে-মনে ভাবলেন যদি বাঁচানই যায় তবে বাঁচাও না কেন? তুমি তো ইচ্ছে করলে সবই করতে পার।

কিন্তু ইচ্ছে করলেই বাঁচান যায় না। প্রকৃতির সব জিনিষেরই একটা নিয়ম আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর চুপ করে কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন। তার পর মেজ ভাই ক্ষেপুকে নিয়ে পরামর্শ করে তাড়াতাড়ি সৎ-কারের ব্যবস্থা করলেন। তিন ভাই মিলে শ্মশানে চলে গেলেন। মনোমোহিনী হাতের নোয়া-শাঁখা ভেঙ্গে, কপালের সিন্দুর মুছে বাড়ী ফিরে এলেন। তিন ভাইয়ে কাছা পরলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এত বড় শোকেও শ্রীশ্রীঠাকুর একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন না। শ্রাদ্ধাদি যথাযথভাবে নিষ্পন্ন হয়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর ভবিষ্যতের চিন্তায় ডুবে গেলেন। আশ্রমে তখন বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্র নাম দিয়ে একটা বিজ্ঞানাগার তৈরী হচ্ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই অসমাপ্ত কাজে মন দিলেন। তখন সেটা ছোট্ট কুটির হলেও এ যেন তার জীবনের মানস-প্রতিমা। একে গড়ে না তুলতে পারলে তাঁর যেন জীবনে শান্তি নেই। তাই তিনি এই কল্পনার বস্তুটাকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্যে একান্তভাবে ঝুঁকে পড়লেন।

কিছুদিন আগের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর নানা প্রকার আলাপ-আলোচনার মধ্যে কথায়-কথায় একদিন একজনকে বলছিলেন—এখানে একটা বিজ্ঞানাগার স্থাপনের জন্য অর্থ-সংগ্রহ করতে চেষ্টা করুন।

সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথা শুনে সকলে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। এইখানে বিজ্ঞানাগার! আর এখান থেকে হবে গবেষণা! একান্ত নির্জ্জন পাড়া-গাঁ। চারদিকে ঝোপ-ঝাড় জঙ্গলে ভরে আছে। সময়-সময় দূরে বাঘের ডাক এখনও শোনা যায়। এখানকার প্রতি-বেশীরা যেখানে বেশীর ভাগই অশিক্ষিত, সেইখানে হবে বিজ্ঞানাগার। তা ছাড়া আশ্রমের লোকেরা যেখানে দু' বেলা পেট ভরে ভালভাবে খেতে পায় না। সেখানে এই কল্পনা।

সকলের অসম্ভব মনে হলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু তাদের মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি মনে-মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন—এই কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতেই হবে।

কিছুদিন পর তিনি জঙ্গল পরিষ্কার করে ছোট্ট একটা কুটির তৈরী করে ফেললেন। এবং সেখানে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি কিছু-কিছু যোগাড় করে ফেললেন। তারপর কৃষ্ণপ্রসন্নকে দিলেন সেই বিজ্ঞানাগারের ভার। তিনি গবেষণার কাজ সুরু করে দিলেন।

কৃষ্ণপ্রসন্ন একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ মেনে চলতে লাগলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশ দিনগুলি কাটতে লাগল। তখন গবেষণা চলছিল বায়ু-চালিত এক তাড়িতযন্ত্র (Wind-Power Dynamo)। কৃষ্ণপ্রসন্ন রাত-দিন এই নিয়ে গভীরভাবে ধ্যান করতে লাগলেন এবং গবেষণাগারে কাজ করতে লাগলেন।

বৎসর ঘুরে এলো। শোকের জ্বালা শেষ না হতেই এলো আর-এক শোকচ্ছায়া নেমে।

তের শ' একত্রিশ সাল। তখন কৃষ্ণপ্রসন্নের তাড়িতযন্ত্র তৈরী করা হয়ে গেছে। আরও কিছু অর্থ হলে জিনিষটাকে কার্য্যকরী করে তোলা যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েক মাস পূর্ব্বে কলকাতায় গিয়েছিলেন। কৃষ্ণপ্রসন্ন অর্থ-সংগ্রহের জন্য চলে গেলেন কলকাতায়। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন মাণিকতলার বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। তিনি সেইখানে গিয়ে উঠলেন। তারপর বেরিয়ে পড়লেন অর্থ-সংগ্রহের জন্য তাঁর পরিচিত লোকের দ্বারে-দ্বারে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তখন বহু লোকজন যাতায়াত করছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বরিশাল জেলার একজন কবি—হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। তিনি মদ খেয়ে নেশায় ভরপুর হয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে ঘৃণা করলেন না। বরঞ্চ তাঁর প্রতি ভাল ব্যবহার করলেন। হেমচন্দ্র দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন।

বললেন—কৈ ঠাকুর, আপনি তো আমায় ঘৃণা করলেন না। আমি মদ খাই বলে যেখানে যাই সকলেই আমায় ঘৃণা করে। আপনি তো কিছুই বললেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহকণ্ঠে বললেন—আমার একটা আঙ্গুলে যদি ব্যথা থাকে দাদা, তবে তা সারাবার জন্যই চেষ্টা করি, সেটাকে কি আমরা বাদ দিয়ে থাকতে পারি ?

কবিবর শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে আরও বিস্মিত হয়ে গেলেন। মনটা তাঁর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। তিনি সেদিন চলে গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যৈষ্ঠ মাসে এলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিয়ে গেলেন। এবং শিগ্‌গীরই আশ্রমে একবার যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন।

আষাঢ় মাস পড়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর আর কলকাতায় থাকতে চাইলেন না। ওদিকে কৃষ্ণসুন্দরী খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বাড়ীতে না গেলেই নয়। মনোমোহিনীও তখন কলকাতায় ছিলেন। তিনি বিচলিত হয়ে বললেন—মার শরীরের যে অবস্থা, কখন কি হয়, কে জানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর মার কথায় রাজী হয়ে দলবলসহ হিমাইতপুরে ফিরে এলেন। এতকাল আশ্রম অন্ধকার ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর হিমাইতপুরে পা দিতেই লোকজন আবার যাতায়াত করতে সুরু করে দিল।

সেদিন পঁচিশে আষাঢ়। ভোরে ষ্টিমারে রওনা হয়ে কুষ্টিয়ার সার্কেল অফিসার, সাব-ডেপুটি শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনীদা ও অন্যান্য অনেকেই আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের সকলকে দেখে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন। সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে উঠলে তিনি তাঁদের বিশ্রামের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

নফরচন্দ্র তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে অশ্বিনীদা হাত-মুখ ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে নিয়ে শাক্যসিংহদার ঘরে গিয়ে বসলেন।

ভেবেছিলাম আপনার উপর একটু রাগ করবো। কিন্তু এ কাঠামো দিয়ে তা আর পারা যাবে না, ঠাকুর বললেন।

তার পর গত ছয় মাস কলকাতায় ছিলেন, তখন চিত্তরঞ্জন দাশ এসেছিলেন, নাম নিয়েছেন, বিশ্ববিজ্ঞান-কেন্দ্রের ভার নিতে চেয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে যে-সব কথা হয়েছিল তাই বলতে লাগলেন। বললেন—দাশদাকে বললাম, আপনারা নিম্নজাতির জল চল করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যাদি যে movement করছেন ওটা এখন এই বাঙ্গলাদেশে আর তত বেশী দরকারী নয়, ও তো প্রায় চলেই গেছে। এখন তো প্রায় সকলেই সকলের জল খায়, ছোঁয়। কেবল ওটা as of right assert না করলেই বড় কেউ একটা আপত্তি করে না। আর তা না করাই ভাল। আস্তে-আস্তে আপনিই ওটা সহজ হয়ে যাবে। মাঝখান থেকে ও নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া right assert করতে গেলে কেবল একটা opposition invite করা হয় মাত্র। তারচেয়ে বেশী দরকার হচ্ছে বিবাহ-সম্বন্ধে change আনা। Marriage-টাকে একটু flexible করা। বর্ণ, বংশ, স্বাস্থ্য, মনোবৃত্তি-অনুসারে marriage যদি compatible হয়, বিয়ে তবেই ভাল হয়। এখনকার মত গরু দান, ঘটি দান গোছের বিবাহ আর না থাকাই দরকার। ঐরূপ বিবাহ হলে প্রেম তাদের মধ্যে বেশী গাঢ় হবে এবং তার থেকে যে issue পাওয়া যাবে, তারা খুব সুস্থ, সবল intellegent হবে। এইরূপ এখন করতে পারলে, বিশ বছর পরে কতকগুলি brain-ওয়ালা যুবক পাওয়া যাবে, আর তাদের দিয়ে খুব কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা।" (অমিয় বাণী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ১৮১—১৮২।)

"বিকেলে আশ্রমের উঠানে, নিমতলার বাঁধানো বেদীর উপর ধীরেনবাবুর কোলে মাথা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর শুয়ে আছেন। আমি কাছে বসে আছি, যোগেন সরকার ও আরও কয়েকটি ভাই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—যে সব widow-রা husband accept করেনি (অর্থাৎ অক্ষত যোনি) বা তাদের conception হয়নি, তাদের consent নিয়ে পুনরায় বিবাহ দেওয়া দরকার, দাশদাকে বলায় তিনি বললেন আপনি পারেন widow বিয়ে করতে?

আমি বললাম আমার বিয়ে আবশ্যক নেই। তবে to set up an example যদি দরকার হয় তাহলে in dozen পারি।" (অমিয় বাণী, ২য় ভাগ, পৃষ্ঠা ১৮২।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এর পর বহু আলাপ-আলোচনা হলো। অশ্বিনীদা এবং অন্যান্য সকলে কিছুদিন আশ্রমে থেকে গেলেন।

কৃষ্ণসুন্দরীর অবস্থা দিনের পর দিন গুরুতর হয়ে উঠল। মনোমোহিনী কৃষ্ণসুন্দরীর সেবায় মন দিলেন। কিন্তু তাঁকে আর ধরে রাখা যাবে না। মনোমোহিনীর মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরও সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাহলেও কি হবে। নিয়তির লিখন খণ্ডন হবে কি করে। কৃষ্ণসুন্দরী দেহরক্ষা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-পরিবারের উপর আবার একটা শোকের ছায়া নেমে এলো। মনোমোহিনী পর-পর দুটো মর্ম্মান্তিক আঘাতে ভেঙ্গে পড়লেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তিনি ছাড়া মনোমোহিনীকে এই সময় সান্ত্বনা দেবার আর কোন লোকই ছিল না। দুই-একদিন পর মনোমোহিনী চোখের জল মুছে ফেললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই দেখে একটু নিশ্চিন্ত হলেন।

শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হয়ে গেল। বৎসরও প্রায় শেষের দিকে গড়িয়ে এলো। বিদায়ী ফাল্গুনের শীত যেয়েও যেন যায়নি। শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিন মনোমোহিনীর ঘরের বারান্দায় তক্তপোষের উপর বসে দূরে পদ্মার চরে তাকিয়ে প্রকৃতির শোভা উপভোগ করছিলেন। প্রভাতের আলো ছেয়ে গেছে সামনের বিরাট্ বালুচরের উপর। প্রকৃতির দৃশ্য অপূর্ব্ব হয়ে ফুটে উঠেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বোধহয় বসে-বসে এক মনে তাই দেখছিলেন। সহসা একটা শিকারী একটা চকাচকিকে গুলি করতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের মনটা কেমন হয়ে গেল। চকাচকিটা তখনও মরেনি। মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তার ঐ যন্ত্রণা দেখে অস্থির হয়ে পড়লেন। বললেন—ঐ মেরে ফেলল রে, পাখীটা বুঝি মরে গেল রে, উঃ। বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন। শিকারীর গুলির আওয়াজ আবার শোনা গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর গুলির আওয়াজ শুনে এবার আর স্থির থাকতে পারলেন না। ছটফট করে বলতে লাগলেন—হায়, হায়, মরল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রে। উঃ, উঃ, বলতে-বলতে বুকে হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই অবস্থা দেখে সকলে ছুটে এলেন। তাঁকে তুলে ধরলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদনা কেউ বুঝতে পারলো না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi